www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আল-কোরআনের আলোকে

শানে হাবীবুর রহমান

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(কোরআনের আলোকে প্রিয়নবী (দঃ) এর মর্যাদা)

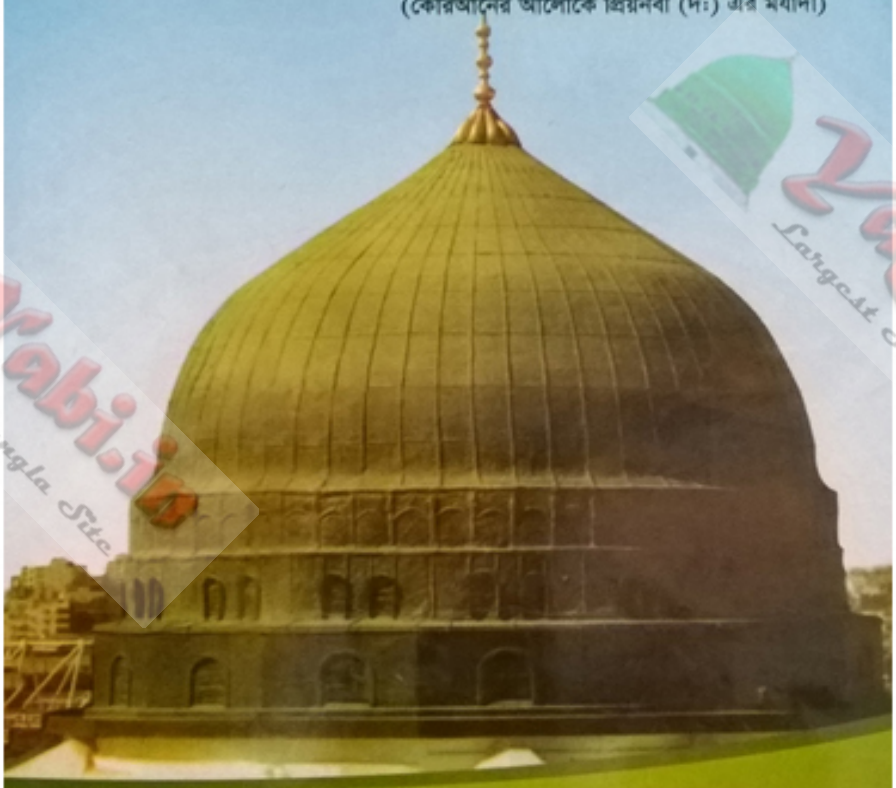

মূল ঃ হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group:
www.wa.yanabi.in
facebook page:
www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

شانِ الرحیم حبیبُ الرحمٰن

কুরআনের আলোকে

শানে হাবীবুর রহমান

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

মূলঃ হযরত মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
খাদেমে হাদীছ
নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশনায়ঃ
নিশান প্রকাশনী
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ২০৮৮৭৪

১ম প্রকাশকালঃ ১লা জুলাই, ৯১ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা জুলাই, ১৯৯৪ইং

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

হাদিয়াঃ সাদা-১০০.০০ টাকা
নিউজ- ৬৫.০০ টাকা

কম্পিউটার কম্পোজঃ শাহ্ আমানত কম্পিউটার
মূদ্রনেঃ এ্যাডন প্রেস লিঃ, চট্টগ্রাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুবাদকের কথা

হাবীবে খোদা, রাহমাতুললিল আলামীন হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। আল্লাহ পাক তাঁকে 'সিরাজাম-মুনীরা' বা উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করতঃ 'ওয়া রাফানা লাকা যিকরাকা' (আমি আপনার স্তুতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি)- এর সুমহান তাজ পরিধান করিয়েছেন। যত বড় লেখক বা বক্তাই হোন না কেন, হাবীবে খোদা (দঃ)-এর সামান্যতম শানও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। স্বয়ং রাববুল আলামীনের ভাষায়- 'দুনিয়ার সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বানী অর্থাৎ মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সিফাত লিখে শেষ হবে না।" বস্তুতঃ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়তই তাঁর মাহবুব (দঃ)-এর উপর সালাত পাঠ করছেন। জ্বিন, ইনসান, ফেরেশতা তথা গোটা সৃষ্টিই তাঁর উপর দরূদ পেশ করছে অহরহ, সর্বত্রই তাঁর স্তুতি-তাঁরই গীত। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

সাহারার মরুতে আর পর্বতেও সে নাম আছে,
সাগর বুকের হিল্লোলে আর তুফানেও সে নাম আছে,
চীন দেশে ও মরাকশের বিয়াবনে সে নাম আছে।
মুসলমানের ঈমানেও লুক্কায়িত সে নাম আছে।
প্রলয় যাবৎ সর্বজাতি এই তামাশা দেখতে পাবে
রাফানা লাকা যিকরাকারই মর্যাদাটি দেখতে পাবে।

কুরআনুল কারীমের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি হরফ আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (দঃ)-এর মহান শানের জীবন্ত দলিল। আর তাই তো মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ইরশাদ করেছেন 'কুরআনই আল্লাহর নবীব চরিত্র।' মাহবুবে খোদা (দঃ)-এর এ সুবিশাল মর্যাদার বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতার অনুভূতি যারা স্বীয় আকিদা এবং বিশ্বাসে গেঁথে নিতে পারেনি, তারা ঈমান এবং ইসলামের মজা পায়নি, পেতে পারে না। এরা ঈমানের ক্ষেত্রে এতই বিপর্যস্থ যে অনেক সময় তারা নূরনবী (দঃ) কে সাধারণ মানুষের কাতারে এনে অবমূল্যায়ন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। অথচ হুযুর আকরম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(দঃ) এর খাঁটি মুহাব্বত এবং তাঁর মহান শানের উপলব্ধিই হচ্ছে ঈমানের মূল কথা। এ বিষয়টিকেই মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) তুলে ধরেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'শানে হাবীবুর রাহমান' কিতাবে কুরআনের আলোকে অত্যন্ত সফলভাবে। যে কোন পাঠকের অন্তরকেই এ কিতাব নাড়া দিবে নিঃসন্দেহে, এনে দিবে আকীদার পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি।

মূল কিতাব খানা উর্দূ ভাষায় লিখিত বিধায় বাংলা ভাষাবাসী মুসলমানদের জন্য তা হতে উপকৃত হওয়া দুরূহ ছিল। তাই আমি এর অনুবাদে হাত দিয়েছি। শত ব্যস্ততার ভিতরও অনুবাদ গ্রন্থখানা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

এমনিতেই অনুবাদ তত সহজ কাজ নয়। তাছাড়া স্বীয় দূর্বলতাতো আছেই। তা সত্ত্বেও ভাষাকে সাবলীল মূলানুগ রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

অনুবাদ ক্ষেত্রে এটি আমার প্রথম প্রয়াস। তাই একান্ত আন্তরিকতা সত্বেও ভাষাগত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তদুপুরি মুদ্রন প্রমাদ থেকেও মুক্ত বলে দাবী করি না। আশা করি সম্মানিত পাঠকমহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দানে বাধিত করবেন।

অনুবাদ গ্রন্থ খানা পাঠকগণের হাতে পৌঁছে দিতে যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন, নাম উচ্চারণ করে তাদের অবদানকে খাট করতে চাইনা। আল্লাহ তাদেরকে এর যথার্থ বদলা দান করুন। পরিশেষে বলব, বাংলাভাষাবাসী মুসলমানদেরকে নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করতে এ অনুবাদ গ্রন্থখানা যতটুকু অবদান রাখবে, ততটুকুই হবে আমার পাওনা।

মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন জুবাইর
খাদেমে হাদীছ
চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা
খতিব
সি.ডি.এ. আবাসিক এলাকা জামে মসজিদ,
আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরনিকা	১
ভূমিকা	৫
আয়াতঃ ১ হুযুর (দঃ) আদি-অন্ত, জাহের-বাতেন সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত	১০
আয়াতঃ ২ হুযুর (দঃ) অতুলনীয় (বেনজীর)	১৪
আয়াতঃ ৩ হুযুর (দঃ) সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী	১৬
আয়াতঃ ৪ সমস্ত নবীগণের কামালাত হুযুর (দঃ) এর মাঝে পুঞ্জিভূত	১৭
আয়াতঃ ৫ হুযুর (দঃ) এর ওসীলায় আদম (আঃ) এর তওবা গৃহীত	১৯
আয়াতঃ ৬ শানে রেসালতের বর্ণনা	২১
আয়াতঃ ৭ হুযুর (দঃ) এর বিবিধ ফজিলত ও মর্যাদার বিবরণ	২৩
আয়াতঃ ৮ হুযুর (দঃ) কে প্রেরণের জন্য সমস্ত নবীগণের প্রার্থনা	২৪
আয়াতঃ ৯ উম্মতে মোস্তফা (দঃ) এর ফজিলত	২৬
আয়াতঃ ১০ হুযুর (দঃ) এর ইচ্ছামাফিক কিবলার পরিবর্তন	২৮
আয়াতঃ ১১ হুযুর (দঃ) এর বিশেষ ফজিলত সমূহ	৩০
আয়াতঃ ১২ হুযুর (দঃ) সর্ব প্রথম শাফায়াতকারী	৩২
আয়াতঃ ১৩ হুযুর (দঃ) এর আনুগত্য খোদা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত	৩৪
আয়াতঃ ১৪ হুযুর (দঃ) আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্যান্য সব ধর্ম বাতিল	৩৬
আয়াতঃ ১৫ হুযুর (দঃ) সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত	৩৯
আয়াতঃ ১৬ হুযুর (দঃ) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী	৪১
আয়াতঃ ১৭ হুযুর (দঃ) এর ওসীলায় তওবা কবুল হওয়ার প্রমাণ	৪৩
আয়াতঃ ১৮ হুযুর (দঃ) এর রায় চূড়ান্ত	৪৬
আয়াতঃ ১৯ হুযুর (দঃ) এর আনুগত্য আল্লাহ্‌রই আনুগত্য	৪৮
আয়াতঃ ২০ হুযুর (দঃ) কে অদৃশ্য জ্ঞান দান	৫০
আয়াতঃ ২১ হুযুর (দঃ) এর অবাধ্যতার পরিনাম জাহান্নাম	৫২
আয়াতঃ ২২ হুযুর (দঃ) আপাদমস্তক মুজেযা	৪৩
আয়াতঃ ২৩ হুযুর (দঃ) এর প্রবর্তিত ধর্মই পূর্ণাঙ্গ	৫৮
আয়াতঃ ২৪ হুযুর (দঃ) নূরের সৃষ্টি	৫৯
আয়াতঃ ২৫ হুযুর (দঃ) এর অনুসরণ	৬৩
আয়াতঃ ২৬ হুযুর (দঃ) এর হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ্‌	৬৪
আয়াতঃ ২৭ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ	৬৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতঃ ২৮ হুযুর (দঃ) হাজির নাজির হওয়ার প্রমাণ	৬৮
আয়াতঃ ২৯ হুযুর (দঃ) আল্লাহ্‌র খাস নিদর্শণ	৭০
আয়াতঃ ৩০ হুযুর (দঃ) দুনিয়ার সমস্ত ভাষায় পারদর্শী	৭৩
আয়াতঃ ৩১ হুযুর (দঃ) হারাম হালালের মালিক	৭৪
আয়াতঃ ৩২ হুযুর (দঃ) সার্বজনীন রসূল	৭৮
আয়াতঃ ৩৩ হুযুর (দঃ) এর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য	৮০
আয়াতঃ ৩৪ যে কোন অবস্থায় হুযুর (দঃ) এর ডাকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ	৮৩
আয়াতঃ ৩৫ হুযুর (দঃ) এর ওসীলায় আযাব থেকে মুক্তি লাভ	৮৬
আয়াতঃ ৩৬ হুযুর (দঃ) পঞ্চজ্ঞানের অধিকারী	৮৭
আয়াতঃ ৩৭ হুযুর (দঃ) এর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত শিরক নয়	৮৯
আয়াতঃ ৩৮ হুযুর (দঃ) এর অসন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে মারাত্মক	৯১
আয়াতঃ ৩৯ হুযুর (দঃ) এর নাম চিত্ত স্বস্তিকর	৯২
আয়াতঃ ৪০ হুযুর (দঃ) এর পূর্ব পুরুষ যিনা ও শিরক থেকে মুক্ত	৯৪
আয়াতঃ ৪১ হুযুর (দঃ) আপাদমস্তক হক	৯৮
আয়াতঃ ৪২ হুযুর (দঃ) এর স্মরণ চিত্ত প্রশান্তিকর	৯৯
আয়াতঃ ৪৩ হুযুর (দঃ) এর দুনিয়াবী সম্পর্ক পূর্ণ কামালিয়াতের লক্ষণ	১০৩
আয়াতঃ ৪৪ হুযুর (দঃ) এর সব কিছু আল্লাহ্‌র পছন্দনীয়	১০৪
আয়াতঃ ৪৫ হুযুর (দঃ) এর মিরাজ অনন্য ঘটনা	১০৫
আয়াতঃ ৪৬ হুযুর (দঃ) কে মকামে মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন	১১৪
আয়াতঃ ৪৭ হুযুর (দঃ) এর প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রশংসা	১১৬
আয়াতঃ ৪৮ হুযুর (দঃ) অতুলনীয় বশর	১১৯
আয়াতঃ ৪৯ হুযুর (দঃ) এর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ	১২৭
আয়াতঃ ৫০ হুযুর (দঃ) এর প্রতি আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ	১২৯
আয়াতঃ ৫১ হুযুর (দঃ) সর্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ	১৩১
আয়াতঃ ৫২ হুযুর (দঃ) নূরে ইলাহীর প্রকাশস্থল	১৩৪
আয়াতঃ ৫৩ হুযুর (দঃ) কে সাধারণ সম্বোধন মূলক শব্দ দ্বারা আহবান করা নিষেধ	১৩৬
আয়াতঃ ৫৪ হুযুর (দঃ) সৃষ্টি জগতের জন্য সতর্ককারী	১৩৯
আয়াতঃ ৫৫ হুযুর (দঃ) এর যাবতীয় কাজ–কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়	১৪১
আয়াতঃ ৫৬ হুযুর (দঃ) অন্যান্য প্রাণীদের কথা বুঝতেন	১৪২
আয়াতঃ ৫৭ হুযুর (দঃ) লিখতে জানতেন কিন্তু লিখতেন না	১৪৭

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতঃ ৫৮ হুযুর (দঃ) এর আনুগত্য সর্বাবস্থায় অপরিহার্য	১৫০
আয়াতঃ ৫৯ হুযুর (দঃ) এর জিন্দেগী মুসলমানদের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ	১৫৫
আয়াতঃ ৬০ হুযুর (দঃ) এর বিবিগণের মর্যাদা	১৫৮
আয়াতঃ ৬১ হুযুর (দঃ) এর খোদা প্রদত্ত ইখতিয়ার	১৬১
আয়াতঃ ৬২ 'মুহাম্মদ' নাম রাখার বরকত	১৬৩
আয়াতঃ ৬৩ হুযুর (দঃ) হাযির নাযির	১৬৮
আয়াতঃ ৬৪ হুযুর (দঃ) এর বাসগৃহের আদব	১৭৫
আয়াতঃ ৬৫ হুযুর (দঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ	১৭৬
আয়াতঃ ৬৬ হুযুর (দঃ) এর রিসালত সার্বজনীন	১৮৪
আয়াতঃ ৬৭ হুযুর (দঃ) এর তিনটি গুণের বর্ণনা	১৮৪
আয়াতঃ ৬৮ হুযুর (দঃ) এর নবুয়াত প্রসঙ্গে কুরআনের শপথ	১৮৭
আয়াতঃ ৬৯ হুযুর (দঃ) এর আনুগত্য উম্মতদের প্রতি শুভ সংবাদ	১৮৮
আয়াতঃ ৭০ হুযুর (দঃ) সর্ব প্রকার গুণাহ থেকে পাক	১৯০
আয়াতঃ ৭১ হুযুর (দঃ) এর তাজীম কি ধরনের হওয়া চায়	১৯৪
আয়াতঃ ৭২ হুযুর (দঃ) এর বায়আত আল্লাহ্‌রই বায়আত	১৯৬
আয়াতঃ ৭৩ বায়আতে রিদওয়ানের বর্ণনা	২০২
আয়াতঃ ৭৪ হুযুর (দঃ) আল্লাহ্‌র কুদরতীর উৎস	২০৪
আয়াতঃ ৭৫ হুযুর (দঃ) এর বর্তমানে কারো ইমামতি করার অধিকার নেই	২১১
আয়াতঃ ৭৬ হুযুর (দঃ) মনগড়া কথা বলেন না	২১৪
আয়াতঃ ৭৭ হুযুর (দঃ) মিরাজের রাত্রিতে যা কিছু দেখেছেন	২১৬
আয়াতঃ ৭৮ হুযুর (দঃ) এর ইশারায় চন্দ দ্বিখন্ডিত	২১৮
আয়াতঃ ৭৯ হুযুর (দঃ) কে আল্লাহ্ নিজেই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন	২২০
আয়াতঃ ৮০ হুযুর (দঃ) এর উপর ঈমান আনয়নের জন্য কিতাবিদের প্রতি নির্দেশ	২২২
আয়াতঃ ৮১ হুযুর (দঃ) এর বিরুদ্ধাচারীদের সাথে সম্পর্ক বর্জনীয়	২২৩
আয়াতঃ ৮২ হুযুর (দঃ) এর নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালনীয়	২২৪
আয়াতঃ ৮৩ হুযুর (দঃ) এর আনুগত্য উম্মত চির অপরাজয়	২২৫
আয়াতঃ ৮৪ হুযুর (দঃ) এর বদৌলতে মুমিনগণের মর্যাদা	২২৭
আয়াতঃ ৮৫ হুযুর (দঃ) এর বদনামী করা হারামজাদাদের কাজ	২৩১
আয়াতঃ ৮৬ হুযুর (দঃ) সর্বগুনে গুনান্বিত	২৩৫
আয়াতঃ ৮৭ হুযুর (দঃ) কে ইল্‌মে গায়ব প্রদান	২৩৭
আয়াতঃ ৮৮ তাহাজ্জুদ নামাজের বিশ্লেষণ	২৩৯

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতঃ ৮৯ হুযুর (দঃ) সবার জন্য প্রত্যক্ষ সাক্ষী	২৪০
আয়াতঃ ৯০ হুযুর (দঃ) এর সন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র কাম্য	২৪১
আয়াতঃ ৯১ হুযুর (দঃ) এর প্রতি খোদার আহবান	২৪২
আয়াতঃ ৯২ হুযুর (দঃ) এর প্রতি খোদার সহানুভূতি	২৪৩
আয়াতঃ ৯৩ হুযুর (দঃ) এর মর্যাদা সমুন্নতকরণ	২৪৪
আয়াতঃ ৯৪ হুযুর (দঃ) এর রাওজা পাক আরশ থেকে উত্তম	২৪৭
আয়াতঃ ৯৫ চাশতের নামাযের হুকুম	২৫১
আয়াতঃ ৯৬ হুযুর (দঃ) কক্ষনো গুমরাহ হতে পারেনা	২৫৩
আয়াতঃ ৯৭ হুযুর (দঃ) এর বক্ষ বিদীর্ন	২৫৫
আয়াতঃ ৯৮ হুযুর (দঃ) এর বদৌলতে সবাই মর্যাদা প্রাপ্ত	২৫৬
আয়াতঃ ৯৯ কিয়ামত পর্যন্ত হুযুর (দঃ) এর নবুয়্যতের যুগ বিস্তৃত	২৬০
আয়াতঃ ১০০ হুযুর (দঃ) কে হাউজে কাউছার প্রদান	২৬১
আয়াতঃ ১০১ হুযুর (দঃ) কে চিকিৎসা জ্ঞান প্রদান	২৬৩
আয়াতঃ ১০২ হুযুর (দঃ) এর প্রশংসাই মাকবুল প্রশংসা	২৬৫
আয়াতঃ ১০৩ সরল সঠিক পথ হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম	২৬৬

সংযোজন

আওলীয়া কিরামের শান	২৬৮
ওলীর পরিচয়	২৭৭
ওলীগণের মর্যাদাগত স্তর	২৭৯
আল্লাহ্‌র ওলীগণের ফজীলত	২৮১
শাহাদাতের ফজীলত	২৯৯
শহীদের অর্থ	২৯১
শাহাদাতের ভাগ	২৯২
শহীদদের সরদার কে?	২৯৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

সকল প্রশংসা ঐ পরোয়ার দেগারে আলমের জন্যই শোভনীয়, যিনি كُنْ (হও) নির্দেশ দ্বারা গোটা জাহান সৃষ্টি করেছেন এবং এক মুষ্ঠি মাটি দ্বারা মানব জাতি পয়দা করেছেন, আর তাকে لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ (নিশ্চয়ই আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি।) এর তাজ পরিধান করিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি কেমন দয়ালু-দাতা এবং নিপুণ কার্য সম্পাদনকারী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের উপর অগণিত নিয়ামতের দরিয়া বয়ে দিয়েছেন। যদি আমাদের প্রত্যেকটি চুলও মুখে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের হিসেব নিরুপন করতে চায়, তারপরও কক্ষনো তা সম্ভব হবে না। কবির ভাষায়-

گر برتنِ من زباں شود ہر مو　　احسان ترا شمار نتوانم کرد

অর্থাৎঃ-যদি আমার শরীরের প্রত্যেকটি চুল মুখ হয়ে যায়, তারপরও সে মহান সত্তার ইহসান সমূহ গণনা করে শেষ করতে পারব না।

তারপর আবার ঐ মানব জাতিকে ইয়্যত দেয়ার জন্যে তাদের মাঝে নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, মুল নিয়ামত সমূহের মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

এরপর অগণিত দরূদ শরীফ ঐ মহান মাহবুবে খোদা (দঃ) এর উপর; যাঁর ওসীলায় এই সৃষ্টিজগত সৃষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার গোটা বাগান এই একটিমাত্র ফুলের জন্যেই তৈরী করা হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) এবং মানব জাতি তথা সৃষ্টির সমস্ত কিছুই তাঁরই ওসীলায় সৃষ্ট।

সুবহানাল্লাহ! তিনি কেমন শাহেনশাহ, নবীগণের সরদার, গুণাহ্‌গারদের চিন্তায় চিন্তিত, হিসাবের দিবসের সুপারিশকারী, পরোয়ারদেগারের রহমত, অসহায়দের সহায়, অপূরণের পূরণ, দূর্বলদের শক্তি, আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থান, যার পবিত্র স্মরণ অশান্ত অন্তরের জন্য শান্তি, বে-কারার দিলের জন্য স্বস্তি। তিনি কেমন দয়াময় যে, পবিত্র বিলাদতের (জন্ম) সময়ও গুনাহ্‌গারদেরকে ভুলেননি, মি'রাজের রাত্রিতেও পাপীদেরকে স্মরণ রেখেছেন, ইন্‌তেকালের পর নূরানী কবর শরীফে গুণাহ্‌গারদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শাফায়াতের জন্য ঠোঁট মুবারক নাড়ছিলেন। (মাদারেজ) কিয়ামতে সবার চিন্তা নিজ জানের, কিন্তু মাহবুবে খোদা (দঃ) এর চিন্তা গোটা জাহানের। কবির ভাষায়–

جب ماں الکوتے کو بھولے — آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں
قصر و لے تک کس کی رسائی — جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں

অর্থাৎ– যখন কোন স্নেহময়ী মাতা তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলে, তখন মা তার হারানো সন্তানকে 'আয় আয়' বলে ডাকে। (হুযুর আকরম (দঃ) তাঁর উম্মতের জন্য মায়ের চেয়েও অধিক স্নেহ রাখেন) তিনি তো ঐ মহান সত্তা 'আলমে জাবারুত' পর্যন্ত যাঁর মহান গমন; তথায় তিনি মুহূর্তে যান, মুহূর্তে আসেন। অর্থাৎ বারংবার আসা–যাওয়া করেন।

হাম্‌দ এবং সালাতের পর এসত্য অনুধাবন করতে হবে যে, মানব জিন্দেগীর আসল উদ্দেশ্য স্বীয় রব তাআলাকে চেনা এবং তাঁর ইবাদত করা। রব তাআলা ইরশাদ করেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ "আমি জ্বিন–ইনসানকে সৃষ্টি করিনি, কিন্তু এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।" আর মহান রবকে তো ঐ বান্দাই চিন্‌বে, যে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সুমহান মর্যাদাকে বুঝতে পেরেছে। ঈসায়ী য়াহুদী আর মুশরিকরা যদি বছরের পর বছরও ইবাদত করে; তারপরও তারা না 'আরেফ' বনতে পারবে আর না যথার্থ অর্থে আবেদ। কিন্তু কেন? শুধু এ কারণেই যে তারা মদীনার তাজেদার (দঃ) কে চেনা–জানা ব্যতিরেকেই ইবাদত বন্দেগী করছে। রব তাআলাও কুরআনুল করিমের বিভিন্ন জায়গায় স্বীয় পরিচয় মাহবুব (দঃ) এর মাধ্যমেই করিয়েছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন– هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ "রাব্বুল আলামিন ঐ মহান সত্তা, যিনি আপন রাসুল (দঃ) কে হেদায়াত এবং হক দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ 'পরওয়ারদেগার ঐ মহান সত্তা যিনি উম্মিদের মাঝে তাদেরই থেকে একজন শানওয়ালা রাসুল পাঠিয়েছেন।' যদি কেউ আল্লাহ তাআলাকে এভাবে চিনে যে, তিনি আসমান–জমিনের স্রষ্টা, তা হলে তার এ চেনা অপরিপূর্ণ, কিন্তু যে আল্লাহকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর খালেক হিসেবে জানবে, সে–ই কামিল মুমিন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বস্তুতঃ স্বয়ং রবের কুদরতির হাতও তাঁর মাহবুব (দঃ)–এর উপর গর্বিত। তাই যদি রব তাআলার শান এবং কুদরতি শিল্পকর্ম দেখতে চাও, তাহলে বে–মেছাল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) কেই দেখ।

শিল্পীর শিল্প বৈশিষ্ট্য শিল্প কর্ম দ্বারাই বুঝা যায় এবং জ্ঞানীর জ্ঞান তাঁর উন্নত মানের শাগরেদ দ্বারাই অনুভূত হয়। একইভাবে খোদা তাআলার কামাল (শিল্প পূর্ণতা) মুস্তাফা (দঃ) এর জামালের (সৌন্দর্য) মধ্যে দেখা যায়। বস্তুতঃ হুযূরে আকরম (দঃ) এর জাত মুবারক রাবিব যুল–জালাল এর মহান জাতেরই প্রকাশস্থল।

রাব্বুল আলামীন বে–মেছাল খালেক, আর মাহবুব (দঃ) বে–মেছাল মাখলূক। কোন দ্বীনই হুযুর আকরম (দঃ) এর মত দ্বিতীয় কোন সত্তা পেশ করতে পারবে না। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাল্লাহ। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমান যেখানে দ্বীনি অন্যান্য আদর্শ ভুলেছে, সেখানে তারা প্রিয় নবী (দঃ) এর শান–মান থেকেও গাফিল হয়ে গেছে। স্বীয় কৃত কর্মের কারণে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে মুসলিম বেশধারী এমন বে–দ্বীন সৃষ্টি হয়ে গেছে, যারা হুযুর আকরম (দঃ) এর মান–মর্যাদা কমানোকেই নিজেদের দ্বীন বলে স্থির করে নিয়েছে। আর সেই পবিত্র মহান সত্তাকে নিজেদের মত মানুষ, বড় ভাই, এবং আল্লাহ মাফকরুন আরও কত্তোকিছু বলতে শুরু করেছে। সাদাসিধে মুসলমানগণ তাদের পাগড়ী–জুব্বা দেখে তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কালের এই টালমটাল দেখে দ্বীনদার এবং বিবেকবান মুসলমানদের চক্ষু হতে রক্তাশ্রু ঝরছে।

যুগের এই দুরাবস্থা দেখে হাজী–উল হারামাইন, জামেয়ে শরীয়ত ওয়া তরীকত জনাব হাজী মুহাম্মদ আলী ছাহেব একান্ত মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণার্থে আমাকে অনুরোধ করলেন–কুরআনুল করীমের ঐ সমস্ত আয়াতগুলো একত্রিত করুন, যেগুলো হুজুর আকরম (দঃ)–এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা বর্ণনা করছে এবং সাথে সাথে উক্ত আয়াতগুলোর মর্মার্থ সংক্ষিপ্তাকারে এমন ভাবে বর্ণনা করুন, যদ্বারা মুসলমানদের অন্তরাত্মা ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে যায়, যেন ঈমানদারগণ হুজুর পাক (দঃ) এর শান অনুধাবন করতে পারে, যেটি পড়ে মুমিনগণের অন্তরে অনাবিল আনন্দ এবং চক্ষুতে নূর হাসিল হবে এবং ইসলামের বিরোধীতাকারীরাও ইসলামের নবীর ফজায়েল দেখে নবী পাক (দঃ) এর আশেক হয়ে যাবে।

কিন্তু জ্ঞানের দৈন্যতা এবং পুঁজির স্বল্পতার কথা আমার ভালভাবেই জানা ছিল, উপরন্তু কোথায় আমার মত অধম গোলাম আর কোথায় প্রিয় নবী (দঃ) এর শান!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রব তাআলা দুনিয়ার বস্তু সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন– قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ)! আপনি বলে দিন–দুনিয়ার সামান খুবই স্বল্প।' কিন্তু এতদ সত্বেও কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে– وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا "তোমরা' আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করেও এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।' আর হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র সীরাত সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

- اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী "। যখন সমস্ত মানুষ স্বল্প নিয়ামতকেই গণনা করে নির্ণয় করতে পারবে না, তখন সুমহান চরিত্র এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মাহবুব (দঃ) এর অসীম ফজিলতের সংখ্যা নির্ণয় করবে, এমন শক্তি কার আছে! তবুও শুধুমাত্র এতটুকু আশা করছি যে, কিয়ামতের ময়দানে কমপক্ষে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর প্রশংসা বর্ণনা কারীদের দফতরে আমার নাম তালিকাভূক্ত হয়ে যাবে এবং এই সামান্য লিখার বরকতে কিয়ামতের ময়দানে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) এর খাদেমদের সাথে আমার হাশর নসীব হবে। আর খোদা চান তো তাঁর মাহবুব (দঃ) এর প্রশংসা বর্ণনা আমার গুনাহর জন্যও কাফ্ফারা হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেই এই মুবারক কাজ আরম্ভ করছি। হাঁ শুরু তো করেছি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই তা শেষ করার তওফীক দিন। আমীন।

১৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৩৬১ হিজরী, মোতাবেক ৩ জুন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পবিত্র জুমারাতে এই কিতাব শুরু করা হয়েছে। কিতাবখানার নাম 'শানে হাবীবুর রহমান মিন্ আয়াতিল কুরআন" রাখছি।

আহমদ ইয়ার খান্ বদায়ুনী
মুদাররিছ
আন্‌জুমানে খুদ্দামুছ ছুফিয়া মাদ্রাসা।
গুজরাট, পাঞ্জাব।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ভূমিকা

কুরআনুল করীমকে যদি ঈমানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে এতে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শুধু সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর প্রশংসাই পরিষ্কার বুঝা যায়। আল্লাহর হামদ সম্বলিত আয়াত হোক, বা অতীত নবীগণের জীবনাদর্শএবং তাঁদের উম্মতগণের ঘটনাবলীর বর্ণনা হোক; অথবা আহকামই হোক না কেন, বস্তুত; কুরআন মজিদের প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুই মাহবুবে খোদা (দঃ) এর তারিফ এবং গুনাবলীকেই ধারণ করেছে উদাহরণস্বরূপ, সূরা ইখ্‌লাসের

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ আয়াত খানাই নিন। এতে আল্লাহ তাআলার সিফাতের বর্ণনা রয়েছে। এরপর সূরা লাহাব দেখুন تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ এতে বাহ্যিকভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কাফির আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীরই বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু যদি গভীর দৃষ্টি দেয়া যায়, তবে দেখা যাবে যে এ দু'টি সূরাও আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর প্রশংসায় ভরপুর।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মাঝে ইরশাদ হচ্ছে যে, হে মাহবুব (দঃ) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ এক এবং তিনিই ভরসাস্থল। তিনি নিজে না কারো সন্তান, না তার কোন সন্তান আছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এখানে একটিমাত্র শব্দ قُلْ (হে মাহবুব! আপনি বলে দিন) গোটা সূরার মধ্যেই হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসাই শামিল করেছে। কেননা রাব্বুল আলামীনের মর্জি হচ্ছে এই যে, হে মাহবুব (দঃ) কালাম তো হবে আমারই কিন্তু জবান হবে আপনার। কবির ভাষায়ঃ–

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند

অর্থাৎ 'আপনার জবান মুবারক আল্লাহর এত প্রিয় যে, 'কুল' বলে আল্লাহ নিজের কথাও আপনার পবিত্র জবানেই শুনেছেন।'

আমার সিফাত আপনি দুনিয়া বাসীকে জানিয়ে দিন اَللّٰهُ اَحَدٌ (আল্লাহ এক) আর আপনার সিফাত আমি এভাবে ইরশাদ করছিঃ–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর। অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আপনি শিক্ষা দিন। আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি শিক্ষা দিচ্ছি। আমি আল্লাহ আপনার পবিত্র মুখে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমার সিফাত শুনতে চাই, আর আপনি তা আমাকে শুনিয়ে বলুন–

اَللّٰهُ اَحَدٌ (আল্লাহ এক) বিষয়টি এভাবেই বুঝুন, প্রিয় সন্তানের কথা সমূহ আগ্রহ সহকারে শোনা হয়। যেহেতু তার মুখের ভাষা বড়ই মধুর এবং প্রিয়, সেহেতু তা বার বার বলিয়ে শোনা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) দ্বারা পবিত্র কুরআন পড়িয়ে তা নিজে শুনেছেন। মিছাক বা প্রতিশ্রুতির দিবসে সর্বপ্রথম তাওহিদের ইকরার মাহবুব (দঃ) ই তো করেছিলেন। অথবা قُلْ বলার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য এ রকম যে, হে মাহবুব (দঃ) বান্দাহদেরকে বলে দিন– اَللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ আল্লাহ এক। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি আপনার গোলামি কে কবুল না করে আমার সিফাতের উপর বিশ্বাস আনয়ন করে, সে কক্ষনো আরেফ বা তৌহিদী হবে না, যতক্ষণ না শিখানো তাওহিদ আপনার মাঝে বিলীন হয়ে না মানে। আর এ জন্যেই কালিমায়ে তৈয়্যবার নাম তো কালেমায়ে তাওহিদ; কিন্তু এতে আল্লাহর স্মরণের সাথে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ও রয়েছে। যাতে প্রথমাংশে তাওহিদ এবং দ্বিতীয়াংশে তাওহিদ শিক্ষাদান কারীর পবিত্র নাম এসে যায়। রিছালতের ধারণা ব্যতিরেকে সত্যিকার তাওহিদের শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এর মধ্যেও হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র প্রশংসা বিজড়িত। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মাঝে তো قُلْ বলার মাধ্যমে শানে রিসালত দৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে قُلْ না বলার কারণে। কেননা একবার আবুলাহাব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব মাহবুবে খোদা (দঃ) এর শানে বেয়াদবী করে বলেছে تَبًّا لَّكَ অর্থাৎ 'তুমি ধ্বংস হও। তার এই নিকৃষ্ট আচরণের বদলা নিতে গিয়ে স্বয়ং রব তাআলা ইরশাদ করলেন

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ অর্থাৎ 'আবু লাহাবই ধ্বংস হোক এবং সে ধ্বংসও হয়েছে। অর্থাৎ হে আমার প্রিয় বন্ধু! এ ঘটনার উত্তর আপনি দিবেন না, বরং আমি নিজেই তার উত্তর দিচ্ছি। এখন এ আয়াত দ্বারা যেখানে আবু লাহাবের গোমরাহী; ধ্বংস ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে; সেখানে সাথে সাথে দু' জাহানের বাদশাহর ইয্যত এবং মহত্ত্বও দরবারে ইলাহীতে অনূভূত হয়েছে। অর্থাৎ মাহবুবে খোদা (দঃ) এর শানে সামান্যতম বেয়াদবী মূলক মন্তব্যকারীও আল্লাহর শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত। مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ অর্থাৎ যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে,আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। (মিশকাত)

সাহাবায়ে কেরাম, সম্মানিত আহলে বায়তের জীবনচরিত, পবিত্র মক্কা এবং মদীনার ফজিলত, যা কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে, তা মূলত; হাবীবে খোদা (দঃ) এরই প্রশংসা। একইভাবে কাফিরদের অন্ধত্ব, প্রতিমা পূজারীদের দোষ বর্ণনাও ঐ

শাহেনশাহ (দঃ) রই না'ত, যার বিরোধীতার কারণে এরা ঈমান হতে বঞ্চিত হয়েছে।

একইভাবে পবিত্র কুরআনের আহ্কাম সম্বলিত আয়াতসমূহ দেখুন। প্রত্যেকটির মাঝেই হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা সুস্পষ্ট। যেমন কুরআনুল করিমের স্থানে স্থানে নামায এবং যাকাতের হুকুম দেয়া হয়েছে। অথবা হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু কোন জায়গায় এটা বলা হয়নি যে, নামায কিভাবে পড়তে হবে, কয় রাকাআত পড়তে হবে। একইভাবে এটাও পরিষ্কার করা হয়নি যে, যাকাত কে আদায় করবে, কতটুকুন সম্পত্তির উপর কি পরিমাণ যাকাত আদায় করবে। হজ্বের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু হজ্বের সার্বিক নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়নি। যদ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, মূল আহকাম আমি বলে দিয়েছি। এখন যদি সে আহ্কামের পদ্ধতি এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হয়, তবে আমার মাহবুব (দঃ) এর কাজকর্ম, কথা-বার্তা দেখে নাও। বস্তুত তাঁর পবিত্র জীবন যাপনই আমার সার্বিক আহ্কামের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এবং সত্যতো এটিই যে, নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মাহবুবানা কাজ-কর্মই মাত্র। তাঁর পালন পদ্ধতিই আল্লাহর কাছে প্রিয়। সুতরাং যে বান্দাই আন্তরিকতা নিয়ে হুবহু তাঁর মতই আদায় করবে, আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। যদি কোন ব্যক্তি রুকু এবং সিজদার মধ্যে কুরআন পড়ে নেয় এবং কিয়ামের মধ্যে 'আত্যাহিয়্যাত' পড়ে। অর্থাৎ আল্লাহর যে সমস্ত যিকর নামাযের মধ্যে হয়, তার নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেয়, তার নামায হবে না। কিন্তু কেন? শুধু এ জন্য যে, যদিও সে সকল আরকান এবং যিকর আদায় করেছে, কিন্তু ঐভাবে করেনি যেভাবে মাহবুব (দঃ) করতেন। আল্লাহর নিকট তার হাবীব (দঃ) এর পদ্ধতিই তো প্রিয়, তোমার কর্ম নয়। লক্ষ্য করুন, নামাযের মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন আরবী ভাষাতেই হতে হবে। কেননা এটিই মাহবুব (দঃ) এর ভাষা। আমাদের নিকট ময়না পাখীর কথা প্রিয়, কেননা সে আমাদের কথার মতই কথা বলে, যদিও সে না বুঝেই বলে। অতএব হে মুসলমান! তোমরা সে মাহবুব (দঃ) এর ভাষাতেই বল, তা না বুঝেই হোক না কেন, ছওয়াব পেয়ে যাবে। যদি নামায শুধু দরখাস্ত মাত্র হতো, তবে যে কোন ভাষাতেই তা আদায় হয়ে যেত। কেননা আল্লাহ তো সকল ভাষাই বুঝেন। হজ্বের মধ্যে কি আছে? কোথায় দাঁড়াবে? কোথায় দৌড়াবে? কোথায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে? কোথায় তাওয়াফ করে ঘুরতে হবে? উপরন্তু এ সকল কাজ এ নির্ধারিত তারিখে কেনই বা ইবাদত হয়ে গেল? এজন্যই যে,এগুলো আল্লাহওয়ালাদের কাজ ছিল। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যার কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য থাকে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত'। আমাদের নামায এবং যাবতীয় ইবাদতের এটাই অবস্থা যে, তা মাহবুবে খোদা(দঃ) এর ইবাদতের সাদৃশ্য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবে। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাঁর বরকতে আমাদেরকে মাফ করে দিবেন।

কবির ভাষায়–

رات کی تاریکی میں نمازیں امت کی بخشش کی دعائیں ان کے سجدے فخر عبادت صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থাৎ 'রাত্রির গভীর অন্ধকারে প্রিয় নবীর নামায,উম্মতের গুনাহ মার্জনার জন্য দুআঁ এবং তার সিজদাসমূহই ইবাদতের গৌরব। তার উপর আল্লাহর সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক।'

আমাদের সিজদাসমূহ মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মাকবুল সিজদা গুলোরই ভিন্নরূপ। বস্তুত; আহ্কাম সম্বলিত আয়াত গুলোও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একইভাবে ঐ কাজই গুনাহ্, যা হুজুর আকরম (দঃ) কে নারাজ করবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

'যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত। এখানে لَهُمْ শব্দটিকে عَذَابٌ اَلِيْمٌ এর পূর্বে আনাতে বুঝা যায় যে, শাস্তি শুধুমাত্র তাদেরই হবে, যারা প্রিয় নবী (দঃ) কে কষ্ট দেয়। বুঝা গেল সকল কাফিরের কুফরী এবং মুমিনদের গুনাহ দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর কষ্ট হয়। যদি কোন ইবাদত দ্বারা প্রিয়নবী (দঃ) নারাজ হন, তবে সেই ইবাদত গুনাহ। এবং যদি কারো ভুলের উপর হুজুর পাক (দঃ) রাজি থাকেন, তবে সে ভুলই হবে মূল ইবাদত। হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) গর্তের মধ্যে লুকায়িত সাপ দ্বারা নিজেকে দংশন করানোর ঘটনা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা নয়। বরঞ্চ খাঁটি ইবাদত। আবু উমাইয়া জমরী (রাঃ) এর মুখ হতে জোরপূর্বক কুফরী শব্দ বের করানো, এটি তাঁর জন্য কুফরী ছিলনা। খায়বরের প্রান্তরে হযরত আলী (রাঃ) এর আসরের নামায কাজা করার ঘটনা গুনাহ ছিল না। বরঞ্চ ইবাদত ছিল। কেননা এ–সমস্ত কাজের উপর হুজুর আকরম (দঃ) এর সন্তুষ্টি ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) এর জন্য হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করা গুনাহ ছিল। কেননা তদ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর অন্তরে আঘাত পৌঁছাত। আরাফাতের ময়দানে মাগরিবের নামায কাযা করাটাই ইবাদত। কেননা এতে হুযুর পাক (দঃ) এর সম্মতি রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত রিসালায় ঐ সকল আয়াত গুলো নিয়েই আলোচনা রাখার ইচ্ছে আছে, যেগুলো সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর প্রত্যক্ষ না'ত সম্বলিত। আসুন আমরা আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) না'ত পাঠ করে ভূমিকা সমাপ্ত করি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তখতও তাঁর তাজও তাঁর
উভয় জাহানে রাজত্ব ও তাঁর।

জ্বিন এবং ফেরেশ্তারা সৈনিক তাঁর
খোদার খোদায়ীতে বাদশাহীও তাঁর।

বাদশাহী এবং ফকিরী তাঁরই অনুগ্রহ,
তাঁর গোলামীতেই রয়েছে প্রত্যেকের গৌরব।
মর্যাদাবান সবাই ধাবিত তাঁর দিকে
সকলেই মুখাপেক্ষী তাঁর দিকে।

কাবা শরীফের সৌন্দর্য তাঁর দ্বারা
মদীনা তায়্যেবার সৌন্দর্যও তাঁর দ্বারা।

সারা জাহানে কা'বাই বা–কি, বরঞ্চ
সৃষ্টির সর্বত্রই তাঁরই ধুমধাম।

তিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর বাগানের সুন্দর ফুল,
আদম (আঃ) এর বাগানের কামনাকৃত ফল।

তিনি পূর্ণাঙ্গ নূর এবং সবার জন্য রহমত
তাঁর উপর সালাত–সালাম বর্ষিত হোক।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! দান করুন, আপনার দরবারই ভরপুর,
দরওয়াজায় আপেক্ষমান সকল ভিখারী।

আপন–পর সকলই দরওয়াজায় হাজির,
আপনার করুনা দ্বারা আশান্বিত করুন।

আমি আপনার দরওয়াজার পুরানো কমিনা
পৈত্রিক পরিচয়ে মুসলমান মাত্র।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার দিকে একটু খানি কৃপা দৃষ্টি করুন,
অসহায় ছালেকের প্রতি একটু নযর দিন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আয়াত–১

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ پارہ ۲۷

(সূরা হাদীদ, পারা ২৭, রুকূ: ১)

অর্থাৎ– "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।"

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) 'মাদারিজুন নবুয়্যত' কিতাবের ভূমিকায় ইরশাদ করেছেন যে, উক্ত আয়াত খানিতে আল্লাহর হামদও রয়েছেএবং সাথে সাথে এতে মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (দঃ) এর না'ত বা প্রশংসাও বিদ্যমান। হুযুরে পাক (দঃ) সবার পূর্বের আবার সবার শেষের। তিনি সকলের নিকটই প্রকাশ্য,আবার সবার নিকট গোপনও। এবং তিনি সকল কিছুরই ইলম রাখেন।

প্রথমত; দুনিয়া এবং আখিরাত সর্বস্থানেই তিনি সর্বপ্রথম। সকলের পূর্বে তার নূর মুবারক সৃষ্টি করা হয়েছে اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ

'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমারই নূর সৃষ্টি করেছেন।' বাহ্যিকভাবে তো হযরত আদম (আঃ) হুযুর পাক (দঃ) এর পিতা। যেমন বাহ্যিক অর্থে বৃক্ষ হতে ফুল হয়, কিন্তু মূলতঃ ফুল হতেই বৃক্ষহয়। কবির ভাষায়–

ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میری اصل ۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے

অর্থাৎ (ইয়া রাসূলাল্লাহ) 'আপনিই বাহ্যিকভাবে আমার ফল, কিন্তু হাকীকতে আপনিই আমার মূল। এই ফুলের স্মরণে মানব পিতা আদম (আঃ) এর এটিই শ্লোগান।'

হুযুর আকরম (দঃ) এই পৃথিবী নামক বাগানের ফুল। সর্বপ্রথম তাঁকেই নবুয়্যত প্রদান করা হয়েছে। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন–

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ 'আমি ঐ সময় হতেই নবী যখন হযরত আদম (আঃ) মাটি-পানিতেই ছিল।' 'ইয়াউমুল মিছাক' বা প্রতিশ্রুতির দিবসে –আমি কি তোমাদের রব নই? এর উত্তরে সর্বপ্রথম হুজুর আকরম (দঃ)ই بَلٰى (হাঁ) বলেছিলেন। কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম তার নূরানী কবরই উম্মুক্ত করা হবে, এবং সেদিন সর্বাগ্রে তিনিই সিজদার অনুমতি প্রাপ্ত হবেন। সর্বপ্রথম হুযুর পাক (দঃ) শাফায়াত করবেন এবং শাফায়াতের দ্বার তাঁরই পবিত্র হস্তে উম্মুক্ত হবে। সর্বপ্রথম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর পাক (দঃ)ই জান্নাতের উদ্বোধন করবেন এবং তিনিই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, পরে অন্যান্য নবীগণ। সর্বপ্রথম হুযুর পাক(দঃ) এর উম্মতগণই জান্নাতে প্রবেশ করবে, পরে অন্যান্য নবীগণের উম্মতগণ। বস্তুত; প্রত্যেক স্থানেই প্রথম হওয়ার তাজ তাঁরই পবিত্র মাথায় শোভিত। দিনের মধ্যে প্রথম দিন অর্থাৎ জুমআ হুযুর পাক (দঃ) কেই প্রদান করা হয়েছে। এভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রথম হয়া সত্বেও সরকার দো আলম (দঃ) আখেরীও বটে। সর্বশেষে তাঁরই প্রকাশ হয়েছে।

خاتم النبيين বা আখেরী নবী তাঁরই উপাধি। সর্বশেষে হুযুর পাক (দঃ) ই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। সর্বশেষে তাঁর দ্বীনেরই প্রকাশ ঘটেছে এবং সর্বশেষ দিন অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত হুযুর পাক (দঃ) এর দ্বীনকেই বলবৎ রাখা হয়েছে। কবির ভাষায়––

کیا خرکتے تارے کھلے چھپ گئے ۔ نہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی

نماز اسری ہیں تھا یہ ہی سر عیاں ہو معنی اول آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

অর্থাৎ– কত তারকা যে উদিত হয়ে অস্তমিত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই, একমাত্র আমাদের প্রিয় নবীই উদিত হয়ে আর অস্তমিত হননি।

'হুজুর আকরম (দঃ) ই প্রথম এবং শেষ। এ সত্যকে সুপ্রকাশিত করাই ছিল মিরাজের পথে বায়তুল মুকাদ্দসে আসরার নামাযের মূলভেদ। কেননা যারা অতীতে (নবুয়াতের) বাদশাহী করে গিয়েছিলেন তাঁরাও সেদিন হাত বেধে সাইয়্যেদুল মুরসালীন (দঃ) এর পেছনে উপস্থিত ছিলেন।"

এখন রয়েছে জাহের এবং বাতেন শব্দদ্বয়। হুযুর আকরম (দঃ) সকলের নিকট ব্যক্ত এবং সব সময়ের জন্যই ব্যক্ত। সকলের কাছে তো এভাবে ব্যক্ত যে, তাঁকে মুসলমানেরাও জানে, আর কাফিররাও চিনে।

"তারা রাসূলকে এভাবে চিনে, যেভাবে তারা তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে চিনে।"এখানে হুযুর আকরম (দঃ) এর জানা–চেনাকে সন্তান সন্ততির দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হয়েছে, পিতার দৃষ্টান্ত নয়। এর তিনটি কারণ রয়েছে– পুত্র পিতাকে অকাট্য দলিল ছাড়াই লোকদের নিকট শুনেই জানে। অথচ পিতা স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্ত্রীর গর্ভধারণ, জন্ম ইত্যাদি অকাট্য দলিলাদি দ্বারা পুত্রকে অকাট্যভাবেই জানে। তদ্রুপ কাফিররাও হুজুর পাক (দঃ) কে শুধু লোক মুখে শুনে নয়, বরং অকাট্য দলিলাদি দ্বারাই চিনে। একই সাথে পুত্র দুনিয়ায় আসার পর পিতাকে চিনে। কিন্তু পিতা জন্মের পূর্ব হতেই পুত্রকে জানে। অনুরূপভাবে কাফিররাও হুযুর (দঃ) কে তাঁর দুনিয়ায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আগমনের পূর্ব হতেই চিনতো। এবং তার আগমনের জন্য দুআও করতো। উপরন্তু সন্তান দুনিয়ায় এসেই পিতাকে চিনে না বরঞ্চ একটু জ্ঞান হলেই চিনে, কিন্তু পিতা স্বীয় পুত্রকে প্রথম অবস্থা হতেই জানে। একইভাবে হুযুর পাক (দঃ) কে তাঁর ছোটবেলা হতেই সমগ্র সৃষ্টি জানতো। যেমন পাহাড় তাঁকে সালাম দিত। পাথর সুসংবাদ দিত। বৃক্ষাদি তাঁকে ছায়া দেয়ার জন্য ঝুঁকে পড়তো। চন্দ্র তার সাথে কথা বলতো। আর কাফিররাও তার নবুয়্যতের সাক্ষী প্রদান করতো। কবির ভাষায়–

بالائے سرش زہوشمندی ۔۔۔ می تافت ستارۂ بلندی

অর্থাৎ– "তাঁর পবিত্র আকলের কারণে তাঁর মাথার উপর মর্যাদার তারকা ঝলমল করতো।'

পশু পক্ষী তাঁকে চিনে। উট তাকে সিজদা করে। বনের হরিণ তাঁর নিকট আশ্রয় তালাশ করে। চন্দ্র সূর্য তাকে জানে। বরঞ্চ চন্দ্রতো তাঁর ইশারা পেয়েই দু'টুকরা হয়ে যায়। আর অস্তমিত সূর্য পূণঃ উদিত হয়। কেননা মাহবুবে খোদা(দঃ) এর ইশারাও তা–ই ছিল। মর্তবাসী তাঁকে চিনে। আরশওয়ালার কাছেও তাঁর পরিচয় আছে। হযরত আদম (আঃ) চক্ষু খোলা মাত্র মহান আরশে আল্লাহর নামের পার্শ্বে তাঁর মাহবুব (দঃ) এর নাম মুবারকও লিখিত পেয়েছেন। জান্নাতী এবং জাহান্নামী সবাই হুযুর আকরম (দঃ) কে চিনে। জান্নাতের প্রতিটি স্থানে স্থানে হুরদের চক্ষুতে, গেলমানদের বক্ষে, বস্তুত প্রত্যেকটি জায়গায়ই লিখিত আছে– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কবির ভাষায়–

خلد بریں میں ہر جگہ نام شریف انام ہے ۔۔۔ خلد ہے ملک آپ کا صلِّ علیٰ محمدؐ

অর্থাৎ "জান্নাতের সর্বত্র সারা জাহানের বাদশাহ হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম মুবারক খোদিত। জান্নাত তারই কর্তৃত্বে। সে মহান সত্তার উপর সালাম।"

জাহান্নামীরাও স্বীকার করতঃ বলবে قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

'তারা বলবে, আমরা নামাজী ছিলাম না।' তারা বুঝবে যে সাইয়েদুল আবরার (দঃ)এর বিরোধিতাই আজকে তাদেরকে এস্থানে নিয়ে এসেছে। মোট কথা যেখানেই আল্লাহর চর্চা সেখানেই আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর ও যিক্‌র। গোটা আলমে তাঁরই নূর মুবারক এবং সকল জায়গাতেই তাঁর প্রকাশ। তার উপর সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক।

মাহবুব (দঃ) এর প্রত্যেকটি কাজ মুবারক কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকেরই জানা। তার হায়াত মুবারকের প্রতিটি অবস্থা– যেমন পবিত্র বিলাদত, দুধ পান করা, লালিত পালিত হওয়া, নবুয়্যত পূর্বকার ঘটনাদি, নবুয়্যতের ঘোষনার পরে মক্কী এবং মদনী

জিন্দেগী, চলা ফেরা,খাওয়া দাওয়া, নিদ্রা জাগরণ, হাসি কান্না, বস্তুতঃ তার পবিত্র জীবনের প্রতিটি অধ্যায় প্রত্যেক স্থানে প্রকাশিত। আরবে যেমনি তার প্রকাশ,অনারবেও তার প্রকাশ, পাঞ্জাবেও তিনি প্রকাশিত , কাবুলেও তিনি বিরাজিত । এমন কোন্ জায়গা আছে যেখানে হাদীছ শাস্ত্র পৌছেনি? হুযুর পাক(দঃ) এভাবে ব্যক্ত হওয়া সত্বেও মজার ব্যাপার এইযে, তার মূল সত্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেনি। কেননা ঐগুলো ছিল তার প্রকাশ্য শান। আর এটি তার গুপ্ত শান। হাফিজ সিরাজী বলেন––

کس ندانست کہ منزل گہ محبوب کجاست ۔۔۔ ایں قدر ہست کہ بانگ جرسے می آید

অর্থাৎ –'মাহবুবের আসল অবস্থান সম্পর্কে কেউই জানেনা। হাঁ এতটুকু জানে যে, ঘন্টার ধ্বনি আসছে' অর্থাৎ ওহী আসছে।'

আর উর্দু কবির ভাষায়–

سُنا ہے رہتے ہیں دولہا فقط مدینہ میں ۔۔۔ غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینہ میں

অর্থাৎ– 'আমি শুনেছি আমার আকা–মাওলা (দঃ) মদীনায়ই থাকেন, কিন্তু এটি ভুল, তিনি প্রত্যেক আশেকেরই অন্তরে রয়েছেন।'

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম নানুতবী 'কাসায়েদে কাসেমী'র মধ্যে লিখেন–

رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت ۔۔۔ نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے بجز ستار

سواء خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے ۔۔۔ تو شمس نور ہے شپر نمط اولوالابصار

অর্থাৎ–ইয়া রাসুলাল্লাহ! "আপনার আসল সত্তা মানবীয় পর্দা দ্বারা ঢাকা। আল্লাহ ছাড়া আপনাকে আর কেউ ই জানেনি । আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ আপনাকে কি করে জানবে। কেননা সূর্যের আলো যেমন সূর্যকে আচ্ছাদন করে রেখেছে। আপনার নূরও তেমনি দৃষ্টির জন্য অন্তরায়।"

বস্তুত; মানব আকারে হুযুর পাক (দঃ) এর মানবীয় সত্তারই প্রকাশ হয়েছে। নতুবা হাকীকতে মুহাম্মদী (দঃ) সম্পর্কে আল্লাহ ভিন্ন আর কেউই কিছু জানে না। যেভাবে সূর্যকে তার আলো এভাবে আচ্ছাদন করে রেখেছে যে, অন্য কেউ সূর্যকে চোখ ভরে দেখতে পায় না। ঠিক একইভাবে নূরনবী (দঃ) এর নূর মুবারক তার মূল সত্তার জন্য পর্দা হয়ে গেছে। রব তাআলা এজন্যেই তার হাবীব (দঃ) কে নূর আখ্যায়িত করত; ইরশাদ করছেন– قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۔

অর্থাৎ– হে মুসলমানগণ! " তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে;" এ আয়াতের উপর আলোচনা পরে আসবে।

আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর পঞ্চম সিফাত বর্ণিত হয়েছে এভাবে –

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত অর্থাৎ স্রষ্টার জাত এবং সিফাত, প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য জ্ঞান, এবং সৃষ্টির আদি-অন্ত সমস্ত জ্ঞানের আধার হচ্ছেন হুযুর পাক (দঃ)। এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ -

(সমস্ত জ্ঞানীগণের উপর মহান জ্ঞানী) হচ্ছেন আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ)। যে মুবারক চক্ষু মিরাজের রজনীতে স্রষ্টার দীদার লাভ করেছেন, সে পবিত্র চক্ষু হতে সৃষ্ট আবার কিভাবে গুপ্ত থাকতে পারে। কবির ভাষায়-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

অর্থাৎ- "যখন স্বয়ং স্রষ্টাই তোমা হতে লুকায়িত নয়, তখন সৃষ্টির আর কি তোমার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে! তোমার উপর অসংখ্য দরুদ।।

(দীদারে ইলাহী সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে ইন্‌শাল্লাহ।)

আয়াতঃ ২

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ پارہ ۱ سورہ بقر رکوع ۳

(পারা ১. সূরা বাকারা, রুকু-৩)

অর্থাৎ 'আর আমি আমার খাস বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।'

মক্কার কাফিররা বলে বেড়াত যে, কুরআনুল করীম হুযুর পাক (দঃ) নিজ থেকে তৈরী করে শুনাচ্ছেন। এ আয়াতের মাঝে এরই উত্তর দেয়া হয়েছে। মানব তৈরী জিনিষের পরিচয় এই যে, অন্য একজন লোক অনুরূপ আরও একটি জিনিষ তৈরী করতে পারবে। কিন্তু যে জিনিষ কোন মানুষ দ্বারা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে যে, তা একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্ট।

জোনাকি এবং পিঁপড়া যদিওবা অত্যন্ত দুর্বল, তা সত্ত্বেও কেউ এগুলোকে মানব তৈরী বলে না। অথচ রেলগাড়ীর ইঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ যদিওবা খুবই শক্তিশালী, তা সত্ত্বেও সবাই জানে যে, এটি মানব তৈরী জিনিষ। কিন্তু কেন? এজন্য যে, এখন অসংখ্য ইঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা আছে। কিন্তু পিঁপড়া এবং জোনাকি তৈরীর কারখানা কেউই আবিস্কার করতে পারেনি, পারবে ও না। আর তাই এ আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যদি কুরআন করীম মানবের তৈরী হয়, তাহলে তোমরাও এ ধরনের কুরআন তৈরী করে আন।

বাহ্যিকভাবে একথাই দৃষ্ট হচ্ছে যে, এ আয়াতে কুরআন পাকেরই তারিফ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হচ্ছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, এতে কুরআনেরও প্রশংসা আছে, সাথে সাথে কুরআন ওয়ালারও প্রশংসা রয়েছে। কেননা হুযুর পাক (দঃ) সৃষ্টের কারোও ছাত্র নন, বরঞ্চ তিনি সবার শিক্ষক হয়েই তশরীফ এনেছেন। স্বয়ং রাব্বুল আলামীন মাধ্যম ব্যাতিরেকে তাঁর শিক্ষক এবং তিনি তাঁরই ছাত্র।

ثم لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

অর্থাৎ হুযুর আকরম (দঃ) বস্তুবাদী জগতের কারও নিকট থেকে লিখা পড়া শিখেননি। বরঞ্চ তিনি মহান আল্লাহরই প্রত্যক্ষ শাগরেদ।

সাধারণতঃ এটিই নিয়ম যে, মহান শিক্ষকের ছাত্রও মহান হয়। বিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট পড়া প্রত্যেকের কাজ নয়। যাঁর শিক্ষা এবং পাঠদানকারী স্বয়ং রাব্বুল আলামীন, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ কারী মাহবুব (দঃ) কেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন? এজন্যই চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে যে, সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর এবং দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞানীদের সম্মেলন করে কুরআনের মুকাবিলা করার চেষ্টা কর। এতদসত্ত্বেও তোমরা তা পারবে না। কেননা সকল জ্ঞানীগণ মাখলূক থেকে শিখেই জ্ঞানী হয়েছে। তারা মাখলূকেরই ছাত্র। সুতরাং তারা ঐ মহান সত্ত্বার মুকাবিলা কিভাবে করবে, যিনি স্রষ্টার ছাত্র এবং গোটা মাখলূকের মুয়াল্লিম বা শিক্ষক। তাঁর উপর সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক।

মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের অন্য এক অর্থ এভাবেও করেছেন যে, مِثْلِهٖ এর মধ্যে যে জমির (সর্বনাম) আছে, তা হুযুর পাক (দঃ) এর দিকে ধাবিত। অতএব আয়াতের অর্থ এমন হবে যে, এমন একটি সূরা বানিয়ে আন, যা মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) এর মত সত্ত্বার পবিত্র মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে অনুসন্ধান করে এধরনের মর্যাদা পূর্ণ আল্লাহর অন্য কোন মাহবুব বের করে নাও, এর পরে তাঁর মুখ থেকে এধরনের আয়াত পড়িয়ে শুন। (মোদারেক খাযেন, ইত্যাদি) এ কথার অর্থ এই যে, আসমানের নীচে কোথাও হুযুর (দঃ) এর মত সত্ত্বা পাওয়াও যাবে না। সুতরাং কুরআনের মত এধরনের কালামও কেউ শুনাতে পারবে না। যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযুর পাক (দঃ) এর কোন নজির অথবা দৃষ্টান্ত নেই। যেমন হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে اَيُّكُمْ مِثْلِيْ ؟ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে- وَلَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের কারও মত নই।' এবং জ্ঞানেরও এই দাবী যে, হুযুর পাক (দঃ) এর মত কেউই হতে পারে না।

আমরা সবাই মুমিন, আর হুযুর পাক (দঃ) ঈমান। আমরা সত্যবাদী আর তিনি নিজে আপাদামস্তক সত্যের আধার। মানুষেরা জ্ঞানী আর তিনি নিজেই জ্ঞান। কেননা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁকে জানা চেনার নামই হচ্ছে ইলম। আমাদের প্রস্রাব পায়খানা নাপাক অথচ হুযুর (দঃ) এর প্রস্রাব-পায়খানা উম্মতের জন্য পাক, আমাদের নিদ্রা ওযু ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু তাঁর নিদ্রায় ওযু ভাঙ্গে না। আমরা সবাই শুনে বেহেশত দোযখ এবং আল্লাহর জাত সিফাতের উপর ঈমান এনেছি। আমাদের ঈমান শোনাকৃত, অথচ হুযুর পাক (দঃ) দেখেই ঈমান এনেছেন। আমাদের সকলের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয, হুযুর (দঃ) এর উপর তাহাজ্জুদ সহ ছয় ওয়াক্ত ফরয। যেমন ইরশাদ হচ্ছে

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ অর্থাৎ "রাত্রে আপনি তাহাজ্জুদও পড়ুন। এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত।" সবার জন্য ইসলামের আরকান পাঁচটি। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর জন্য চারটি। অর্থাৎ তাঁর উপর যাকাত ফরয নয়। (শামী যাকাত অধ্যায়) আমাদের জন্য চার স্ত্রী পর্যন্ত রাখা জায়েয, কিন্তু হুযুর (দঃ) যতজন চান, রাখতে পারেন। আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টন হয়। কিন্তু হুযুর (দঃ) এর সম্পদ বন্টন হয়না।

আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রীগণ অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাত মুবারকের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণ কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন-

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর পরে কক্ষনো বিবাহ করা যাবে না" বস্তুতঃ হুযুর পাক (দঃ) এর সাথে অন্যের ইবাদত এবং মুয়ামিলাত, প্রত্যেক দিক থেকেই সীমাহীন পার্থক্য বিদ্যমান। এর পরও কিভাবে বলা যায় যে, আমরাও হুযুর পাক (দঃ) মতই মানুষ। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ,

আয়াত—৩

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ـ

(প্রথম পারা, সূরা বাকারা, রুকু—২)

অর্থাৎ "এই সমস্ত মুনাফিকরা আল্লাহ এবং মুমিনগণকে প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজদিগকে ভিন্ন আর কাকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারেনা"।

এই আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক অর্থে মুনাফিকদের সমালোচনা এবং তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হবে যে, একই সাথে এতে হুযুর (দঃ) এর সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রমান করা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ! তাফসীরে খাযেন এর মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহকে কিভাবে প্রতারিত করতে পারে? উত্তরে বলা হয়েছে

وَكَرَّنَفْسَهُ وَاَرَادَبِهٖ رَسُوْلَهٗ وَفِيْ ذٰلِكَ تَفْخِيْمٌ لِاَمْرِهٖ وَتَعْظِيْمٌ لِشَانِهٖ

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় বলে, তদ্বারা রাসুলের সত্তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায় অর্থাৎ রাসূল (দঃ) কেই তাঁরা ধোকা দিতে চায়। বুঝা গেল আল্লাহ তাআল্লার সাথে রাসূল পাক (দঃ) এমন ঘনিষ্টতা যে, রাসূল (দঃ) কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা অর্থ স্বয়ং রাব্বুল আলামীনকেই ধোকা দেয়ার চেষ্টা করার শামিল।

তাফসীরে মাদারেকে ইরশাদ হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতখানা বায়য়াতের আয়াতের মতই। অর্থাৎ যারা আপনার পবিত্র হস্তে বায়য়াত গ্রহণ করেছে, তাদের জানা প্রয়োজন, আল্লাহর কুদরতী হাত তাদের হাতের উপর ছিল। অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, হে আমার প্রিয় মাহবুব! আপনি যে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন তা বরঞ্চ স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই নিক্ষেপ করেছেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ স্বীয় মাহবুব (দঃ) এর কাজ মুবারককে নিজেরই কাজ বলে ইরশাদ করেছেন।

گفتہ او گفتۂ اللہ بود ۔ گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

অর্থাৎ তাঁর কালাম মূলতঃ আল্লাহরই কালাম, যদিও তা বান্দার কণ্ঠে ধ্বনিত।

আয়াতঃ ৪

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ

(প্রথম পারা, সূরা বাকারা, রুকু ৪

অর্থাৎ "এবং তিনি হযরত আদম (আঃ) কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন।"

এ আয়াত করীমায় হযরত আদম (আঃ) এর ইয্যত এবং সম্মানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর বিপুল জ্ঞানের আলোচনা করা হচ্ছে। পরওয়ারদেগার আলম তাঁকে পূর্বাপর ছোট বড় সকল কিছুই দেখিয়েছেন, সকল কিছুর নামও শিখিয়েছেন এবং সব বস্তুর উপকার অপকার সহ সামগ্রিক অবস্থার ইলম তাঁকে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে বিস্তারিত তাফসীরে মাদারেকে দেখুন। এটাও বুঝা গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত কোন জিনিষের যতগুলো নাম বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যাবে, এর সবগুলোই হযরত আদম (আঃ) কে বলা হয়েছে। যেমন পানিকে আরবীতে মাউন (ماء) বলে, ফারসীতে আব (آب) উর্দুতে পানি, ইংরেজীতে ওয়াটার (Water) হিন্দিতে জল, তিলঙ্গি ভাষায় পাক্কিন এবং আরও কোন্ কোন্ ভাষায় কি বলা হয় তার কোন ইয়ত্তা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নেই। মোট কথা, এর সকল নামই হযরত আদম (আঃ) কে শিখানো হয়েছে। (দেখুন তাফসীরে কবির।) বস্তুত সকল জিনিষই তাঁর নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আর এই জ্ঞানের বিশেষত্বের কারণেই তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মুকুট পরানো হয়েছে এবং ফেরেশতাগণ দ্বারা তাঁকে সিজদা করানো হয়েছে।

কিন্তু একই সাথে এই আয়াতে করীমায় সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর প্রশংসা ও চমৎকারভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কেননা একথা সর্বসম্মত যে, হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন সকল নবীগণের ইলমের খনি। বরঞ্চ পরওয়ার দেগারে আলম নবীগণকে যে বিশেষত্ব দিয়েছেন, তা হুযুর পাক (দঃ) এর মাধ্যমেই প্রদান করেছেন। সরকার দো আলম (দঃ) ইরশাদ করছেন اَللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا قَاسِمٌ অর্থাৎ "আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী।" "রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ অর্থাৎ "এ সমস্ত নবীগণ তো ওরাই, যাঁদেরকে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং আপনিও তাঁদের পথেই চলুন"। বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) এর মাঝে সকল আম্বিয়াকেরামের সমস্ত গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে।

কিন্তু উক্ত আয়াত এই অর্থ পরিগ্রহ করবে না যে, হে রাসুল (দঃ) আপনি দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ করুন। কেননা আকীদা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে উম্মতদেরও তাকলীদ বা অপরের অনুকরণ না জায়েয। বরঞ্চ এ ব্যাপারে নিজেই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে একত্ববাদ রিসালত, কিয়ামত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং আকীদা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে হুযুর পাক (দঃ) অন্যান্য নবীগণের অনুকরণ কিভাবে করতে পারেন? এখন বাকি থাকলো দ্বীনি কার্যক্রম। হুযুর পাক (দঃ) এর দ্বীনই পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোকে রহিত করেছে। ইসলাম যেখানে নাসেখ (অন্যান্য দ্বীনকে রহিতকারী) সেখানে দ্বীনি ব্যাপারে অন্য দ্বীনের অনুকরণ কিভাবে সম্ভব? অতএব هُدَاهُمُ দ্বারা অন্যান্য নবীগণের সত্বাগত বৈশিষ্টের কথাই বুঝানো হয়েছে। বস্তুতঃ হযরত নূহ (আঃ) এর শুকরিয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নাত, হযরত মুসা (আঃ) এর ইখলাস, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর সত্যবদীতা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং হযরত আইয়ুব (আঃ) এর সবর, হযরত ঈসা (আঃ) এর বিনম্রতা সকল কিছুই একত্রিত ভাবে হুযুর পাক (দঃ) কে প্রদান করা হয়েছে। অতএব اِقْتَدِهْ এর মর্মার্থ এই দাঁড়ালো যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) আপনি সকল নবীগণের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে যান। (রুহুল বায়ান, সূরা নূহ)

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری — آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ "হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা (আঃ) এর মত মৃতকে জীবিত করার শক্তি, এবং হযরত মুসা (আঃ) এর ঝলমলানো হাত, তথা সমস্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবীগণের সম্মিলিত সৌন্দর্য এবং গুনাবলীর আপনি একাই অধিকারী"।

শরহে কাসিদায়ে বুরদার মধ্যে ইমাম বুসিরী (রাঃ) ইরশাদ করছেন–

فَاِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا — يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِى الظُّلَمِ

অর্থাৎ "হে মাহবুব (দঃ) আপনি সম্মানের সূর্য আর সকল নবীগণ আপনার জ্যোতির তারকা, সকলই আপনার থেকে নেয়া আলো অন্ধকারে লোকদের কাছে প্রকাশ করছে।"

یہ انبیاء مرسلین تارے ہیں تم مہر ہیں — سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں

অর্থাৎ– 'সকল নবী এবং রাসূলগণ তারকা, আর হে নবী (দঃ) আপনি সূর্য। এগুলো সারা রাত ঝলমল করে, অথচ আপনার উদয়ের সাথে সাথেই অদৃশ্য হয়ে যায়।'

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম নানুতবী সাহেব তাঁর 'তাহজির উন নাস' কিতাবে লিখেছেন যে, আদি অন্ত সব জ্ঞান হুযুর আকরম (দঃ) এর জ্ঞানের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। যেমন শ্রবন শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি পৃথক পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তা সাধারণ অর্থে বাকশক্তির মধ্যে একত্রিত ভাবেই আছে। ঠিক একইভাবে হুযুর পাক (দঃ) হাকীকী আলিম, আর বাকী নবীগণ সাধারণ অর্থে আলিম। শায়খ ইবনে আরবী 'ফতুহাতে মক্কিয়ার' দশম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, হযরত আদম (আঃ) হুযুর পাক (দঃ) এর প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীছ শরীফ এবং উলামাগণের কথাবার্তা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত আদম (আঃ) এর জ্ঞানের পরিসীমা এত বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এর জ্ঞানের সমুদ্রের একটি ফোটা মাত্র। অথবা বিশাল গ্রন্থের একটি লাইন মাত্র। এখন হুযুর পাক (দঃ) এর জ্ঞান কত বিস্তৃত, তা একমাত্র তিনি নিজেই জানেন। অথবা সেই জ্ঞান প্রদানকারী পরওয়ার দেগারই জানেন। এ সম্পর্কীয় বিশ্লেষণ পরেও আসবে। এরপরও হযরত আদম (আঃ) কেই ফেরেশ্‌তারা সিজদা করেছে এবং তাঁকেই আল্লাহর খিলাফতের মুকুট প্রদান করা হয়েছে। বস্তুতঃ এসব কিছুই ঐ নূরে মুহাম্মদী (দঃ) এর বরকতে হয়েছে, যা হযরত আদম (আঃ) এর ললাট মুবারকে বিদ্যমান ছিল। মূলতঃ সেই নূরে মুস্তাফা কেই সিজদা করানো হয়েছে। এবং সেই নূরের ওসীলায় হযরত আদম (আঃ) এ সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। (দেখুন মাদারেজুন নবুয়্যত, ২য় খন্ড)

আয়াতঃ ৫

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(পারা–১, সূরা বাকারা, রুকু৪)

অর্থাৎ– "অতঃপর হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাণী প্রাপ্ত হলেন, আর আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন, নিশ্চয়ই তিনি খুবই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এই পবিত্র আয়াতখানাতে হযরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) স্বীয় বিচ্যুতির পর তিন শত বছর পর্যন্ত আসমানের প্রতি মাথা উঠাননি। এভাবে কেঁদেছেন যে, যদি সমগ্র মানবজাতির চোখের পানিকে একত্রিত করা হয়, তবুও তাঁর চোখের পানির সমান হবে না। (খাযেন, মাদারেক, রুহুল বায়ান) পাঁচ জন বান্দা দুনিয়ায় বেশী কেঁদেছেন- কারবালার ঘটনার পর হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ), প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাত মুবারকের পর খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ), আল্লাহর ভয়ে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং হযরত আদম(আঃ) স্বীয় বিচ্যুতির উপর। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে কিছু বাণী জাগরিত হল। আর যখন তিনি সে বাণী দ্বারা ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহর রহমত তাঁকে টেনে নিল। এখন কথা হচ্ছে সেই ফরিয়াদের বিশেষ বানী বা ভাষা কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) তাঁর 'মাদারেজুন নবুয়্যত' কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের প্রারম্ভে, তাফসীরে রুহুল বায়ানে এ আয়াতের বর্ণনায় এবং তিবরানি, হাকেম, আবু নাঈম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) হতে একটি রেওয়ায়েত নকল করে বলেছেন যে, একদিন কাঁদতে কাঁদতে হযরত আদম (আঃ) এর অন্তরে স্মরণ হলো, যখন আমি সৃষ্টি হয়েছিলাম, তখন আমি মহান আরশে মুআল্লার উপর লিখিত দেখেছিলাম- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তখন বুঝতে পারলাম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) আল্লাহর দরবারে এতই প্রিয় যে, আল্লাহ তাঁর নাম মুবারক নিজের মহান নামের সাথে মিলিয়ে আরশের উপর লিখে রেখেছেন। আর তখনই হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে খোদা! আমি সেই মহান সত্তার ওসীলায় আমার বিচ্যুতির ক্ষমা চাই, আমাকে ক্ষমা করুন। সে মূহুর্তে আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো এবং আল্লাহ হযরত আদম (আঃ) কে ক্ষমা করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! কি রহমত পূর্ন নাম মুবারক। যার সম্মানার্থে একবার সমস্ত ফেরেশতাদের দ্বারা হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করালেন। আবার এ নাম দ্বারাই তাঁকেও বিপদ হতে বাঁচালেন।

اگر نام محمدؐ را نیاوردے شفیع آدم بہ نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجیتا

অর্থাৎ—"যদি হযরত আদম (আঃ) স্বীয় তওবা কবুলের জন্য হুযুর আকরম (দঃ) কে ওসীলা না বানাতেন, তাহলে না তাঁর তাওবা কবুল হতো, আর না হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতো।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখন হযরত আদম (আঃ) এর সন্তানদেরকেও এটাই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা গুনাহ কর, কুফরী কর, জুলুম কর, তবে মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (দঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে শাফায়াতের দরখাস্ত কর এবং সেখানে গিয়েই রাব্বুল আলামীনের কাছে তওবা কর। সাথে সাথে আল্লাহর মাহবুব (দঃ)ও যদি তোমাদের জন্য শাফায়াত করে, তবেই তখন তোমাদের তওবা কবুল হবে।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔

(পারা;৫ সূরা—: নিসা; রুকু:৯)

অর্থাৎ যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা আপনার নিকট আসলে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলে আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে, তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।

আবার এ আয়াতের অর্থ এমন নয় যে, মদীনা শরীফেই চলে আসতে হবে। বরঞ্চ সেই মহান সত্তার দিকে নিজেকে রুজু করে দাও। কেননা তিনি সর্বস্থানেই উপস্থিত আছেন, অনুপস্থিততো আমরাই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসবে।

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

অর্থাৎ—'অন্তরের আয়নাতেই বন্ধুর ছবি বিদ্যমান। একটু মাথা নিচু করলেই দেখা যাবে।'

এই আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল , সাধারণ মানুষ কোথায়! সকল নবীগণই হুযুর পাক (দঃ) এর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন বা তামাম আলমের প্রতিপালক। আর হুযুর পাক (দঃ) হচ্ছেন রাহ্মাতুল লিল আলামীন অর্থাৎ তামাম আলমের জন্য রহমত। অর্থাৎ যার পরওয়ারদেগার আল্লাহ তার জন্য হুযুর পাক (দঃ) রহমত।

আয়াতঃ ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

(পারা; ১ সূরা বাকারা, রুকু ১৩)

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ। তোমরা رَاعِنَا (রাইনা) বলোনা, বরঞ্চ আরয কর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন। আর শুনে রাখ কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।'

বাহ্যিকভাবে এ আয়াতে কারিমায় মুসলমানদেরকে একটি বিষয় সম্পর্কে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিষেধ এবং অন্য একটি সম্পর্কে আদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মূলতঃ এটি হুযুর আকরম (দঃ) এর মহান সম্মানের একটি অত্যুজ্জল দলীল। এই আয়াতের শানে নুযুল এ যে, সাহাবাগণের নিয়ম ছিল যখন হুযুর আকরম (দঃ) কিছু বলতেন এবং তাদের কোন একটি বিষয় বুঝতে অসুবিধা হত; তখন তাঁরা এ বলে আরয করতো, رَاعِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! এ কালাম খানা আমাদেরকে পুনঃ বলার ব্যাপারে আপনি বিবেচনা করুন।'অর্থাৎ আমাদের সুবিধার্থে আপনি পুনরায় বলুন। কিন্তু এই رَاعِنَا(রা'ইনা) শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় একটি গালি ছিল। আর ইহুদীরাও প্রিয় নবীর দরবারে এসে খারাপ নিয়তে এ শব্দটি বলার সুযোগ নিত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত খানা নাযিল হয়েছে। এবং মুসলমানদেরকে এই শব্দ বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বলা হলো, হে-মুমিনগণ! তোমরা এই শব্দটির পরিবর্তে اُنْظُرْنَا (আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন) বলিও। কেননা যদিওবা তোমরা ভাল নিয়ত সহকারে পূর্বের শব্দটি বল, এবং তদ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্যও ভাল থাকে, কিন্তু ইহুদীরা তা থেকে বেয়াদবী করার সুযোগ পেয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! এই আয়াতের মাধ্যমে মাহবুব (দঃ) এর কত সর্বোচ্চ সম্মানই না সুপ্রমাণিত হল। পরওয়ারদেগার আলম তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর মর্যাদা এভাবে বৃদ্ধি করতে চান যে,কাউকে এমন কথা উচ্চারণের ও অবকাশ দিচ্ছেন না, যে শব্দ দ্বারা অন্য কেউ তার মাহবুব (দঃ) সম্পর্কে সামান্য খারাপ ধারণা করারও সুযোগ পেতে পারে।

এ মাসয়ালা দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) এর শানে সামান্যতম খারাপ মন্তব্য করা, বদ নিয়তে না হলেও কুফরী। ফিক্‌হবিদগনের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কেউ হুযুর পাক (দঃ) এর জুতো মুবারকের সাথেও সামান্যতম বেয়াদবী করে সে কাফির হয়ে যাবে। 'শরহে ফিকহে আকবর" কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ হারুনুর রশীদের মেহমানখানাতে লাউ পাকানো হয়েছিল। কেউ মন্তব্য করল যে, প্রিয় নবী (দঃ) লাউ খুব ভালবাসতেন। এর উপর অন্য একজন মন্তব্য করল, আমি কিন্তু লাউ পসন্দ করি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ) তাকে কতল করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার বের করে ফেললেন, এবং ফতোয়া প্রদান করলেন, তুমি মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম হতে বেরিয়ে গেছ। কেননা তুমি তোমার অনিচ্ছাকে হুযুর পাক (দঃ) এর ইচ্ছার মুকাবিলায় ব্যক্ত করেছ। তখন সে ব্যক্তি তওবা করল এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন।

মিসরবাসীরা মনে করত যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশাহর গোলাম। তাই তারা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর উপর গোলাম হওয়ার অপবাদ আনল। পরওয়ারদেগারে আলম এদের উপর এমন এক দুর্ভিক্ষ পাঠালেন যে, মিসরের লোকেরা জমিজমা, গৃহপালিত জীবজন্তু এবং সর্বস্ব বিক্রি করার পর শেষ পর্যন্ত নিজেরাও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর হাতে বিক্রি হয়ে গেল। তিনি সকলকে মুক্ত করে দিলেন। এখন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সবাই তার মুক্ত করা গোলাম হয়ে গেল। আর তিনি সকলের মনিব হয়ে গেলেন। এখন কে আছে যে, তাঁকে আর গোলামের অপবাদ দিতে পারে। এতে বুঝা গেল, এ যুগেও যারা হুযুর পাক (দঃ) এর শানে বেয়াদবী মূলক আচরণ বা ভাষা ব্যবহার করে অথবা লিখে, তারাও মুরতাদ বা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।

আয়াত—৭

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

(পারা:১ সূরা বাকারা, রুকু ১৪)

অর্থাৎ- 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ শুভসংবাদ দাতা ও সতর্ক কারীরূপে পাঠিয়েছি। আর জাহান্নামীদের সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।'

এ আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর বিবিধ ফজিলত এবং মর্যাদার বর্ণনা এসেছে। প্রথমত: এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফির এবং মুনাফিকদের অবস্থা দর্শনে হুযুর আকরম (দঃ) খুবই চিন্তিত এবং বিচলিত হতেন। রাহমাতুল লিল আলামীন এর রহমাতের দাবী এবং একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা এ ছিল যে, আল্লাহর সকল বান্দাহ যেন ঈমান আনয়ন করে এবং জান্নাতী হয়ে যায়। অপর দিকে পরওয়ারদেগারে আলমের ইচ্ছা এই যে, হে আমার প্রিয় দোস্ত (দঃ)। যে আপনার শত্রু এবং আপনার শানে কটু বাক্য ব্যবহার করে, সে আমার বেহেশতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না। মোট কথা, কাফিরদের কুফরী এবং গোঁড়ামী হুযুর পাক (দঃ) এর কোমল অন্তরে বড় আঘাত দিত। এই অবস্থায় প্রিয় নবী (দঃ) এর অন্তরকে শীতল করার জন্য এই আয়াতে পাক নাযিল হয়েছে। অর্থাৎহে আমার মাহবুব (দঃ) শুধু মাত্র দ্বীনের আওয়াজ পৌছিয়ে দেয়াই ছিল আপনার দায়িত্ব। আপনি তা সঠিক ভাবেই পালন করেছেন। এখন কাফিরদের ঈমান না আনার ব্যাপারে কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আপনি তাদের জিম্মাদার নন। এটি তো হুযুর পাক (দঃ) এর একটি মহান মর্যাদা যে, রাব্বুল আলামীন স্বীয় হাবীব (দঃ) এর সামান্যতম চিন্তিত হওয়াও পসন্দ করতেন না এবার আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিন। আয়াতের প্রথম অংশ এই যে, إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ অর্থাৎ আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি। যদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দুনিয়ায় হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমন দুনিয়াবাসীর জন্য মহান আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ তোহফা বা উপঢৌকন। বাদশাহের উপঢৌকন অন্যান্য উপঢৌকন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব আল্লাহর সকল নেয়ামত সমূহের মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) ই সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

দ্বিতীয়তঃ পাঠানো হয় ঐ বস্তুই, যা প্রথম হতেই নিজের কাছে থাকে। বুঝা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গেল, হুযুর আকরম (দঃ) দুনিয়ায় আগমনের পূর্ব হতেই রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দরবারে হাজির ছিলেন। আর সে হাজিরী কি ধরণের ছিল, এ সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল বায়ান এর মধ্যে لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি রেওয়ায়েত আনা হয়েছে। একবার হুযুর পাক (দঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বয়স কত? তিনি আরয করলেন, এটা আমি বলতে পারব না। তবে হাঁ আমি এতটুকু পর্যন্ত জানি যে, সত্তর হাজার বৎসর পর পর একটি তারকা উদিত হতো। সে তারকা আমি মোট বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন, হে জিব্‌রাইল! সেই নক্ষত্রটি আমিই ছিলাম। যে সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দরবারে এভাবে হাজির ছিলেন, তাঁর মর্যাদা বর্ণনাতীত। একটি অনুকনাও মাত্র একটি রাত ফুলের সান্নিধ্যে থেকে ফুলের মতই সুগন্ধি অর্জন করে নেয়। অতএব হুযুর পাক (দঃ) কেন আল্লাহর গুনদ্বারা গুনান্তিত হবেন না? শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) তার "মাদারেজুন নবুয়্যত" কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন যে, হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর গুনে গুণান্বিত।

মিশকাত শরীফে যিকিরের ফজিলত অধ্যায়ে ইরশাদ হয়েছে– আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিদ্বারা মূহুর্তে একস্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করেন। এর পরে ইরশাদ হচ্ছে, হে রাসূল! আপনি দুনিয়ায় রিক্তহস্ত আসেননি। বরঞ্চ তিনটি জিনিষ নিয়েই এসেছেন। আর তা হচ্ছে ন্যায়ের পথ, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ আর হক অস্বীকার কারীদের জন্য আযাবের দুঃসংবাদ। তারপর বলা হয়েছে, অন্যদের মত আপনার কাছে এ প্রশ্ন করা হবে না, অমুক ব্যক্তি ঈমান কেন আনেনি বা অমুক ব্যক্তি ভাল কাজ কেন করেনি।

হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাহবে যে, তোমার সন্তানসন্ততি তোমার স্ত্রী এবং তোমার অধিনস্থ কর্মচারীরা কেন হেদায়ত প্রাপ্ত হলনা। কিন্তু সরওয়ারে দোআলম (দঃ) থেকে এ ধরণের কোন প্রশ্ন করা হবে না। উপরন্তু অন্যান্য নবীগণের উম্মতরা কিয়ামত দিবসে আরয করবে– হে আল্লাহ! আমাদের কাছে কোন পয়গম্বর আসেন নাই। তখন পয়গম্বরগণ আরয করবেন, আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুম আহ্‌কাম তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন সকল নবীগণ হবেন বাদী এবং তাঁদের উম্মতেরা হবেন বিবাদী, আর হুযুর আকরম (দঃ) এর উম্মতগণ হবেন নবীদের পক্ষে সাক্ষী। কিন্তু কোন বিধর্মী বা কোন কাফিরের কিয়ামতের ময়দানে হুযুর আকরম (দঃ) এর বিরুদ্ধে কোন প্রকারের অভিযোগ আনার সুযোগ বা সাহসও হবে না। এবং তাঁর থেকেও এধরণের কোন প্রশ্ন করা হবে না।

আয়াতঃ ৮

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

www.YaNabi.in

وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(পারাঃ ১ সূরা বাকারাঃ রুকু ১৫)

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রসূল প্রেরণ কর, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে। তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী মহাপ্রজ্ঞাময়।'

এ আয়াতে বায়তুল্লাহ শরীফের পূণঃ নির্মাণের ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছে। যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের নির্মাণ কাজ শেষ করলেন তখন তিনি রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে পরওয়ার দেগারে আলম! এ পবিত্র ঘর তো আমি নির্মাণ করেছি। এখন এ ঘরের আবাদকারী সাথে সাথে তোমার বান্দাদেরকে পবিত্রকারী একজন নবী তুমি এ মক্কা শরীফেই প্রেরণ কর। আর এ মুনাজাত এমনভাবে কবুল হয়েছে যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বংশ হতে হযরত আবদুল্লাহর ঘরে হযরত আমিনা খাতুন এর পবিত্র উদর হতে পবিত্র শহর মক্কায় রিসালতের এমন এক সূর্য উদিত হল, যাঁর আলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় থাকবে। মিশকাত শরীফ, সায়্যেদুল মুরসালীনের ফাজিলত অধ্যায়ে আছে, হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দুআ হযরত মূসা (আঃ) এর সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের স্বপ্নের ফল।

এ পবিত্র আয়াত দ্বারা দু'টি জিনিষ বুঝা গেল। একটি তো এই যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রেরণের জন্য দুআ কামনা করেছেন এবং তাঁর আগমনের ব্যাপারে অভিলাষী ছিলেন।

گن گائیں جن کے انبیاء مانگیں رسل جن کی دعا وہ دو جہاں کے مدعا صلِ علیٰ یہ ہی تو ہیں

অর্থাৎ– "আম্বিয়া কেরামগণ যাঁর গুণ কীর্তন করেছেন, আর সমস্ত রাসূলগণ যাঁর আগমনের জন্য মুনাজাত করেছেন, উভয় জাহানের তিনিই কামনাকৃত সত্তা, তাঁর উপরই তো দরূদ পাঠ করতে হবে।"

দ্বিতীয়তঃ এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ই কা'বা শরীফের মেরামত করেছিলেন। কিন্তু সঠিক অর্থে হুযুর আকরম (দঃ) এর কদম মুবারকের দ্বারাই কা'বা শরীফের সম্মান এবং মর্যাদা হয়েছে এবং এ পবিত্র ঘরের আবাদও হুযুর (দঃ) এর বদৌলতেই হয়েছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমনের পূর্বে মক্কার মুশ'রিকরা কা'বা শরীফের ভিতরেই প্রতিমা স্থাপন করে তথায় পূজার প্রচলন করেছিল। আল্লাহর ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত হয়েছে। এমতাবস্থায় বায়তুল্লাহ ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। আর তাঁর আগমনের সাথে সাথেই সেই পবিত্র ঘর প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে চিরকালের জন্য পবিত্র হয়ে গেল।

আসল কথা হলো, কা'বা হচ্ছে আল্লাহর ঘর আর হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নূর, ঘরকে নূরই তো আলোকিত করে। কা'বা শরীফই বা কেন, গোটা জগতই তো হুযুর পাক (দঃ) এর কদমের বদৌলতেই আবাদী হাসিল করেছে।

تعجب کی جاہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থাৎ-বড়ই আশ্চর্য যে, পবিত্র জান্নাতুল ফেরদাউস বানিয়েছেন মহান আল্লাহ, আর বসবাস করবেন হুযুর আকরম (দঃ) (এমনিই মাহবুব পাক (দঃ) এর শান)

এ আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর বান্দাদেরকে পবিত্র করেন। কুফরী হতে, শিরক হতে, বিভিন্ন গুনাহর কাজ হতে এবং সর্বপ্রকারের চারিত্রিক অপবিত্রতা থেকে যদি পবিত্রতা অর্জন করতে চাও, তবে রাহ্মাতুললিল আলামীনের রহমতের সমুদ্রে ডুব দাও, সম্পূর্ণ পাক হয়ে যাবে। পানি শুধু বাহ্যিক অপবিত্রতা দূর করে। কিন্তু রাহ্মাতুললিল আলামীনের একটুখানি দৃষ্টি মন মস্তিষ্ক, জাহের বাতেন সব কিছুকেই পবিত্র করে দেয়।

আয়াতঃ ৯

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

(পারাঃ ২ সূরা বাকারা, রুকূ ১৭)

অর্থাৎ- "এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে সকল উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।"

এ পবিত্র আয়াতে বাহ্যিক অর্থে হুযুর পাক (দঃ) এর উম্মতের প্রশংসাই করা হচ্ছে, কিন্তু একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এ উম্মত যে সম্মান আর মর্যাদা পেয়েছে, তা একমাত্র প্রিয় নবী (দঃ) এর গোলামীর কারণেই পেয়েছে। এ আয়াতে নানাবিধ মর্মার্থ রয়েছে। প্রথম তো এই যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের উম্মতেরা আল্লাহর সুমহান দরবারে আরয করবে যে, হে খোদা! তোমার কোন পয়গম্বর আমাদের কাছেই আসেনি এবং কেউ তোমার হুকুম আহ্কামও আমাদের নিকট পৌছায়নি। তখন এ সকল নবীগণ আরয করবেন-হে খোদা! এরা মিথ্যাবাদী। আমরা তোমার সমস্ত বিধান তাদেরকে শুনিয়েছি, জানিয়েছি। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। নবীগণকে হুকুম করা হবে-আপনারা আপনাদের দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষী আনয়ন করুণ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁরা তখন হুযুর আকরম (দঃ) এর উম্মতগণকেই নিজেদের সাক্ষী হিসেবে পেশ করবেন। আর এ উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) তখন সাক্ষী প্রদান করতঃ বলবে, খোদা! তোমার এই সকল নবীগণ আপন দাবীতে সত্য। বরঞ্চ এই সকল কাফিররাই মিথ্যাবাদী। বাস্তবিকই নবীগণ দ্বীনের আওয়াজ পৌছিয়েছেন। এ কথার উপর কাফিররা অভিযোগ এনে বলবে-তোমরা তো আমাদের সময় ছিলে না। হাজার হাজার বৎসর পর সৃষ্টি হয়ে না দেখে না শুনে কিভাবে সাক্ষী দিচ্ছ। মুসলমানরা আরয করবে। আমরা আমাদের পয়গম্বর (দঃ) এর থেকেই শুনেছি যিনি সকল অবস্থা দেখেছেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য হুযুর আকরম (দঃ) তাশরীফ আনবেন এবং বলবেন, হে খোদা! বাস্তবিকই আমি তাদেরকে বলেছি যে, অতীত নবীগণ স্ব-স্ব কওমের কাছে দ্বীনের আওয়াজ পৌছিয়েছেন। হুযুর (দঃ) এর এই সাক্ষীর ভিত্তিতেই নবীগণের পক্ষে আহ্কামুল হাকেমীন রায় প্রদান করবেন।

উপরোক্ত আয়াতে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তদ্বারা কতকগুলো দিক বুঝা যাচ্ছে। প্রথম তো এই যে, এই উম্মতে মুহাম্মদিয়া (দঃ) হচ্ছে সকল নবীগণের জন্য সাক্ষী। এবং সাধারণ নিয়ম এই যে, বাদী তার সাক্ষীকে খুব ভালবাসে। যদ্বারা বুঝা গেল যে, হুযুর পাক (দঃ) এর উম্মত হচ্ছে সকল নবীদের কাছেই প্রিয়। দ্বিতীয়তঃ হুযুর পাক (দঃ) তাঁর পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাবলী স্বয়ং চোখে দেখেছেন নতুবা প্রথমে তো শুনা সাক্ষী মুসলমানরা দিয়েছিল। এখন প্রয়োজন হয়েছিল এমন কারো সাক্ষী, যিনি সবকিছু স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আর এ জন্যই প্রিয় নবী (দঃ) এর মি'রাজ হয়েছিল। অর্থাৎ সমস্ত নবীগণ বেহেশত-দোযখ আল্লাহর জাত-সিফাত সম্পর্কে না দেখে সাক্ষী দিয়েছেন, আর হুযুর আকরম (দঃ) স্বচক্ষে দেখেই এ সমস্ত কিছুর বর্ণনা দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ হুযুর (দঃ) তাঁর সমস্ত উম্মতদের সার্বিক অবস্থা এবং তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সবসময়ই অবগত রয়েছেন। কেননা রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রিয় নবী (দঃ) দু'টি সাক্ষী প্রদান করবেন। প্রথম তো এই যে, মুসলমানরা সত্যিই বলছে। দ্বিতীয়তঃ আমার উম্মতগণ সাক্ষ্য দেয়ার মর্যাদা রাখে। কেননা এরা ফাসিক বা বদকার নয়। যাদের সাক্ষী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য, নতুবা عَلَيْكُمْ ইলমী কায়েদা সম্মত হচ্ছে না। عَلٰى এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এখানে شَهِيْدٌ (সাক্ষী) এর মধ্যে رقيب (তীক্ষ্ণদৃষ্টি) এর অর্থ শামিল আছে।

সুতরাং হুযুর আকরম (দঃ) যাদের ঈমানের সাক্ষী দিয়ে দিয়েছেন, তারা অবশ্যই জান্নাতীই হবে। হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর ঈমান অকাট্য। কেননা তাঁদের ঈমানের সাক্ষী ঐ সত্তাই প্রদান করেছেন, যিনি আল্লাহর একত্ববাদের পক্ষেও সাক্ষী দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের ঈমানের ব্যাপারে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রসূল (দঃ) এর সাক্ষ্যকে অস্বীকার করা মূলতঃ আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করার শামিল।

এ আয়াতের আর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, হে মুসলমানরা! দুনিয়ায় তোমরা সবাই সাক্ষী হতে পার। এ জন্যই ইসলামী আদালতে কাফিরদের ব্যাপারে মুসলমানের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু মুসলমানের কোন বিষয়ে কাফেরের সাক্ষী কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাও এই উম্মতের একটি সুমহান মর্যাদা।

এই আয়াতের তৃতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, মুসলমানরা যদি কোন জীবিত অথবা মৃত বান্দাকে ভাল ধারণা করে সে আল্লাহর দরবারেও ভাল হয়। আর মুসলমানরা যদি কাউকে খারাপ জানে সে আল্লাহর কাছেও খারাপ হয়ে থাকে। মিশকাত শরীফের 'আল-মসয়ে বিল জানাযা' অধ্যায়ে আছে যে, হুযুর পাক (দঃ)এর সম্মুখ দিয়ে মৃত লোকের একটি কফিন যাচ্ছিল। মুসলমানরা তার প্রশংসা করল। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, এই মৃত লোকটির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আরও একটি কফিন যাওয়ার কালে মুসলমানরা তাকে খারাপ বলে বলাবলি করল। হুযুর (দঃ) বললেন, এর জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর ইরশাদ করলেন– তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী। অতএব যে মুসলমানকে সাধারণ মুসলমানরা ওলী মনে করে, তিনি বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহর ওলী।

এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল, যে কাজের ব্যাপারে শরিয়তে আদেশ নিষেধ কিছুই নাই, অথচ মুসলমানগণ সেটাকে ছওয়াবের কাজ মনে করে, সেটা আল্লাহর নিকট ও ছওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন পবিত্র মীলাদ মাহ্‌ফিল, ফাতিহা এবং অন্যন্য যাবতীয় ভাল কাজ। যেমন হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে –

مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ "যে ভাল কাজকে মুসলমানরা ভাল মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভাল।" বস্তুতঃ মুসলমানগণ প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং উভয় জাহানে আল্লাহর পক্ষে সাক্ষী।

আয়াত–১০

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

(পারাঃ ২ সূরা বাকারা, রুকু ১৭)

অর্থাৎ– "আকাশের পানে আপনার বারংবার তাকানকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। অতএব আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন।"

উপরোক্ত আয়াত করিমায় সাধারন অর্থে কিবলা পরিবর্তনের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আদেশই দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি ঈমানী দৃষ্টি দেয়া যায়, তবে দেখা যাবে এদ্বারা হুজুর আকরম (দঃ) এর মর্যাদা এত অধিক প্রকাশিত হচ্ছে যে, এ আয়াত তো এ কথাই ব্যক্ত করছে সকলের কা'বা এক দিকে আর কা'বার কা'বা অন্য দিকে। হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন কা'বারও কা'বা, সুবহানাল্লাহ!

এ আয়াতের শানে নুযুল এই যে, মে'রাজের রাত্রিতেই নামায ফরয হয়েছিল এবং কা'বা শরীফ নামাযের কিবলা নির্ধারিত হলো। হিজরতের পর কা'বা শরীফের পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দস এর দিকে নামায পড়ার আদেশ করা হল। এটা ইহুদী এবং নাসারাদেরও কিবলা ছিল। এ কারণে ইহুদীরা এ বলে তিরস্কার করতো যে, হুযুর আকরম (দঃ) সর্ব বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধিতা করছে, অথচ আমাদেরই কিবলার দিকে নামায পড়তেছে। তাদের এ ধরণের কথাবার্তা, উপরন্তু পবিত্র কা'বা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তৈরীকৃত এবং হুযুর পাক (দঃ) নিজেও ইব্রাহীমী– তাই তিনি চাইতেন, তাঁর কিবলা পুনরায় সম্মানিত কা'বার দিকেই হয়ে যাক। সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দস এর দিকে নামায আদায় করার পর একদিন হুযুর আকরম (দঃ) হযরত জিবরাইল (আঃ) কে বললেন, আমার অন্তর চায় যে, আমি পবিত্র কা'বার দিকে নামায আদায় করি। হযরত জিবরাইল (আঃ) আরয করলেন যে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ)! আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। আল্লাহর হুকুম ব্যতিরেকে আমি কিছুই বলতে পারি না। বরঞ্চ আপনিই আল্লাহর হাবীব, তাই আপনিই আল্লাহর কাছে মুনাজাত করুন। এতটুকু বলেই হযরত জিব্রাইল (আঃ) প্রস্থান করলেন। এদিকে হুযুর আকরম (দঃ) ওহীর অপেক্ষায় বার বার চেহারা মুবারক আসমানের প্রতি তুলে তাকাতে লাগলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার ভাব এমন ছিল যে, যদি কিবলা পরিবর্তনের ওহী আসতো। পরওয়ার দেগার আলমের কাছে তার প্রিয় হাবীব (দঃ) এর এ বার বার তাকানো খুবই ভাল লাগলো। অতএব উপরোক্ত আয়াতে ইরশাদ করা হলো, হে আমার প্রিয় দোস্ত (দঃ) আপনি যে বার বার চেহারা মুবারক তুলে আসমানের দিকে তাকাচ্ছেন আপনার এ কোমল চাহনি আমি অবলোকন করছি। ঠিক আছে যেদিকে আপনার ইচ্ছে, আমি সেটিকেই আপনার কিবলা বানিয়ে দিলাম। (রুহুল বায়ান, এই আয়াত) মোট কথা যেদিকেই তাঁর নূরানী দৃষ্টি আপতিত হয়েছে সেদিকই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

এ আয়াত দ্বারা বিভিন্ন ফায়েদা অর্জিত হয়। প্রথমতঃ সকল মানুষ আইনের অধীন আর আইন হুযুর পাক (দঃ) এর ইচ্ছারই অধীন। বস্তুতঃ কা'বা শরীফ যে সকল ওলী, গাউছ কুতুবের কিবলা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে, তা আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর ওসীলায়ই হয়েছে। তাঁর ইচ্ছার কারণেই পবিত্র কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত কিবলায় পরিণত হলো। তৃতীয়তঃ কোন কোন সময় সিজদাকারী সিজদাকৃত ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ হয়। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউছুফ (আঃ) কে সিজদা করেছিলেন, অথচ ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। ঠিক একইভাবে হুযুর আকরম (দঃ) কা'বার দিকে সিজদা করেছেন, কিন্তু তিনি কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসয়ালাঃ

যদি কোন ব্যক্তি ফরয অথবা নফল নামায পড়া অবস্থায় থাকে, এবং হুযুর আকরম (দঃ) তখন তাকে ডাক দেয়, তবে নামায ছেড়ে দিয়ে হুযুরের আহ্বানে সাড়া দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। (মিশকাত, কুরআনের ফজিলত অধ্যায়)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

এ আয়াতের আলোচনায় সামনে এসম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবে। অনেকেরই মত এই যে, যদি নামাযী নামায ছেড়ে হুযুর পাক (দঃ) এর দরবারে আসে, সকল কাজ সামাধা করে, হুযুর (দঃ) এর সাথে কথাবার্তা ও বলে, পবিত্র কা'বার থেকে অন্য দিকে চেহারাও ফিরে যায় না কেন, তাঁর নামায নষ্ট হবে না। বরঞ্চ সে নামাযে আছে বলেই গণ্য হবে। (দেখুন, আল্লামা কুসতুলানীর শরহে বুখারী, তাফসীর এর অধ্যায় সূরা আনফাল, উপরোক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা।) কেননা নামাযীর চেহারা যদিও বা কিবলা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু ঐ মহান সত্তার প্রতিই ফিরেছে, যিনি মূলতঃ কিবলারও কিবলা, যদিও নামাযী কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু এমন সত্তার সাথেই কথাবার্তা বলেছে, যাঁকে সালাম দেয়া নামাযের ভিতরও ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

পবিত্র কা'বাও হুযুর পাক (দঃ) এর দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়নের রাত্রে মাকামে ইব্রাহীমের দিকে সিজদা করেছিল (দেখুন মাদারেজুন নবুয়্যৎ, পবিত্র জন্ম অধ্যায় ২য় খন্ড) এখন একথাই প্রমাণিত হলো যে, হুযুর আকরম (দঃ) কা'বা শরীফেরও কা'বা।

আয়াতঃ ১১

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ

(পারাঃ ৩ সূরা বাকারা, রুকুঃ ২৩)

অর্থাৎ–এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় ও উন্নীত করেছেন।

এ আয়াতে কারিমায় ইরশাদ হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষদেরকে হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য যে সমস্ত নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই মর্যাদার দিক থেকে সমান নয়। বরঞ্চ একজনের উপর অন্যজনকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কালিমুল্লাহ, কেউ খলিলুল্লাহ, কেউ জবিহুউল্লাহ, কেউ রুহুল্লাহ আবার কোন পয়গম্বর এমনও তাশরীফ আনয়ণ করেছেন, যাঁকে আল্লাহর তরফ হতে অনেক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তাফসীরকারগণ বলেন, এর দ্বারা আমাদের প্রিয় নবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(দঃ) কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো হুযুর আকরম (দঃ) কে এমন এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা কারও ধারণায়ও আসতে পারে না। শুধুমাত্র মর্যাদা প্রদানকারী আল্লাহ জানেন অথবা মর্যাদায় ভূষিত হুযুর আকরম (দঃ)–ই জানেন। তবে এতটুকুই অবশ্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অন্যান্য নবীদেরকে যে বিশেষ বিশেষ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটিই হুযুর আকরম (দঃ)কে একা প্রদান করা তো হয়েছেই বরঞ্চ তার চেয়েও আরও অনেক বেশী মর্যাদা প্রিয় নবী (দঃ) কে দেয়া হয়েছে।

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ–'হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃতকে জীবিত করার শক্তি এবং হযরত মূসা (আঃ) এর ঝলমলানো হাত তথা সমস্ত নবীগণের সম্মিলিত সৌন্দর্য এবং গুণাবলীর আপনি একাই অধিকারী।

বস্তুতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর সত্যিকার মর্যাদার বর্ণনা দেয়া মানবিক শক্তির অনেক বাইরে। সংক্ষেপে কিছু আরয করবো। অন্যান্য নবীগণকে বিশেষ বিশেষ কওমের নিকট প্রেরণ করা হতো। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়্যত সবার জন্য সাধারণ। যার পরওয়ারদেগার হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন তার জন্য হুযুর পাক (দঃ) রাহ্মাতুললিল আলামীন গুণ নিয়েই আবির্ভূত। হুযুর আকরম (দঃ) নবীগণেরও নবী। সকল পয়গম্বর হুযুর আকরম (দঃ) এর উম্মত এবং তাঁর মুকতাদি। এই সম্পর্কিত ব্যাখ্যা وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ ـ

আয়াতের আলোচনায় আসবে। হুযুর পাক (দঃ) শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। তিনিই মে'রাজওয়ালা, আর কোন নবীর মে'রাজ নসীব হয়নি।

طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

অর্থাৎঃ 'তুর এবং মি'রাজের ঘটনা হতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বেচ্ছায় আল্লাহর দীদারের জন্য যাওয়া এক কথা, আর আল্লাহর ডাকে আল্লাহর মেহমান হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

সকল নবীগণ সকল ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টির অভিলাষী। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হুযুর পাক (দঃ) এর অন্তরকে শান্ত এবং সন্তুষ্ট করতে চান। যেমন বলছেন وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ـ অর্থাৎ 'অচিরেই আপনার রব আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন।' অন্যান্য নবীগণকে দু'চারটি মু'জেযা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) কে অসংখ্য মুজেযা দেয়া হয়েছে। বরঞ্চ মাথা মুবারক হতে পা মুবারক পর্যন্ত হুযুর (দঃ) নিজেই মুজেযা। তাঁর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপর নাযেলকৃত কিতাব আলকুরআন অন্য সব কিতাবগুলোর জন্য রহিতকারী। কিন্তু এই কিতাব কুরআনকে অন্য কিছু রহিত করতে পারবে না। কিয়ামতের দিবসে শাফায়াতের মুকুট হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র মাথায়ই পরানো হবে। তাঁর উম্মত অন্য সকল উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ. ইত্যাদি ইত্যাদি।

আয়াতঃ ১২

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ

(পারাঃ ৩ সূরা বাকারা, রুকু ৩৪)

অর্থাৎঃ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।"

এই পবিত্র কালিমাগুলো আয়াতুল কুরসীরই তিনটি বাক্যাংশ। আয়াতুল কুরসীর মধ্যে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মোট এগারটি সিফাতের বর্ণনা রয়েছে। তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে,

مَنْ ذَا الَّذِيْ হতে بِمَا شَآءَ পর্যন্ত তিনটি সিফাত হুযুর আকরম (দঃ) এর জন্যই। এর পূর্বে পাঁচটি সিফাত আল্লাহর, শেষে তিনটি সিফাতও আল্লাহর আর মাঝখানে হুযুর আকরম (দঃ) এর তিনটি সিফাত-এর বর্ণনা এসেছে। যেমনিভাবে কালেমায়ে তায়্যেবার মধ্যে প্রথম এবং শেষে আল্লাহর পবিত্র নাম, আর মাঝখানেই রয়েছে প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক। আয়াতের প্রথমাংশে হুযুর আকরম (দঃ) এর ব্যাপক শাফায়াতের বর্ণনা এসেছে অর্থাৎ কিয়ামতের প্রারম্ভিক লগ্নে যখন আমি আপনি তো দূরের কথা নবীগণ পর্যন্ত নাফসী নাফসী করবেন। ঠিক সে মুহূর্তে একমাত্র হুযুর আকরম (দঃ) ই আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে শাফায়াতকারী হবেন। এভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর মাধ্যমে যখন শাফায়াতের দ্বার উন্মুক্ত হবে তখন আলেম, পীর-মাশায়েখ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, পবিত্র কা'বা, কুরআন শরীফ, পবিত্র রমযান মাস প্রত্যেকেই শাফায়াত করবেন।

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

অর্থাৎঃ "মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সুমহান শান প্রদর্শনই হচ্ছে হাশরের ময়দানের আয়োজন অনুষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র কারণ।

হুযুর আকরম (দঃ) ই প্রথম শাফায়াতের কপাট খুলবেন। মনে রাখা আবশ্যক যে, শাফায়াতের মোট চারটি অবস্থা। উপরস্থ কর্তৃক নিম্নস্থের নিকট সুপারিশ করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যেমন কালেক্টর সাহেব হাসিলদারের নিকট কারো জন্য সুপারিশ করেন, দ্বিতীয়তঃ একই মর্যাদার লোকের কাছে সুপারিশ করা যেমন কালেক্টর সাহেব হজ্ব বিভাগের নিকট কারো জন্যে সুপারিশ করেন।

তৃতীয়তঃ নিম্নস্থ কর্তৃক উপরস্থের নিকট সুপারিশ করা, কিন্তু তা এ মানসিকতা প্রসূত যে, যদি রাষ্ট্রপ্রধান আমার সুপারিশ বিবেচনা না করেন, তবে আমি হুকুমতের মধ্যে তুলকালাম কান্ড সৃষ্টি করব। বস্তুতঃ উপরোক্ত এই তিন প্রকারের সুপারিশ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অসম্ভব। কাফিররা উপরোক্ত সুপারিশসমূহে বিশ্বাসী ছিল কারণে আয়াতে তা অসম্ভব বলা হয়েছে। চতুর্থতঃ নিম্নস্থ কর্তৃক উপরস্থের নিকট শুধুমাত্র উপরোস্থের ভালবাসা আর করুণার উপর ভিত্তি করে তাঁর দরবারে সুপারিশ করা, আর এ ধরণের শাফায়াতকে অনুমতি সাপেক্ষ শাফায়াত বলা হয়। আল্লাহর মাহবুবরা এ ধরণের শাফায়াতই করবেন।

দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে যে, শাফিউল মুজনেবীন (দঃ) সমস্ত বান্দাদের পূর্বাপর সকল অবস্থা জানেন, অর্থাৎ দুনিয়ায় কে মুসলমান ছিল কে কাফির ছিল আর কে মুনাফিক ছিল, তিনি তা জানেন এবং এটাও জানের যে, ভবিষ্যতে কে জাহান্নামী হবে এবং কে জান্নাতী হবে। জাহান্নামী হলে কোন স্তরের জাহান্নামী আর জান্নাতী হলে জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকবে, না আদনে, না অন্য কোথাও। অর্থাৎ কি ধরণের মর্যাদায় থাকবে তাও তিনি জানেন। হুযুর আকরম (দঃ) এর জন্য এগুলো জানা আবশ্যকও বটে! কেননা ডাক্তার যদি রোগীর রোগ বুঝতে না পারেন অথবা রোগের বিধান সম্ভব কি সম্ভব নয়, তা বুঝতে না পারেন, তবে তিনি কি করে চিকিৎসা করবেন। ঠিক একইভাবে শাফিউল মুজনেবীন (দঃ) যদি কে শাফাআতের উপযুক্ত আর কে শাফায়াতের উপযুক্ত নয় তা বুঝতে না পারেন, তবে তিনি শাফায়াত করবেন কি করে। দুনিয়ার মধ্যেও হুযুর আকরম (দঃ) অনেককে জান্নাতী এবং জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন। আশারায়ে মুবাশশারাহ হযরত ফাতিমা যুহরা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে আরও বলেছেন হযরত ফাতিমা (রাঃ) জান্নাতী বিবিদের সরদার আর হযরত ইমাম হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) জান্নাতী যুবকদের সরদার। জিহাদের ময়দানে এক ব্যক্তি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কাফিরদেরকে কতল করতেছিল। অনেক সাহাবী তার বীরত্বের প্রশংসা করছিলেন। হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন। এতদসত্ত্বেও সে জাহান্নামী। দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেছিল।

মিশ্‌কাত শরীফের 'তাকদীরের উপর ঈমান' অধ্যায়ে আছে, একদিন প্রিয় নবী (দঃ) দুই হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে সাহাবীদের মজলিসে তাশরিফ আনলেন, এবং বলতে লাগলেন, এই কিতাবের মধ্যে জান্নাতীদের নাম তাদের পিতার নাম এবং তাদের বংশের নামও রয়েছে। আর অন্যটির মধ্যে জাহান্নামীদের নাম, বংশ ইত্যাদি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আছে। বলতে বলতে তিনি জাহান্নামী এবং জান্নাতীদের মোট সংখ্যাও বলে দিলেন। কিন্তু এক হাদীছে এসেছে যে, মুনাফিকরা হাউজে কাওছারে আসার পথে ফেরেশতাগণ তাদেরকে বাধা দিবে। তখন আমি বলব, হে ফেরেশতারা! তাদেরকে আসতে দাও। তারা আমার সাহাবী। ফেরেশতাগণ আরয করবে। আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে কি করেছে। এই হাদীছের এ জাতীয় কথাবার্তাগুলো শুধুমাত্র বেদ্বীনদেরকে লজ্জিত করার জন্যই। অন্যথায় এ দুনিয়ায় তাদের জাহান্নামী হওয়া সম্পর্কে রাসূল (দঃ) সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন, অথচ কিয়ামতের ময়দানে তাঁর স্মরণ থাকবে না, তা কি করে সম্ভব! এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার কিতাব 'জায়াল হক' এর মধ্যে করেছি, যেটি প্রকাশিত হয়েছে।

আর তৃতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে, অন্যান্যরা শফিউল মুজনেবীন-এর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান, ঠিক ততটুকুই পেতে পারেন। অর্থাৎ ওলী গাউছ কুতুব এমনকি নবী এবং ফেরেস্তাগণ হুযুর (দঃ) এর জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারবে না। হাঁ তিনি যতটুক ইচ্ছে করেন, তাঁদেরকে বলে দিতে পারেন। বাস্তবিকই সাইয়েদুল মুরসালীন (দঃ) এর জ্ঞান হচ্ছে একটি বিরাট সমুদ্র। আর সেই সমুদ্র হতে জ্ঞান আহরণ করার জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন পাত্র সংরক্ষণ করেন। যে বদনা নিয়ে আসে, সে বদনা পরিমাণ পানি পায়। যে কলস নিয়ে আসে, সে কলস পূর্ণ করে নিবে, মশকওয়ালা মশক পরিপূর্ণ করে নিবে আর কেউবা শুধুমাত্র এক আজল পান করবে। আবার কোন বদনসীব সেখান থেকে ও শুন্য হস্তে ফিরে আসবে। সিদ্দীক আকবর (রাঃ) ফারুক আজম (রাঃ) উছমান গনী এবং হায়দর কাররার হযরত আলী (রাঃ) সেই একই সমুদ্র হতে ফয়েজ অর্জন করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী তা অর্জন করেছেন। 'কাসিদায়ে বুরদার' মধ্যে এ কথাটি বড় চমৎকারভাবে বলা হয়েছে–

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

অর্থাৎ সমস্ত নবীগণ হুযুর আকরম (দঃ) এর মা'রেফাতের সমুদ্র হতে এবং তাঁর ইলমের লাগাতার বর্ষণ হতে এক বিন্দু নেয়ার জন্যে তাঁর প্রতি অভিলাষী।

এ বিষয়বস্তুকে জনাব কাসেম নানুতবী তার 'তাহজীরুন নাস' কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ এ আয়াতের মধ্যে হুযুর আকরম (দঃ) এর শাফায়াত, ইলম এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামত বন্টন করার ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাই হয়েছে।

আয়াতঃ ১৩

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(পারাঃ ৩ সূরা আলে ইমরান রুকু ৪) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল আর পরম দয়ালু।'

এ আয়াত খানিতে লোকদেরকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার পথ বাতানো হয়েছে। যদ্বারা আল্লাহর হাবীব (দঃ)রই উচ্চ মর্যাদা খুব ভালভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মক্কার মুশরিকরা দাবী করতো যে, আমরাই আল্লাহর প্রিয়। এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো, সত্যিই যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে প্রথম আমার মাহবুব (দঃ) এর গোলামী মেনে নাও। এদ্বারা এমন হবে যে, এখন তো তোমরা আল্লাহকে খুঁজে বেড়াচ্ছ এবং আল্লাহকে তোমাদের বন্ধু বলে দাবী করছ। কিন্তু হাবীব (দঃ) এর গোলামীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদেরকে টেনে নিবেন এবং তোমাদেরকে তাঁর দোস্ত করে নিবেন এবং তোমাদের সমস্ত গুণাহ্ মাফ করে দিবেন।

অতএব এই আয়াত দ্বারা ভালভাবেই বুঝা গেল যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর গোলামীর বদৌলতে আল্লাহর দরবার হতে বহিষ্কৃত বান্দাও পুনরায় আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায় এবং এতে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ্ও মাফ হয়ে যায়।

گنہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہے کیا کیا ہوگا

অর্থাৎ–হে রাসূল (দঃ)! 'গুণাহ্গারদের উপর যখন আপনার করুণা বর্ষিত হবে, তখন আপনার নিকট ভাল মন্দের কোন ব্যবধান থাকবে না।

পচাতে পচাতে চলাকেই অনুসরণ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে একথাই বলা হচ্ছে যে, যদি আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করতে চাও, তবে আমার প্রিয় মাহবুব (দঃ) এর পেছনে পেছনে আস। ভাই হয়ে তাঁর সমর্যাদায় আসার চেষ্টা করো না অথবা বাবা হয়ে তাঁকে অতিক্রম করারও চেষ্টা করো না। বরঞ্চ আমার হাবীব (দঃ) এর গোলাম হয়ে তাঁর পচাৎ অনুসরণ কর। টেনের ঐ বগিটিই টেনের সাথে থাকবে, যেটি ইঞ্জিনের পেছনে নিজকে জুড়ে নেয়। আর যে বগিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আগে বেড়ে যায়, সেটি সেখানেই থেকে যায়। প্রথম শ্রেণীর বগিটি ও যদি ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে কেউই সেটিতে উঠেও না এবং সেটির টিকেটও নেয় না। অথচ যদি তৃতীয় শ্রেণীর বগিও ইঞ্জিনের সাথে জুড়ে যায়, তবে সেটিতে সবাই উঠতে চায়। বুঝা গেল যে, ইঞ্জিনের সাথে সংযোগের কারণে বগিগুলোর মর্যাদা, নতুবা এগুলোর কোন মূল্য নেই। উপরন্তু ইঞ্জিন তার পচাতের বগি সমূহের অবস্থা কিরূপ, তা দেখে না। বরঞ্চ শুধু এটাই দেখে যে, তার সাথে বগির কড়ি আটকানো হয়েছে কি, হয়নি। তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম সকল শ্রেণীর বগিকেই ইঞ্জিন একই গতিতে তার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। শুধু শর্ত হচ্ছে এই যে, বগিগুলোকে লাইনের উপর থাকতে হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইঞ্জিন যেন বগিগুলোকে উদ্দেশ্য করে এ কথাই বলছে তোমরা যদিও বা দুর্বল, কিন্তু আমি তো সবল। আর এজন্যই কুরআন ইরশাদ করেছেন فَاتَّبِعُوْنِيْ

অর্থাৎ তুমি যত দুর্বলই হও না কেন, আমি রাসূলকে অনুসরণ করে চল। আমি তোমার অবস্থা দেখব না বরঞ্চ আমি আমাকে এবং আমার সাথে তোমার সম্পর্ককেই দেখব। মাওলানা রুমী বলেন–

صد کتاب و صد ورق در نار کن　　روئے دل را جانب دلدار کن

অর্থাৎ 'শত কিতাব আর তার পাতা অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। স্বীয় দিলকে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত করে দাও, (তখনই সত্যিকার ইলম অর্জিত হবে, নতুবা নয়।)

আনুগত্য তিন ধরণের হয়ে থাকে। ভয়ের কারণে আনুগত্য, লোভের কারণে আনুগত্য আর ভালবাসার কারণে আনুগত্য। এখানে আয়াতে ভালবাসার আনুগত্যকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা ভয় এবং লোভের আনুগত্য মুনাফিকদের কাছেও ছিল। এজন্যই আয়াতখানাকে 'মুহাব্বত' এই বিশেষ শব্দ দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুহাব্বত বা ভালবাসা তিন প্রকার, ছোটদেরকে মুহাব্বত বা স্নেহ করা, দ্বিতীয়তঃ সমমর্যাদার ব্যক্তির প্রতি মুহাব্বত বা ভালবাসা। আর তৃতীয়তঃ উচ্চ মর্যাদার লোককে শ্রদ্ধার সাথে ভালবাসা। আয়াতে اِتَّبِعُوْا (অনুসরণ কর) দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে তৃতীয় প্রকারের ভালবাসার কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধার সাথে ভালবাসতে হবে। পুনরায় শ্রদ্ধার সাথে ভালবাসা, তাও আবার দু'প্রকার– দ্বীনি এবং দুনিয়াবী। আয়াতে يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর মুহাব্বত দ্বীনি হতে হবে। অর্থাৎ বড় ভাই হিসেবে হুযুর (দঃ) এর মুহাব্বত করলে হবে না, বরঞ্চ রিসালতের মহান মর্যাদার ভিত্তিতে প্রিয় নবী (দঃ) কে মুহাব্বত এবং শ্রদ্ধা করতে হবে।

আয়াতঃ ১৪

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ۔

(পারাঃ ৩ সূরা আলে–ইমরান, রুকু ৯)

অর্থাৎঃ 'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দান করেছি, আর তোমাদের কাছে যা আছে, তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবেন, তখন নিশ্চয় তোমরা তাঁকে বিশ্বাস

www.YaNabi.in

করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করেছো? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার তোমরা কি গ্রহণ করেছো? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি ও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।"

এই আয়াতে সেই অংগীকারের ইতিহাসই তুলে ধরা হয়েছে, যা মিছাক বা প্রতিশ্রুতির দিবসে সমস্ত নবীদের থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) এর সেই সুমহান মর্যাদাই প্রকাশ হচ্ছে, যা চিন্তারও বাইরে।

আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস এরূপ যে, হযরত আদম (আঃ)কে বেহেশত থেকে হিন্দুস্থানের লমবু পাহাড়ে পাঠানো হয়েছিল। অপরদিকে হযরত হাওয়া (আঃ) আরবের জেদ্দাতে অবতরণ করেছিলেন। তিনশত বৎসর কান্নাকাটির পর হুযুর পাক (দঃ) এর নামের বরকতে তাঁদের তওবা কবুল হয়েছিল, যে ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তখন নোমান পর্বতের উপর তাঁর পিঠ হতে সমস্ত সন্তানদের রুহ বের করা হল। এ রুহগুলো হতে তিন ধরণের ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ সমস্ত মাখলুককে জিজ্ঞাসা করা হলো, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সবাই আরয করেছে, 'হাঁ'। দ্বিতীয় দফায় আলেমদের নিকট থেকে এ মর্মে ওয়াদা নেয়া হয়েছে যে, তাঁরা সুষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম আহকামের প্রচার করবে। আর তৃতীয় দফায় অংগীকার নেয়া হয়েছে নবীগণ থেকে, যার বর্ণনা উপরোক্ত আয়াতে এসেছে। এ মহান ওয়াদা অনুষ্ঠানটির বর্ণনা এভাবে হয়েছে যে, রাব্বুল আলামীন সেদিন নবীগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন– হে নবীগণ! আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব প্রদান করব এবং তোমাদেরকে নবুয়্যতের তাজ পরিধান করাব এবং আমার বান্দাদেরকে তোমাদের উম্মত বানিয়ে দেব, আর এ অবস্থায় যখন তোমাদের নবুয়্যতের সূর্য পূর্ণভাবে উদিত হবে, এবং তোমাদের নামের ডঙ্কা বাজতে থাকবে, ঠিক তখন যদি তোমাদের মাঝে আমার শেষ নবী (দঃ) তাশরীফ আনয়ন করেন, তোমাদের উপর ফরয হবে, আপন উম্মত সহ খাতামুন নবী (দঃ) এর উপর ঈমান আনয়ন করা। তিনি আগমন করা মাত্র তোমাদের স্ব স্ব দ্বীন রহিত হয়ে যাবে। তোমাদের কিতাব সমূহও রহিত হয়ে যাবে। আর তাঁর খাদেম এবং সাহায্যকারী হওয়াই তোমাদের কর্তব্য হবে। আমার এই আদেশ কি তোমরা মেনে নিয়েছ? উত্তর দাও। সমস্ত নবীগণ আনন্দের সাথে সম্মতি জানাল। এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ্ বললেন, ওয়াদার উপর তোমরা একে অপরের সাক্ষী হয়ে যাও। অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হযরত নুহ (আঃ) এবং অন্যান্যদের জন্য সাক্ষী, আর অন্যান্য নবীগণ হযরত আদম (আঃ) এর সাক্ষী। এরপরও শেষনয়। এরশাদ হলো, আমার মহান সাক্ষীও এর সাথে যোগ হলো। অর্থাৎ আমিও তোমাদের এই অংগীকারের উপর সাক্ষী হয়ে রইলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের একত্ববাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপর অংগীকার নিয়েছেন, কিন্তু সাক্ষী ইত্যাদির অনুসরণ করেননি। সবাই শুধু 'হাঁ, বলেই সমাপ্ত করলেন। অথচ স্বীয় হাবীব (দঃ) এর ব্যাপারে অংগীকারও নিয়েছেন, সাক্ষীও নিলেন, উপরন্তু এই সমুদয় ঘটনার উপর স্বীয় শাহী সাক্ষীও হাজির করলেন। আল্লাহই ভাল জানেন, এর মধ্যে কি গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে। এই সকল নবীরা যে হুযুর আকরম (দঃ) এর সময়কাল পাবেন না, তা রাব্বুল আলামীন জানতেন, তা সত্ত্বেও এধরণের ইকরারনামা এ জন্যই নিয়েছেন, যাতে কমপক্ষে একথার উপর তাঁদের ঈমান থাকুক যে, হুযুর আকরম (দঃ) যদি আমাদের সময় আসতেন, আমরা তাঁর উম্মত হয়ে যেতাম। উপরন্তু তাঁদের উম্মতদের মধ্যে কেউ যদি প্রিয় নবী (দঃ) এর জামানা পায়, এ ঘটনা শুনে যেন তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে। আর মহান মিরাজের রাত্রিতে সকল নবীগণ তাঁদের সেই স্বীকৃতি নামার বাস্তব প্রতিফলনও ঘটিয়েছেন। কেননা সে রাত্রিতে সবাই বায়তুল মুকাদ্দসের মধ্যে ইমামুল হারামাঈন (দঃ) এর পেছনে মুকতাদি হয়ে নামায আদায় করেছিলেন।

نماز اسری میں تھا یہ ہی سرّ غیباں ہو معنیٔ اوّل آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کرگئے تھے

অর্থাৎঃ হুযুর আকরম (দঃ)ই প্রথম এবং শেষ। এ সত্যকে সুস্পষ্ট করাই ছিল (মিরাজের পথে বায়তুল মুকাদ্দসে) আসরার নামাযের মূলভেদ। কেননা যাঁরা অতীতে বাদশাহী করে গিয়েছিলেন, তারাও সেদিন হাত বেঁধে প্রিয় নবী (দঃ) এর পেছনে উপস্থিত ছিলেন।

সুবহানাল্লাহ্! সেই নামায কেমন মজার নামায ছিল, যেই নামাযের মুকতাদি হচ্ছেন নবীগণ আর ইমাম হচ্ছেন সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)। এদিকে ফেরেশতাগণ তাঁর মিরাজের সফরের তৈরীতে ব্যতিব্যস্ত। বস্তুতঃ মহাধুমধামেই এ নামায আদায় হচ্ছিল। আর উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই হযরত ঈসা (আঃ) খাতামুন নবী (দঃ) এর উম্মত হয়ে পুনঃ দুনিয়ায় তাশরীফ আনবেন এবং হুযুর আকরম (দঃ) এর দ্বীনের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হবেন। এই উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ)কে বাতিলের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন। এসকল নবীগণের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

একথাও অনুধাবন করা প্রয়োজন, হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমনে সকল নবীদের দ্বীন কেন রহিত হয়ে গেছে? দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার আসল অবস্থায় এসে স্থির হয়ে যায়। বরঞ্চ নিজেকে মূল সত্তার মাঝে বিলীনই করে দেয়। সারা রাত তারকা সমূহ ঝলমল করে,কিন্তু যখনই সূর্য উদিত হয় সমস্ত তারকা গোপন হয়ে যায়। কেননা সকল তারকার মধ্যে নিহিত আলো সূর্যেরই ছিল। নদীগুলো সমুদ্রের প্রতিই ধাবিত, কেননা সকল নদীর উৎপত্তি সমুদ্রই। সমুদ্র হতে পানি বাষ্প হয়ে তা পাহাড়ের মধ্যে বৃষ্টি অথবা বরফ আকারে পতিত হলো। আর তা হতেই নদীর সৃষ্টি হয়ে তা স্বীয় মূল সমুদ্রের দিকে এভাবে প্রবাহিত হতে লাগল যে, তার গতি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পথে যদি ব্রীজ, বৃক্ষাদি বা কোন বিশাল ইমারতও বাঁধার সৃষ্টি করে নদী সেগুলোকেও ভেঙ্গে দেয়, কিন্তু যখন সে সমুদ্রের নিকটবর্তী হলো, তরঙ্গ ধ্বনি নিঃশেষ হয়ে গেল তার গতিবেগও কমে আসল। আর যখন সে সমুদ্রের মাঝে গিয়ে পড়ল, এভাবে হারিয়ে গেল, যেন কোন কালে সে ছিলই না। এমতাবস্থায় তার মুখে উচ্চারিত হলো–

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی تا کس نگوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری

অর্থাৎঃ 'আমি তোমার হয়েছি, আর তুমি আমার।

আমি দেহ আর তুমি আত্মা, যাতে কেউ এরপর বলতে না পারে যে, আমি ও ভিন্ন তুমিও ভিন্ন।"

একইভাবে সকল নবীগণ হচ্ছেন তারকা বা নক্ষত্রের মত। আর হুযুর পাক (দঃ) সূর্য। প্রিয় নবী (দঃ) কে কুরআন করীমে 'সিরাজাম্ মুনিরা' বা 'উজ্জ্বল প্রদীপ, রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা সকল নবীগণ হচ্ছেন নদীর মত আর প্রিয় নবী (দঃ) হচ্ছেন সমুদ্রের মত। সকল নবুয়্যতের মূল প্রিয় নবী (দঃ)। এ কারণে সকলই প্রিয় নবী মুখী। পথে ফেরাউন, হামান, নমরুদের মত হাজারো শক্তি জানপ্রান বাধা দিয়ে নবুয়্যতের তরঙ্গ শক্তিতে ভেসে গেল। কিন্তু নবুয়্যতের এ সমস্ত নদীগুলো যখনই তাদের আসল সত্তা আখেরী নবী (দঃ) এর নবুয়্যতের সমুদ্রের সাক্ষাৎ পেলো, নিজেদেরকে সেখানে বিলীন করে দিল। কবির ভাষায়–

یہ انبیاں مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین سب جگمگائے رات بھر جو تم کوئی نہیں

অর্থাৎঃ 'অন্য সব নবী এবং রাসূলগণ হচ্ছেন তারকারাজী আর (হে রাসূল (দঃ)) আপনি হচ্ছেন সূর্য। সবাই রাতভর ঝলমল করছিল, কিন্তু আপনার আগমনে আর কারও দীপ্তি রইলো না।'

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল নবীগণই হুযুর পাক (দঃ) এর উম্মত আর তিনি হচ্ছেন নবীগণেরও নবী।

আয়াতঃ ১৫

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ط وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ط

(পারাঃ ৪ সূরা আলে–ইমরান রুকু ১৭)

অর্থাৎঃ "আল্লাহ মুমিনদের উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে হতে তাদের নিকট রসূল প্রেরণ করে, যিনি তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ আয়াত খানিও হুযুর আকরম (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসায় পরিপূর্ণ। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষদেরকে এত অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, যার পরিমাপও মানুষ করতে পারে না। প্রত্যেকটি নেয়ামত এত বেশী মূল্যবান যে, দুনিয়ার সমস্ত ধনভাণ্ডারের বিনিময়েও তা পাওয়া যাবে না। চক্ষু, কান, নাক, হাত, পা, জমিন আসমান, চন্দ্র সূর্য বাতাস, পানি ইত্যাদি প্রত্যেকটি নেয়ামতই মহামূল্যবান। আবার শরীরের মধ্যে অসংখ্য লোম এবং প্রত্যেকটি লোমে বহু নিয়ামত রয়েছে। আর এই প্রত্যেকটি নিয়ামতের এত বেশী গুরুত্ব যে, এগুলো ছাড়া জীবন-যাপন করাও মুশকিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনের জায়গায় জায়গায় এ-সমস্ত নিয়ামতের বর্ননা তো অবশ্যই রেখেছেন, কিন্তু এগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের কথা টেনে আনেননি। অর্থাৎ তোমাদেরকে হাত, পা, চন্দ্র, সূর্য, জমিন, আসমান, পানি, বাতাস দিয়ে আমি ইহ্সান করেছি, এভাবে কোথাও 'মান্না' শব্দ দ্বারা বর্ণনা আসেনি। শুধু এই একটি মাত্র নিয়ামত-যার বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন, আমি মুসলমানদের নিকট তাদের হিদায়তের জন্য আমার প্রিয় মাহবুবকে প্রেরণ করে বড়ই ইহ্সান বা অনুগ্রহ করেছি। যদ্বারা বুঝা গেল যে, আমাদের কাছে হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমনই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

এ নিয়ামত শ্রেষ্ঠ হওয়ার পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ দুনিয়ার অন্যান্য সকল বস্তু কাউকে দিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু মাহবুব কাউকে দেয়া যায় না। কবির ভাষায়-

نیا میں جو آں بسو تو میں نیا جھانپ ہی لوں　　نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو تے دیکھن دوں

অর্থাৎঃ "যে প্রেম আমার চোখে বসে তা আমি যথাযথভাবে ঢেকে নেই। আমি আর অন্য কাউকে দেখি না, কারণ তোমাকেও অন্য কাউকে দেখাই না।"

হুযুর আকরম (দঃ) এর মে'রাজ শরীফ গমন করা আশ্চর্য কিছু নয়। কারণ মাহবুব এভাবেই আমন্ত্রিত হন। বরঞ্চ সেখান হতে তাঁর পুনরায় ফিরে আসাই আশ্চর্য, যেহেতু আল্লাহ তাঁর মাহবুব (দঃ) কে নিজের কাছে না রেখে আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কবি কি চমৎকার বলেছেন-

انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے　　امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے

ہر ایک کے حصہ نہیں دیدار کسی کا　　بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

অর্থাৎ "উম্মী যার লকব, তাকে দুনিয়ার শিক্ষা দেয়া হয় না। যেমনিভাবে সত্ত্বাগতভাবে যে সৌন্দর্যমন্ডিত, তাকে সুন্দরের আন্দাজ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকের জন্য হুযুর পাক (দঃ) এর দীদার সম্ভব নয়, কেননা আবু জাহিলকে মাহবুবে খোদা (দঃ) দেখানো হয় না।"

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দুনিয়ার অন্য সব নিয়ামত হুযুর আকরম (দঃ) এর ওসীলায় প্রদান করা হয়েছে। হাদীছে কুদছীর মধ্যে হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেন- لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)। 'যদি আপনি না হতেন আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না।' এটি একটি শুদ্ধ হাদীছ। মোল্লা আলী কারী (রঃ) কৃত 'মওজুআতে কবীর' দেখুন। সুতরাং এ সমুদয় নেয়ামত প্রিয় নবী (দঃ) এরই ওসীলায় হয়েছে। সমগ্র দুনিয়া হচ্ছে বরযাত্রী আর প্রিয় নবী (দঃ) হচ্ছেন বর।

ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی جھلک پہل　　وہی اک مدینہ کے چاند ہے سب انجمن کی بہار ہے

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎঃ "গোটা দুনিয়া যার আলোকছটা, যার কারণে বাগান সবুজ শ্যামল, তিনি হচ্ছেন মদীনার চন্দ্র। সবকিছুই তাঁর নূর হতে সৃষ্টি।"

হুযুর আকরম (দঃ) শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হওয়ার তৃতীয় কারণ এ যে, অন্যান্য সকল নিয়ামত শুধু জড় জীবনেই উপকারে আসে। চক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই এ সমস্ত নিয়ামতের সাথে সম্পর্ক আর থাকে না। যেমন ধন-দৌলত অন্যের হয়ে যায়। হাত পা এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের অক্ষমতা জানিয়ে দেয়। যদি এগুলির কেউ দয়া করে, তবে কবর পর্যন্তই তা শেষ। হাঁ যিনি এ জড় জীবনে কবর- হাশরে, বেহেশ্‌তে এবং বিপদে আপদে সব জায়গায়ই সাথে থাকবেন, তিনি হচ্ছেন দু'জাহানের দাতা, মাহবুবে খোদা (দঃ)। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপরই মৃত্যু দাও। অস্থায়ী নিয়ামত সমূহ স্থায়ী নিয়ামতের তুলনায় কিছুই নয়।

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ হে রাসূল! 'আপনি বলে দিন দুনিয়ার ধন সম্পদ ক্ষণস্থায়ী।"

চতুর্থ কারণ এই যে, মাল দৌলত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ ইত্যাদি থেকে সঠিক উপকারিতা পেলেই সেগুলো নিয়ামতরূপে গণ্য হবে। অন্যথায় সেগুলোও তখন বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন জিহ্বা যদি সম্পূর্ণ ঠিক থাকে তখনই তা নিয়ামত কিন্তু জিহ্বা যদি আড়ষ্ট হয় অথবা অত্যধিক তেজী হয়, তখন তা খারাপ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

دو موتوں سے پوت بنایا نام رکھا ہے پوت　　کرم کرے تو بھلا بھلا ہے نہیں تو موت کا موت

অর্থাৎ-সন্তান ভাল হলে মাতাপিতার জন্য আশীর্বাদ অন্যথায় অভিশাপ।

আর হুযুর আকরম (দঃ) ই এই সকল নিয়ামতের প্রয়োগ বিধি শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ এগুলো মন্দই ছিল, তিনিই এগুলোকে নিয়ামতে রূপ দিয়েছেন। যেমন যদি হাত-পা গুনাহ করে তবে কিয়ামতের দিন এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদান করবে। বুঝা গেল এ সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর গোয়েন্দা পুলিশ। পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে, হুযুর আকরম দেঃ) মানুষদেরকে সকল জাহের বাতেন অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেন। তাই ঐ আমলই বস্তুতঃ শুদ্ধ, যা রিসালতের মহান দরবারে কবুল হয়ে আসে।

আর وَيُعَلِّمُهُمُ দ্বারা বুঝা যায়, পবিত্র কুরআন এমন এক জটিল কিতাব যা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন। অন্য কোন ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী আসেননি। সুতরাং কুরআন বুঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর وَاِنْ كَانُوْا দ্বারা বুঝা যায়, হুযুর আকরম (দঃ) এর শিক্ষা দান এতো পরিপূর্ণ যে, তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত বান্দাহকে বিভ্রান্তি থেকে টেনে এনে কেবল মুমিনই নয়, বরঞ্চ মুমিন তৈরীকারী বানিয়ে দেন। তাঁর শিক্ষা পেয়েই কেউ সিদ্দীক আকবর হয়েছে আর কেউ ফারুক আজম হয়েছে। পৃথিবীতে অন্য কোন শিক্ষকের শিক্ষা দান প্রিয় নবী (দঃ) এর মত মুকাম্মল নয়। একজন ছাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক থেকে জ্ঞান অর্জন করে। কারও থেকে উর্দু, কারও থেকে অংক, কিন্তু মদীনায় আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর পবিত্র দরবারে এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হল, যেখানে একজন মাত্র শিক্ষকই দ্বীন- দুনিয়ার জ্ঞান, চরিত্র এবং খোদা প্রাপ্তির সকল পথই দেখিয়ে দিলেন।

আয়াতঃ ১৬

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ

www.YaNabi.in

الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

(পারাঃ ৪ সূরা আলে-ইমরান রুকু ১৮)

অর্থাৎ- 'আল্লাহ মুমিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ। বরঞ্চ যতক্ষণ না অপবিত্রতাকে পবিত্রতা হতে পৃথক করে না দেন। এবং আল্লাহর শান এই নয় যে, তিনি তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন। হাঁ, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।'

এ পবিত্র আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা বিদ্যমান। আয়াতের শানে নুযুল এই যে, একবার হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন, জন্ম লাভ করার পূর্বেই আমার উম্মতগণকে আপন আপন চেহারায় আমার কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল যেভাবে হযরত আদম (আঃ) এর সম্মুখে তাঁর সন্তানদেরকে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং কে আমার উপর ঈমান আনবে আর কে আনবে না তাও আমাকে জানানো হয়েছে। হুযুর আকরম (দঃ) এর একথা শুনে মুনাফিকরা উপহাস করে বলল, তিনি দাবী করতেছেন যে, কে কাফির হবে বা মুসলমান হবে তা তাঁর জন্মের পূর্ব হতেই তাঁর জানা আছে। অথচ আমরা তাঁর সাথে থেকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে অন্তরে কুফরী গোপন করতেছি কিন্তু তিনি আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না; তাদের এ ধরণের মন্তব্য শুনে হুযুর আকরম (দঃ) মিম্বরে খুৎবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং ইরশাদ করলেন, লোকদের কি হলো! তারা আমার জ্ঞানের ব্যাপারে উপহাস করছে। অথচ আজ হতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন ঘটনা এমন নেই, যা সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে, কিন্তু আমি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিতে পারব না। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর হাবীব (দঃ) আমার পিতা কে? তিনি বললেন হুযাফা। এরপর হযরত উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরয করতে লাগলেন, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ)! আমরা একত্ববাদ, রিসালত এবং ইসলামের উপর পূর্ণ রাজী আছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন- আশা করি এখন তোমরা সত্যের দিকে ফিরে আসবে। একথা বলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। (খাযায়েনুল ইরফান, খাযেন)

এই পবিত্র আয়াতাখানি দ্বারা কয়েকটি দিক বুঝা গেল। প্রথমতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে উপহাস করা এবং এভাবে বলা যে, হুযুর (দঃ) এর অমুক জিনিসের জ্ঞান নেই, এগুলো মুনাফিকদেরই আদত। মুসলমানদের উপর ফরজ, তাদেরকে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রত্যেকটি গুণ তর্কাতীতভাবে মেনে নেয়া ফরজ।

দ্বিতীয়তঃ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)কে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জিনিষের জ্ঞান প্রদান করেছেন। কেননা হুযুর (দঃ) ইরশাদ করলেন- 'তোমরা যা চাও তা জিজ্ঞাসা কর।' যার জ্ঞান পরিপূর্ণ তিনিই এ ধরণের চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

www.YaNabi.in

তৃতীয়তঃ আমরা ঘরের কোণে বসে গোপনে যে কাজ করি, তাও প্রিয় নবী (দঃ) এর দৃষ্টির বাইরে নয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর পিতা হুযাফা ছিল। এটি একটি গোপণ ব্যাপার। পিতা সেই হয়, যার বীর্য হতে সন্তান জন্ম লাভ করে। আর এটি ঐ সন্তারই জানা থাকে, সৃষ্টির প্রতিটি বালুকণাও যার দৃষ্টির বাইরে নয়। আসল কথা হচ্ছে এই, যে চক্ষু মুবারক মি'রাজের রাত্রিতে সৃষ্টির স্রষ্টাকেই দেখেছেন, তিনি সৃষ্টিকে কেন জানবেন না? এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা নজম এর মধ্যে আসবে ইনশাআল্লাহ্। সৃষ্টি কি স্রষ্টা থেকেও অধিক গুপ্ত?

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا — جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

بھلا عالم سی شی مخفی رہے اس چشم حق بیں سے — کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا

অর্থাৎঃ "যখন রাব্বুল আলামীন ও আপনার থেকে লুকায়িত রইল না; তখন অন্য আর কোন্ গায়েব আপনি হতে লুকায়িত হবে। যিনি গোটা সৃষ্টির স্রষ্টাকেই নিশ্চিতভাবে দেখেছেন, তাঁর চক্ষু মুবারক হতে এই সৃষ্টি আবার কি করে গোপন থাকবে।"

চতুর্থতঃ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান, কাফির এবং মুনাফিকদের পরিসংখ্যান প্রিয় নবী (দঃ) এর জানা ছিল। যদি কারো গোপন ত্রুটির কথা বলে না থাকেন, তা একথার প্রমাণ নয় যে, হুযুর আকরম (দঃ) সে সম্পর্কে জানতেন না। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে তিনি তার ত্রুটিকেই গোপন করে রেখেছেন। এটি প্রিয় নবী (দঃ) এর শানে সাত্তারীরই (ত্রুটি গোপনকারী) বহিঃপ্রকাশ। আর তাঁর পবিত্র ওফাতের পরও এই জ্ঞানে সামান্যতম ঘাটতি আসেনি। কেননা ওফাতের পর আত্মার জ্ঞান এবং শক্তি আরও বেড়ে যায়।

আয়াতঃ ১৭

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

(পারাঃ ৫ সূরা নিসা, রুকু ৯)

অর্থাৎ- 'যখন তারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে, তখন হে মাহবুব! তারা আপনার নিকট আসলে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলে আর রাসূলও তাদের জন্য শাফায়াত করলে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।"

এ পবিত্র আয়াতখানির মাঝে রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে তওবা করা এবং গুনাহ্ মাফ করিয়ে নেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন। একই সাথে এ আয়াত দ্বারা মাহবুবে খোদা (দঃ) এর শান এবং মর্যাদা এমনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, সুবহানাল্লাহ্। এখানে তওবা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের বর্ণনা হচ্ছে। প্রথম শর্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুনাহ্ করে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে হাজিরী দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ রিসালতের সেই মহান দরবারেই গুনাহ্ হতে তওবা করা, তৃতীয়তঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর শাফায়াত করা। এই তিনটি শর্ত থেকে একটিও যদি পাওয়া না যায়; তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা যাবে না।

উপরন্তু এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়েদা অর্জিত হচ্ছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক (দঃ) রাব্বুল আলামীনের কুদরতী আদালতের উকিল এবং সার্বিক ক্ষমতা প্রাপ্ত। নতুবা গুনাহ্ করা হয়েছে আল্লাহর সাথে অথচ যেতে হবে প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান দরবারে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যায় করেছে রাষ্ট্রের সাথে কিন্তু তাকে উকিল অথবা আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মুখীন হতে হয়। এই দুনিয়ার আদালতে যেমনি উকিল ব্যতিরেকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করা হয় না, ঠিক তেমনি খোদায়ী মহান আদালতেও মাহবুব (দঃ) ব্যতিরেকে কোন প্রশ্ন-উত্তরই হবে না। আর এ জন্যই নামায সহ বিভিন্ন ইবাদতে হুযুর পাক (দঃ) এর নাম মুবারক অবশ্যই এসে যায়।

ذکرِ خدا جو اُن سے جدا چاہو نجدیو — واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔

بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے — حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے

অর্থাৎঃ "হে নজদী ওহাবীরা! তোমরা আল্লাহকে তাঁর প্রিয় মাহবুব (দঃ) থেকে পৃথক করে স্মরণ করতে চাও। কিন্তু খোদার কসম, আল্লাহ্কে এভাবে স্মরণ করা সঠিক নয়। বরঞ্চ তা জাহান্নামের চাবিকাঠি মাত্র। প্রিয় নবীর মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা একান্তই ভুল এবং অন্ধের হাতড়ানো মাত্র।"

দ্বিতীয়তঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর দরবার মূলতঃ আল্লাহরই দরবার। কোন ভিক্ষুক যদি ভিক্ষা চায় তবে সে ঘরের ছাদের উপর বা ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চায় না বরঞ্চ দরওয়াজায় এসেই কিছু চায়। ঠিক তেমনি আল্লাহর দরবারের কাছে যদি কিছু চাইতে হয় তবে আল্লাহর দরবারের দরওয়াজা অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে এসেই তা চাও। যা কিছু আল্লাহ প্রদান করবেন, এ দরবারে রাসূলের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে।

بخدا خدا کا یہ ہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آئے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

অর্থাৎঃ "খোদার কসম, রাসূলের দরবারই আল্লাহর দরবার এ-দরবার ছাড়া অন্য কোথাও পালাবার বা আশ্রয় নেয়ার জো' নেই। যে আল্লাহর নৈকট্য হাসেল করতে চায়, এ দরবার হতেই তা হাসিল করতে হবে। আর যে এখান হতে বহিষ্কৃত সে সেখান হতেও বহিষ্কৃত।"

তৃতীয়তঃ হুযুর পাক (দঃ) এর শাফায়াত পাওয়ার জন্য মদীনায় যাওয়া আবশ্যকীয় নয়। এ জন্যই আয়াতে وَجَاءُوكَ (মদীনায় আসতে হবে) বলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়নি। বরঞ্চ পৃথিবীর যেখানেই থাক, অন্তরকে সেই মহান দরবারের সাথে জুড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক আশেকের অন্তরেই রাসূল (দঃ) রয়েছেন।

سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینہ میں — غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں

অর্থাৎঃ "আমি শুনেছি প্রিয় নবী (দঃ) মদীনায় থাকেন। এটি ভুল কথা, তিনি প্রত্যেক প্রেমিকের অন্তরেই উপস্থিত রয়েছেন।"

চতুর্থতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার এই হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্যই। এমন নয় যে, এটি শুধু প্রিয় নবী (দঃ) এর দুনিয়ার জীবনের সময়ের সাথে সংযুক্ত। কেননা আয়াতের মধ্যে اِذْ অর্থাৎ 'যখনই' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যই ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে 'হজ্ব' অধ্যায়ে বলা হয়েছে-যখন প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র রওজায় আসবে, এ আয়াতখানা তেলাওয়াৎ করবে।

আর তাফসীরে মাদারেক এবং খাযায়েনুল ইরফানের মধ্যে আছে এক ব্যক্তি হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাতের পর রওজা পাকে উপস্থিত হল এবং এ আয়াতখানা পড়ে আরয করতে লাগল হে আল্লাহ্র মাহবুব (দঃ)! আমি এ হুকুম শুনেছি এবং আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচারী হয়ে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আশায় আপনার মহান দরবারে হাজির হয়েছি। আল্লাহর কাছ থেকে আমার গুনাহ্গুলি মাফ করিয়ে দিন। পবিত্র রওজা মোবারক থেকে আওয়াজ আসল, তোমাকে মাফ করা হয়েছে। এ আয়াত এবং ঘটনা হতে কয়েকটি ফেক্হী মাসয়ালাও ছাবেত হচ্ছে।

(১) আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দাহ্গণকে ওসীলা বানানো সফলতার কারণ। (২) বুযর্গগণের মাযারে কোন উদ্দেশ্য কবুল হওয়ার জন্য যাওয়া জায়েয। (৩) মৃত্যুর পর আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের কবরে গিয়ে 'ইয়া' বলে ডাকা জায়েয (৪) মিশকাত শরীফের মধ্যে আছে, শামের মধ্যে এমন চল্লিশ জন আবদাল বসবাস করেন, যাঁদের বরকতে তথায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুর উপর তারা জয় লাভ করে এবং শামবাসী হতে আযাব দূরে থাকে। বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব শামীর ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইরশাদ করছেন, আমি কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন পড়লে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর পবিত্র রওজা মুবারকে গিয়ে তাঁর ওসীলা দিয়ে মুনাজাত করি। (৫) আয়াতে উল্লেখিত ظَلَمُوْٓا দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চাই কাফির হোক, চাই মুনাফিক, চাই গুণাহ্গার-যে কোন ধরণের মুজরেমই (পাপী) হোক না কেন, যদি বিগলিত অন্তরের সাথে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে এসে তওবা করে, আল্লাহর রহমত তাকে টেনে নেবে। ভীষণ অপবিত্রতা নিয়ে সমুদ্রে ডুব দিলে মানুষ যেমন পবিত্র হয়ে যায়, হুযুর পাক (দঃ)ও আল্লাহর বান্দাকে তদ্রুপ কঠিন গুণাহ্ হতে পাক করে দেয়। আর মদীনায় প্রিয় নবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(দঃ) এর দরবার এমন একটি চিকিৎসালয়, যেখানে কোন কঠিন রোগীকেও একথা বলা হয় না যে, তোমার রোগের চিকিৎসা আমার এখানে নেই। আর তাই প্রত্যেক রকমের রোগীকেই বলা হয়েছে, এই নূরানী দরবারে হাজির হয়ে যাও, এবং তোমার বেদনার কথা বলেই তা উপশমের ব্যবস্থা কবুল করিয়ে নাও।

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو　　تم ایسے رحمۃ للعالمین ہو

অর্থাৎঃ 'আপনি গোটা জগতের জন্য এমনিভাবে রহমত যে, আপনার রহমত যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবার জন্যই বিস্তৃত।'

আয়াতঃ ১৮

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(পারাঃ ৫ সূরা নিসা, রুকু ৯)

অর্থাৎঃ "হে আমার প্রিয় মাহবুব! আপনার রবের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়।'

উপরোক্ত আয়াতে মুসলমান হওয়ার পদ্ধতি এবং মুসলমানদের পরিচয় দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসার এমন একটি ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে, যদ্বারা ঈমান সৌরভে ভরে যায়।

এই আয়াতের শানে নুযুল এই যে, পাহাড় হতে প্রবাহিত একটি পানির নহর হতে মদীনাবাসীগণ নিজ নিজ ফসলের জমিতে পানি দিত, এ পানি দেয়া নিয়ে এক আনসারীর সাথে হযরত যুবাইর (রাঃ) এর বিবাদ সৃষ্টি হলো। ঘটনাটি প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান দরবারে উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি তোমার বাগানে প্রথমে পানি দিয়ে পরে তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। (উল্লেখ্য যে, হযরত যুবাইর (রাঃ) এর বাগান উচুঁতে ছিল) এ বিচার আনসারীর মনপুতঃ হলো না। উপরন্তু সে মন্তব্য করলো-যুবাইর আপনার ফুফুর ছেলে। (অর্থাৎ এ বিচারে স্বজন প্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে) এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতখানা নাযিল হয়েছে, এতে বলা হলো-হে আমার মাহবুব! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের সকল বিবাদ-বিসম্বাদে আপনাকে বিচারক না মানে এবং আপনার দেয়া সিদ্ধান্ত অন্তরের সাথে মেনে না নেয়।

প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা পাঠকারী অধম আহমদ ইয়ার খাঁ আরজ করতেছে,

এ আয়াতের প্রথম শব্দ وَرَبِّكَ অর্থাৎ 'আপনার রবের শপথ', এর মধ্যে এত বেশী মজা এবং তাৎপর্য নিহিত যে, তা পড়ে অন্তরাত্মা শিহরে উঠে। রাব্বুল আলামীন নিজের শপথ করতেছেন কিন্তু স্বীয় নাম উল্লেখ করতঃ وَاللّٰهِ বা وَالرَّحْمٰنِ বললেন না। বরঞ্চ নিজেকে মাহবুবের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করলেন। অর্থাৎ হে পিয়ারা মাহবুব! (দঃ) আপনার রবের শপথ! হে দোস্ত! আপনার পরওয়ারদেগারের শপথ। কি চমৎকার কালাম! এবং কি উপমাহীন আবেদন! সে প্রিয় নবীর উপর আমি কুরবান। এবং সে পিয়ারা মাহবুবের ওসীলায় তাঁর রবের উপরও কুরবান-তাঁর উপর, তাঁর বংশ এবং সাহাবীগণের উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। এ জাতীয় কালামের মজা সেই অনুভব করবে, যে তাঁর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এখন ইরশাদ হচ্ছে ঈমানের সনদ সেই প্রাপ্ত হবে, যে গোলামীর সনদ প্রাপ্ত হয়েছে। কবির ভাষায়-

تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت ۔ میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

اس نشانی کے جو سگ پہ نہیں مارے جاتے　　حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا

অর্থাৎঃ 'হে আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (দঃ) আপনার মহান দরবারের কুকুরের সাথেই আমার সম্পর্ক, আমার গলায়ও আপনার দরবারের বেল্ট লাগানো আছে। কিয়ামতেও যেন এ বেল্ট থাকে। কেননা এই বেল্ট লাগানো গোলামের কোন ভয় নেই।'

হুযুর আকরম (দঃ) কে সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করে চলার নামই হচ্ছে ইবাদত। এটিই শাহাদত, আর এটিই রিয়াজত।

تیرے رستہ میں مرمٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں ۔ تیرے کوچہ میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ۔ تصور میں ترے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

অর্থাৎ "ওগো আল্লাহর প্রিয় মাহবুব! আপনার পথে মরে মিশে যাওয়াকেই শাহাদৎ বলা হয়। আপনার ওখানে দাফন হওয়াই হচ্ছে জান্নাত। আপনার মহান দরবারে আসা-যাওয়াকেই রিয়াজত বলে, আর আপনার প্রেমে বিভোর থাকাকেই ইবাদত বলে।"

যে ব্যক্তি হুযুর আকরম (দঃ) এর সিদ্ধান্তের উপর স্বীয় রায়কে স্থান দিবে সে দ্বীন হতে বহিষ্কৃত। এ যুগে আলেমে দ্বীনের ফয়সালা এবং কুরআন, হাদীছ ও ফিকহ্‌র আহ্‌কাম মূলতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এরই ফয়সালা। একজন মুনাফিক এবং ইয়াহুদীর মধ্যে বিবাদ ছিল। ইয়াহুদী ন্যায়ের উপর ছিল আর মুনাফিক অন্যায়ের উপর। হুযুর পাক (দঃ) এর দরবারে এর বিচার আসল। তিনি ইয়াহুদীর পক্ষেই রায় প্রদান

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করলেন। কিন্তু মুনাফিক সন্তুষ্ট হলো না, সেএরপর হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনিও ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। তৎসত্ত্বেও মুনাফিক সন্তুষ্ট হলো না, পুনঃ হযরত ফারুক আজম (রাঃ) এর দরবারে বিচার প্রার্থী হলো। ইয়াহুদী আরজ করে বলল, এই ঘটনার মীমাংসা হুযুর পাক (দঃ) এবং সিদ্দীক আকবর (রাঃ) প্রদান করেছেন, কিন্তু এ ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট নয়। হযরত ফারুক আজম (রাঃ) মুনাফিক ব্যক্তিটিকে কতল করে ফেললেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি প্রিয় নবী (দঃ) এর রায়ের উপর সন্তুষ্ট নয় এটাই তার ব্যাপারে ফয়সালা। সেদিন হতেই উমর (রাঃ) এর উপাধি 'ফারুক' অর্থাৎ 'হক এবং বাতেলের মাঝে ব্যবধানকারী' হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন। এটিই এখানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আয়াতঃ ১৯

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

(পারাঃ ৫ সূরা নিসা, রুকু ১১)

অর্থাৎঃ 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল তবে আমি আপনাকে তাদেরকে বাঁচাবার জন্য প্রেরণ করিনি।"

এই আয়াতখানিও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এটির শানে নযূল এই যে, একবার হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। এ কথার উপর মুনাফিকরা বলতে শুরু করল, তিনি চান আমরা তাঁকে খোদা রূপে মেনে নিই, যেভাবে ঈসায়ীগণ হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রভু মেনে নিয়েছিল। তখন অত্র আয়াতখানি নাযিল হল এবং হুযুর পাক (দঃ) এর বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করা হল। সাথে সাথে এ আয়াত দ্বারা বিভিন্ন ফায়েদাও অর্জিত হচ্ছে। প্রথম তো এই যে, হুযুর পাক (দঃ) এর সুমহান মর্যাদাকে শিরক্ ভাবা মুনাফিকদেরই কাজ। কেননা তা'জিম এক জিনিস আর ইবাদত ভিন্ন জিনিস। প্রত্যেক তাজিম ইবাদত নয়। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর শাহী দরবারে হুযুর পাক (দঃ) এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যে বান্দা রাসূলের গোলাম হতে পেরেছে, সে তখনই বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর বান্দা হয়েছে। মছনবী শরীফে উল্লেখ রয়েছে–

بندۂ خود خواند احمد در رشاد ۔ بہ جملہ عالم را بخواں قُلْ یَا عِبَادُ

অর্থাৎ– হেদায়তের সময় হুযুর আকরম (দঃ) লোকদেরকে স্বীয় বান্দা বলেই ডাক দেন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার হুকুম এইযে, গোটা সৃষ্টিকে আপনি ইয়া ইবাদি (হে আমার বান্দা) বলেই ডাকুন।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তৃতীয়ত: আল্লাহর আনুগত্য করার পূর্বে মূলতঃ রাসূল (দঃ) এর আনুগত্য করা চাই। কেননা আয়াতে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতি আনুগত্যকে শুধু প্রথমেই আনা হয়নি বরঞ্চ তা শর্তরূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহর আনুগত্যকে এ শর্তের জাযা বা ফলাফল বানিয়ে পরে আনা হয়েছে। আর বাস্তবিক কথাও তাই। যখন হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন, হে আমার উম্মত! আল্লাহ তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন, এবং সাথে সাথে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত খানি ও নাযিল করেছেন। প্রথমে আমরা এ আদেশই মানবো। সুতরাং প্রথমে আনুগত্য প্রিয় নবী (দঃ)রই হলো। তারপরে নামায এবং আল্লাহর আনুগত্য। কালিমায়ে তায়্যেবার মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পরে। কিন্তু তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে প্রথমে। কেননা যখন মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসুল হয়েছেন, তখনই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রকাশিত হলো। তাই রাসুল (দঃ) ব্যতীত আল্লাহকে মেনে নিলেও সে তাওহিদবাদী হবে না। যেমন শিখ, ঈসায়ী এবং আরীয়া সম্প্রদায়। কবির ভাষায়–

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمٰن ملا ۔ قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدیٰ پایا

অর্থাৎ– "তাঁকে (হুযুর দঃ) যে পেয়েছে সে ঈমান পেয়েছে। আমি বলব, স্বয়ং আল্লাহকে পেয়েছে। কুরআনের হেদায়তও তখনই নসীব হবে, যখন অন্তর 'সিরাজাম মুনিরার" সাক্ষাৎ লাভ করবে।"

চতুর্থতঃ আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) ব্যতিরেকে দুনিয়ায় আর কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা আবশ্যক নয়। যদিও মাতা–পিতা, আলেম–পীরদের অনুসরণ করা হয়; কিন্তু তাও শুধু হুযুর আকরম (দঃ) তাদেরকে মেনে চলার জন্য আদেশ দিয়েছেন বলেই। মিশ্কাত শরীফের শুরুতে আছে–যখন হযরত জিব্রায়ীল (আঃ) রিসালতের মহান দরবারে এসে আরজ করলেন– হে আল্লাহর মাহবুব! ঈমান–ইসলাম কি? কিয়ামত কখন হবে? ইত্যাদি। এসমস্ত প্রশ্ন সাহাবীদের উপস্থিতিতেই হয়েছিল। এবং হুযুর পাক (দঃ) উত্তর প্রদান করেছিলেন। কিন্তু জিব্রায়ীল আমিন নিজে সাহাবীদের কে বলেননি– ঈমান–ইসলাম এরকম। নামায এভাবে পড়। কেননা তিনি জানতেন তাঁর বলার দ্বারা মুসলমানদের উপর কোন কিছুই আবশ্যকীয় হবে না। কিন্তু হাঁ, তা যখন আল্লাহর মাহাবুব (দঃ) এর পবিত্র মুখ দিয়ে প্রকাশিত হবে শরীয়তের হুকুম হয়ে যাবে। এর দ্বারা একথাও সুপ্রমাণিত হলো, নবীরা শুধুমাত্র আল্লাহর বাণীবাহক নয় বরঞ্চ এ–কাজ হযরত জিব্রায়ীল আমিন (আঃ) এর। বরঞ্চ নবীগণ খোদায়ী হুকুমের উজির এবং আল্লাহর দেয়া আহকাম গুলোর বাস্তবায়ন কারীও তাঁরা। একইভাবে ফিকহের আলেম এবং মুহাদ্দিছকে বুঝুন। কেননা মুহাদ্দিছগণ হাদীছকে পৌছিয়ে দেন আর ফিকহ শাস্ত্রের আলেমগণ তা বুঝিয়ে দেন এবং বাস্তবায়ন করেন। অন্য আয়াতে এজন্যই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইরশাদ হয়েছে- أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

এখানে তিন ব্যক্তির অনুসরণ করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য কর। রাসূল (দঃ) এর আনুগত্য কর এবং আদেশকারী অর্থাৎ আলেমে দ্বীনের অনুসরণ কর। এজন্যই বলা হয় হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর প্রতিনিধি আর আলেমগণ রাসূল (দঃ) এর প্রতিনিধি।

আয়াত ২০

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(পারা: ৫ সূরা নিসা, রুকু ১৭)

অর্থাৎ-'আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে'।

এ আয়াত খানি হুযুর পাক (দঃ) এর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছে। প্রথমত: এ যে তাঁর উপর কিতাব অর্থাৎ কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: তাঁকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়ত: তাঁকে গায়েবের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। চতুর্থত: তাঁর প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। কিতাব এবং হিকমতের উল্লেখ থেকে বুঝা গেল-হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র হাদীছও ওহী, হাঁ, কুরআন শরীফ জাহেরী ওহী এবং এর বিষয়বস্তু ও প্রত্যেকটি শব্দও ওহী। আর হাদীছ শরীফ গোপন ওহী অর্থাৎ হাদীছের বিষয়বস্তু তো ওহী কিন্তু ভাষা প্রিয় নবী (দঃ) এর। এজন্যই হাদীছ দিয়ে আহ্কাম তো ছাবেত হয়ই, উপরন্ত হাদীছে পাক দ্বারা কোন কোন সময় কুরআনের কোন বিধানও রহিত হয়ে যায়। যেমন সম্মানের জন্য কাউকে সিজদা করা কুরআন দ্বারা বৈধ, কিন্তু হাদীস দ্বারা কুরআনের এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। এভাবে কুরআন থেকে বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ বন্টন করে নেবে। কিন্তু হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়- নবীগণ কারো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না এবং তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারীও কেউ হবে না। বস্তুত: পবিত্র হাদীছ শরীফও আল্লাহর ওহী। নতুবা কিতাবের সাথে হিকমতের উল্লেখ কেন করা হয়েছে। তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান এর মধ্যে আছে, এখানে হিকমত দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর হাদীছই উদ্দেশ্য। (প্রথম পারা)

এর পর বুঝা গেল, রাব্বুল আলামীন যেখানে প্রিয় নবী (দঃ) কে আরও অনেক গুণাবলী দান করেছেন, সেখানে গায়েবের জ্ঞানও দান করেছেন। এ আয়াতের মধ্যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একথার উল্লেখ নেই যে, প্রিয় নবী (দঃ) কে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকামের জ্ঞানই দেয়া হয়েছে অথবা অমুক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আর অমুক জ্ঞান দেয়া হয়নি। বরঞ্চ বলা হয়েছে - مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ অর্থাৎ যা আপনি জানতেন না, তা সব কিছু আপনাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বুঝা গেল, প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞানও তিনি প্রদত্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, আমি সবকিছুর জ্ঞান তাকে দিয়ে দিয়েছি। প্রিয় মাহবুব (দঃ) বলেন, আমি নিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ দিয়েছেন আর মাহবুব (দঃ) নিয়েছেন। আবার কে আছে যে এ খোদায়ী দেয়া নিয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারে? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার কিতাব 'জায়াল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল' এর মধ্যে দেখুন।

এর পর বলা হচ্ছে, হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ) আপনার উপর আমার মহা অনুগ্রহ রয়েছে। যখন রাব্বুল আলামীন স্বীয় মাহবুব (দঃ) এর প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত সমূহকে মহা অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে কার শক্তি আছে সেই মহা অনুগ্রহের সামান্যতম অনুমানও করতে পারে!

রাব্বুল আলামিন স্বীয় সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ অর্থাৎ 'তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ' আর প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র চরিত্রকেও 'আজিম' বলেছেন। যেমন - إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আপনি মহান এবং উন্নত চরিত্রের আধার।" আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ যা শুধু প্রিয় মাহবুব (দঃ) কে দেয়া হয়েছে, তাও 'আজিম' দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অথচ দুনিয়ার আর বাকি সমস্ত নিয়ামতকে বলা হয়েছে قَلِيلٌ অর্থাৎ সামান্য। যেমন قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ অর্থাৎ 'আপনি বলে দিন পার্থিব ভোগ সামান্য'। এর দ্বারা বুঝা গেল, যেভাবে আল্লাহ তাআলার মহান হওয়াকে অনুমান করা যায় না, ঠিক একইভাবে আল্লাহ প্রদত্ত প্রিয় নবীর সুমহান মর্যাদার আন্দাজ করাও মানবীয় জ্ঞানের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এজন্যই কাসিদায়ে বুরদায় বলা হচ্ছে-

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ ۞ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَا فِيهِ وَاحْتَكِمْ

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ ۞ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

অর্থাৎ হুযুর (দঃ) এর শানে তা বলো না, যা নাসারারা তাদের নবীগণের জন্য বলে ছিল। এ ছাড়া যত ধরনের প্রশংসা হতে পারে, তা প্রিয় নবীর সাথে শক্ত বিশ্বাসের সাথে জুড়ে দাও। কেননা রাসূলে পাক (দঃ) এর ফজিলত এবং উচ্চ মর্যাদার কোন সীমা নেই যা কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে পারে।'

সৃষ্টির আদি হতে কিয়ামত পর্যন্ত প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা এবং গুনাবলী সমস্ত ফেরেশ্তা পয়গম্বর এবং বান্দারা করেও তাঁর মহান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুণাবলীর সর্বোচ্চ দফতর হতে একটি বিন্দুও শেষ করা সম্ভব হয়নি। কেননা যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই সীমার মধ্যে। অথচ প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা সীমাহীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা আহমাদই করতে পারে আর মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রশংসা হামেদ রাব্বুল আলামীনই যথাযথ করতে পারেন। আমাদের দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কারও যথাযথ প্রশংসা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

محمد سے صفت پوچھو خدا سے پوچھ لو شانِ محمدؐ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎ 'আল্লাহর প্রশংসা রাসূল (দঃ) থেকে আর রাসূল পাক (দঃ) এর প্রশংসা আল্লাহর নিকট হতে জেনে নাও'।

সংক্ষেপে "হে পিয়ারা মাহবুব (দঃ) আল্লাহর পর পরই আপনার সুমহান মর্যাদা।"

তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। দুনিয়াবাসীর জন্য প্রিয় নবী (দঃ) আল্লাহর মহান অনুগ্রহ। আর আল্লাহর মহান জাত প্রিয় নবী(দঃ) এর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। এজন্যই আয়াতের অন্য অর্থে বলা হয়েছে

إِنَّ اللّٰهَ الْعَظِيمَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহর জাত মুবারক আপনার জন্য আল্লাহর সুমহান অনুগ্রহ।

আয়াতঃ ২১

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۔ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

(পারা: ৫ সূরা নিসা, রুকু ১৭)-

অর্থাৎ- "কারও সম্মুখে হক পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূল (দঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর এটি কত খারাপ ঠিকানা!"

এ পবিত্র আয়াতের শানে নুযূল এ যে, তা'মা বিন ইবরিক নামে এক ব্যক্তি মদীনা পাকে চুরি করে অন্য ব্যক্তির উপর চুরির অপবাদ চাপিয়ে দিল। আসল ঘটনা জেনে হুযুর পাক (দঃ) তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। এই আদেশ শুনে সে রাত্রি থাকতেই মক্কার কাফিরদের সাথে পালিয়ে গেল এবং মক্কার কাফিরদের সাথে মিলে তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করে কাফির হয়ে তথায় মারা গেল। তারই সম্পর্কে এ আয়াত খানি নাযিল হয়েছে। (রুহুল বায়ান)

www.YaNabi.in

এই আয়াতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা বিদ্যমান। এবং এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়েদাও অর্জিত হচ্ছে। প্রথমতো পূর্বের আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা গিয়েছিল, যে প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্য করবে সেই আল্লাহর সত্যিকার অনুগত বান্দা। আর এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর কোন একটি আদেশেরও বিরোধিতা করে, সে আল্লাহর মহান দরবার হতে বিতাড়িত। ফলাফল দাঁড়ালো এই-

جو ہو محبوب اُس درکا وہ محبوبِ الٰہی ہے نہ جو مردود اس درکا وہ مردود خدا ٹھہرے

অর্থাৎ 'যে এ দরবারের মাহবুব, সে আল্লাহরও মাহবুব। আর যে ব্যক্তি রিসালতের দরবার হতে বিতাড়িত, সে কুদরতের দরবার হতেও বিতাড়িত।

দ্বিতীয়তঃ রিসালতের দরবার হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি এ দুনিয়ায় তো অবশ্যই নয় বরং অপর পাড়ে গিয়েও সে নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না। একজন ওহী লিখক মুরতাদ হয়ে পালিয়ে কাফিরদের সাথে মিশে গেল। মারা যাবার পর তাকে যখন দাফন করা হলো, মাটিও তার মৃতদেহ গ্রহণ করল না। বরঞ্চ বাইরে নিক্ষেপ করল। বার বার দাফন করা সত্ত্বেও মাটি তাকে গ্রহণ করল না। বুঝা গেল রাসূল (দঃ) এর দরবার হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তির কোথাও স্থান নেই। অর্থাৎ 'যে দিকেই আপনার নূরানী নজর আপতিত হয়েছে, সবকিছুই উলট-পালট হয়ে গেছে।"

তৃতীয়তঃ যদি হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তবে ঐ মাযহাব এবং রাস্তাকেই বেছে নাও, যার উপর সাধারণ মুসলমানরা আছে। যদি কেউ কোন নূতন মতপথ আবিস্কার করে গ্রহণ করে, তবে শয়তান তাকে এভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে ছাগলের পাল হতে বিচ্ছিন্ন একাকী ছাগলটিকে বাঘ খেয়ে নেয়। আর এ রাস্তা ঐটাই যার উপর সাহাবীগণ, আহলে বায়াত, পীর-মশায়েখ আলেমগণ এবং সাধারণ মুসলমানগণ ছিলেন। সেপথ-মতের নাম 'আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'। যে মযহাব অথবা যে আন্দোলনই এ পথ-মতের খেলাফ হবে তা জাহান্নামেরই পথ হবে।

চতুর্থতঃ আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে অথবা কোন ইসলামী বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ঈমান বরবাদ করে দেয়, যেভাবে মুরতাদ তা'মার পরিণতি হয়েছিল। সুতরাং এঘটনা হতে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

আয়াত-২২

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

(পারা: ৬ সূরা নিসা, রুকু ২৪)

অর্থাৎ- 'হে মানব! তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এসেছে, আর আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল নূর অবতীর্ণ করেছি।'

এ পবিত্র আয়াত খানি হুযুর পাক (দঃ) এর উপর খোদা প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের পুষ্পগুচ্ছ। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর যত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে তা বর্ণনা করা মানবীয় শক্তির অনেক উর্ধে। শুধু বরকত হাসিলের জন্যই সামান্য কিছু আরয করার প্রয়াস পাচ্ছি। এতে চারটি শব্দ এমন যা খুবই লক্ষ্যণীয়। প্রথমটি يَاأَيُّهَا النَّاسُ

অর্থাৎ হে লোকেরা! দ্বিতীয়ত: قَدْ جَاءَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের কাছে এসেছে। তৃতীয়ত: بُرْهَانٌ অর্থাৎ দলিল বা প্রমান, চতুর্থত: نُورًا مُّبِينًا উজ্জ্বল নূর। উল্লেখ্য যে, الَّذِينَ آمَنُوا (হে ইমানদার গণ) দ্বারা শুধু মুসলমানগণকে ডাকা হয়। আর اَلنَّاس দ্বারা কাফির, মুশরেকিন, ইয়াহুদি, ঈসায়ী, অগ্নিপূজক বস্তুত: সমস্ত আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করা হয়। এ আয়াতে اَلنَّاس বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে আদম সন্তান! যদ্বারা বুঝা গেল, এখানে সকল মানুষের সাথেই কথা হচ্ছে। প্রত্যেকেই ওকেই ডাকে, যাকে কিছু মনের কথা বলবে। ডাক্তার বলে, হে রোগীগণ! শিক্ষক বলেন, হে ছাত্ররা! কিন্তু যেহেতু হুযুর পাক (দঃ) এর আগমন সমস্ত জাহানের জন্যই, সেহেতু ডাকা হচ্ছে, হে মানব! আর তাদেরকে ডেকে কি বলা হলো! বলা হলো, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এবং নূর তোমাদের সবার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। যদ্বারা বুঝা গেল, হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমন এবং নবুয়্যত কোন বিশেষ কওম, কোন বিশেষ এলাকা বা কোন বিশেষ সময়ের জন্য হয়নি। বরঞ্চ যে আল্লাহর বান্দা, সে প্রিয় নবী (দঃ) এর উম্মতও। এর পূর্বে সকল নবীগণের দ্বীনের প্রচার বিশেষ কওম এবং সময়ের জন্য ছিল। এর পরই বলা হলো– তোমাদের সকলের কাছেই পৌঁছে গেল। অর্থাৎ এমন নয় যে, তিনি শুধু আরবের জন্যই এসেছেন, অথবা আরবেই রয়েছেন। বরঞ্চ তিনি তোমাদের সবার কাছেই পৌঁছে গেছেন। যেখানেই তোমরা সেখানেই আমার মাহবুব (দঃ)। তিনি তোমদের ঘরে, তোমাদের অন্তরে, আর তোমাদের ভাবের জগতেও তিনি হাজির নাজির। হাঁ গায়েব যদি হয়, তাহলে তোমরাই গায়েব।

دوست نزدیک تر از من بمن است ۔ ایں عجب بیں کہ من از وے دُورم

অর্থাৎ– 'মাহবুব আমার খুবই নিকটবর্তী, অথচ আশ্চর্য এই যে, আমিই তার নিকট হতে দূরে।'

আর 'বুরহান' অর্থ প্রমাণ, যদ্বারা কোন দাবীকে শক্তিশালী করা হয়। এখানে 'বুরহান' বা প্রমান দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর মুজেযাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণকে যত মুজিযা প্রদান করা হয়েছে, সবগুলো একত্রিত ভাবে প্রিয় নবী (দঃ) কে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রদান করা তো হয়েছেই, উপরন্তু আরও অগণিত মু'জেযা তাঁকে দেয়া হয়েছে। বরঞ্চ বাস্তব সত্য এই যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর মাথা মুবারক হতে পায়ের তালু মুবারক পর্যন্ত আল্লাহরই একত্ববাদ এবং তাঁর মহান জাত–সিফাতের প্রমাণ। সুতরাং ; এখানে 'বুরহান' দ্বারা প্রিয় নবীর পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য নবীগণের গোটা সত্তা মুজেযা ছিল না। বরঞ্চ কারও হাতে মুজেযা, কারও নি:শ্বাসে মুজেযা, কারও লাঠিতে মুজেযা ছিল। যেমন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতিটি চুল মুবারকও মুজেযা ছিল। যেমন তাঁর চুল মুবারক হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এর টুপির মধ্যে ছিল, যে কারণে তিনি সর্বদাই শত্রুর উপর জয়ী ছিলেন। হরকল বাদশাহের পাগড়ীতে ছিল বলে তিনি মাথার ব্যথা হতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। সাইয়দুনা হযরত আমর ইবনে আছ (রাঃ) ওসীয়ত করে ছিলেন– আমার কাফনের মাঝে প্রিয় নবী (দঃ) এর একখানা চুল মুবারক দিয়ে দিও, যাতে এর বরকতে আমার কবরের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ওসীয়ত করেছিলেন, আমাকে গোসল করিয়ে আমার চোখ ও ঠোঁটের মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) এর নোখ মুবারক এবং চুল মুবারক রাখার ব্যবস্থা করিও, যাতে আমার কবরের হিসাব–নিকাশ সহজ হয়ে যায়। প্রমানিত হলো যে, হুযুর পাক (দঃ) এর চুল মুবারক কবরের আজাবও সহজ করতে পারে। তাই সাহাবাগণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নবী (দঃ) এর চুল মুবারকের ধোয়া পানি পান করাতেন। হযরত তালহা (রাঃ) এর ঘরে একবার প্রিয় নবী (দঃ) এর চুল মুবারক ছিল। তিনি সারা রাত ফেরেশ্‌তাদের তাসবিহ পাঠ শুনেছেন। (মাদারেজুন নবুয়্যত এবং মাওয়াহেবুল লুদুনীয়্যাহ্ দেখুন) তাঁর চক্ষু মুবারকের মুজেযা এই যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঘটনাই দেখেছেন। জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী অবলোকন করেছেন। বরঞ্চ আল্লাহরই দীদার হাসিল করেছেন। কসূফের নামাযে মসজিদের দেয়ালে জান্নাত–জাহান্নাম দেখেছেন। তিনি পেছনে মুকতাদিদের অবস্থা অবলোকন করেন। তাঁর নাক মুবারকের মুজেযা এইযে, যদ্বারা তিনি ইয়ামন হতে প্রেমের সুগন্ধ বুঝতে পেরেছেন। (রুহুল বায়ান) তাঁর মুখ এমনি মুজেযা যে, প্রত্যেকটি কালামই আল্লাহর ওহী এবং এ পবিত্র মুখ 'কুন' শব্দের চাবিকাঠি। থুথুতে এমন মুজেযা প্রকাশ পেয়েছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) এর ঘরে পাতিলে তা দেয়ার পর তরকারীর মধ্যে বরকত হয়ে গেল।আটার মধ্যে দেয়ার পর চার সের আটা হাজার হাজার লোক খেয়ে ও তা হুবহু রয়েই গেল। হযরত মূসা (আঃ) পাথরের উপর তার লাঠির আঘাতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করলেন। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) হযরত জাবের (রাঃ) এর পাতিলের মধ্যে থুথু মুবারক নিক্ষেপ করে ঝোল এবং তরকারীর ফোয়ারা প্রবাহিত করলেন। স্মরণ করা যেতে পারে; ঝোলের মধ্যে লবন, মরিচ, ঘি, ধনিয়া ইত্যাদি সকল মসল্লাই থাকে। সুতরাং এখানে এসকল বস্তুরই নহর প্রবাহিত করেছিলেন। এটি একটি মহান মুজেযা। খায়বারের ময়দানে হযরত আলী (রাঃ) এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চোখে থুথু লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যেকারণে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলেন। গর্তের বন্ধু হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) কে গর্তে সাপে কেটেছিল, প্রিয় নবীর থুথু মুবারক তাতে আরাম ফিরিয়ে দিয়েছিল। খর পানিতে থুথু দেয়ার কারণে তা মিঠা পানিতে পরিণত হল। প্রিয় নবী (দঃ) এর হাত মুবারক ও 'বুরহান' আর তাই বদরের দিন এক মুষ্টি কঙ্কর কাফিরদের উপর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ ইরশাদ করলেন, এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি বরঞ্চ আমিই নিক্ষেপ করেছি। সেই মুবারক হাতের মধ্যে এসে কঙ্কর থেকে কালেমার ঘোষণা আসল। সাহাবীগণ সেই পবিত্র হাত মুবারকে হাত রেখে বায়য়াত করার পর রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন, সেই মুবারক হাতের উপর আমার কুদরতী হাতও ছিল। পবিত্র আঙ্গুল মুবারকের এমন মহান মুজেযা ছিল যে, এক পিয়ালা পানির মধ্যে তা রাখার পর পাঁচটি পানির নহর প্রবাহিত হলো। আবার ঐ আঙ্গুলের ইশারাতেই চাঁদ দু'টুকরা করে দিলেন।

انگلیاں ہیں فیض پر لوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ وا

অর্থাৎ- প্রিয় নবী (দঃ) এর আঙ্গুল মুবারকে এত বরকত যে, তা হতে পাঁচটি রহমতের পানি সমৃদ্ধ নদী প্রবাহিত হল। আর সকল পিপাসু তা হতে তড়িঘড়ি পানি পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করল। কি চমৎকার!

তাঁর পবিত্র পা মুবারকও এমন মুজেযা যে, যখন পাথরে তা রাখতেন, পাথরও এর চিহ্ন বুকে ধরে রাখত। এবং এ পা মুবারক যেমন জমিনে চলেছে তেমনি আরশেও। বস্তুত তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গ মুবারক এমন কি প্রত্যেকটি চুল মুবারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে চেনার 'বুরহান' বা দলীল।

প্রিয় নবী (দঃ) এর ঘাম মুবারক মুজেযা, যা হতে সর্বদা গোলাবের তুলনাহীন মনোহর সুগন্ধ প্রকাশিত হত। তাঁর জাগ্রতবস্থা এবং নিদ্রাও মুজেযা। কেননা প্রত্যেকের ওযু নিদ্রার কারণে ভেঙ্গে যায়, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর ওযু নিদ্রার কারণে ভাঙ্গত না। তার সমস্ত শরীর মুবারক ছায়া হতেও মুক্ত, যাতে করে তাঁর ছায়া কারও পায়ের নিচে না পড়ে। তিনিতো আল্লাহরই ছায়া, সুতরাং তাঁর আবার ছায়া কিভাবে!

راہِ نبی میں کیا کمی فرشِ بیاضِ دیدہ کی ۔ چادرِ ظل ہے ملگجی زیرِ قدم بچھائے کیوں

প্রত্যেকের প্রস্রাব-পায়খানা অপবিত্র; কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর প্রস্রাব এবং পায়খানা মুবারক উম্মতের জন্য পবিত্র।(ফতোয়ায়ে শামী অপবিত্রতা বিষয়ক অধ্যায়) বস্তুতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতিটি সিফাতই মুজিযা আর তাঁর প্রত্যেকটি অবস্থাইও মহান আল্লআহর কুদরতের প্রমাণ। এ জন্যই প্রিয় নবীকে 'বুরহান' বলা হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম মুবারকও মুজেযা। প্রথম তো এই যে, প্রত্যেকের নাম তার মাতা-পিতা রাখেন, কওম তাকে লকব দেয় আর

সরকার হতে উপাধি পাওয়া যায়। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর নাম, লকব, উপাধি সবকিছু মহান আল্লাহ দিয়েছেন। হযরত আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ফেরেশ্তা থেকে আদেশ পেয়ে তাঁর নাম মুহম্মদ (দঃ) রেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ সবার নাম জন্মের সপ্তম দিনে রাখা হয়। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক গোটা মাখলূকের সৃষ্টির পূর্বেই রাখা হয়েছে। কেননা হযরত আদম (আঃ) আরশে মুয়াল্লার উপরে এ নাম মুবারক লিখিত দেখেছেন। হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা এই পবিত্র নামের বরকতেই পূর্ণ হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় যুগে বলেছিলেন

اِسْمُهٗۤ اَحْمَدُ 'সে মহান নবীর নাম আহমদ'। সমস্ত নবীগণ প্রিয় নবী (দঃ) এর নামের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেছেন। তৃতীয়তঃ অন্যান্য নবীদের নাম ততটুকু অর্থপূর্ণ নয়, যতটুকু প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ত্রুটিমুক্ত এবং সার্বিক দিক হতে প্রশংসা যোগ্য।

চতুর্থতঃ সে নামের বরকতেই সারা জীবন কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত লোক মুমিন হয়ে যায়, যেমন সূর্যের তাপে বরফ গলে যায়। পঞ্চমতঃ প্রিয় নবীর নামের ওসীলায় কবরের পরীক্ষায় সফলতা আর হাশরের ময়দানে মুক্তি পাওয়া যায়। হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম এমন পরশমণি যা মানুষের কায়াকে পরিবর্তন করে দেয় আর যে মুহাম্মদ (প্রশংসিত) বলে আবার তাকে মন্দ বলে, সে নিজেই নিজের মুখে মিথ্যাবাদী। সকল নবীগণের মুজেযা গল্পের মতই রয়ে আছে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর অনেক মুজিযা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন কুরআন শরীফ এবং বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ। আর কোথাও তাঁর চুল মুবারকও বিদ্যমান। আশেকগণ যার যিয়ারতও করে থাকেন। মোট কথা, প্রিয় নবী (দঃ) এর পূর্ণ হায়াত মুবারক সত্যতা সহকারে প্রত্যেকের সম্মুখে এমনভাবে উজ্জল, যা তিনি ছাড়া আর কাউকেও প্রদান করা হয়নি।

এখানে হুযুর আকরম (আঃ) কে 'বুরহান' বলা হয়েছে। আর অন্যত্র বলা হয়েছে নূর। যেমন قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ হতে নূর এসেছে। কেননা বুরহান বা প্রমাণ আকল দ্বারা আর নূর চক্ষু দ্বারা প্রমাণিত হয়। দার্শনিকরা যুক্তি দিয়ে প্রিয় নবী (দঃ) কে চিনবে আর সাধারণ লোকেরা দেখে চিনবে। পাদ্রী বহিরা হুযুর (দঃ) কে দেখে আর হযরত সালমান ফারসী (রঃ) জ্ঞান চক্ষু দিয়েই দেখে ঈমান এনেছেন।

এখানে যে ইরশাদ হয়েছে, আমি নূর অবতীর্ণ করেছি। এ নূর দ্বারা কুরআন ও বুঝানো যায় অথবা হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র জাতও বুঝানো যায়। অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) আল্লাহর জাতের প্রমাণও আবার নূরও। প্রমাণ তো জ্ঞান দিয়েই বুঝতে হয় আর নূর চক্ষুর মাধ্যমেই দেখা যায়। অতএব হুযুর আকরম (দঃ) কে চক্ষু দিয়ে দেখ তো, তিনি নূর। তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গ মুবারক নূর। আর জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখতো, তিনি আল্লাহর জাত-সিফাতের প্রমাণ। নূর সম্পর্কিয় বিস্তারিত বিষয়

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ আয়াতের আলোচনায় ইনশাল্লাহ্ আসবে।

আয়াতঃ ২৩

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(পারাঃ ৬ সূরা মায়েদা, রুকু ১)

অর্থাৎঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"।

এ আয়াতখানি তো বাহ্যিকভাবে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতাই আলোচনা করছে। কিন্তু সাথে সাথে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসাও বর্ণনা করছে। এটির শানে নযুল এই যে, বিদায়ী হজ্বের বৎসর জুমআর দিন জিলহজ্বের নয় তারিখ আসরের পরের সময় , দু'জাহানের মাহবুব (দঃ) উটের উপর উপবিষ্ট হয়ে হজ্বের খুৎবা প্রদান করছিলেন, এমতাবস্থায়ই এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেদিন ছয় ঈদ একত্রিত হয়েছিল। তিনটি ঈদ ছিল মুসলমানদের আর তিনটি ঈদ ছিল অন্যান্য কাউমের। অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখ বড় দিন, যেটি খৃষ্টানদের, ইয়াহুদীদের এবং অগ্নিপূজকদের ঈদ ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য জুমআর দিন এমনিতেই ঈদ, হজ্বের দিন ঈদ আর অন্যটি মাহবুব (দঃ) এর দীদারের ঈদ। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বে কেবল আনন্দই আনন্দ। এতগুলো ঈদ আজ পর্যন্ত একত্রিত হয়নি। (রুহুল বায়ান)

এ আয়াত দ্বারা অনেকগুলো ফায়েদা হাসিল হচ্ছে। প্রথমতঃ তখন পর্যন্ত মুসায়ী ঈসায়ী ইত্যাদি সকল ধর্ম অপূর্ণাঙ্গ ছিল। শুধু কিছু সময়ের জন্য এগুলো দুনিয়ায় প্রচলন করা হয়েছিল। তার পর রহিত করা গেল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এমন পরিপূর্ণ যে, কেউ এতে কমাতে-বাড়াতে পারবে না, কেউ কুরআনে পরিবর্তন আনতে পারবে না, না কেউ নতুন নবী হয়ে আসবে, আর না কখনো এই ধর্ম রহিত হবে। যেমন একজন ডাক্তার প্রথমে রোগীকে বিভিন্ন অষুদ এবং খাদ্য বদল করে দেন। যখন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য এবং শক্তি লাভ করে, তখন তাকে শক্তিশালী খাদ্যের উপর ছেড়ে দেন।

অথবা প্রথমে প্রথমে শিশুকে দুধজাতীয় ইত্যাদি তরল খাদ্য দেয়া হয়। কিন্তু যখন সে শক্তি অর্জন করে তখন তাকে রুটি দেয়া হয়। একইভাবে দ্বীনও ধীরে ধীরেই প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যেভাবে ইসলাম ধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে কামিল বা পরিপূর্ণ, একইভাবে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও অন্য সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হতে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। কেননা কামিলের হাতেই সকল জিনিষ কামিল হয়। মাদ্রাসার ছাত্ররা ছোট

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করে উন্নতির দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু ঐ সময়ই সে সর্বোচ্চ সনদ পেয়ে কামিল হয়, যখন সে মাদ্রাসার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করে। এ অবস্থায় সেই শিক্ষার্থীকে এবং তার শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান কারী শিক্ষক ও অবশ্যই পরিপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে অথবা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা প্রিয় নবী (দঃ) এর গোলামী করা ব্যতিরেকে কোন আমল কোন ভাল কাজই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। বরঞ্চ সকল আমল বেকার। কেননা কুফরী এক ধরণের বিষ, যদি কোন খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হয়ে যায়, তা যত ভাল মসল্লা দিয়েই পাকানো হোক না কেন, যদি কেউ খায়, মারা যাবে। যে বৃক্ষের মূল কেটে গেছে, তার পাতা-পল্লবে যতই পানি এমনকি দুধ ঢালা হোক না কেন, অর্থহীন হবে। একইভাবে নবীর গোলামী মেনে না নিয়ে যত আমলই করা হোক না কেন, বেকার বা অর্থহীন হবে।

مپندار سعدی کہ راہِ صفا بہ تواں یافت جز در پئے مصطفےٰ ۔

অর্থাৎঃ-'হে সা'দী। তুমি এমনটি মনে করো না যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর অনুসরণ ব্যতিরেকে সত্য পথে চলা সম্ভব।"

চতুর্থতঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামতকেও পরিপূর্ণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বা 'কামিল' তো ঐ জিনিষই হয়-যার মধ্যে কমানো বাড়ানোর আর প্রয়োজন হয় না। অতএব ইসলামের মূলনীতিতে আর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই। আর 'তামাম' বা পূর্ণ ঐটিকেই বলে-যেখানে বাড়ানো যায় কিন্তু কমানো হয় না। সুতরাং এখানে নিয়ামত দ্বারা শরিয়তের মাসয়ালাই হোক অথবা কাফিরদের উপর মুসলমানদের বিজয় হোক তা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ যখন ইসলাম ধর্মের উপর সন্তুষ্ট আছেন, তখন এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর আরও অনেক বেশী সন্তুষ্ট থাকবেন। একইভাবে আল্লাহ মুসলমানদের উপরও রাজী আছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আয়াতঃ ২৪

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۔

(পারাঃ ৬ সূরা মায়েদা, রুকু ৩)

অর্থাৎঃ "নিশ্চয়ই আলাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।"

এ আয়াত খানিতে হুযুর পাক (দঃ) এর মহান প্রশংসাই বিদ্যমান। এতে আহ্লে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ হচ্ছে- হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের কাছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মর্যাদা মন্ডিত নূর আর বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী কিতাব এসে গেছে। এ আয়াতে প্রিয়নবী (দঃ) কে নূর বলা হয়েছে। নূর তো এমন, যেটি নিজে উজ্জ্বল এবং অন্যকে উজ্জ্বল করে দেয়। যেমন সূর্য নূর, যা দেখার জন্য অন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই উজ্জ্বল। আর যে জিনিসের উপর তার আলো পতিত হয়েছে, তাও আলোকিত হয়ে গেছে। এই দুনিয়াতে কেউবা বংশগত কারণে প্রসিদ্ধ হয়, কেউ পেশাগত কারণে আর কেউবা বাদশাহী করার কারণে। কিন্তু নূর নবী (দঃ) এজাতীয় কোন কারণেই উজ্জ্বল হননি। কেননা তিনি তো নিজেই নূর। তাঁকে আবার কে আলোকিত করবে। বরঞ্চ তাঁর কারণেই অন্য সবাই উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এ জন্যই কোন বাদশাহী বংশে তাঁর জন্ম হয়নি অথবা কোন বিত্তশালীর ঘরে তিনি তাশ্‌রিফ আনেননি। এমনকি জন্মের পূর্বেই পিতৃস্নেহের ছায়া পর্যন্ত তাঁর উপর হতে আল্লাহ তুলে নিয়েছিলেন। নবুয়্যত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই এক এক করে আগে পরে তাঁর সকল আপনজন বিদায় নিয়েছিল। যারা তাঁর নবুয়্যতের প্রকাশ হওয়ার পরও জীবিত ছিল, তারা শুধুমাত্র রক্ত পিপাসু হয়েই বেঁচে ছিল। এ সমস্ত অবস্থা এজন্য যাতে করে কেউই বলতে না পারে যে, তিনি বংশ এবং আপনজনদের কারণেই এই প্রসিদ্ধি লাভ করছেন। বস্তুতঃ এ ধরণের অসহায় অবস্থায় থেকে ও গোটা জগৎ তাঁকে জানে চিনে। এতটুকু জানে যে, তাঁর পবিত্র জন্মের পূর্বেই সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে গেল শেষ নবীর যুগ সন্নিকট। এমতাবস্থায় আশেকদের মধ্যে মহা আনন্দ আর বেয়াদবদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। যেভাবে সূর্য উদয়ের পূর্বেই আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পবিত্র শৈশবকালে শুধু মানুষই নয়, পাথর এবং জীব-জন্তুরাও চিনত যে, তিনি নবী আখেরুজ্জামান বা শেষ নবী।

হযরত হালীমা (রাঃ) যখন প্রিয়নবী (দঃ)কে নিয়ে আপন গৃহ পানে ছুটলেন, তখন সওয়ারী খচ্চর বলতে লাগল-ওগো হালীমা! আমার পিঠে নবী আখেরুজ্জামান। (মাদারেজ) নূরনবী (দঃ) এর নূরের এমন আলোকছটা ছিল, তাঁকে জমিন চিন্‌ত, আসমান চিন্‌ত, দুনিয়াবাসী চিন্‌ত এবং আরশওয়ালা পর্যন্ত তাঁর মেহমানদারী করেছে। তাঁর ইশারায় অস্তমিত সূর্য পুনরায় ফিরে আসল, চন্দ্র দু'টুকরা হয়ে গেল। কেননা চন্দ্র সূর্য জানত, এ ইশারা নূরনবী নবী আখেরুজ্জামানের।

হায়াতুন্নবী (দঃ) এর দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পর আজ চৌদ্দশ' বৎসরের অধিক অতীত হয়েছে, অথচ পৃথিবীর প্রতি এলাকায় প্রতিটি কোণায়-কোণায় তাঁর নাম মুবারক, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম এবং তাঁর হায়াত শরীফের প্রতিটি অবস্থা এখনও দুনিয়াবাসীর সামনে জীবন্ত। ইতোমধ্যে আল্লাহর বহু ওলী, বাদশাহ, আলিম-ফাজিল বিদায় নিয়েছে, কিন্তু কারও নাম ও বর্তমান রইল না।

کیا جز کتنے تارے کھلے چھپ گئے ۔ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎঃ কত তারকা যে উদিত হয়ে অস্তমিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই, অস্তমিত হয়নি আর হবেও না একটি মাত্র মহান সত্ত্বা-তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী (দঃ)।

এইতো গেল হুযুর পাক (দঃ) এর নিজের প্রকাশ হওয়ার কথা। এখন দেখা যাক, তাঁর ওসীলায় অন্যান্যরা কিভাবে প্রকাশ এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আকারে আরয করা যায়, দুনিয়ায় বহু মহান সন্তানের জন্মদাতা, বিত্তশালী এবং বিশাল রাজত্বের অধিকারী অতীত হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের নাম ধরে রাখার জন্য বহু ধরণের চেষ্টা তদবিরও করে গিয়েছেন। কেউ অপূর্ব সুন্দর ইমারত তৈরী করে গিয়েছেন যেমন তাজমহল ইত্যাদি। কেউ কিতাব বা গ্রন্থ রচনা করিয়েছেন। বস্তুতঃ নিজের নাম চালু রাখার জন্যে বহু ধরণের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা নাম ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর মাতা-পিতা হযরত আমিনা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আব্দুল মুত্তালিব এবং হাশিম প্রমুখ, একইভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর শৈশবকালে লালন-পালনকারী ধাত্রী হযরত হালীমা প্রমুখ গোটা দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবেন। এটা এজন্যই যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র সত্তার সাথে তাঁদের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ হুযুর পাক (দঃ) স্বীয় বংশকে উজ্জ্বল করেছেন, স্বীয় দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন, যেখানেই নূরানী কদম রেখেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার জন্য যিয়ারতের পবিত্র স্থান হয়ে গেল। যদি আরব দেশে তিনি আগমন না করতেন তা'হলে আজকে পবিত্র কা'বাকে কে চিনত আর মদীনা শরীফকে কে জানত? দেখুন এই মদীনায় না কোন তামাশা করার জায়গা আছে, না কাশ্মীর বা প্যারিসের মত ভোগ-বিলাসের বন্দোবস্ত আছে, না আছে সবুজ-শ্যামল প্রান্তর আর না আছে ফল-ফুলের বাগান। অথচ সারা দুনিয়া সেই মদীনার প্রতি উন্মাদ। কিন্তু কেন? এজন্য যে, আরবের এ বাগানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বাগান হতে এমন একটি ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে গোটা জগৎ মাতোয়ারা হয়ে গেছে।

এ পবিত্র ফুলটি মদীনা পাকের বাগানে বিরাজিত, আর সে ফুলের সুগন্ধে প্রত্যেকেই মদীনার দিকে ধাবিত। বস্তুতঃ দুনিয়ার চাকচিক্য সকলকে ফাঁদে নিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু যে গোটা সৃষ্টির কেন্দ্র স্থল মদীনাওয়ালার সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়, সে কখনো এ সমস্ত ফাঁদে পড়তে পারে না বরঞ্চ সে নিরাপদ থেকে যায়।

چکی کے پاٹن دیکھ کر اور دیا کبیرا روئے ۔ جو پاٹن میں آ گیا سوان میں بچا نہ کوئے

چکی چکی سب کہیں اور کیلی کہے نہ کوئے ۔ جو کیلی سے لاگا اس کا بال نہ بیکا ہوئے

উপরে তো গেল হুযুর পাক (দঃ) এর আপন জনদের কথা। যারা তাঁর সাথে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তারাও জগতে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। যেমন আবু জাহল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রমুখ। এই তো গেল নূর সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। এখন আরও দু'টি দিক খুব লক্ষ্যনীয়। এ আয়াতে নূরকে কিতাবের সাথে কেন একত্রিত করা হয়েছে! এর কারণ এই যে, কোন কিতাবই অন্ধকারে পড়া যায় না। বরঞ্চ আলোর প্রয়োজন। একইভাবে আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনও সেই বুঝবে যার অন্তরে আল্লাহর নূর প্রিয় নবী (দঃ) বিদ্যমান থাকবে। যখন নূর নবী (দঃ) অন্তরে আসূল তখনই কুরআন তার হাতে আসূল।

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمٰن ملا قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور پایا

অর্থাৎঃ 'যে প্রিয় নবী (দঃ)কে পেয়েছে সে ঈমান তো পেয়েছেই, মূলতঃ আল্লাহ্‌কেই পেয়েছে। আর কুরআনও ঐ সময় তার বোধগম্য হবে, যখন তার হৃদয় প্রিয় নবী (দঃ) এর নূর দ্বারা আলোকিত হবে।"

দ্বিতীয়তঃ نُوْرٌ এর মধ্যে তানবিন্ সমানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মহান নূর। হুযুর আকরম (দঃ) এর নূর মহান হওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ দুনিয়ায় সূর্যের রশ্মি বাড়ে, কমে। ভোর বেলায় হালকা রশ্মি দুপুর বেলায় কড়া, সন্ধায় আবার কম, আর রাত্রিবেলায় একেবারেই গায়েব। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর নূরের আলোকছটা কোন অবস্থাতেই হ্রাস পায় না। উপরন্তু সূর্য সব সময় অর্ধেক পৃথিবীকে আলোকিত করে। কিন্তু নূরনবী (দঃ) এর নূর সম্পূর্ণ পৃথিবীকে বরঞ্চ আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিকেই আলোকিত করে। সূর্য শরীরের বাহ্যিক অংশকেই কেবল আলোকিত করে আর প্রিয় নবীর নূর মুবারক মানুষের মন-মস্তিক এবং চিন্তাধারা, বস্তুতঃ সকল কিছুকেই আলোকিত করে দেয়। যে ব্যক্তি সূর্যের আলো হতে বাঁচার জন্য মৃত্তিকাতলে একান্ত গোপন কামরায় আশ্রয় নিবে, সে অবশ্যই সূর্য রশ্মি হতে বেঁচে যাবে, কিন্তু নূরে মুহাম্মদী (দঃ) মৃত্তিকাতলে, একান্ত গোপন কোঠায়, পর্বতের চূড়ায়-বস্তুতঃ যেখানেই খোদার খোদায়ী, সেখানেই তাঁর নূর মুবারক। তিনি কাউকেও বঞ্চিত করেন না। যে তাঁর থেকে ফায়েদা অর্জন করবে না, সেই মূলত বদ-বখত।

হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমন পবিত্র মক্কায় হয়েছিল। এ মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। কেননা কোন একটা মাহফিলে কিনারার বাতি বিশেষ বিশেষ স্থানকেই আলোকিত করে কিন্তু মাহফিলের মাঝখানে স্থাপিত তীব্র আলো বিকিরণকারী বাতি গোটা মাহফিলকেই আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। একইভাবে অন্যান্য নবীগণ পৃথিবীর কোন কোন স্থানের বাতি ছিলেন, যাঁরা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠিকেই হেদায়েতের আলো প্রদান করেছেন। কিন্তু নূরনবী (দঃ) গোটা সৃষ্টির জন্য নূর বা আলো হয়ে এসেছেন, আর তাই তিনি পৃথিবীর মাঝখানে উদিত হয়েছেন। এ জন্যই কুরআনে বলা হলো-يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নবী হয়ে এসেছি।' হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের জন্য; জজ সাহেব আদালতে, মৌলভী সাহেব মাদ্রাসায়, । কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) সর্বদা সকল জায়গাতেই বিরাজিত-আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত সবখানেই তাঁরই চর্চা।

রাব্বুল আলীমন এ আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ)কে নূর আর কুরআন করিমকে বলেছেন মুবিন, অর্থাৎ প্রকাশকারী। এখন কথা হলো, নূর আর মুবিন এর মধ্যে কি পার্থক্য? নূর তো চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় বরঞ্চ অন্ধ ব্যক্তি ও কিছু না কিছু অনুমান করে নেয়। এ অর্থে প্রিয় নবী (দঃ) এর নূর এমনই যে, অন্ধ আবু জাহ্‌ল পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন কুরআনের ভাষায় يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

অর্থাৎ "কাফিররা প্রিয় নবী (দঃ) কে এভাবে চিনে যেমনিভাবে

তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে চিনে।" কিন্তু কুরআন করীমকে একমাত্র মু'মিনরাই বুঝতে পারবে এবং ঐ ব্যক্তিই কুরআন হতে মাসয়ালা বের করতে পারে, যে ইলম এবঙ ইজ্‌তিহাদ তথা গবেষণার যোগ্যতা রাখে। কুরআনকে বুঝা প্রত্যেকের কাজ নয়। এ সম্পর্কে কুরআন নিজেই বলে- فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'হে মাহবুব (দঃ)! এ সমস্ত কাফিররা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বরঞ্চ তারা তো আল্লাহর আয়াতকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।"

বুঝা গেল, কাফিররা পর্যন্ত প্রিয় নবী (দঃ)কে আমানতদার এবং সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতো। হাঁ, তারা না মানলে কুরআনকেই মানত না। নূর এবংমুবিন এর মধ্যে এই প্রভেদই বিদ্যমান। অথবা এটাও হতে পারে যে, হুযুর পাক (দঃ) ই কুরআনকে উজ্জ্বল করেছেন, কেননা তিনি নূর, আর কুরআন করীম জায়গায় জায়গায় আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (দঃ) এর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, কেননা কুরআন 'মুবিন' বা বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী।

আয়াতঃ ২৫

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

(পারাঃ ৬ সূরা মায়েদা, রুকু ৮)

অর্থাৎঃ 'নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ্, তাঁর পিয়ারা রাসূল এবং মু'মিনগণ, যাদের চরিত্র এই যে, তারা বিনীতভাবে নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে।'

এ আয়াতখানিতে মুসলমানগণকে একটি জরুরী বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে হুজুর আকরম (দঃ) এর ইযযত এবং মর্যাদা সম্পর্কেও ইরশাদ হচ্ছে। আয়াতখানা নাযিল হওয়ার পটভূমি এই যে, সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) ইয়াহুদীদের একজন সম্মানিত আলেম ছিলেন। যেহেতু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু ইয়াহুদী সমাজ তাঁর সাথে সামাজিক সার্বিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল। এ হিসেবে তাঁরা তার সাথে বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, উঠা-বসা সকল কিছুই ছেড়ে দিল। এ প্রেক্ষিতে সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে আপন কাউমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার কাউমের মাঝে একেবারে একাকী হয়ে গেছি। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) কে বলা হলো, কাফিররা তোমাকে ছেড়েছে, আর আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের বন্ধুত্ব ভালবাসা তুমি পেয়েছ। সুতরাং তোমার চিন্তা কেন? ঈমানের এ ব্যবসায় তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। তুমি কাফিরদেরকে ছেড়েছ আর আল্লাহকে পেয়েছ। প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র হাতের ছায়া তুমি লাভ করেছ। মুসলমানদের ভালবাসা তুমি পেয়ে গেছ।

এ আয়াত হতে মুসলমানগণের কয়েকটি ফায়েদা হাসিল হয়েছে। প্রথমতঃ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহ ছাড়া প্রিয় নবী (দঃ) এবং মুসলমানগণের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা গুনাহ্ নয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় নবী (দঃ) এর ভালবাসা ও সাহায্য অন্য সব কিছুরই সামনে যথেষ্ট।

کوئی ملے نہ ملے مصطفےٰ ملے وہ شے ملے کہ ملنے سے جس کے خدا ملے۔

অর্থাৎঃ "তুমি অন্য কিছু পাও বা না পাও, যদি প্রিয় নবী (দঃ) কে পেয়ে যাও, তাহলে মনে রাখবে, তুমি এমন জিনিষই পেয়েছ যদ্বারা খোদাকেই পেয়ে যাবে।"

তৃতীয়তঃ হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে, ইসলামের মজা সেই পাবে, যে আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব করে আর আল্লাহ্র জন্যই শত্রুতা করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ওয়ালাদের সাথে ভালবাসা রাখে আর দ্বীনের শত্রুদের থেকে দূরে থাকে। চতুর্থতঃ আওলিয়ায়ে কেরাম, পীর-মশায়েখ, আলেম সমাজ, সাহাবায়ে কেরাম এবং আহ্লে বায়তের সাথে মুহাব্বত রাখা আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত। কেননা এরাই খাঁটি মুমিন এবং মু'মিনগণের নেতা। এদের পথ-মতকেই কুরআন শরীফে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ 'হে খোদা! আমাদেরকে ওদের পথেই চালাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' বলা হয়েছে। আর বাস্তবিকপক্ষে মুসলমান এবং আওলিয়া কেরামগণের সাথে মুহাব্বত স্থাপন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ) এর সন্তুষ্টিই অর্জন করা। কেননা এঁরাই হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ)কে পাওয়ার দরওয়াজা।

আয়াতঃ ২৬

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۔

(পারাঃ ৬ সূরা মায়েদা; রুকু ১০)

অর্থাৎঃ 'হে রাসূল (দঃ)! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন। যদি তা না করেন, তবে আপনি তো তাঁর পয়গাম প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।"

উপরোক্ত আয়াতখানিতে বাহ্যিকভাবে হুযুর আকরম (দঃ) কে আল্লাহর বার্তা প্রচারের আদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর সাথে সাথে হুযুর আকরম (দঃ) এর সুমহান মর্যাদাও প্রকাশিত হয়েছে। কেননা আয়াতে বলা হচ্ছে, হে আমার পিয়ারা হাবীব (দঃ) আপনি নির্দিধায় দ্বীনের আহ্কামের প্রচার করুণ, এবং শত্রুর পরওয়া করবেন না। কেননা আমি আপনার নিরাপত্তা বিধানকারী। পূর্বেকার নবীগণকে কাফিররা শহীদ করেছিল। তাঁদের প্রচার কার্যে বাধা প্রদানের হীন চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আপনার সম্মান আর মর্যাদার হেফাজতকারী যখন আমি, তখন এমন কে আছে, যে আপনার ক্ষতি সাধন করতে পারে। সুতরাং আপনি খুব বেশী করে দ্বীনের প্রচার করুন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, মদীনা শরীফের ইয়াহুদীরা হুযুর আকরম (দঃ) এর নিকট আরয করল, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শক্তি ধর। আপনি যদি আপনার এ সমস্ত প্রচার কার্য ছেড়ে দেন, তাহলে আমরা আপনাকে সম্মান দিব এবং আপনার খেদমত করব। আর যদি আপনি স্বীয় প্রচার কার্য করেই যান, তাহলে আমরা আপনাকে শহীদ করে দেব। আর এ প্রেক্ষিতেই একশত মুহাজির এবং আনসার প্রিয় নবী (দঃ) এর নিরাপত্তার খাতিরে সর্বদা তাঁর সাথে থাকতে লাগল। যখন এ আয়াতখানি নাযিল হলো, তখন হুযুর পাক (দঃ) এ সকল সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে আরাম কর। কেননা আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। (রুহুল বয়ান)

সুবহানাল্লাহ্। রাব্বুল আলামীন ইসলাম এবং কুরআনের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۔ অর্থাৎ আমি এটির হেফাজতকারী। আর কুরআন ওয়ালার জন্য ইরশাদ করলেন-আমি আপনাকে লোকদের থেকে হেফাজত করব। আল্লাহ্ পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনেরও হেফাজতের দায়িত্ব নেননি, এবং না তাঁদের হেফাজতের জিম্মাদার হয়েছেন। আর এজন্য তাঁদের দ্বীনেরও পরিবর্তন হয়ে গেল এবং কিতাবও অপরিবর্তিত রইল না। অথচ এখানে কুরআন, ইসলাম এবং আহ্কাম-বস্তুতঃ সবকিছুই হেফাজত রইল। এই খোদায়ী জিম্মাদারীর কারণেই মক্কার কাফির এবং ইয়াহুদীরা জান প্রাণ চেষ্টা করেও প্রিয় নবী (দঃ) কে শহীদ করতে পারেনি। রাব্বুল আলামীন সাউর এর গর্তে মাকড়সার জালের মাধ্যমে প্রিয় নবী (দঃ) কে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। শুধুমাত্র সে সময়েই কেবল নয়, বরঞ্চ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর মর্যাদার হেফাজত করেছেন। নতুবা এখনও লোকেরা বাদশাহর বিরুদ্ধে নানা লিখা ছাপিয়ে দেয়, কিন্তু আল্লাহর কুদরতী হেফাজতের কারণে কোন বেদ্বীন কাফির ও রিসালতের মহান দরবারের সাথে বেয়াদবী করার সাহস পাচ্ছে না। কেউ বেয়াদবী করলেও সে সাথে সাথে তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে গেছে। এটিই খোদায়ী হেফাজত ব্যবস্থা।

হযরত ঈসা (আঃ) কে ইয়াহুদীরা জ্বালাতন করেছে তো, আল্লাহ তাঁকে চতুর্থ আসমানে ডেকে নিয়ে তাঁর হেফাজত করেছেন। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কে শত্রুদের মাঝেই রেখেছেন আর বলে দিয়েছেন আপনি নির্বিঘ্নে প্রচার কাজ করে যান।

যেমন একজন গভর্ণর তার প্রজাদেরকে দমন করতে না পারায় বাদশাহ তাকে শাহী প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। আর অন্য গভর্ণর সবাইকে যখন নিজের ক্ষমতার আওতাধীন নিয়ে আসলেন, তখন বাদশাহ্ তাঁকে হুকুম করলেন, আপনি সেখানেই থাকুন এবং শাসন করুন। হুকুমত থেকে আপনাকে সর্বপ্রকারের সাহায্য সহযোগীতা করা হবে। প্রতীয়মান হলো যে, পরের গভর্ণর ভীষণ প্রভাবশালী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ আয়াত দ্বারা একথাও বুঝা গেল, যে ব্যক্তি বলে–হুযুর পাক (দঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর ভয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফতের বিষয় প্রকাশ করেননি, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কেননা প্রিয় নবী (দঃ) প্রচারযোগ্য সকল আহ্কামেরই স্পষ্ট প্রচার করে গিয়েছেন।

আয়াতঃ ২৭

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ـ

(পারাঃ ৭ সূরা মায়েদা, রুকু ১২)

অর্থাৎঃ "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান হও। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।"

উপরোক্ত আয়াতখানিতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) এর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এবং এতে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসাও বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ একথা বুঝে নিতে হবে, এখানে রাব্বুল আলামীন স্বীয় আনুগত্য এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্যের হুকুম আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। তদ্বারা এ সত্যটি বুঝা গেল যে, শুধু কুরআনকে মেনে নেয়াই হেদায়ত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, অথবা কেবল আল্লাহর আনুগত্য করলেই প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্য হয়ে যায়–হাদীছের আর প্রয়োজন হয় না। এমন ধারণা করা বেদ্বীনি ছাড়া আর কিছুই নয়। বরঞ্চ এমন অনেক আহ্কাম রয়েছে, যেগুলো প্রিয় নবী (দঃ) এর সুন্নাত হিসাবে উম্মতরা আমল করে। অথচ কুরআনে এগুলোর বর্ণনা নেই। সুতরাং এ দু'টিকেই হক জানা এবং মেনে চলা ইসলামে অত্যন্ত জরুরী। যেমনিভাবে কুরআনকে অস্বীকার করা কুফরী, ঠিক তেমনিভাবে জেনে শুনে হাদীছকে না মানাও কুফরী। হাঁ, যদি কোন হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তবে সেটি না মানা ভিন্ন কথা। কিন্তু যে হাদীছ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, এটি হুযুর পাক (দঃ) এর ফরমান মুবারক, তারপরও যদি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) নিজেই আল্লাহর নবীকে ইরশাদ করতে শুনেছেন যে, নবীগণের মীরাছ বন্টন হয় না। তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি 'ছদকা' অথবা ফায়, (যে সম্পদ যুদ্ধ ব্যতীত হস্তগত হয়) অথচ এই মীরাছ বন্টনের প্রমাণ কুরআন পাকে রয়েছে, এতদসত্ত্বেও হুযুর আকরম (দঃ) এর মীরাছ বন্টন করা হয়নি। এমনকি হযরত আলী (রাঃ) নিজের খিলাফতের কালেও প্রিয় নবী (দঃ) এর মীরাছ বন্টন করেননি। বরঞ্চ মীরাছের বাগান সমূহ এবং জমিন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত আমলের মতই ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবেই ব্যয় হতে লাগল। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, আল্লাহ এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে আল্লাহর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কালামেরই কেবল আনুগত্য হবে, কাজের নয়। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্য মোট তিন বিষয়ে করতে হবে। তাঁর কথা কাজ এবং নিশ্চুপ জনোচিত সমর্থনের। অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন, তা মেনে নাও। তিনি যা নিজে করে দেখিয়েছেন, আর যা অন্য কাউকে করতে দেখেও নিষেধ করেননি, তাও মেনে নাও। আল্লাহ তাআলার কাজ এবং নিশ্চুপ সম্মতির মধ্যে আনুগত্য নেই। আল্লাহর হুকুম এই যে, কাফিরদের সাহায্য করোনা। কিন্তু তিনি নিজে তাদেরকে রিজিক প্রদান করেন–আরাম প্রিয় জীবন দেন। আবার কখনো বা যুদ্ধে কাফিরদেরকে মুসলমানের উপর জয়ী করে দেন। এখন যদি কেউ একথা বলে বসে, যখন আল্লাহই ওদেরকে নিয়ামত প্রদান করছেন, আমরাও ওদের সহযোগিতা করবো, ভুল হবে। পরওয়ারদেগারে আলম কখনও স্বীয় নবীগণের আপন শান অনুযায়ী মৃদু সমালোচনা করেন। আল্লাহ্ মাফ করুক, আমরাও যদি সম্মানিত নবীগণের শানে একই ভাষা ব্যবহার করি, তবে তা নেহায়েত কুফরী হবে। কেননা এটি তো আল্লাহর ফে'ল বা কাজ। বাকি রইল আল্লাহর আহ্কাম। সেটি এমন ব্যাপার যা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। আমাদেরকে তিনি কাফিরদের সাহায্য না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তা মেনে চলতে হবে। এখন যদি তোমার আওয়াজ ও প্রিয় নবী (দঃ) এর আওয়াজ হতে উঁচু হয়ে যায় তবে সে অবস্থায় ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ এবং রাসূল (দঃ) উভয়ের আনুগত্যের মধ্যে ব্যবধান আছে বিধায় দু'জায়গায় اَطِيْعُوْا ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ একটি অত্যন্ত মজার কথা এটিও জানা গেল, এখানে বলা হচ্ছে তোমাদের এমন বুঝার কোন কারণ নেই, যদি তোমরা হুযুর আকরম (দঃ) এর আনুগত্য না কর, তাহলে এতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে। বরঞ্চ না মানার প্রতিফল তোমাদের উপরই বর্তাবে। তিনি তো প্রচারের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। তোমাদের আনুগত্যের কারণে তাঁর নিজস্ব কোন লাভও নেই, আর তোমাদের বিরোধিতার কারণে তাঁর কোন ক্ষতিও নেই। কেননা হুযুর আকরম (দঃ) তো এমন বাদশাহ্ যিনি কারও বিরোধিতাকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না। হাঁ, বরঞ্চ তোমরাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ خاک ۔ ہیں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ
تمہارے ٹکڑوں ہم سے گدا ہیں ۔ ہمارے آپ ہی اک آسرا ہیں

অর্থাৎঃ "আপনি তো যাকে চান, সে অনুগত বান্দা হয়ে যায়, কিন্তু হে নবী! আমি তাকে কিভাবে কবুল করব যার উপর আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সবাই আপনার দরবারের অসংখ্য ফকির, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতঃ ২৮

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ -

(পারাঃ ৭ সূরা মায়েদা রুকু ১৩)

অর্থাৎঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা ব্যথিত হবে, কুরআন অবতরণের সময়ে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আর আল্লাহ্ সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-সহনশীল"।

এ পবিত্র আয়াতখানি প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসার একটি পুষ্পগুচ্ছ। যেটি পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর প্রশংসার নানা ফুল সৌরভ প্রদান করছে। আয়াতখানা নাযেল হওয়ার কারণ সম্পর্কে দু'টি রেওয়াতেও রয়েছে। প্রথম এই যে, কিছু লোক হুযুর আকরম (দঃ)কে অর্থহীন প্রশ্ন করতো। একদিন প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, তোমাদের যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে তা করো, আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেবো। একজন জিজ্ঞাসা করলো, আমার পরিণতি কি হবে? আল্লাহর হাবীব (দঃ) বললেন, তুমি জাহান্নামী হবে। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলো আমার পিতা কে? প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, তুমি সাদাকার বীর্য থেকে এসেছ অর্থাৎ তুমি অবৈধ সন্তান। (কেননা তার মাতা সাদাকার স্ত্রী ছিল না।) এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। এতে বলা হলো। হে মুসলমানরা! আমার মাহবুব (দঃ) এর নিকট হতে এমন ব্যাপার জানতে চেয়ো না, যাতে তোমাদের গোপন দোষ প্রকাশ হয়ে পড়বে। (তাফসীরে আহ্মদী)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে- ঐ মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহ্মী জিজ্ঞাসা করল-আমার পিতা কে? আল্লাহর হাবীব (দঃ) বললেন তোমার পিতা হুযাফা। আবদুল্লাহর মাতা এ ঘটনা শুনে তাকে বলতে লাগল, তুমি বড় অধম! জাহিলিয়্যাত যুগের নারীদের আসল অবস্থা সম্পর্কে তুমি কি জান? যদি তোমার মাতা হতে কোন অঘটন ঘটে থাকত, তবে সে আজ কিরূপ লজ্জিতই না হতো।

মুসলিম শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে আছে একবার হুজুর পাক (দঃ) ইরশাদ করলেন যে, মুসলমানদের উপর হজ্ব ফরয। সাথে সাথেই এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসল, প্রত্যেক বৎসরই কি হজ্ব করা ফরয। হুযুর পাক (দঃ) চুপ রইলেন। প্রশ্নকারী বার বার একই প্রশ্ন রাখল। তখন প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন-আমি যদি এখন হাঁ বলে দেই, তাহলে প্রতি বৎসরই হজ্ব ফরয হয়ে যাবে। অথচ তা তোমরা করতে পারবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতখানা নাযিল হয়েছে, যাতে বলা হলো, হে মুসলমানগণ! বেহুদা প্রশ্ন করে এমন জটিল অবস্থার সৃষ্টি করোনা-যা পালন করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে।

এতে বিভিন্নভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এভাবে যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর মর্যাদা এতই সুমহান যে, রাব্বুল আলামীন নিজেই গোলামদেরকে আপন মাহবুব (দঃ) এর পবিত্র দরবারে উঠা বসা, কথা বলা এবং প্রশ্ন করার আদব শিক্ষা দিয়ে বলছেন-এভাবে কথা বল, এভাবে প্রশ্ন কর ইত্যাদি। যে কারণে হুযুর আকরম (দঃ) নিজে কাউকে তাঁর মহান দরবারের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না।

بے اجازت ان کے گھر میں جبرئیل آتے نہیں ۔ آنکھ والے جانتے ہیں عزّ و شانِ اہل بیت

অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে হযরত জিব্রাইল (আঃ) পর্যন্ত প্রবেশ করেন না। আর তাঁর আওলাদগণের মান-মর্যাদা একমাত্র সেই বুঝতে পারে, যাঁর জ্ঞান চক্ষু আছে।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত হতে হুযুর (দঃ) এর প্রশংসা এভাবে বুঝা যায় যে, আমরা প্রথম রেওয়ায়েত হতে জানতে পেরেছি, হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহর সকল বান্দাদের আসল অবস্থা এবং তাদের পরিনাম সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। অর্থাৎ কে কার পুত্র, কে জাহান্নামীএবং কে জান্নাতী। এটাই হচ্ছে তাঁর হাজের-নাজের হওয়ার মর্মকথা। হাঁ, তিনি অবশ্য সাধারণ চক্ষুর আড়ালে। প্রত্যেকের অবস্থা তিনি কিন্তু বর্ণনা করেন না। কিন্তু এর দ্বারা একথা বুঝা যাবে না যে তিনি জানেন না।

তৃতীয়তঃ অন্য রেওয়ায়েতটি দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর আকরাম (দঃ) কে শরীয়তের আহকামের মালিক বানানো হয়েছে। অর্থাৎ যে কথাই তাঁর পবিত্র মুখ মুবারক হতে বের হবে সেটিই আল্লাহরও কানুনে পরিণত হয়। সবাইতো কানুনের জন্য অপেক্ষমান আর মূলতঃ হুযুর পাক (দঃ) এর কথাবার্তার নামই কানুন। অর্থাৎ হুযুর আকরাম (দঃ) আল্লাহর খাযানার মালিক, তিনি যাকে চান তা হতে প্রদান করেন। যেমন তিনি হযরত রাবিয়াকে জান্নাত দিয়েছেন। লাখো মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন করেছেন। সকলই আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় আর আল্লাহ তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর সন্তুষ্টি চান। তাঁর মুখ মুবারক হতে যা নিঃসৃত হয় সেটিই যে আল্লাহর কানুন, তা কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

مالک ہیں خزانۂ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں
دی خلد جنابِ ربیعہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔
اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے
ہے جنبشِ لب قانونِ خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চতুর্থতঃ যে বিষয়টি শরীয়ত কর্তৃক হারাম ঘোষিত হয়নি, সেটি হালাল, মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়ে আছে– এমন বস্তুই হালাল, যেটিকে আল্লাহ হালাল করেছেন। আর ঐটিই হারাম, যেটিকে আল্লাহ হারাম করেছেন। কিন্তু যেটি সম্পর্কে আল্লাহ কিছু বলেননি তা মাফ। সুতরাং এখনকার মীলাদ মাহফিল, ফাতিহা, দীনি প্রতিষ্ঠান, যেগুলো হুযুর আকরম (দঃ) এর জামানায় ছিল না, সবগুলোই জায়েয। কেননা শরীয়ত এগুলোকে কোথাও হারাম করেননি। আয়াতে এটাই বলা হচ্ছে عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অর্থাৎ আল্লাহ সে সব ক্ষমা করেছেন।

পঞ্চমতঃ যদি কোন বুযুর্গ কোন আমল বা ওজিফার কথা বলেন, কিন্তু তাতে যদি তিনি কঠোর পাবন্দ বা অনুশীলন করার শর্ত নিজ থেকেই না দেন, তখন বেহুদা তাঁকে এ ব্যাপারে বার বার প্রশ্ন করে নিজের উপর তা কঠোর করে নেয়া ঠিক নয়। যেমন বণী ইস্রাইলকে বলা হয়েছিল, একটা গাভী জবেহ করে তাঁর গোশ্ত মৃত ব্যক্তির উপর মারার জন্য। এতে সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দেবে। কিন্তু তারা বার বার প্রশ্ন করতে লাগল যে, গাভী কি রকমের হতে হবে? কি রং এবং বয়স কত হতে হবে? এভাবে বাড়াবাড়ি করার কারণে তাদের উপর কঠোরতাও বেড়ে গেল। অন্যথায় এধরণের প্রশ্ন না করে যে কোন একটি গাভী জবেহ করে দিলেই হয়ে যেত। সুতরাং শরিয়তের আহকামের ব্যাপারে বেহুদা বাড়াবাড়ি করে তা কঠোর করে নেয়া ঠিক নয়।

আয়াতঃ ২৯

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ـ

(পারাঃ৭ সূরা আনআম, রুকূঃ ৪)

অর্থাৎ 'আমি জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরঞ্চ জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।

এ আয়াত খানিতে হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে তিনি আল্লাহর কতটুকু নিকটতম, তাও আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। আয়াত খানার শানে নুযূল এই যে, আখ্নস ইবনে কাইস নামক এক ব্যক্তি আবু জাহলের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল। একবার আবু জাহলের সাথে তার একাকী সাক্ষাত হলে সে বলল, হে আবুল হাকাম! (এটি আবু জাহলের লকব ছিল) এখন এক নির্জন স্থান। এখানে আমার আর তোমার কথা কেউ জানবে না। তুমি সত্য করে বল দেখি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ) সত্য না মিথ্যা। আবু জাহল বলল আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ (দঃ) নিঃসন্দেহে সত্য। কখনও একটি মিথ্যা অক্ষর পর্যন্ত তাঁর মুখ মুবারক থেকে বের হয়নি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, সে 'কাসি'র আওলাদ। প্রথম হতেই তাঁর বংশে অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি অতীত হয়ে গেছে। হজ্বের সময় পানি পান করানো, কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সকল কাজ তারাই করে আসছে। এখন নবুয়্যতও যদি তাদের

www.YaNabi.in

মধ্যেই আসে, তবে কুরাইশ বংশীয় অন্যদের জন্য আর কি ইয্যত বাকি থাকবে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াতখানি নাযিল হয়েছে। (খাযেন) তিরমিযী শরীফের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত এসেছে যে, একবার আবু জাহল হুযুর পাক (দঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল। আমরা তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি না। আমরা তো ঐ কিতাবকেই মিথ্যা বলছি, যেটি আপনি নিয়ে এসেছেন। তখন এ আয়াতখানি নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা বিভিন্নভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর মর্যাদা সুপ্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর এমনতর ঘনিষ্ট মাহবুব যে, যদি কারো কোন কথা দ্বারা তাঁর হৃদয়ে আঘাত আসে, তখন রাব্বুল আলামীন নিজেই সেই পবিত্র অন্তর মুবারককে শান্তি দেন। কাফিররা তো তাঁকে কষ্টই দেয় আর পরওয়ারদেগার সে কষ্ট দূর করে শান্তি দেন। কাফিররা বলতে ছিল যে, আপনি রাসুল নন, এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর বড়ই খারাপ লাগল। আর এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁর মাহবুবকে ডেকে বললেন– এরা তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, মূলতঃ এরা আমাকে আর আমার কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। সুতারং আপনি কেন চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ হুযুর পাক (দঃ) এর মহান জিন্দেগী মুবারক এমন পাক এবং পবিত্র যে, আপনজন তো অবশ্যই বরঞ্চ শত্রুরাও তাঁকে 'আমিন' এবং সত্যবাদী রূপে স্বীকার করে। যদি গোটা দুনিয়ায় এমন কোন সত্ত্বা থাকে, যিনি কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলেননি তিনি হচ্ছেন প্রিয় নবী (দঃ)।

সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন মানুষের দেশবাসী এবং বিশেষ করে তার শৈশবকালীন বন্ধুরা তার ভিতর বাইরের সকল কিছু সম্পর্কে অবগত থাকে। অন্যদের নিকট কোন ব্যক্তি যতই পবিত্র বনুক না কেন, কিন্তু আপনজনদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে তার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এদিক হতে হুযুর আকরাম (দঃ) ঐ মহান সত্ত্বা, যিনি নবুয়্যতের দাবী করার পর সকলের আগে তাঁর শৈশবকালীন সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) এবং তাঁর জীবন মুবারকের সাথী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) ই- ঈমান আনয়ন করলেন। আর যারা নিতান্তই হিংসার বশবর্তী হয়ে অবিশ্বাসই করলো তারাও তাঁর পবিত্র সত্ত্বার উপর কোন প্রকারের অপবাদ আনতে সক্ষম হলো না। তৃতীয়তঃ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, হে মাহবুব (দঃ) আপনার নবুয়্যতকে অস্বীকার করা অথবা আপনার পূর্ণতার উপর অভিযোগ উত্থাপন করা এবং আপনার প্রশংসা শুনে ক্ষেপে যাওয়া মূলতঃ আমাকে এবং আমার আয়াতকেই অস্বীকার করার শামীল। যদি বাদশাহ কাউকে শ্রেষ্ট প্রতিনিধি করে প্রজার কাছে পাঠান আর প্রজারা যদি সে প্রতিনিধির বিরোধিতা করে এবং তাঁকে না মানে, তা মূলতঃ বাদশাহকেই না মানার শামিল। এবং এ অবস্থায় প্রজাগণ বাদশাহর বিদ্রোহী হিসাবেই চিহ্নিত হবেন। ঠিক একইভাবে, যে হুযুর আকরাম (দঃ) এর গুণাবলী অস্বীকার করে, সে পর্দার আড়ালে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করতেছে। চতুর্থতঃ آيت এর অর্থ আলামত বা চিহ্ন যদ্বারা আল্লাহকে চেনা যায়। এর বহু বচন آيات বস্তুতঃ হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহর জাত এবং সত্ত্বার আয়াত বা আলামত, অর্থাৎ হুযুর আকরম (দঃ) এর জাত এবং সিফাত আল্লাহকেই চেনা এবং জানার মাধ্যম। আর তাই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যখন কাফিররা প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়্যত এবং রিসালতকে অস্বীকার করলো, আল্লাহ ইরশাদ করলেন, তারা মূলতঃ আমারই একত্ববাদের নিদর্শনকেই অস্বীকার করলো।

পঞ্চমতঃ এই সৃষ্টি জগতের সমস্ত কিছুই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন ঘোষণা করেছে।

যেমন সূর্য আল্লাহর নূরের নিদর্শন। পানি বাতাস আল্লাহর সাখাওয়াৎ বা বদান্যতার নিদর্শন। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহর মহান সত্ত্বা এবং তাঁর সকল ছিফাতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্থল। যদি আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চাও, তবে আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর জ্ঞান দেখ। যদি আল্লাহর বদান্যতা দেখতে চাও। তবে তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর বদান্যতা দেখ।

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

অর্থাৎ তিনিই (প্রিয় নবী দঃ) উভয় জাহানের মালিক যদিও সাথে কিছুই রাখেননি। কিন্তু তাঁর শুন্য হাতেই আল্লাহর সকল নিয়ামতের ভান্ডার।

তিনি হযরত আনাস (রাঃ) এর বাগানের বরকতের জন্য দু'আ করেছেন। যেখানে অন্যান্যদের বাগানে একবারই ফল আসতো, সেখানে আনাস (রঃ) এর বাগানে বৎসরে দু'বার ফলন হতে লাগল। (মিশকাত, কারামাত অধ্যায়) হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে সামান্য যা দিয়েছিলেন, তা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত শেষ হয়নি। (মিশকাত, মু'জিযাত অধ্যায়) এক পাত্র পানির মধ্যে আঙ্গুল মুবারক রেখেছেন তখন আঙ্গুল মুবারক হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। হাজার হাজার লোক তা হতে ওযু গোসল সারল, জীব জন্তুদেরকে পান করালো আর মশ্‌কও পূর্ণ করে নিলো। হযরত জাবের (রাঃ) এর ঘরে মাত্র চার সের আটা দ্বারা সমস্ত সৈন্য এবং সকল মদীনাবাসীকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন। এটিই হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ) এর বদান্যতা। যদি আল্লাহর কুদরত দেখতে চাও, তাহলে তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এরই কুদরত দেখ। কেননা তিনি ইশারা দ্বারা অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন। (শামী) ইশারা দ্বারা পূর্ণিমার চাঁদকে দু'টুকরা করে দিলেন। (কুরআন) হাজত হয়েছে তো মরুভূমিতে দূরের দুটি বৃক্ষকে এক করে নিলেন। বস্তুতঃ যদি আল্লাহর নূর দেখতে চাও তাহলে প্রিয় নবী (দঃ) এর সৌন্দর্য্য দেখ।

হযরত জাবের (রাঃ) ইরশাদ করছেন পূর্ণিমার রাত ছিল, হুযুর আকরম (দঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। আমি একবার আকাশের চন্দ্রের প্রতি তাকাচ্ছিলাম আর একবার মদীনার চন্দ্রের প্রতি। আল্লাহর কসম, নূরনবী (দঃ) এর চেহারা মুবারক চাঁদ থেকেও উজ্জল ছিল।

میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہدوں ان کے چہرے کو
میں اُن کی کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ আমি এমন কবি নই যে, তাঁর নুরানী চেহারা মুবারককে চাঁদ বলবো, বরঞ্চ আমি তো চাঁদকে তাঁর পবিত্র পায়ের জুতা মুবারকের সামনেও নিকৃষ্ট মনে করছি।

বস্তুতঃ হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহরই আয়াত বা নিদর্শন। যে তাঁকে অস্বীকার করেছে সে মূলতঃ আল্লাহকেই অস্বীকার করেছে। আর যে তাঁকে মেনেছে সে আল্লাহকেই চিনতে পেরেছে।

আয়াতঃ ৩০

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ

(পারা ৭ সূরা আনআম, রুকু৯১)

অর্থাৎ 'তারা (ইয়াহুদ) আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। যখন তারা বলে আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেননি।'

বাহ্যিকভাবে উপরোক্ত আয়াত খানি ইয়াহুদীদের তিরস্কারার্থে নাযিল হয়েছে। কিন্তু ঈমানের দৃষ্টিতে দেখা গেলে বুঝা যাবে, এখানে হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসার এমন ফুল ফুটে রয়েছে যার সৌরভে ঈমান এবং দেহমন ভরে যাচ্ছে।

এ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, একবার ইয়াহুদীদের একটি দল তাদের আলিমদের নেতা মালিক ইবনে সাইফকে নিয়ে হুযুর আকরম (দঃ) এর সাথে বিতর্ক করার জন্য এসেছিল। হুযুর পাক (দঃ) তাকে বললো হে মালিক! তোমাকে ঐ পরোওয়ারদেগারের কসম দিচ্ছি যিনি হযরত মুসা (আঃ) এর উপর তৌরিত কিতাব নাযিল করেছেন। তুমি কি তৌরিত কিতাবে দেখনি اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْحَبْرَ السَّمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ মোটা আলিমের সাথে শত্রুতা রাখেন। সে বলল হ্যাঁ। হুযুর পাক (দঃ) বললেন, তুমি মোটা আলিম। তৌরিত মতে তুমি আল্লাহর শত্রু। এতে সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছুই নাযিল করেননি। তখন এ আয়াতখানি নাযিল হলো। যাতে বলা হলো, এ সমস্ত অভাগারা আল্লাহর মর্যাদাও বুঝল না যে কারণে তারা আল্লাহর কিতাব এবং পয়গম্বরদেরকেই অস্বীকার করল। তবে হযরত মুসা (আঃ) এর উপর তৌরিত কে নাযিল করলো! সমস্ত ইয়াহুদী মালিকের এমনতর কথা শুনে তার থেকে বিগড়ে গেল। তাকে তো তারা সম্মানের সাথেই এনেছিল আর এখন তাকে গালি দিতে লাগল। এবং তাকে তাদের দল হতে পৃথক করে ছিল (মাদারেক, খাযেন)

এ আয়াতে বিভিন্ন দিক হতে হুযুর আকরম (দঃ) এর সিফাত বুঝা যাচ্ছে। প্রথমতঃ হুযুর আকরম (দঃ) খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি না কারো থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন না অন্য কারো হতে ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। অথচ তিনি ইয়াহুদী আলিমের সাথে বিতর্কের এমন চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, এতে যে কোন অভিজ্ঞ তার্কিকও মাথা অবনত করবে। অর্থাৎ বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই হুযুর পাক (দঃ) প্রমাণ করে ছিলেন, তুমি তোমারই ধর্ম অনুযায়ী বেদ্বীন। সুতরাং তোমার সাথে বিতর্কের আর কোনই অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র তৌরিত ইবরানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি না কারো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাছ থেকে তৌরিত পড়েছেন অথবা না কারো হতে ইবরানী ভাষা শিখেছেন। অথচ কি আশ্চর্য! তৌরিত শরীফের উপর তাঁর জ্ঞানের স্পষ্ট দৃষ্টি রয়েছে আর ইব্রানী ভাষার উপরও তাঁর দখল আছে।

বস্তুতঃ নবীগণ সকল জ্ঞান অর্জন করেই সৃষ্টি হন। হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়েই আরশের উপর লিখিত কালেমায়ে তায়্যেবা পড়ে নিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন হে খোদা! এ নাম মুবারক কার! যেটি তোমার পবিত্র নামের সাথে লিখিত আছে? ইরশাদ হলো, হে আদম! এটি ঐ মহান সত্তার নাম যিনি না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। এখন কথা হলো হযরত আদম (আঃ) কোন শিক্ষা অর্জন ব্যতিরেকে আরশের উপর লিখিত বাক্যটি কিভাবে পড়লেন। পড়েছেন নবুয়্যতের নূর দ্বারাই। (মাদারেজ) পবিত্র কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে অর্থাৎ আমি প্রত্যেক নবীকে তাঁর কাউমের ভাষায়ই প্রেরণ করেছি। আর হুযুর পাক (দঃ) তো সকল কাউমেরই রাসুল। যদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সকল ভাষাতেই অভিজ্ঞ। কুরআন আরও বলছে যে, রাব্বুল আলামীন সকল নামই হযরত আদম (আঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন যে, সকল ভাষা হযরত আদম (আঃ) কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর হুযুর পাক (দঃ) এর জ্ঞান তো হযরত আদম (আঃ) থেকে অনেক বেশী বৈ কী। প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কে সকল ভাষারই জ্ঞান প্রদান করেছেন। যেমন হযরত সালমান ফারসীকে হুযুর আকরম (দঃ) شکم درد শব্দটি ফারসী হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তৃতীয়তঃ মালিক ইবনে সাইফ আল্লাহর মহান সত্তাকে অস্বীকার করেনি। বরঞ্চ সে আল্লাহর কিতাব এবং নবীকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আল্লাহ এর পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যে, এরা আল্লাহর সঠিক মর্যাদা বুঝতে পারেনি। যদ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, নবীকে না মানা মূলতঃ আল্লাহকেই অস্বীকার করার শামিল। কেননা আল্লাহর সিফাত হচ্ছে রাব্বুল আলামীন বা জাহানের পালন কর্তা। আর পালনকর্তা তো তিনিই হতে পারেন, যিনি বান্দাহর স্পষ্ট, গোপন, দ্বীনি-দুনিয়াবী সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এ হিসেবে দুনিয়ার প্রয়োজন মিটাবার জন্য আল্লাহ মাতা – পিতা, ডাক্তার, অন্ন, অষুধ, উপাদেয় ফল জমিন, আসমান ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। আর দ্বীনি পথ বাতানোর জন্য নবীগণ, ওলীগণ, আলেমনগণ পীর মশায়েখ,কুরআন হাদীছ ভাল কাজ এবং ওজিফা ইত্যাদি প্রদান করেছেন। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি কিতাব অথবা নবীকে অস্বীকার করবে, সে মূলতঃ এটিই বলতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ রব হয়েও আমাদের দ্বীনি জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেননি। তাই এতে আল্লাহর প্রতিপালক হওয়াকেই অস্বীকার করা হয়ে গেল। এদ্বারা বুঝা গেল, যে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ(দঃ)কে মানে,সে মূলত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তে ও বিশ্বাসী হলো ।

আয়াতঃ ৩১

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (সূরা আ'রাফ, রুকু ১৯)

অর্থাৎ-'যারা অনুসরণ করে গায়েবের সংবাদ প্রদানকারী এই উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, আর যা তাদের নিকট আছে, তাতে লিখিত দেখতে পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজে বাধা দেন, আর তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং যিনি তাদেরকে মুক্ত করেন গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে , যা তাদের উপর ছিল।'

উপরোক্ত আয়াত খানিতে প্রিয় নবী (দঃ) এর বিভিন্ন গুণাবলী অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে হুযুর আকরম (দঃ) এর বিভিন্ন সিফাত একত্রিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আয়াতে হুযুর পাক (দঃ) কে তিনটি উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়েছে। নবী, রাসুল, এবং উম্মী। রাসুল তো ঐ মহান সত্তাকেই বলে যিনি স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের মাধ্যম। অর্থাৎ খালেক হতে তাঁরা রহমত নিয়ে মাখলুককে প্রদান করেন এবং মাখলুকের গুণাহ্ সমূহ খালেক হতে মা'ফ করিয়ে নেন অথবা মাখলুককে শিরক এবং গুণাহ্ হতে পবিত্র করে খালেক পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন। আর হুযুর পাক (দঃ) এর মধ্যে এগুণাবলী পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। এ জন্যই আরবের মত দেশে আগমন করে তিনি কাউকে সিদ্দীক আবার কাউকে ফারুক ইত্যাদি বানিয়ে দিয়েছেন।

'নবী' শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। বাস্তবিকই হুযুর পাক (দঃ) এর এমন মহান মর্যাদা রয়েছে, যা মানুষ তো দূরের কথা কোন ফেরেশ্তাও জানতে সক্ষম নয়। বস্তুতঃ আল্লাহকে তাঁর মাহবুব (দঃ)ই জানেন আর মাহবুব (দঃ)কে আল্লাহই জানেন।

معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم ؛ تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم

روح الامین کہنے لگے اے مہ جبیں تیری قسم ؛ آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

অর্থাৎ- 'মিরাজের লগ্নে হুযুর আকরম (দঃ) হযরত জিব্রিল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো সমগ্র সৃষ্টিই দেখেছো, অতএব বলতো আমি কেমন? জিব্রিল (আঃ) বলতে লাগলো হে চন্দ্র! আপনার পবিত্র সত্তার কসম! গোটা সৃষ্টি আমি ঘুরেছি, অনেক মাহবুবের মুহাব্বত আমি অনুভব করেছি, অনেক সৌন্দর্য আমি অবলোকন করেছি, কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

মানুষের মুখের ভাষায় হুযুর আকরম (দঃ) এর যথাযথ প্রশংসা করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ তাঁর উচ্চতর মর্যাদা মানুষের ধারণারও বাইরে। এ জন্যই হযরত হাস্সান (রাঃ) বলেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِیْ ۔ لٰکِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ

অর্থাৎ– আমি আমার কথা দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা করিনি। বরঞ্চ আমার কথাকেই তার পবিত্র নাম মুবারক দ্বারা প্রশংসিত করেছি।

অথবা 'নবী' শব্দের অন্য অর্থ গায়েবের সংবাদ প্রদানকারী। বর্ণিত আছে যে, হুযুর আকরম (দঃ) জান্নাত এবং দোযখের, কিয়ামতের এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন, বস্তুতঃ এগুলো গায়েবের সংবাদ।

তারপর প্রিয় নবীকে 'উম্মী' নামে স্মরণ করা হলো। উম্মীর কয়েকটি অর্থ হতে পারে,উম্মুন এর এক অর্থ হলো 'মা' বা মূল অথবা এটির অর্থ মা ওয়ালা নবী। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষেরই মা থাকে, কিন্তু যেমনি মর্যাদার অধিকারীনী মা হুযুর আকরম (দঃ)কে আল্লাহ পাক দান করেছেন, তা গোটা দুনিয়ার আর কাউকেও দেয়া হয়নি। হযরত মরিয়ম (আঃ) ও শ্রেষ্ঠ মা ছিলেন। কিন্তু সাইয়েদুল আম্বিয়া যেমনি তুলনাহীন ছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর মাও তুলনাহীনা।

وہ کنواری پاک مریم + وہ نفختُ فیہِ کا دم + ہے عجب شانِ اعظم

مگر آمنہ کا جایا + وہی سب سے بڑھ کر آیا

অর্থাৎ–হযরত মরিয়ম (আঃ) এর বেটা হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত বড়ই আশ্চর্যের, কিন্তু হযরত আমিনা (রাঃ) এর নয়নমণি মাহবুবে খোদা (দঃ) এর আগমণ বৃত্তান্ত সবচে অধিক আশ্চর্যের।

যে ঝিনুক তার পেটের মধ্যে মূল্যবান মুক্তা ধারণ করে, সেই ঝিনুকটিও মূল্যবান হয়ে যায়। অতএব যে মা তাঁর পবিত্র পেটে শ্রেষ্ঠ মুক্তা ধারণ করেছেন, তিনি নিজে কেমন মহান হবেন!

উম্মী শব্দের দ্বিতীয় অর্থ লেখাপড়া বিহীন। অর্থাৎ তিনি মায়ের উদর হতে দুনিয়ায় এসে এ জড় জগতের কারও নিকট হতে শিক্ষা অর্জন করেননি।

خاکی و بر اوجِ عرش منزل ۔ اُمّی و کتاب خانۂ دل

امّی و دقیقہ دانِ عالم ۔ بے سایہ و سائبانِ عالم

অর্থাৎ–আপনি মর্ত্তের। কিন্তু মহান আরশে আপনার ঠিকানা। আপনি 'উম্মি' কিন্তু এক বিরাট লাইব্রেরী আপনার হৃদয়ে শোভিত। আপনি 'উম্মি' কিন্তু গোটা জাহানের কণা-অনুকণা আপনার জ্ঞানের আওতাধীন। আপনার ছায়া ছিল না, কিনতু গোটা জাহান আপনারই ছায়াতলে।

হুযুর আকরম (দঃ) ছায়াহীন কিনতু গোটা দুনিয়ার উপর তাঁর ছায়া রয়েছে। উম্মী শব্দের তৃতীয় অর্থ 'উম্মুল কুরা' অর্থাৎ পবিত্র মক্কা'র অধিবাসী। আর চতুর্থ অর্থ মূল। অর্থাৎ তিনি গোটা আলমের মূল। এ তিনটি হুযুর আকরম (দঃ) এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপাধী। এখন তাঁর এমন ছয়টি গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যা তাওরাত এবং ইনজিলের মধ্যে লিখিত আছে। যে সমস্ত ইয়াহুদী আলেমগণ ইসলাম গ্রহণ করতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর সাহাবীর মর্যদা লাভ করেছিলেন , যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরত কা'ব, আহবার প্রমূখ সাহাবীগণ প্রিয় নবী (দঃ) এর ঐ সকল সিফাত শুনিয়েছেন, যা তাওরাতে উল্লেখ আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রঃ) তাওরিত হতে শুনালেন, হে নবী। আমি আপনাকে শাহেদ (সাক্ষী) বশীর (সুসংবাদ দানকারী) এবং নাজির (সেবকিছু অবলোকনকারী) করে পাঠিয়েছি। যারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আপনি দৃষ্টিদানকারী। আপনি আমার বান্দা এবং রাসুল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল" (সর্বোত্তম ভরসাকারী) রেখেছি।

আপনি সৎচরিত্র এবং নরম মেজাজের অধিকারী, আপনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। আপনি অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ভাবে করবেন না, বরঞ্চ অন্যায়কারীকে আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ ঐ পর্যন্ত আপনাকে দুনিয়া হতে আহ্বান করবেন না যতক্ষণ না আপনি কলুষিত দ্বীনকে পূর্ণরূপ সংস্কার না করবেন এবং আমার বান্দারা কালেমা পড়তে আরম্ভ না করবে। আপনার বরকতে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাবে, বধিরের কান খুলে যাবে আর গুণাহর পর্দায় আবৃত অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। হযরত কা'ব আহবার থেকেও উপরোক্ত একই ধরণের বর্ণনা রয়েছে। ঈসায়ীরা ইনজিল কিতাব হতে হুযুর পাক (দঃ) এর সকল সিফাতগুলো বাদ দেয়ার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এতদসত্ত্বেও পরিবর্তিত বর্তমান ইনজিল কিতাবেও প্রিয় নবী (দঃ) এর গুণাবলী এভাবে বর্ণিত আছে। বৃটিশ এন্ড ফার্ণ বাইবেল সোসাইটি' কর্তৃক ১৯৩১ সালে প্রকাশিত ইয়ূহনার ইনজিলের চতুর্দশ অধ্যায় ১৬নম্বর আয়াতে বিবৃত হয়েছে– 'আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো যে তিনি তোমাদেরকে অন্য একজন সাহায্যকারী প্রদান করবেন, যিনি স্থায়ীভাবেই তোমাদের সাথে থাকবেন'। এটি হুযুর পাক (দঃ) এই প্রশংসা এবং তাঁর শেষ নবী হওয়ার বর্ণনা।

উক্ত কিতাবের একই অধ্যায়ে ১৯ এবং ২৩ আয়াতে আছে–'এর পর আমি তোমাদের সাথে অনেক কথাই বলবো না, কেননা দুনিয়ার সরদার আসছেন, এবং আমার মাঝে তাঁর শান অনুযায়ী কিছুই নেই।

একই কিতাবের ষষ্ঠদশ অধ্যায় এবং ৭ আয়াতে আরও রয়েছে–'আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি যে, আমার প্রস্থান তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কেননা আমার প্রস্থান ছাড়া সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেনা। বরঞ্চ আমি গিয়েই তাঁকে তোমাদের মাঝে পাঠিয়ে দেব।'

একই কিতাবের একই অধ্যায়–এর তের নম্বর আয়াতে আছে "কিন্তু যখন তিনি অর্থাৎ সত্যের বার্তাবাহক আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সত্যের সকল পথ দেখাবেন। এজন্য তিনি নিজের হতে কিছুই বলবেন ন। বরঞ্চ স্রষ্টা হতে যা কিছু শুনবেন শুধু তাই বলবেন, আর তিনি তোমাদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চিন্তা করুণ, হযরত ঈসা (আঃ) এর পর এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত হুযুর আকরম (দঃ) ছাড়া আর কে এসেছে?

তাঁর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তিনি ভাল কাজের আদেশ প্রদান করেন, আর তৃতীয় গুণ এই যে অন্যায় থেকে বারণ করেন। যদ্বারা বুঝা গেল-ভাল কাজ ঐটিই যেটিকে হুযুর পাক (দঃ) জায়েয করেছেন আর মন্দ কাজ ঐটিই, যেটি থেকে তিনি বারণ করেছেন।

হুযুর আকরম (দঃ) এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে, পবিত্র জিনিষকে তিনি আমাদের জন্য হালাল করেন। আর পঞ্চম বৈশিষ্ট্য এই যে, অপবিত্র জিনিষ তিনি আমাদের জন্য হারাম করেন। এতে বুঝা গেল, রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবীকে কোন বস্তু হারাম বা হালাল করার অধিকার প্রদান করেছেন। তিনি শরীয়তের প্রবক্তা এবং মালিক। এর সমর্থনে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। বনী ইস্রায়েলের উপর তাদের গুণাহ্র কারণে অনেক হালাল বস্তু হারাম করা হয়েছিল। যেমন জীব জন্তুর চর্বি ইত্যাদি। আর প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলায় আমাদের জন্য তা হালাল হয়ে গেল। এদিকে তৎযুগে মদ এবং এজাতীয় অপবিত্র দ্রব্যাদি হালাল ছিল। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিলেন।

ষষ্ঠতঃ তিনি তাদেরকে গুরুভার এবং শৃংখল হতে মুক্ত করেন। অর্থাৎ তার আগমনের পূর্বে শরীয়তের আহ্কাম কঠিন ছিল, যদ্বারা আল্লাহর বান্দাগণের বড় কষ্ট হতো। যেমন মালের এক চতুর্থাংশ যাকাত হিসেবে দেয়া, ওযুর স্থানে তায়াম্মুম জায়েয না হওয়া, শুধু মসজিদেই নামায জায়েয হওয়া এবং মসজিদ ছাড়া অন্যত্র জায়েয না হওয়া, গণিমতের মাল হালাল না হওয়া, শরীর অথবা কাপড়ে যদি নাপাক লেগে যায়, তবে সে অংশ জ্বালিয়ে দেয়া অথবা কেটে ফেলা ইত্যাদি কঠিন বিধান সমূহ বনি ইস্রায়েলের জন্য ছিল। কিন্তু রাহমাতুল লিল্ আলামীন (দঃ) এর ওসীলায় এ সমস্ত কঠিন আহ্কাম সহজ হয়ে গেল। এখন মালের শুধু চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হয়। এতেও নানা ধরণের সুবিধে করে দেয়া হয়েছে। যদি ওযু করা অসম্ভব হয়, তবে তায়াম্মুম করে নিলেই হবে। যেখানেই ইচ্ছে নামায পড়া যাবে। গণিমতের মালও হালাল করা হয়েছে। বস্তুতঃ এসমস্ত সুবিধে এবং বরকত রহমতের নবী (দঃ) এর ওসীলায়ই হয়েছে। তাঁর উপর এবং তাঁর বংশ ও সাহাবীগণের উপর আল্লাহর সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক।

আয়াতঃ ৩২

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا-پ١٩، سورة الاعراف

(পারাঃ৯ সূরা আ'রাফ।ঃরুকু ২০)

অর্থাৎ 'বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।'

উপরোক্ত আয়াতখানি হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা সম্বলিত। এতে ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব (দঃ) আপনি সকল মানুষকে বলে দিন, চাই তারা ঈসায়ী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হোক, চাই মূসায়ী, চাই ফার্সী, চাই অগ্নিপূজক, চাই পূর্বের হোক, চাই পশ্চিমের হোক, চাই উত্তরের হোক চাই দক্ষিণের, বস্তুতঃ আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাসূল (দঃ)। অতএব এখন যেই-ই আল্লাহর বান্দা সে রাসুলের উম্মতও, হযরত আদম (আঃ) এর পিতৃত্য এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়্যত প্রত্যেক মানুষের উপরই সাধারণভাবে বিদ্যমান। বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, সমস্ত নবী এবং রাসুলগণ, তাঁদের উম্মতগণ, জ্বিন এবং ফিরিশতাগণ বস্তুতঃ সবাই বিশ্বনবী (দঃ) এর উম্মত এবং তিনি সকল নবীগণেরও নবী। এ সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ الاية আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক, উম্মত তাদেরকেই বলে, যাদের কাছে নবীকে দ্বীনের প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে। পূর্বের নবীগণকে যেহেতু নিদিষ্ট স্থান এবং নিদিষ্ট কাউমের নিকট প্রেরণ করা হতো, সেহেতু অন্য কাউমের উপর তাদেরকে অনুকরণ করা ফরয ছিলনা। হযরত মূসা (আঃ) যখন হযরত খিজির (আঃ) এর নিকট তাশরীফ নিলেন, তখন হযরত খিজির (আঃ) বললেন-হে মূসা (আঃ) আপনার ইলম এবং আমার ইলম ভিন্ন। আপনি বনি ইস্রায়িলের পয়গম্বর। সুতরাং আমার সাথে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হযরত খিজির (আঃ) এর এ কথার অর্থ এই ছিল যে, আপনি আমার নবী নন এবং আপনাকে অনুকরণ করা আমার উপর ফরযও নয়, এবং আমি বহু ব্যাপারেই আপনার অনুগত হতে পারব না। তখন আপনি ধৈর্য হারা হয়ে পড়বেন এবং আমার উপর অভিযোগ আনবেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হযরত মূসা (আঃ) শুধু মাত্র একটি কাউমের পয়গম্বর ছিলেন। কিন্তু যদি হুযুর আকরম (দঃ) হযরত খিজির (আঃ) এর উপর করুণা করে তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন হযরত খিজিরকে হুযুর (দঃ) এর দ্বীন অবশ্যই কবুল করতে হতো। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যদি আজকে হযরত মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁকে আমার দ্বীন কবুল করতে হতো। অতএব এখন উম্মত দু' প্রকারের-এক প্রকার, উম্মতে দা'ওয়াত আর দ্বিতীয় প্রকার, উম্মতে ইজাবত। যার কাছে দ্বীনের তাবলীগ হওয়া সত্বেও সে কবুল করেনি তাকে উম্মতে দা'ওয়াত বলা হয়। আর যে কবুল করে নিয়েছে তাকে উম্মত ইজাবত বলা হয়।মুসলমানগণ হুযুর আকরাম (দঃ) এর উম্মতে ইজাবত আর কাফির-মুনাফিকরা তাঁর উম্মতে দাওয়াত। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর অনুগত হোক বা না হোক সকল বান্দাই প্রিয় নবী (দঃ) এর উম্মত। মুসলমান এবং কাফির প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা। ব্যবধান হচ্ছে মুসলমানরা হচ্ছে আল্লাহর অনুগত বান্দা আর কাফিররা তাঁর নাফরমান বান্দাহ, নতুবা বন্দেগীর মধ্যে কেউই পৃথক নয়। একই ভাবে লোকেরা দ্বীন কবুল করুক অথবা না করুক তারা প্রত্যেকেই রাহমাতুললিল আলামীনের উম্মত। প্রত্যেকের উপরই তাঁর অনুগত হওয়া ফরয। হুযুর আকরম (দঃ) এর পিতা-মাতা ঈসায়ীও ছিলেন না অথবা ইয়াহুদীও ছিলেন না। কেননা হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) বনি ইস্রায়িলের নবী ছিলেন, আর প্রিয় নবী (দঃ) এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাতা-পিতা বনি ইসমাইল। হাঁ তাঁরা প্রথমে একত্ববাদী ছিলেন, পরে মুহাম্মদী হয়েছেন-মুসলমান হয়েছেন। কাফির অথবা মুশরিক অথবা প্রতিমা-পূজক ছিলেন না। এ সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিশ্লেষণ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াতঃ ৩৩

(পারাঃ ৯ সূরা আনফাল, রুকু ২) وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ -

অর্থাৎ 'এবং হে আমার মাহবুব (দঃ) আপনি যখন (কংকর) নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরঞ্চ আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।'

এ আয়াতখানিতে হুযুর পাক (দঃ) এর প্রত্যক্ষ স্তুতি রয়েছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করতে হবে, আয়াতে কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটি হুযুর পাক (দঃ) এর স্তুতি কিভাবে হলো। সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরীর ঐতিহাসিক বদরের কাহিনী। সে বৎসর মক্কার কাফিররা অনেক সাজসরঞ্জাম নিয়ে মদীনার উপর হামলা চালায় অথচ মদীনাবাসীর নিকট আল্লাহর সাহায্য এবং রাসূলের বরকত ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কাফিরদের মোট সংখ্যা এক হাজার ছিল আর মুসলমান ছিল মাত্র তিনশত তের জন। কাফিরদের নিকট সকল প্রকারের খাদ্য দ্রব্য আর মুসলমানদের মুখে সারা দিন রোযা এবং সারারাত তেলাওয়াতে কুরআন। কাফিরদের নিকট তীর তলোয়ার ইত্যাদি তৎকালীন সেরা মারণাস্ত্র অথচ মুসলমানদের নিকট শুধুমাত্র খেজুর গাছের লাকড়ী। তাঁদের শরীরের বস্ত্রও ছিন্ন আর পায়ে চট বাঁধা। কাফির তাঁবুতে গায়ক-গায়িকাদের গান এবং বাজনা আর মুসলিম তাঁবুতে কুরআনের আয়াত এবং তকবীরের ধ্বনী। রাত ভর কাফিররা মদে আকণ্ঠ নিমজ্জত আর মুসলিম সেনারা আল্লাহর যিক্রিরে বিভোর এবং মহান প্রভুর প্রেমের শরাবে বেহুঁশ। বস্তুতঃ একদিকে শয়তানের বাহিনী অন্য দিকে রাহমানের বাহিনী।

মুসলমানদের এ বাহ্যিক অবস্থা দেখে হুযুর আকরম (দঃ) সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহর মহান দরবারে আরয করলেন, হে খোদা! এ মুহূর্তে জমিনে তোমার ইবাদতকারী মুসলমানদের এই সহায় সম্বলহীন জামায়াতটিই আছে। যদি তুমি আজকে তাদের সাহায্য না কর আর এরা যদি আজকে পরাজিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ায় তোমার নাম নেয়ার আর কেউই বাকী থাকবে না। এভাবে প্রিয় নবী (দঃ) সিজদায় এত বেশী কান্নাকাটি করলেন যে, সে স্থানের কংকর সমূহ তাঁর চক্ষু মুবারকের পবিত্র পানি দ্বারা ভিজে একাকার হয়ে গেল। তারপর তিনি সিজদা হতে মাথা মুবারক উত্তোলন করলেন এবং এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফির সৈন্যদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা এক মুষ্টি মাটি ছিল, না আবাবিল পাখীর কংকর ছিল, মহান আল্লাহই ভাল জানেন। এগুলো প্রত্যেক কাফিরের চোখে গিয়ে পড়ল তারা চোখ কচলাতে কচলাতে বিচলিত হয়ে পড়লো; পরিশেষে আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে

মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের এই সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে এমনভাবে জয়ী হলো, বিশ্ব আজও সে বিজয়কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। কাফির পক্ষের বড় বড় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে নিহত হলো এবং আরও অনেকেই বন্দী হলো।

এ ঘটনাটির কথাই উপরোক্ত আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এখন আসুন আয়াতে কি বলা হচ্ছে তা দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে যে, হে মাহবুব (দঃ)! আপনি যখন এক মুষ্টি মাটি কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন আর তা সকল কাফিরের চোখে গিয়ে পড়ল। হে প্রিয় হাবীব (দঃ) সে মাটি আপনি নিক্ষেপ করেননি বরঞ্চ আমিই নিক্ষেপ করেছিলাম। কেননা যদিও হাত মুবারক ছিল আপনার, কিন্তু কাজ ছিল আমার। হুজুর আকরম (দঃ) এর এ কাজ রাববুল আলামীনের এত বেশী পছন্দ হলো যে, সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করলেন, একাজ আপনি মোটেই করেননি বরঞ্চ আমিই করেছি। এখান হতে দুটি ফায়েদা হাসিল হচ্ছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে ফানা ফিল্লাহ। যখন বান্দা এই ফানা ফিল্লাহ এবং বাকিবিল্লাহর মর্যাদায় উন্নীত হয়, তখন বান্দা বাহ্যিক ভাবে ঠিকই থাকে, কিন্তু আল্লাহর ইশক তার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় এভাবে প্রবাহিত হয় যে, সে অবস্থায় তার প্রতিটি কাজ মূলতঃ আল্লাহই দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়। আল্লামা রুমী (রঃ) এ সত্যেরই প্রতি ইঙ্গিত করে বলছেন-

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

অর্থাৎ-এ অবস্থায় বান্দার কথা মূলতঃ আল্লাহরই কথা যদিওবা তা বান্দার কণ্ঠেই উচ্চারিত।' অর্থাৎ

چوں رواباشد انا اللہ از درخت ۔ ۔ ۔ چرا کے رواند بود کہ گوید نیک بخت

অর্থাৎ-যখন সে কথা বলে তখন কণ্ঠ হয় বান্দার কিন্তু কালাম হয় আল্লাহরই, যখন মুসা (আঃ) এর জন্য বৃক্ষ হতে ('আমি খোদা') ধ্বনি নিঃসৃত হওয়া জায়েয হতে পারলো, তখন পূন্যময় ওলী যদি কিছু বলে, তা কেন নাজায়েয হবে।

দেখুন, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য তূর পাহাড়ে যান তখন একটি বৃক্ষ হতে আওয়াজ আসল।

مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ -

অর্থাৎ গাছ হতে আহ্বান আসল, হে মূসা (আঃ) আমি হচ্ছি পরওয়ার দেগারে আলম। তবে এটি কি বৃক্ষের আওয়াজ ছিল! অথবা বৃক্ষ কি বলতে ছিল যে, আমি আল্লাহ। কক্ষনো নয়। বরঞ্চ আওয়াজ ছিল আল্লাহরই কিন্তু প্রকাশ স্থল ছিল বৃক্ষটি। যেমন এক টুকরা কয়লা আগুনে রাখা হল, আর আগুন তার মধ্যে এমনই প্রভাব বিস্তার করল যে, কয়লার টুকরাটিও এমন আগুনে পরিণত হল, এখন যেই জিনিষকেই সেই কয়লাটি স্পর্শ করবে তাকেও জালিয়ে দিবে। একইভাবে কোন মানুষের উপর যখন জ্বীন প্রভাব বিস্তার করে, তখন ঐ অবস্থায় সে যেসব কথাবার্তা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলে, অর্থাৎ আমার এই নাম, আমি অমুক স্থানের জ্বীন, আর আমার মধ্যে এই শক্তি আছে, এগুলো কি তার নিজের কথা? কখনো নয়। বরঞ্চ মুখ তো ঐ মানুষটিরই, একইভাবে বস্তুও সেই কয়লাটিই। কিন্তু কথা এবং কাজ এমন জিনিষের, যা এগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এগুলো তো ছিল উদাহরণ। এখন দেখুন ফানা ফিল্লাহর এ উচ্চ মর্যাদায় এসে অনেক আরিফ انا الله یا سبحانی ما اعظم شانی ইত্যাদি বলে দেয়। কিন্তু মূলতঃ একথাগুলো তাঁদের নিজেদের নয়। বরঞ্চ মুখতো তাঁদের কিন্তু কালাম অন্য কারও। ফেরাউনের খোদা দাবী এবং হযরত মনসুর (রঃ) এর দাবীর মধ্যে এটিই ছিল ব্যবধান। কেননা ফেরাউন যখন বলেছিল انا ربکم الاعلی আমি তোমাদের বড় রব, সে কাফের হয়েছে। কারণ সে আমিত্বকে প্রথমে ঠিক রেখেছে তারপর খোদা বলেছে। কিন্তু হযরত মনছুর (রঃ) যখন বললেন انا الحق অর্থাৎ আমিই সত্য। তখন তিনি স্বয়ং তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে ছিলেন একমাত্র মহান আল্লাহর মাঝে। কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হলো এই, হযরত মনসুর (রঃ) 'আমি হক' বলে কতলের উপযুক্ত হয়েছিলেন। অথচ হুযুর আকরম (দঃ) নিজের উপর এত বেশী ক্ষমতা রাখতেন যে, তিনি সবসময় انا عبده (অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দাই) বলতেন। হাঁ আল্লাহ নিজেই বলেন, হে আমার প্রিয় হাবীব (দঃ) আপনি ফানা ফিল্লাহর এমন মহান মর্যাদায় উন্নীত যে, আপনার সকল কালাম এবং কাজ আমারই। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর সিফাতের সামান্য তাজল্লী দেখে বেহুশ হয়ে গেলেন। কিন্তু কুরবান সেই চক্ষু মুবারকের উপর, যে পবিত্র চক্ষুদ্বয় মি'রাজের মহান রাত্রে হাসতে হাসতে আল্লাহর জাতের তাজল্লী অবলোকন করছিলেন। কবির ভাষায়-

موسیٰ از ہوش رفت بہ یک پرتو صفات بہ تو عین ذات مے نگری در تبسمی

অর্থাৎ-হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নূরের সামান্য তাজাল্লী দেখেই বেহুশ হয়ে গিয়ে ছিলেন, অথচ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) আপনি আল্লাহর মহান জাত মুবারক হাসতে হাসতেই দেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এই আয়াতেই নয় বরঞ্চ কুরআনের অন্য আয়াতেও ইরশাদ করছেন- হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ), যে আপানার সাথে বাইয়াত করেছে সে মূলত আমারই সাথে বাইয়াত করেছে। আল্লাহর হাত মুরাবক তাঁদের হাতের উপর ছিল। (সূরা ফত্হ) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-আমার নবী আপন ইচ্ছায় কিছুই বলেন না বরঞ্চ তাঁর কালাম আল্লাহরই ওহী। (সূরা নাজম)

এ আয়াত হতে অন্য একটি শিক্ষাও অর্জিত হচ্ছে, যে হুযুর আকরম (দঃ) এর কোন কালাম বা কোন কাজের অথবা তাঁর অন্য যে কোন কিছুর সাথে সামান্যতম ও বেয়াদবী করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা মূলতঃ সে আল্লাহরই সাথে বেয়াদবী করলো। যদি কোন ব্যক্তি হাজার বৎসর ধরেও ইবাদত করে আসে, সে মুত্তাকি হোক, পরহেযগার হোক, মৌলভী হোক, পীর হোক বা দ্বীনদার হোক, যদি সে যে

www.YaNabi.in

কোন অবস্থায় হুযুর পাক (দঃ) এর জুতা মুবারকের সাথেও সামান্য বেয়াদবী করে বসে, তার গোটা জীবনের সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মুরতাদ আর কাফির হয়ে যাবে। (দেখুন শেফা শরীফ এবং রদ্দুল মুখতার ইত্যাদি) কুরআন মজিদই দেখুন না কেন, আল্লাহ বলেন ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون - (অর্থাৎ সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না।') আল্লাহ আমাদেরকে সে মহান দরবারের আদব নসীব করুন।

আয়াত ঃ৩৪

یایها الذین امنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم

(পারাঃ ৯ সূরা আনফাল, রুকুঃ ৩)

অর্থাৎ-হে মুমিনগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন রাসূল তোমাদিগকে এমন কিছুর প্রতি আহ্বান করে যা তোমাদিগকে জীবন দান করবে।

এআয়াত খানি হুযুর পাক(দঃ) এর স্তুতির পুষ্পগুচ্ছ। এতে নানাভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা সুপ্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ রাব্বুল আলামীন সাহাবায়ে কেরামগণকে সেই মহান দরবারে অবস্থানের আদব শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর হাবীব (দঃ)কে নিজের ব্যাপারে আদব শিখাবার জন্য বলেননি, বরঞ্চ স্বয়ং আল্লাহই শিক্ষা দিয়ে বলছেন হে মুসলমানরা! সেই মহান দরবারে অবস্থানের আদব এই যে, যখন তোমাদের কাউকে আমার হাবীব (দঃ) ডাক দেন, আর তখন নামায অবস্থায় থাক, বা কোন ওজীফায় লিপ্ত থাক অথবা ঘরের অন্য কোন কাজে থাক, বস্তুতঃ যে অবস্থাতেই থাক না কেন সমস্ত কার্যাদি ছেড়ে তখনই রিসালতের মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে যাও। এতে একটুও বিলম্ব করা জায়েয নেই। এখন সাহাবায়ে কেরামগণের জীবন পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁরা কিভাবে এআয়াতের উপরে অনুশীলন করেছেন। একজন সাহাবী স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে প্রিয় নবী (দঃ) তাঁকে ডাক দিলেন। সহবাস শেষ না করে স্ত্রী থেকে পৃথক হয়েই তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে হাজিরী দিলেন। হুযুর আকরম (দঃ) সাহাবাকে বললেন لعلنا اعجلناك অর্থাৎ সম্ভবতঃ আমি তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। সাহাবী আরজ করলেন, ওগো আল্লাহর রাসুল! হাঁ। প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, গোসল সেরে নাও। (দেখুন তাহাবী শরীফ, গোসল অধ্যায়) এদ্বারা ফকিহগণ এই মাসয়ালাও ছাবেত করেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে বীর্য বের হওয়ার আগেই স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যায় তার উপর গোসল করা ওয়াজিব। হযরত হান্‌জালা (রাঃ) বিবাহের প্রথম রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখনও গোসল করেননি, এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসুল জিহাদের জন্য ডাক দিলেন। গোসলের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাত বরন করলেন। যখন শহীদগণের মৃত দেহ হতে তাঁর দেহ বের করা হল, দেখা গেল তাঁর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেহ হতে পানি ঝরছে। হুযুর আকরাম (দঃ) বললেন– তাঁকে ফেরেশ্‌তারা গোসল করিয়েছে। আর এজন্য তাঁকে غسيل الملائكه (ফেরেশতাগণ দ্বারা গোসল দেয়া ব্যক্তি) বলা হয়।

হযরত আবি ইবনে কা'ব নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় হুজুর পাক (দঃ) ডাক দিলেন তিনি তাড়াতাড়ি নামায সেরে তারপর উপস্থিত হলেন। প্রিয় নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার আসতে বিলম্ব কেন হল? সাহাবী আরয করলেন, আমি নামাযে ছিলাম। প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, তুমি কি এআয়াতখানি পড়নি! اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ডাকে তৎক্ষনাৎ সাড়া দাও, যখন তাঁরা ডাকেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো নামাযীর উপরও ওয়াজিব প্রিয় নবী (দঃ) এর ডাকে নামায ছেড়ে দিয়ে সাড়া দেয়া। আর সে ব্যক্তি প্রিয় নবী (দঃ) এর সার্বিক খেদমত আন্‌জাম দেয়ার পরও নামাযেই থাকবে। (দেখুন আল্লামা কুসতোলানী (রঃ) এর শরহে বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা হাজর) বস্তুতঃ এরকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা নামাযী তাঁর নামাযের মাঝখানে যদিওবা কথা বলেছে, কিন্তু কার সাথে বলেছে! ঐ মহান সত্তার সাথেই কথা বলেছে, যাঁকে নামাযের মধ্যেই সালাম দেয়া ওয়াজিব। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ অন্যথায় অন্য কাউকে সালাম করলে নামায নষ্ট হয়ে যেত। আর যদিও বা তার কিবলা কা'বা হতে অন্য দিকে ফিরেছে, কিন্তু ঐ মহান জাতের দিকেই ফিরেছে, যিনি কা'বারও কা'বা।

اور پروانے ہیں ہوتے ہیں جو کعبہ پر نثار ۔ شمع اک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا

অর্থাৎ– অন্যান্য পতঙ্গরা কাবা শরীফের উপর ফানাহ্, কিন্তু ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি এমন এক প্রদীপ, স্বয়ং কাবায়ই আপনার পতঙ্গ।

যদিও বা ঐ নামাযী নামায ছেড়ে গিয়েছেও, কিন্তু তা কোন্ দরবারে! ঐ মহান পবিত্র দরবারে, যেদিকে যাওয়াই হচ্ছে মূল ইবাদত। অতএব তাঁর নামায কেন নষ্ট হবে! যদি নামাযের মধ্যে কারও ওযু নষ্ট হয়ে যায় তবে ওযু করার জন্য পানির দিকে যেতে পারবে। আর এতে তার কেবলা কা'বা হতে অন্য দিকে ফিরে গেলে বা সে আমলে কাছির (এমন কাজ যদ্বারা কোন ব্যক্তিকে নামাযের বাইরে বুঝা যায়) করলেও নামাযীর হুকুমেই থাকবে। সুতরাং হুযুর আকরম (দঃ) তো আল্লাহর রহমতের সাগর। তাঁর দিকে যাওয়ার কারণে নামায কেন নষ্ট হয়ে যাবে!

আর যদি اٰمَنُوْا শব্দের অর্থ এভাবে করা হয়, হে মিছাকের দিবসে ঈমান আনয়নকারী! তখন কাফিররাও এ আয়াতের আওতাধীন হবে। বরঞ্চ গোটা সৃষ্টির উপর তাঁর আনুগত্য করা ফরয।

ارشاد ہوا، سورج لوٹا ۔ پایا جو اشارہ چاند چرا

بادل رم جھم رم جھم برسا ۔ جب حکم حبیب خدا پایا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ– প্রিয় নবী (দঃ) এর আদেশে অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদিত হলো, তাঁরই ইশারায় চাঁদ দু'টুকরা হয়ে গেল। আর তিনি যখন হুকুম করলেন, মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল।

বস্তুতঃ প্রত্যেক কিছুই তাঁর আনুগত্য করেছে। (দেখুন, মিশকাত, মু'জিযাত অধ্যায়) বৃক্ষও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। প্রিয় নবী (দঃ) এর মর্যাদার প্রকাশের জন্যই উপরোক্ত আয়াতখানা কুরআনে রয়ে গেছে নতুবা এখন তো আর তিনি প্রকাশ্য আহ্বান করবেন না। অথবা আয়াত দ্বারা কোন কিছুর মাধ্যমে আহ্বান করাও উদ্দেশ্য হতে পারে।।

মাসয়ালাঃ—কয়েকটি অবস্থায় নামায ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। যদি নামাযী নামায অবস্থায় চার আনা মূল্যের কোন কিছু ক্ষতি হতে দেখে তাহলে সে নামায ভেঙ্গে ফেলতে পারে, কোন মুসলমানের বিপদ দূর করার নিমিত্তে নামায ভাঙ্গা যায়। নামাযী যদি কোন অন্ধকে কোথাও পড়ে যেতে দেখে তবে নামায ছেড়ে তাকে বাঁচিয়ে নিতে হবে। যদি নফল নামায পড়া অবস্থায় স্বীয় মাতা না জেনে ডাক দেয় তবে নামায ভেঙ্গে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে। কোন ব্যক্তি একাকী ফরয নামায আরম্ভ করেছে। অথচ পরক্ষণে জামায়াতও শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে ঐ ব্যক্তি জামাআতের মধ্যে শরীক হয়ে যাবে। (রুহুল, বায়ান উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা শামী, প্রথম খন্ড, ফরয নামায পাওয়ার অধ্যায়) কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেকটি অবস্থাতেই তার ভেঙ্গে ফেলা নামায কাজা পড়তে হবে।

একটি সুক্ষ্ম কথা ঃ—আয়াতে রাসুল আলামীন দু'জন আহ্বানকারীর কথা এনেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল। অথচ একথা পরিষ্কার যে, মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ তো কাউকে ডাকবেন না। অথবা না কারও কানে আল্লাহর আওয়াজ আসবে। সুতরাং নিশ্চতভাবে একমাত্র রাসুল (দঃ) ই ডাকবেন। তাঁর ডাকই আল্লাহর ডাক। আর এজন্যই পরে اِذَا دَعَاكُمْ এর মধ্যে এক বচন: ব্যবহার করা হয়েছে।

আয়াতে لِمَا يُحْيِيْكُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ হুযুর আকরম (দঃ) জীবন দান করবেন। যদ্বারা বুঝা গেল, হায়াতুন্নবী (দঃ) মুর্দাকে জীবিত আর জীবিতের অন্তরকে এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেও জীবিত করেন। কেন এমন হবে না। কেননা হযরত জিব্রাইল (আঃ) যখন ফেরাউনকে ডুবাবার জন্য ঘোড়াতে আরোহন করে ফেরাউনের ঘোড়ার আগে আগে যাচ্ছিল, তাঁর ঘোড়ার পা যেখানেই পড়তো, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। শামেরী নামক বনি ইস্রায়িলের এক ব্যক্তি এই ঘোড়ার পায়ের দাগ হতে কিছু মাটি তুলে নিল। আর ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার পর স্বর্ণের গরুর বাছুর বানিয়ে তার মুখে এই মাটি ঢেলে দিল। সাথে সাথে সেই স্বর্ণের বাছুরের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি হল। হযরত জিব্রাইল আমিন (আঃ) এর ঘোড়ার পায়ের মাটির কারণে যেহেতু প্রাণহীন বাছুরের মধ্যে প্রাণ এসে গেলো, সেহেতু তাঁকে রুহুল আমীন বলা হয়। কেননা তার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বারা রুহ আসে। অথচ হুযুর পাক (দঃ) এর দৃষ্টিতেই হাজার জীব্রাইলের শক্তি আছে। সুতরাং তার ইশারায় মৃত কেন জীবিত হবে না।

তাই মছনবী শরীফের মধ্যে আছে–

اے ہزاراں جبرئیل اندر بشر ÷ ہر حق سوئے غریباں یک نظر

অর্থাৎ– হে মাহবুবে খোদা (দঃ)! হাজার হাজার জিব্রাইল আপনি একজনের দিকে মুখাপেক্ষী। আল্লাহরওয়াস্তে আমরা গোলামদিগের প্রতিও একটুখানি কৃপাদৃষ্টি করুন।

মাদারেজুন নবুয়ত কিতাবের মধ্যে এমন অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা এসেছে, যেখানে হুযুর আকরম (দঃ) মৃতকে জীবিত করেছেন। যেমন হযরত জাবের (রাঃ) এর ঘরে হুযুর আকরম (দঃ) এর দাওয়াত ছিল। তিনি ছাগল জবাই করেছিলেন। তাঁর এক পুত্র অন্য পুত্রকে জবাই করে পিতার ভয়ে ছাদে পালিয়ে গেল। সেখান হতে পা পিছলে পড়ে সেও মারা গেল। হযরত জাবের (রাঃ) এর স্ত্রী সন্তান দু'টির মৃতদেহ গোপন করে রাখল। যাতে দাওয়াতে কোন প্রকারের অসুবিধে না হয়। হুযুর আকরম (দঃ) খেতে এসে বললেন, হে জাবের! তোমার সন্তানদেরকে ডাক, আমি তাদের সাথে খাব। হযরত জাবের (রাঃ) তখন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন হুযুর পাক (দঃ) সন্তান দু'টিকে জীবিত করে তাদেরকে নিজের সাথে খাওয়ালেন।

হযরত আনাস (রাঃ) এর ঘরে একবার দাওয়াতে হুযুর পাক (দঃ) দস্তরখানা দ্বারা হাত মুবারক মুছলেন। এরপর থেকে যখন এ দস্তরখানা ময়লা হয়ে যেত, তখন এটিকে জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করা হতো। দস্তরখানাটি আগুনে পুড়তো না, বরঞ্চ পরিষ্কার হয়ে যেতো। (মছনবী) একবার এক দাওয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) তাশরীফ গ্রহণ করলেন। সেখানে ছাগল জবাই করা হয়েছিল। হায়াতুন্নবী (দঃ) বললেন,

— তোমরা গোশত খেয়ে নাও। কিন্তু হাড্ডিগুলি নষ্ট করো না। তিনি খাওয়া সেরে সে হাড্ডিগুলো একত্রিত করে দুয়া করলেন। ছাগলটি পুনরায় জীবিত হয়ে গেল। (মাদারেজুন নবুয়্যত, মু'জিযাত অধ্যায়) বস্তুতঃ হায়াতুন্নবী (দঃ) জীবজন্তু,মানুষ,পাথর, শুকনো কাঠকে প্রাণ দান করেছেন। কংকরকে প্রাণ দান করে কালিমা পড়ালেন। শুকনো কাঠ তাঁর বিরহে কেঁদেছে। হযরত ঈসা (আঃ) শুধুমাত্র মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) প্রাণহীন বস্তুকেও প্রাণ দান করেছেন। এখানে لِمَا يُحْيِيكُمْ এর এটিই হচ্ছে মর্মার্থ।

আয়াতঃ ৩৫

(পারা ঃ ৯ সূরা আনফাল, রুকুঃ ৪) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ -

অর্থাৎ "আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথচ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করছেন।"

এ আয়াতখানিতে হুযুর আকরম (দঃ) এর স্পষ্ট প্রশংসা বিদ্যমান। এতে হুযুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাক (দঃ) এর গোটা জগতের রহমত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। আয়াতখানি ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছে যে, একবার কাফিররা দুয়া করলো, হে খোদা! যদি এই কুরআন সত্য হয় অথচ আমরা এ'টির উপর ঈমান আনছি না। তাহলে তুমি আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর নিক্ষেপ কর। অথবা আমাদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ কর। তখন এই আয়াতখানি নাযিল হলো। এবং বলা হলো, হে আমার পিয়ারা হাবীব (দঃ) এরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু কামনা করছে। কিন্তু যেহেতু আপনি তাদের মাঝে রয়েছেন আর আপনাকে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত করে পাঠানো হয়েছে। যেহেতু রহমতে কামিল এবং আযাব এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না, সেহেতু আপনার অবস্থানকালীন অবস্থায় তাদের উপর আযাব আসবে না।

এই আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়েদা হাসিল হয়েছে। প্রথমতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর ওসীলায় তারা আল্লাহর আযাব হতে নিরাপদ। দ্বিতীয়তঃ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ চান তো মুসলমানদের উপর সাধারণ শাস্তি আসবে না। যেমনিভাবে পূর্বেকার উম্মতগণের উপর আসতো। তখন কারও উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, কাউকে জমিনের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। অথবা কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল রাহমাতুললিল আলামীন (দঃ) কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাঝে বিরাজিত আছেন। তৃতীয়তঃ তাঁর অবস্থান কেবলমাত্র পবিত্র মদীনায়ই নয় বরঞ্চ যেখানেই মুসলমানরা আছে সেখানে তিনিও আছেন। কেননা তিনি যেখানে আছেন সেখানে আযাব হবে না এবং আযাব তো কোথাও আসবে না। তদ্বারা প্রমাণিত হলো হুযুর আকরম (দঃ) সব জায়গাতেই উপস্থিত আছেন। চতুর্থতঃ হযরত ঈসা (আঃ) কে আসমানে ডেকে নেয়া হয়েছে এবং হযরত ইদ্রীস (আঃ) কে জান্নাতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) দুনিয়ার জমিনেই অবস্থান করছেন, কেননা তাঁর ওসীলায়ই এই জমিনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা টিকে আছে। সুতরাং তাঁর প্রস্থান মর্তবাসীর জন্য বিপদের কারণ হতো (রুহুল বায়ান, এই আয়াতের ব্যাখ্যা) পঞ্চমতঃ বৃত্তের স্থায়িত্ব তার কেন্দ্র বিন্দুর সাথেই সম্পৃক্ত। চাক্কির চলা এবং ঘুরা মূল খুটির সাথেই সম্পৃক্ত, একইভাবে আসমানের চাক্কির ঘূর্ণয়নের কেন্দ্রবিন্দু মদীনা পাকই। আর যে দানা চাক্কি হয়ে মূল খুটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তা চাক্কির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ঠিক তদ্রুপ যে বান্দা মদীনার মরকজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। সে সার্বিক ক্ষতি হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে।

আয়াত ঃ ৩৬

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ -

(পারা ঃ ১০, সূরা তাওবা, রুকু ঃ ৭)

অর্থাৎ– 'কত না ভাল হতো যদি তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হতো এবং বলতো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদেরকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসুলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আসক্ত।

এ আয়াতখানিও হুযুর পাক (দঃ) এর সমুজ্জল প্রশংসা সম্বলিত। আয়াতখানি নাযিল হওয়ার কারণ এই- একবার হুযুর (দঃ) গনিমতের সম্পত্তি বন্টন করছিলেন। হারকাউছ ইবনে জুবাইর নামক এক ব্যক্তি উঠে আরয করল, হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি এই বন্টনে ইনসাফ বজায় রাখবেন। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে দুনিয়ায় আর কে ইনসাফ ঠিক রাখবে। হযরত উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ ব্যক্তিকে কতল করার অনুমতি চাইল। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন। তাকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা এমন যে, তার বংশ হয়ে এমন এক দল সৃষ্টি হবে যাদের বাহ্যিক তাকওয়া তোমাদের তাকওয়া এবং নামাযের চাইতে উন্নততর হবে। অথচ তারা দ্বীন হতে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তীর শিকারীর হাত হতে বেরিয়ে যায়। তারা কুরআন তেলাওয়াৎ করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এআয়াতখানি এবং আরও কিছু আয়াত নাযিল হলো। এতে বলা হলো। যদি এরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দঃ) এর প্রদানের উপর পরিতুষ্ট থাকতো এবং ভবিষ্যতের জন্য বলতো যে, আমাদেরকে আল্লাহ এবং রাসুল (দঃ) আপন করুণায় আরও প্রদান করবেন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হতো

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় বুঝা গেল। প্রথম তো এই যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর কোন মুবারক কাজের ব্যাপারে অভিযোগ আনা কুফরী। এজন্যই হযরত উমর (রাঃ) ব্যক্তিকে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কেননা মুরতাদকে কতল করা ওয়াজিব। দ্বিতীয়তঃ হুযুর আকরম (দঃ) খোদা প্রদত্ত এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, কারও উপর তিনি বিশেষ কোন হুকুম প্রতিষ্ঠা করার হক সংরক্ষণ করেন। তৃতীয়তঃ হুযুর আকরম (দঃ) কে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ পাঁচটি গায়েবের বিষয়ে ইলম প্রদান করেছেন, কেননা তিনি নবুয়্যতের দূরবীন দ্বারা লক্ষ্য করলেন যে, এই ব্যক্তির প্রজন্ম এ ধরণের হবে। আর যেহেতু এটিই আল্লাহর ইচ্ছে, তাই হে উমর তুমি তাকে কতল করো না, কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছার বরখেলাফ। চতুর্থতঃ হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর নেয়ামত সমূহ প্রদান করেন। কেননা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

اَنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ এবং রাসুল দিয়েছেন সুতরাং এখনও যদি কোন ব্যক্তি এমন বলে, আমাকে ইয্যত সম্মান, ঈমান, ধন-সম্পত্তি আল্লাহ এবং রাসুল দিয়েছেন। তা শিরক হবে না। কেননা দাতা হতে চাওয়া জায়েয। হুজুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেন- اَللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا قَاسِمٌ

অর্থাৎ "আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী"।

হযরত রবিয়া ইবনে কা'ব আসলমী (রাঃ)কে হুযুর আকরম (দঃ) বললেন سَلْ অর্থাৎ কিছু চেয়ে নাও। উত্তরে সাহাবী আরয করলেন-আমি জান্নাতে আপনার খিদমতে থাকতে চাই। প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, আরও কিছু চাও।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরয করলেন, এটিই আমার জন্য যথেষ্ট। (মিশকাত, সিজদা অধ্যায়, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত) আর এই হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রঃ) তাঁর মিরকাত কিতাবে এবং শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রঃ) তাঁর 'আশয়াতুল লুময়াত কিতাবে বলেন, আল্লাহর নিয়ামত সমূহ হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র হাতেই। তিনি যাকে যেভাবে চান প্রদান করেন।

আয়াতঃ ৩৭

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ

(পারা ঃ ১০ সূরা তাওবা, রুকূঃ ৮)

অর্থাৎ-"তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলই অধিক হকদার যে, তারা তাদিগকেই সন্তুষ্ট করতো, যদি তারা মু'মিন হতো।"

এআয়াত খানিও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ স্তুতি প্রকাশ করছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। আয়াত খানি নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, মুনাফিকরা নিজেদের সভাগুলোতে হুযুর আকরম (দঃ) এর সমালোচনা করতো অথচ মুসলমানদের কাছে এসে তা অস্বীকার করতো এবং শপথ করে নিজেদের পবিত্রতা দাবী করতো। তখন এই আয়াতখানি নাযিল হলো এবং বলা হলো মুসলমানগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য শপথ করার চেয়ে আল্লাহ এবং রাসুলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক উত্তম হতো। যদি তোমরা সত্যিই মু'মিন হতে, তাহলে এমন কাজ কেন করছো, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দঃ) এর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এ আয়াতে বিভিন্নভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা সুপ্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথম তো এই, যে জিনিষ হুজুর আকরম (দঃ) এর অসন্তুষ্টির কারণ হয় তাতে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন। কেননা মুনাফিকরা আল্লাহর মর্যাদা নিয়ে সমালোচনা করেনি বরঞ্চ হুযুর আকরম (দঃ) এর সাথেই তারা বেয়াদবী করেছিল। কিন্তু এতে আল্লাহও নারাজ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয়তঃ যদি আল্লাহর ক্রোধের আগুনকে নির্বাপিত করতে হয়, তবে প্রথমে তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কেই রাজী করতে হবে। মুনাফিকদেরকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (দঃ) কে রাজী কর এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তারা তো আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না, সুতরাং আল্লাহকে রাজী করার জন্য তারা অবশ্যই প্রিয় নবী (দঃ) এর রিসালতের দরবারেই ধর্ণা দিবে।

তৃতীয়তঃ, কোন ভাল কাজে হুযুর পাক (দঃ) কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা এবং তাঁকে তা দেখানো রিয়া বা শিরিক কিছুই নয়। আর যদি কেউ নামায পড়ার সময় এই ধারণা রাখে যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দঃ)কে রাজী করাবো। অর্থাৎ ইবাদত তো আল্লাহরই জন্য করবো, কিন্তু তা হুজুর আকরম (দঃ) এর আদেশ দেয়ার কারণেই। এবং এতে আল্লাহ ও রাসুল (দঃ) এর সন্তুষ্টি রয়েছে। তবে খুবই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তম। কেননা এখানে আয়াতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ)-এ দুই মহান সত্তাকেই সন্তুষ্ট করার আদেশ ঘোষিত হয়েছে।

তাফসীরে রুহুল বায়ান, খাযেন এবং মাদারেকে وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় একখানা হাদীস নকল করা হয়েছে। একবার হুজুর পাক (দঃ) হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)কে ইরশাদ করলেন, আজকের রাত্রে আমি তোমার কুরআন তেলাওয়াত শুনেছি। আল্লাহ তো তোমাকে হযরত দাউদ (আঃ) এর কণ্ঠস্বর দান করেছেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতাম আমার কুরআন তেলাওয়াত কুরআন ওয়ালা স্বয়ং শুনতেছেন, তাহলে আমি আরও সুন্দরভাবে পড়তাম। সুবহানাল্লাহ্! নামায পড়া এবং কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহরই ইবাদত, কিন্তু আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) এই মূল ইবাদতের মাঝেই প্রিয় নবী (দঃ) কে সন্তুষ্ট করতে চান।

হুযুর আকরম (দঃ) এর অসুস্থতা সম্পর্কীয় হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) হুযুর আকরম (দঃ)এর প্রতিনিধি হয়ে নামাযের ইমামতি করছিলেন, নামাযের মাঝখানে আল্লাহর নবী তাশরীফ আনয়ন করলে হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) মুকতাদী হয়ে গেলেন। আর সেই নামাযেই হুযুর আকরম (দঃ) ইমাম হয়ে গেলেন (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি) নামাযের ভিতরেই এটি হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ) কে সম্মান করার শিক্ষা।

ذکرِ خدا جو ان سے جُدا چاہو نجدیو ۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

অর্থাৎ– 'হে নজদীরা, তোমরা আল্লাহর স্মরণকে তাঁর মাহবুব (দঃ) এর স্মরণ হতে পৃথক করতে চাও। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর এমন স্মরণ হক তো নয়ই, উপরন্তু তা জাহান্নামেরই চাবিকাঠি।'

চতুর্থতঃ হুযুর আকরম (দঃ) কে সন্তুষ্ট করা ঈমানেরই অন্তর্ভূক্ত। আয়াতে এ জন্যই বলা হয়েছেঃ 'যদি তারা মু'মিন হতো। যখন তাঁর পবিত্র নাম আল্লাহর প্রত্যেকটি কথা সম্বলিত ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, অতএব তাঁর সন্তুষ্টি কেন অন্তর্ভূক্ত হবে না? কালিমা, নামায, খুৎবা, আযানে, প্রত্রেকটি দুআয় বস্তুতঃ সকল জায়গায়ই প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক মওজুদ রয়েছে। তাই হযরত হাচ্ছান (রাঃ) ইরশাদ করেন–

ضَمَّ اِلْاِلٰهُ اِسْمَ النَّبِیِّ بِاسْمِهٖ ۔ اِذْ قَالَ فِی الْخَمْسِ اَلْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম মুবারকের সাথে আপন হাবীব (দঃ)এর নাম মুবারক মিলিয়ে রাখলেন। যেমন মুয়াজ্জিন যখন দৈনিক পাঁচবার 'আশহাদু' বলে উচ্চারণ করে। (তখন তৎসঙ্গে প্রিয় নবী (দঃ) এর নামও ঘোষণা করে থাকে)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতঃ ৩৮

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْیُ الْعَظِيْمُ ۔ (পারাঃ ১০, সূরা তাওবা, রুকূঃ ৮)

অর্থাৎ– তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ)এর বিরোধীতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেথায় সে স্থায়ী হবে। এটি চরম লাঞ্ছনা।'

এআয়াতে হুযুর পাক (দঃ) এর মানমর্যাদার বর্ণনাই হয়েছে, সাথে সাথে এতে আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব (দঃ) এর বিরোধীদেরকে ভীষণ ভয় দেখানো হয়েছে। এআয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) কে নারাজ করার হুকুম একই। আর তা হচ্ছে কুফরী। আল্লাহ্কে নারাজ করলে সে কাফির হবে। ঠিক একইভাবে তাঁর মাহবুব (দঃ)এর বিরোধীতা করলেও কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ মাতা–পিতাকে কষ্ট দেয় অথবা গোটা মাখলূককেই নারাজ করে ফেলে, তখন সে যদিও বা গুনাহ্গার হবে কিন্তু কাফির হবে না। কিন্তু কেউ যদি রিসালতের মহান দরবারের সাথে বিরোধীতা করে, কাফের হয়ে যাবে।

শয়তানকে যখন হযরত আদম (আঃ)কে সিজদা করতে বলা হলো, সে অস্বীকার করলো। সে তো একত্ববাদ এবং আল্লাহর সিজদাকে অস্বীকার করেনি বরঞ্চ সে হুযুর আকরম (দঃ) এর নূরের আমানতদার হযরত আদম এর মর্যাদাকেই অস্বীকার করেছিল। যার পরিণাম এমন ভয়াবহ হলো যে, তার গোটা জীবনের সমস্ত ইবাদত নষ্ট হয়ে গেল, আর সে খোদার গযবপ্রাপ্ত হল। এতক্ষণ তো বিরোধীতারই হুকুম বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) কে নারাজ করার পরিণাম আল্লাহকে নারাজ করার পরিণাম হতেও অনেক বেশী মারাত্মক। এজন্যই আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেছেন–হে মাহবুব (দঃ) এরা যদি কোন গুনাহ্ করে আপনার পবিত্র দরবারের দিকে ধাবিত হয় এবং আপনি যদি তাদের জন্য শাফায়াত করেন, তখন আমি তাদের উপর রাজী হয়ে যাব। বস্তুতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর দরবারে হাজির হওয়া এবং তাঁর শাফায়াতই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উপায়। কিন্তু যদি পিয়ারা মাহবুব (দঃ)ই কারও উপর নারাজ হয়ে যান, তখন কে তাঁকে রাজী করাবে? কেননা তিনি তো নিজেই শাফায়াতকারী। কোন প্রেমিক বড় চমৎকার বলেছেন–

خدا جس کو پکڑے چھڑالے محمدؐ ۔ محمدؐ جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا

অর্থাৎ– যদি আল্লাহ কাউকে ধরে বসেন, তখন হুযুর পাক (দঃ) এর শাফায়াতের কারণে আল্লাহ তাকে মা'ফ করে দেন। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) যাকে আটক করছেন, কে তাকে মুক্তি করাবে।

'দুররুল মুখতার' কিতাবের মুরতাদিন অধ্যায়ের মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মর্যাদার সাথে বেয়াদবী করবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে কতল করা ওয়াজিব, কিন্তু সে যদি তাওবা করে, তবে মাফ করা যাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি নবুয়্যতের মহান দরবারের সাথে বেয়াদবী করবে সে কাফির হবে এবং তাওবার দ্বারাও সে কতল হতে পরিত্রাণ পাবে না। কেননা ঐটি ছিল আল্লাহর হক আর এটি হচ্ছে নবী (দঃ) এর হক।এবং তাওবার কারণে আল্লাহর হক মা'ফ হয়ে যায় কিন্তু বান্দার হক মাফ হয় না।সুতরাং বুঝা গেল, হুযুর আকরম (দঃ) এর সাথে বেয়াদবীকারী দুনিয়াবী বিধান অনুযায়ীও কঠোর শাস্তির ভাগী হবে।

'মাদারেজুন নবুয়্যত' নামক কিতাবের মধ্যে আছে,ওহী লেখক আবদুল্লাহ ইবনে আবি সুরাহ্ মুরতাদ হয়ে গিয়ে হুযুর আকরম (দঃ) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে লাগলো–আমার জানা আছে যে, তিনি কুরআন নিজ হতে তৈরী করে নেন। কেননা আমি নিজেই কুরআন লেখক ছিলাম তার মৃত্যুর পর যখন তাকে দাফন করা হল, মাটি তার মরদেহ বাইরে নিক্ষেপ করল। বার বার কবরকে গভীর করে তাকে রাখা হল, কিন্তু মাটি তাকে কবুলই করলনা, বরঞ্চ প্রত্যেক বারই বাইরে নিক্ষেপ করল। বুঝা গেল যে নবুয়্যতের মহান দরবার হতে বিতাড়িত সে আর কোথাও আশ্রয় পাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর গযব হতে হেফাজত করুন।

আয়াতঃ৩৯

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(পারাঃ ১১ সূরা তাওবা, রুকূঃ১৩)

অর্থাৎ–হে মাহবুব (দঃ)! তাদিগের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি তাদিগকে পবিত্র এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।

সুবহানাল্লাহ! এই আয়াতখানি হুযুর আকরম (দঃ) এর উচ্চ মর্যাদার বিবরণ দিচ্ছে। আয়াত খানার শানে নযুল এই যে, তাবুকের যুদ্ধে মদীনা শরীফের মুমিনদের কিছু লোক নানা কাজ–কারবারে ব্যস্ত থাকার কারণে শরীক হতে পারেনি। যখন হুযুর আকরম (দঃ)মুজাহেদীনসহ প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ঐ লোকগুলো তাদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল এবং শপথ করল, আমাদেরকে একমাত্র প্রিয় নবী (দঃ)ই তাঁর মুবারক হাত দ্বারা মুক্তি দিবেন। হুযুর আকরম (দঃ) জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা এবং তারা কেন নিজেদেরকে এভাবে বেঁধে রেখেছে। লোকেরা আরয করল, হে আল্লাহর রাসুল(দঃ) এদের ভুল হলো এরা আপনার সাথে জিহাদে শরীক হয়নি। এখন তারা লজ্জিত এবং তাওবা করতেছে। হুযুর আকরম (দঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর আদেশ ব্যতিরেকে আমি তাদেরকে মুক্ত করব না;পরে তাদের তাওবা কবুল হয়েছে এবং তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরপর এ লোকগুলো হুযুর (দঃ) এর দরবারে নিজেদের সম্পত্তি পেশ করে বলল, যেহেতু এই সম্পত্তি আমাদেরকে জিহাদ হতে বিরত রেখেছে। সেহেতু এই সম্পত্তি আমরা কাফফারা হিসাবে দিয়ে দিচ্ছি।

হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন, আমাকে এ মাল গ্রহণ করার জন্য বলা হয়নি। তখন এআয়াতখানি নাযিল হলো (খাযায়েনুল ইরফান) এবং বলা হলো,হে মাহবুব (দঃ) ! আপনি এ মাল গ্রহণ করুনএবং তাঁদের জন্য দুআ করুন। কেননা আপনার দুআয় তারা প্রশান্তি লাভ করে। এরা তো আপনারই, আর আপনি যদি তাদের উপর নারাজ হয়ে যান–তবে তারা কার হয়ে থাকবে। আপনি তাদেরকে পবিত্র করে দিন।

এই আয়াত দ্বারা বিভিন্নভাবে হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমতঃ লাখো আমলই হোক না কেন, কিন্তু তা কবুল হবে একমাত্র প্রিয়নবী (দঃ) এর নেক দৃষ্টির মাধ্যমে। নতুবা সদকা করা তো আল্লাহরই ইবাদত। কিন্তু তা কবুলিয়্যত লাভ করবে প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলায়ই।

দ্বিতীয়তঃ, সাহাবগণের আকীদা এই ছিল যে, গুনাহ্ মা'ফ হুযুর পাক(দঃ)এর মাধ্যমেই হয় । তাই তারা মসজিদে নববীতে এসেছিল এবং হুযুর পাক (দঃ) এর দ্বারাই নিজেদেরকে মুক্ত করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিল। তৃতীয়তঃ,হুযুর আকরম (দঃ) সমস্ত মুসলমানদেরকে সকল অপবিত্রতা আর গুনাহ হতে মুক্ত করেন।ভাল আমল হচ্ছে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। এখানে আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি তাদেরকে তাদের সদকা গ্রহণ করে পবিত্র করে দিন। সুতরাং যত ইবাদতই হোক না কেন, যদি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে কবুল না হয় তা অর্থহীন এবং ইবাদতকারী পূর্বেকার মতই অপবিত্র। চতুর্থতঃ আল্লাহর এই নিয়ম মুবারক যে, যখন আল্লাহ কোন রহমত পাঠাতে মনস্থ করেন, তখন তিনি স্বীয় হাবীব (দঃ)কে ডেকে বলেন, আপনি অমুকের জন্য আমার নিকট এটা চান, তখন আমি তা প্রদান করব। আর এজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে। আপনি তাদের জন্যে দুআ করুন।

تیری رضا حلیف قضا و قدر کی ہے۔

অর্থাৎ 'আপনার সন্তুষ্টিই তাকদীর গড়ার সেতু।

হাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাহবুব (দঃ) এর দুআ ছাড়াও রহমত নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। বরঞ্চ আল্লাহ ইরশাদ করেন। হে আমার হাবীব (দঃ)! আপনি দুআ করুন। তবেই আমি রহমত পাঠাব। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হচ্ছে– প্রত্যেক জুমআ এবং সোমবার আমার উম্মতের আমলনামা আমার দরবারে পেশ করা হয় এবং আমি প্রত্যেকের গুনাহ মাফের জন্যে দুআ করে থাকি। এখন কথা হলো এখনও আমাদের আমল প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে কি জন্য পাঠানো হয়? কেননা হুযুর আকরম (দঃ) এর দুআ আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। পঞ্চমতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর দুআর কারণে সাবাহীগণ অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি লাভ করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ان کا مبارک نام بھی ہے چین دل کا چین ہے ۔ جو مریض لادوا اس کی دوا یہی تو ہیں

অর্থাৎ তাঁর পবিত্র নামই অশান্ত অন্তরকে শান্তি দিতে পারে। আর নিরাময়হীন রোগীরও হচ্ছে সে মহান নাম মুবারক ওষুধও

মানুষতো অবশ্যই বরঞ্চ সে মহান সত্তার কালাম দ্বারা উট হরিণ এবঙ শুকনো লাকড়ি পর্যন্ত প্রশান্তি লাভ করেছে। হান্নানা তাঁর বিরহে কেঁদেছে। উট সে মহান সত্তার নিকট মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। হরিণী শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে প্রিয় নবী (দঃ) এর নিকট আরয করেছে যে, আমার বাচ্চাগুলো ক্ষুধার্ত। হে রাসূলঃ (দঃ) যদি আপনি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অবকাশের ব্যবস্থা করে দেন, তবে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করিয়ে পুনরায় ফিরে আসব। (দেখুন মিশকাত, আর হরিনীর ঘটনা দেখুন শরহে দালায়েলুল খায়রাত) বস্তুতঃ তাঁর পবিত্র সত্তা গোটা মাখলুকের জন্য চিত্ত শান্তিকর। যার অন্তরে তাঁর সেই পবিত্র নাম মুবারক দ্বারা শান্তি আসবে না, সে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে নাই বললেই চলে। যেমনিভাবে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে মিঠা জিনিষ ও তিক্ত মনে হয়।

আয়াতঃ ৪০

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ـ

পারাঃ ১১, সূরা তাওবা; রুকুঃ ১৬)

অর্থাৎ—'তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট ঐ রাসূল এসেছে, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মংগলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র এবং পরম দয়ালু।

এ আয়াতখানি হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসায় ভরপুর। এখানে হুযুর পাক (দঃ) এর মহান আগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমনের বর্ণনা দেয়ার নামই হচ্ছে মীলাদ। সমস্ত লোক তো হুযুর আকরম (দঃ) এর দুনিয়ায় আগমন সম্পর্কে জানেই, সুতরাং আবার এর আলোচনা কি জন্য? এজন্যই যে এতে মীলাদের বর্ণনা এবং প্রিয়নবী (দঃ) এর মর্যাদার প্রকাশ রয়েছে। এমন কি অন্যান্য সকল নবী রাসূলগণও নিজ নিজ উম্মাতের কাছে হুযুর পাক (দঃ) এর আগমন সম্পর্কীয় সুসংবাদ শুনিয়ে গিয়েছেন। বুঝা গেল যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর মীলাদ পাক আল্লাহ্‌র ও সুন্নাত এবং নবীগণেরও সুন্নাত।

উপরোক্ত আয়াতখানিতে হুযুর আকরম (দঃ) এর ছয়টি মহান সিফাত বর্ণিত হয়েছে (১) রাসূল (২) তোমাদের মধ্য হতে (৩) তোমাদের কষ্ট তাঁর জন্যও কষ্টদায়ক (৪) তিনি তোমাদের মংগলকামী (৫) রউফ (৬) রহীম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমন যে রাসূল হিসেবেই হয়েছে তা মেনে নেয়ার উপরই ঈমান নির্ভর করে। তাঁকে আমাদের মত মানুষ বা ভাই হিসেবে মানলে মুসলমান হওয়া যাবে না। নতুবা আবু লাহাব তো ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে তাঁর জন্মের আনন্দ করেছিল। আবু তালেব একই সম্পর্কের খাতিরে তাঁর খেদমত করেছিল। যদি তারা তাঁকে রাসূল মেনে নিয়ে এগুলো করতো, তবে অবশ্যই মুসলমান এবং সাহাবী হতো। আর এজন্যেই আয়াতে رَسُوْلٌ বলা হয়েছে।

এখানে رَسُوْلٌ বলা হলেও মি'রাজ সম্পর্কীয় আয়াতে بِعَبْدِهٖ বলা হয়েছে। কেননা হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহর মহান দরবারে বন্দেগীর মর্যাদা নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন। আর আমাদের নিকট তিনি পয়গাম্বরী মর্যাদা নিয়ে আগমন করেছেন। তিনি আল্লাহর বান্দা হয়ে আসলেও তাঁকে রাসূল, নূর, বুরহান আল্লাহর নিয়ামত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাধিতে স্মরণ করা হয়। যে তাঁকে বান্দা বলে ডাকবে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর মত যে আপন স্বামীকে পুরুষ বলে ডাকবে। অথবা এখানে رسول এর অর্থ মহান রাসূল অথবা প্রতিশ্রুত রাসূল।

আর مِنْ اَنْفُسِكُمْ কে দু'ভাবে পড়া যেতে পারে।

فَ অক্ষরের জবরের সাথে অথবা পেশের সাথে। যদি জবরের সাথে فَ পড়া হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে তিনি তোমাদের মধ্যে একটি বিশেষ এবং শ্রেষ্টতম জামায়াতের মধ্যে আগমন করেছেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, গোটা দুনিয়ার মধ্যে আরবই শ্রেষ্ঠ। আরবদের মধ্যে কুরাইশ শ্রেষ্ঠ, কুরাইশদের মধ্যে বনিহাশিম শ্রেষ্ঠ, আর হুযুর আকরম (দঃ) বনি হাশিমের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একইভাবে সমস্ত ভাষাসমূহের মাঝে আরবী ভাষাই শ্রেষ্ঠ, কেননা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, মৃত্যুর পরের জীবনে প্রত্যেকেরই ভাষা আরবী হবে, জান্নাতীগণের ভাষা আরবী এবং হুযুর আকরম (দঃ) এর ভাষাও আরবী। উপরন্তু, গোটা দুনিয়ার শহরগুলোর মধ্যে পবিত্র মক্কাই শ্রেষ্ঠ। আর এ শহরই হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমনের স্থান। একইভাবে সকল বংশ তালিকার মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) এর বংশ তালিকাই খুবই পাক এবং পবিত্র। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত তাঁর বংশ তালিকায় কোন যেনাকারী ছিল না। হুযুর আকরম (দঃ) তাঁর আগমনের পূর্বে প্রত্যেক কালেই কালের শ্রেষ্ঠতম বান্দাগণের মাঝে রক্ষিত ছিলেন। যেমন 'মিশকাত' 'সাইয়েদুল মুরসালীনের ফজিলত'' অধ্যায়ের প্রথম হাদীছেই তা রয়েছে। হুযুর আকরম (দঃ) এর পূর্বপুরুষদের মাঝে হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত আবদুল্লাহ পর্যন্ত কেউই মুশরিক বা প্রতিমার পূজক ছিল না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা 'আজর' ছিল না বরং তাঁর পিতার নাম ছিল তারেক, তবে কুরআনে আজরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা বলা হয়েছে। সেখানে পিতা চাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে হাদীছ শরীফে যেমন এসেছে—

اِنَّ اَبِیْ وَاَبَاكَ فِی النَّارِ

অর্থাৎ "তোমার এবং আমার পিতা জাহান্নামী।" এখানেও 'আবুন' বা পিতা দ্বারা তাঁর চাচা আবু তালেবকে বুঝানো হয়েছে। 'মিশকাত' শরীফের কবর যিয়ারতের অধ্যায়ে রয়েছে, একবার হুযুর পাক (দঃ) তাঁর মা আমিনা খাতুনের পবিত্র মাযারে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গেলেন এবং খুব কান্নাকাটি করলেন এবং বললেন, আমি আমার মাতার কবর সম্পর্কে আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তাঁর গুনাহ মাফের জন্য দুআ করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীছের আলোকে অনেকেই তাঁর মাতাকে মু'মিন না বলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু মায়াজাল্লাহ এমন দাবী সঠিক নয় কেননা হুযুর আকরম (দঃ) তাঁর মাতার বিরহেই কেঁদেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর মাতার কাফির হওয়া প্রমাণ করা যায় না। আর তাঁর মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, মাগফিরাতের জন্য দোয়া একমাত্র গুনাহ্গারের জন্যই করা হয় অথচ তাঁর মাতা তো গুনাহ্গার ছিলেন না যে, তাঁর গুনাহ্ মাফের দুআ করা হবে। এজন্যই অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের জানাযায় তাদের জন্য দুআ করা হয় না। গুনাহ্গার তো তাকেই বলা হয় যার কাছে নবীর আহ্কাম পৌঁছে অথচ সে তার উল্টো চলে। হযরত আবদুল্লাহ এবং হযরত আমিনা খাতুন হুযুর আকরম (দঃ) এর নবুয়্যতের যুগ পাননি। অথচ এদিকে পূর্ববর্তী নবীগণের ধর্মমতেরও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের শিক্ষাও উঠে গিয়েছিল। তখন তাঁরা কিসের উপর আমল করতে পারতেন? এদ্বারা প্রমাণিত হল যে, তাঁরা বেগুনাহ্ ছিলেন, আর দুআ তো গুনাহ্গারের জন্য। কিন্তু তাঁরা যদি কাফির হতেন তাহলে হুযুর আকরম (দঃ) তাঁদের কবর যিয়ারতের অনুমতিও পেতেন না। কেননা কাফিরের কবর যিয়ারত করাটাও তো হারাম। যেমন কুরআন ঘোষণা করছে।

لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ 'হে পিয়ারা হাবীব (দঃ)! আপনি এই সকল কাফির এবং মুনাফিকদের কবরের পার্শে দাঁড়াবেন না কেননা তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) এর সাথে কুফরী করেছে। ফল কথা এটা মানতে হবে যে, হযরত আমিনা (রাঃ) এবং আবদুল্লা (রাঃ) মুমিন ছিলেন, কাফির ছিলেন না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে তাঁরা কোন দ্বীনের উপর ছিলেন। আমি প্রথমেই বলে এসেছি, তাঁদের বেঁচে থাকার সময় পর্যন্ত ইসলাম দুনিয়ায় আসেনি এবং অন্যান্য নবীগণের দ্বীনও মুছে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁরা 'আসহাবে ফিতরত' বা স্বভাবগত ধর্মের উপর ছিলেন। এদের জন্য শুধুমাত্র তাওহিদের বিশ্বাস অর্থাৎ প্রতিমার পূজা না করা এবং আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়াই যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃ হযরত আমিনা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ফিত্রি বা স্বভাবগত দ্বীনের উপরই ছিলেন এবং এর উপর দৃঢ় থেকেই তাঁরা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। তারপর বিদায় হজ্বের সময় হুযুর আকরম (দঃ) তাঁদের উভয়কে পুনরায় জীবিত করে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে গিয়েছেন, অতএব তাঁরা উভয়ই এখন মুসলমান। এ সম্পর্কে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রঃ) একখানা রিসালা লিখেছেন এবং আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁ বেরলবী (রঃ) ও شمول الاسلام لابائه الكرام নামে আর একখানা কিতাব রচনা করেছেন। যেই মাছের পেটের মধ্যে হযরত ইউনুস (আঃ) ছিলেন, সেই মাছটির পেট আরশের চেয়েও আফজল। কেননা সেখানে একজন নবীর মি'রাজ হয়েছিল। মছনবী শরীফে আছে–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

شانِ من بالاوشانِ او نشیب نہ زانکہ قرب حق بروں از صاحبیب

একইভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর সাহাবী অন্যান্য পয়গম্বরগণের সাহাবী হতে আফজল। তাঁর বিবিগণ অন্যান্য নবীগণের বিবি হতে উত্তম। তাঁর যুগ সকল যুগ হতে শ্রেষ্ঠ। অনেক ইমামের দৃষ্টিতে তাঁর আগমনের দিন সোমবার অন্য সকল দিন হতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর আগমনের মাস রবিউল আউয়াল বৎসরের অন্য মাস হতে উত্তম। তাঁর পবিত্র রওজার ঐ মাটি যা তাঁর শরীর মুবারকের সাথে লেগে আছে, তা কা'বা শরীফ, ফরশ আরশ এবং কুরসী হতে অনেক শ্রেষ্ঠ। (দেখুন শামী, হজ্ব অধ্যায়)

বস্তুতঃ যে জিনিষই হুযুর আকরম (দঃ) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে সেটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। সকল পানির মধ্যে কোন পানি আফজল এনিয়ে ফকীহ্গণ বিতর্ক করেছেন। কেউ বলেছেন, যমযমের পানি। কিন্তু কেউ বলতেছেন, এক যুদ্ধের সময় যে পানির পেয়ালার মধ্যে হুযুর আকরম (দঃ) হাত মুবারক রেখেছিলেন, আর তাঁর আঙ্গুল মুবারক হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই পানিই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখে। কেননা যমযম হযরত ইসমাইল (আঃ) এর কদমের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ পানি সাইয়েদুল আম্বিয়া (দঃ) এর হাত মুবারক হতে। একইভাবে হযরত জাবের (রাঃ) এর ঘরে যে খাদ্যের মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) আপন থুথু মুবারক দিয়েছিলেন, তা অন্য যে কোন খাদ্য হতে শ্রেষ্ঠ।

আর اَنْفُسِكُمْ এর ف উপর পেশ দিয়ে ও পড়া যায়। তখন অর্থ হবে তোমাদের নফস হতে। অর্থাৎ নবী তোমাদের মধ্য হতেই এসেছেন। ফেরেশতা বা জ্বীন অথবা অন্যরবে আসেননি। বরঞ্চ তিনি মানুষ হতেই এসেছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানবকুল গৌরবান্বিত থাকে। আর আরবে আসার কারণে আরব অন্য সব স্থান হতে পৃথক মর্যাদা লাভ করেছে। অথবা তোমাদের মধ্যে তাঁর আসার মর্মার্থ হচ্ছে শরীরে রুহ আসার মত। কেননা রুহ সর্বদা শরীরে থাকে কিন্তু তা দৃষ্টির বাইরে। একইভাবে হে মুসলমানগণ! তিনি তোমাদের অন্তরে এবং ধারণায় বিদ্যমান, কিন্তু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে।

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں
ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

অর্থাৎঃ "তিনি চোক্ষে আছেন, যেমন নয়নমনি, অন্তরে আছেন যেমন দেহে প্রাণ। তিনি আমাদের মাঝে বিরাজমান–কিন্তু আমাদের মাঝেই লুকায়িত এটিই তাঁর মহান শান।"

আয়াতে এরপর বলা হয়েছে তোমাদের বিপন্নতা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। অর্থাৎ তোমাদের ব্যথায় তিনিও ব্যথিত হন। একথার অর্থ তো একেবারেই সুস্পষ্ট। কেননা তিনি যখন তোমাদের মধ্যে এভাবে এসেছেন–যেভাবে শরীরে রুহ। অতএব শরীরের প্রত্যেকটি অংশের ব্যথায় রুহ অবশ্যই ব্যথিত হবে। ঠিক একইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কষ্টে তিনিও কষ্ট পান। যদ্বারা একথাও বুঝা গেল, হুযুর আকরম (দঃ) উম্মতের সকল অবস্থা সম্পর্কে সর্বদাই জানেন। নতুবা আমাদের বিপন্নতায় তিনিও চিন্তাক্লিষ্ট হচ্ছেন কিভাবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরপর جَاءَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিকট এসেছে' দ্বারা বুঝা গেল, প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি তাশরিফ এসেছেন। যদ্বারা তাঁর হাজির-নাজির হওয়াই সুপ্রমাণিত হয়েছে। আর এখানে একথা বলা হয়নি, তিনি কোথা হতে আমাদের কাছে তাশরিফ এনেছেন। যদ্বারা বুঝা গেল তিনি ঐ জায়গা হতেই এসছেন সেখানে 'কোথায়' এর ও কোন প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ লামকান (যা স্থান কালের উর্ধ্বে) থেকে মাকানে এসেছেন। তিনি আল্লাহর একান্ত নৈকট্যে লাখো বৎসর ছিলেন। আর সেখান হতেই এসেছেন।

একটি সুক্ষ্ম কথাঃ-

রব তাআলা নিজে গোপন থেকে স্বীয় মাহবুব (দঃ) কে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কেননা জাহেরের উপরই শত্রু-মিত্রর দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু শত্রুকে দেখানো আল্লাহর ইচ্ছে নেই। কবির ভাষায়-

معشوق عیاں بسے گذرد بر تو لیکن اغیار ہمیں بینند ازیں بستہ حجاب است

অর্থাৎ-"হে আমার মাহবুব (দঃ)। আপনার নিকট বহু লোকই আসবে যাবে। দুশমন ও আপনাকে দেখবে। কিন্তু তার দৃষ্টির সম্মুখে পর্দা লটকানো থাকবে।"

হুযুর আকরম (দঃ) এর জাত মুবারক আজমতে ইলাহীর জন্য ঢালের মত, যা আপন রবেরই কাজ করেন। কিন্তু সমস্ত মুসীবত তিনি নিজেই সহ্য করেন। আর রব তাআলা তো পর্দার আড়াল হতে এ ভাবেই সাবধান করে দিয়েছেন, যে আমার মাহবুব (দঃ) কে কষ্ট দিবে আমি তার বদলা নেব। কিন্তু তিনি জাহের হননি।

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ এর অর্থ এই যে, কেউ তো স্বীয় সন্তান-সন্ততির মংগলকামী হয়, কেউ স্বীয় ইয্যতের কেউ অর্থের। আর কেউবা অন্য কোন কিছুর। কিন্তু মাহবুব পাক (দঃ) না স্বীয় সন্তানের মংগলকামী, না স্বীয় শান্তির, বরঞ্চ তিনি তো তোমাদের মংগলকামী। এ জন্যই তিনি দুনিয়ায় তাশরিফ এনে উম্মতকেই স্মরণ করেছেন। পবিত্র মেরাজের রাত্রিতে তিনি আমাদের বিষয়ই চিন্তা করেছেন। দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়ও আমাদেরকে ভুলেননি। কবরে যখন রাখা হয়েছে তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ঠোঁট মুবারক নড়ছে, ভাল করে শুনলেন, হায়! তিনি উম্মতের শাফায়াত কামনা করছেন। রাত্রির পর রাত্রি জাগরন থেকে তিনি কেঁদে কেঁদে উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন হে আল্লাহ! যদি তুমি তাদেরকে আযাব দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা,আর যদি তাদেরকে মাফ করে দাও, তবে তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জানের চিন্তায় থাকবে। কিন্তু মাহবুব (দঃ) এর নিকট থাকবে জাহানের চিন্তা। সমস্ত নবীগণ নাফসী-নাফসী করবেন, আর মাহবুব (দঃ) এর পবিত্র মুখে থাকবে 'উম্মতি', 'উম্মতি'।

আয়াতঃ ৪১

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ

(পারাঃ ১১ সূরা ইউনুস; রুকুঃ১১)

অর্থাৎ-'আপনি বলুন, হে লোকেরা! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে।'

এ আয়াতখানি হুযুর আকরম (দঃ) এর স্তুতি বর্ণনা করছে। কেননা এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের নিকট হক বা সত্য এসেছে। হক দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে,অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে অথবা হুযুর (আঃ) এর পবিত্র জাত মুবাবককে বোঝানো হয়েছে। বুঝা গেল হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র নাম সমূহ হতে 'হক' ও একটি নাম। দ্বিতীয়তঃ আর সবাই তো হকের উপর থাকে, কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) নিজেই মাথা মুবারক হতে পায়ের তালু মুবারক পর্যন্ত হক। যে তাঁকে দেখেছে, 'হক'কেই দেখেছে। অন্যরা তো মুমিন, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) ঈমান। অন্যরা তো আরিফ, কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) নিজেই 'ইরফান'। (যাকে চিনলে আরিফ হওয়া যায়) অন্যরা আলিম, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর গোটা শরীর মুবারকই ইলম। তাঁকে জানার নামই ইল্‌ম।

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا نہ تصور میں ترے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

অর্থাৎ-ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)। "তোমার পবিত্র দরবারে হাজিরী দেয়ার নামই হচ্ছে রিয়াযত। আর তোমার ধ্যানে থাকাই ইবাদত।"

আয়াতঃ ৪২

(পারাঃ ১৩ সূরা রাদ, রুকুঃ ৪) اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ-"জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"

এ আয়াত খানিতে হুযুর পাক (দঃ) এর পরিকার প্রশংসা রয়েছে। এতে মুসলমানদেরকে তাদের অন্তরের অশান্তি দূরীকরণের চিকিৎসা বাতানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা যায়। এখানে যিকরুল্লাহ দ্বারা আল্লাহর পবিত্র জাতকে অথবা হুযুর আকরম (দঃ)কে বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র নাম ও যিকরুল্লাহ্‌। (দেখুন দালায়েলুল খায়রাত, প্রথম হিজর) যদি প্রথম অর্থটি নেয়া হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরে শান্তি আসে। কেননা প্রায় সময়ই গুনাহর কারণেই অন্তরে ব্যস্ততার সৃষ্টি হয়। মাওলানা রুমী (রঃ) এর ভাষায়-

ہرچہ آید بر تو از ظلمات و غم نہ ایں ز بے باکی و گستاخی ست ہم

ابر نہ آید از پئے منع زکوٰۃ وز زنا افتد بلا اندر جہات

অর্থাৎ-'তোমার উপর যে সমস্ত বিপদআপদ এবং মুসীবত আসে, এ সমুদয় তোমার বেপরোয়া জীবন এবং বেআদবীরই ফলাফল। যখন যাকাত আদায় করা বন্ধ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়ে যায়, তখন আসমান হতে আর বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। আর যখন যেনা ব্যাপকতা লাভ করে তখন সবদিক হতে বিপদ এসে পৌঁছে।'

পবিত্র কুরআন ইরশাদ করছে–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থাৎ–'তুমি যে বিপদে পতিত হয়েছ, তা তোমারই অর্জিত অথচ আল্লাহ্ তো অনেককেই মা'ফ করে দেন।" আর গুনাহ্গারদের জন্য আল্লাহর স্মরণ অপবিত্র লোকের জন্য সমুদ্রের পানির মতই। অপবিত্রতা যার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়। এভাবে গুনাহ্র ময়লা এবং দুর্গন্ধও আল্লাহর স্মরণ দ্বারা দুর হয়ে যায়। যিকরুল্লাহর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ্ও মাফ হয়ে যায় এবং চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। মাওলানা রুমী বলেন–

ذکرِ حق پاکی ست چوں پاکی رسید ☆ رخت مے بندد بروں آید پلید

অর্থাৎ 'আল্লাহর' যিকর বড়ই পবিত্র, যখন এই পবিত্র যিকরুল্লাহ তোমার মধ্যে প্রবেশ করে তখন পবিত্রতার আমেজ সৃষ্টি হয়, আর অপবিত্রতা তোমার থেকে দূরীভূত হয়ে যায়।"

এজন্যই ইসলাম সকল বিপদের সময়ই আল্লাহর স্মরণের আদেশই দিয়েছে। যেমন বৃষ্টি না হলে ইসতিসকার নামায পড়। সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণ হলে তবে 'কসুফ' এবং 'খসুফের নামায পড়।কোন কাজ করতে হলে ইসতেখারার নামায পড়। বরঞ্চ প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহরই স্মরণ কর। শিশু জন্ম নিলে তার কানে আযান দাও। ছোট বেলায়ই তাকে নামায শিক্ষা দাও। ভোরে উঠা মাত্রই নামায পড়। রাত্রি বেলায় শোয়ার পূর্বে নামায পড়ে শয়ন কর। মৃত্যুর সময় আল্লাহর বান্দাকে কালেমা পড়াও। তার কাফনের উপর কালেমা লিখে দাও। কবরে অবতরণের সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলেই অবতরণ করাও। মোট কথা প্রত্যেক অবস্থাতেই আল্লাহ্কে স্মরণ কর।

এরপর শরীরের প্রত্যেকটি অংশের পৃথক পৃথক যিকর আছে। যেমন চক্ষুর যিকর আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা। চক্ষু দ্বারা কুরআনকে, কা'বাকে মাতাপিতাকে দ্বীনি আলেমকে দেখা। কানের যিকর আল্লাহর পবিত্র নাম এবং কুরআন শরীফ শুনা। হাতের যিকর পবিত্র কুরআন ধরা ইত্যাদি। আর পায়ের যিকর হচ্ছে মসজিদ অথবা পবিত্র স্থানসমূহে যাওয়া। এবং প্রত্যেক যিকরেই অন্তরে শান্তি আসে। মাওলানা রুমী (রঃ) ইরশাদ করেন–

گر تو خواہی زیستن با آبرو ☆ ذکرِ او کن ذکرِ او کن ذکرِ او

ہر گدا را ذکرِ او سلطان کند ☆ ذکرِ او بس زیورِ ایماں بود

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ– "দুনিয়ায় যদি তুমি মর্যাদার জীবনযাপন করতে চাও, তবে সব সময় আল্লাহর যিকর কর। আল্লাহর যিকর ফকিরকে বাদশাহ্ করে দেয়। তাঁর যিকরই ঈমানের অলঙ্কার।"

مولیٰ نام کی جپنا کرے ☆ سارے جگ کو اپنا کرے

অর্থাৎ–"মওলার পবিত্র নাম মুবারকের স্মরণে গোটা জগতকে আপন করে নাও।"

যিকরুল্লাহ দ্বারা শান্তির দ্বিতীয় কারণ এও যে, মানুষের নিকট দু'টো জিনিষ রয়েছে– শরীর এবং রুহ বা আত্মা। শরীর তো স্বদেশেই আছে কিন্তু রুহ অন্য দেশী। কেননা রুহ আরওয়াহ্ জগতের পক্ষী। যেটি এই শরীরের খাঁচায় আবদ্ধ রয়েছে। আর আল্লাহর স্মরণ রুহের দেশের পত্র। যখন বিদেশে স্বদেশের পত্র আসে, তা পেয়ে বিদেশীর মন-মাঝারে শান্তি আসে। এভাবে দুনিয়ায় আল্লাহর স্মরণ রুহ এবং আত্মার জন্য শান্তিপ্রদ। যিকরুল্লাহ দ্বারা মু'মিন মর্যাদালাভ করে। কুরআন শরীফকে জড়ানো কাপড়ের টুকরা অথবা কা'বা শরীফের গিলাফ এজন্যই সম্মানিত যে, এগুলো পবিত্র কুরআন এবং মহান কা'বার ছোঁয়া অর্জন করেছে। এভাবে যদি একজন মু'মিনের অন্তর এবং মুখ আল্লাহর যিকরের সাক্ষী হয়ে যায়, তবে দুনিয়া আখেরাত কবর হাশর সবখানেই সে অবশ্যই মর্যাদা লাভ করবে। মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন–

ہر کہ دیوانہ بود در ذکرِ حق ☆ زیر پائش عرش و کرسی را طبق

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে দেওয়ানা হবে, আরশকুরসী সহ সব কিছুই তার আয়ত্বাধীন হবে।'

আর যদি যিকরুল্লাহ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে যিকরুল্লাহ্ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর দ্বারা অশান্তিময় অন্তরে শান্তি আসে। হুযুর আকরম (দঃ)কে যিকরুল্লাহ্ এজন্যই বলা হয় যে, তাঁকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ মনে জাগে। কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

অর্থাৎ 'হে মাহবুব (দঃ) আপনিই আল্লাহর স্মরণ সৃষ্টিকারী।' যিকরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ সৃষ্টিকারী হুযুর আকরম (দঃ) এর দ্বারা অশান্তিময় অন্তরে এজন্যই শান্তি আসে, কেননা সাধারণ নিয়ম এই যে, لِقَاءُ الْخَلِيلِ شِفَاءُ الْعَلِيلِ

অর্থাৎ– বন্ধুর মুলাকাত রোগ নিরাময় করে। আর হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন সকল মুসলমানের একান্ত আপন। সুতরাং তাঁর নাম মুবারকের স্মরণে শান্তি পাওয়া জরুরী, কেননা প্রেমিক রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে তাঁর প্রেমাস্পদেরই স্মরণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হুযুর আকরম (দঃ) গোটা দুনিয়ার মূল। যেমন তিনি নিজেই ইরশাদ করেন–

أَنَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَكُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُورِي

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর পবিত্র নূর; আর গোটা সৃষ্টি আমারই নূর।' হযরত সাদী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত বুস্তা কিতাবে ইরশাদ করেন–

تو اصلِ وجود آمدی از نخست ÷ دگر ہر چہ موجود شد فرعِ تست

অর্থাৎ–"প্রত্যেক কিছুর মূলই প্রথমে অস্তিত্বে আসে। আর যা কিছুই অস্তিত্বে এসেছে তা আপনার থেকেই।"

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই, প্রত্যেকটি জিনিষ তার মূল অবস্থায় গিয়ে স্বস্তি লাভ করে। বিদেশে মানুষের জীবন যাত্রা অস্বস্তিতে কাটে, দেশে ফিরে সে স্বস্তি ফিরে পায়। নদীর পানি কেবল বইতেই থাকে, কেননা এ পানি স্বস্থান ত্যাগী। কিন্তু সমুদ্রের পানি বইতে থাকে না। কেনন তা আপন স্থানেই আছে। হুযুর আকরম (দঃ) এর স্মরণ নিজের মূলেরই স্মরণ। এদ্বারা শান্তি আসাই বাঞ্চনীয়। এটি পরীক্ষিত আমল যে, যদি কারও হৃদপিন্ডে কোন রোগ হয়। তবে দিলের উপরের স্থানে আঙ্গুল দ্বারা এই আয়াতখানি লিখে নিবে। সাথে সাথে ইয়া মুহাম্মদ (দঃ) বেশী বেশী করে তেলাওয়াৎ করবে, এতে আরাম হবে ইনশাআল্লাহ্।

اُن کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ÷ جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں

অর্থাৎ– "তাঁর প্রেমে যে যতই যাতনার মধ্যে থাকুক না কেন, যখনই সে পবিত্র নাম স্মরণ করবে, তার সকল যাতনাই নিমিষে দূর হয়ে যাবে।"

মানুষ তো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন। প্রাণীকুল, পাথরসমূহ এবং শুকনো কাঠও প্রিয় নবী (দঃ) এর দ্বারা শান্তি লাভ করে। যখন শুকনো কাঠ হুযুর আকরম (দঃ) এর বিরহ বেদনায় কাঁদছিল, তখন তাকে প্রিয় নবী (দঃ) আপন বক্ষ মুবারকে লাগানো মাত্র সে শান্তি ফিরে পেল।

একজন বুযর্গ এক রোগীর জন্য তা'বিজ লিখছিল। কোন বিধর্মী মন্তব্য করলো, এ সমস্ত তা'বিজ ইত্যাদি রুজিরোজগারের ব্যবস্থা মাত্র। এর দ্বারা কোন ফায়েদাই হবে না। বুযর্গ ব্যক্তি তখন অভিযোগ কারীকে উল্লু (আহাম্মক) গাধা এবং কুকুর বলে তা'বিজ লিখার কাজে আবার মগ্ন হয়ে গেল। এগুলো শুনে অভিযোগকারীর চেহারা ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। এবং সে বেহুদা বকবক করতে লাগল। বুযর্গ ব্যক্তিটি তখন বলল, জনাব আপনি এভাবে ক্রোধান্বিত কেন হলেন! আমি তো আল্লাহর সৃষ্টিজগত হতে তিনটি প্রাণীর নাম নিয়েছি মাত্র। অভিযোগকারী বলল, এর দ্বারা কি কারো অন্তরে আঘাত পড়বে না এবং তার কাছে কি খারাপ লাগবে না? তখন বুযর্গ সাহেব বললেন, এ তিনটি হীন প্রাণীর নামেই যদি এত প্রতিক্রিয়া হয় যে, আপনার অবস্থাই পরিবর্তন করে দিয়েছে, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর নামে এমন প্রভাব কেন হবে না? যার কারণে রোগীর অবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আসল কথা তো হচ্ছে এই, হুযুর আকরম (দঃ) এর স্মরণ সেই শাহেন্শাহে দোআলম (দঃ) এর দৃষ্টিকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটু তোমারই দিকে ফিরানোর বায়না মাত্র। কেননা তাঁর দৃষ্টি দ্বারাই ফকিররা পার পেয়ে যায়। কোন কবি বড়ই চমৎকার বলেছেন–

ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر بن جاتی ہے ÷ جس سمت وہ نظریں اٹھتی ہیں کونین ادھر ہو جاتی ہے

অর্থাৎ–'মাহবুবে খোদা দঃ) এর স্মরণে প্রত্যেকটি কণা অনুকণা হৃদয় এবং প্রত্যেকটি জিনিষের মধ্যে (খোদায়ী দৃষ্টি এসে যায়, আর যেদিকেই সে দৃষ্টি পতিত হয়, সৃষ্টিও সে দিকে ঝুঁকে পড়ে।"

মাওলানা হাসান রেজা খান সাহেব কি চমৎকারই না বলেছেন–

رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف ÷ رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف

অর্থাৎ– "এই গুনাহগারের প্রতি রহমত কিভাবে হবে না! রহমান তো নিজেই আমার সুপারিশকারীর দিকে আছে।"

আয়াতঃ ৪৩

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

(পারাঃ ১৩ সূরাঃ রা'দ, রুকুঃ ৬)

অর্থাৎঃ–'আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দিয়েছিলাম।"

এই আয়াত খানিতেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা বিদ্যমান। এটির শানে নযুল এ যে, কাফিরেরা বলতো, যদি হুযুর আকরম (দঃ) সত্যিই আল্লাহর নবী হন তাহলে তাঁর বিবি এবং সন্তানসন্ততি আবার কেন। নবীর দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কেন হবে। তিনি তো আল্লাহ ওয়ালা হবেন এবং একমাত্র আল্লাহর সাথেই তাঁর সম্পর্ক হবে। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত খানি নাযিল হয়েছে।

এখানে বিভিন্নভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কাফিররা অভিযোগ আনয়ন করেছে প্রিয় নবী (দঃ) এর বিরুদ্ধে–অথচ উত্তর দিচ্ছেন রাব্বুল আলামীন। হুযুর আকরম (দঃ) এর উত্তর দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ কাফিররা দুনিয়াবী সম্পর্ককে নবীর জন্য দোষ মনে করলো, কিন্তু কুরআন ইরশাদ করলো এটিই পূর্ণ কামালিয়্যত। অনেক নবীই তো দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রেখেছেন, কেননা দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখাটাই হচ্ছে অন্যতম কাজ।

اُدھر اللہ سے واصل ادھر دنیا میں ہیں شاغل ÷ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا

অর্থাৎঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) এদিকে আপনি মহান স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত আবার অন্যদিকে সৃষ্টির দিকেও মশগুল। তাসদীদের মত দু'দিকের মহান মিলন করিয়ে দেয়াই আপনার সুমহান শান।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আর যে যে ব্যক্তিগণের বংশগত সম্পর্ক হুযুর আকরম (দঃ) এর সাথে থাকবে তাঁরাও মর্যাদাবান হবেন। হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ছাড়া জন্ম নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জাত দ্বারা শুধুমাত্র তাঁর মায়ের সাথে সম্পর্কীতরাই মর্যাদা পেয়েছে। আর হুযুর আকরম (দঃ) এর সম্পর্ক মাতাপিতা উভয়ের সাথেই রয়েছে। অতএব তাঁর পবিত্র জাত মুবারক দ্বারা দু'ধারার ব্যক্তিবর্গই মর্যাদাপূর্ণ হয়েছেন। একইভাবে যাঁরা তাঁর বিবি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে, তাঁরা এবং যাঁদের সাথে সম্পর্কীত প্রত্যেকেই কিয়ামত পর্যন্ত মহিমান্বিত হয়েই রইলো। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে সম্পর্কীয়দের আজকে গোটা দুনিয়া শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। কিয়ামত পর্যন্তই তাঁদের এই গৌরব বহাল থাকবে ইনশাআল্লাহ! কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) এর যদি সন্তান সন্ততি না থাকতো, তবে খোদার এক সৃষ্টির এ সম্মান কিভাবে অর্জিত হতো।

আয়াতঃ ৪৪

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ـ

(পারাঃ ১৪, সূরা হিজর; রুকু ৫)

অর্থাৎ–"হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ) আপনার জীবনের শপথ, তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে।"

এই আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসায় নাযিল হয়েছে। কেননা এতে মাহবুবের প্রাণের শপথ করা হয়েছে। রাব্বুর আলামীন গোটা কুরআন পাকে তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) ছাড়া আর কোন নবীর শপথ করেননি। অথচ হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রাণের শপথ, তাঁর মক্কা শহরের শপথ (যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তথায় অবস্থান করছেন) তাঁর যুগের শপথ, বস্তুতঃ এ জাতীয় সকল ধরণের শপথ ইরশাদ করেছেন। যদ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহর নিকট তাঁর মাহবুব (দঃ) এবং মাহবুবের সকল জিনিষ অতি প্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ। কেননা শপথ করা হয় হয়তো প্রিয় বস্তুর। যেমন মানুষ তার প্রাণের সন্তানসন্ততির অথবা ধনসম্পত্তির শপথ করে। অথবা শপথ করা হয় মর্যাদাপূর্ণ বস্তুর। যেমন আল্লাহর জাতের এবং সিফাতের শপথ।

মাসয়ালাঃ শপথ দু'প্রকারের। প্রথম শরয়ী শপথ। যার উপর শরীয়তের আহকাম জারী হবে। যেমন কাফ্ফারা ইত্যাদি। এটি আল্লাহর জাতের অথবা সিফাতের উপর হয়, যে সিফাতের শপথ করা প্রচলিত রয়েছে। যেমন রহীম এর শপথ রহমানের শপথ অথবা কুরআনের শপথ। এবং শপথের দ্বিতীয় প্রকার সামাজিকভাবে প্রচলিত। এর উপর শরীয়তের কোন বিধান জারী হয় না। শুধুমাত্র নিজের কথার দৃঢ়তাকে বুঝানোর জন্যই এ জাতীয় শপথ করা হয়, যেমন মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি ধনসম্পত্তি ইত্যাদির শপথ করা। আর কুরআন পাকে যে জিনিষের শপথ করা হয়েছে, তদ্বারা ঐ জিনিষের দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী মর্যাদাকেই প্রকাশ করার ইচ্ছা হয়ে থাকে। যেমন আঙ্গুর, জায়তুন ইত্যাদির শপথ কুরআনে করা হয়েছে। কেননা এ জিনিষগুলো দুনিয়াবী অনেক ফায়েদাই দেয়। দুনিয়াবাসী বিশেষতঃ আরববাসী এগুলোকে খুবই উপকারী মনে করে। আর আল্লাহ তাঁর মাহবুব (দঃ) এবং তাঁর পবিত্র শহর ইত্যাদির শপথ এজন্যই করেছেন, কেননা এ জিনিষগুলো কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনি মর্যাদা সংরক্ষণ করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতঃ ৪৫

سُبْحٰنَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

(পারাঃ১৫ সূরা বনি ইসরাইল, রুকুঃ ১)

অর্থাৎ– 'পবিত্র এবং মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'

এ আয়াত খানি হুযুর আকরম (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা প্রকাশ করছে। এখানে প্রিয় নবী (দঃ) এর ঐ মহান মর্যাদার বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কাউকে প্রদান করা হয়নি অর্থাৎ মি'রাজ।

মি'রাজের ঘটনা আলোচনা করতে গেলে পূর্ব হতেই তিনটি জিনিষ স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমতঃ মি'রাজ কেন হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ মি'রাজ কখন হয়েছিল? কিভাবে হয়েছিল? আর তৃতীয়তঃ এ আয়াতের মাঝে কি কি সুক্ষতত্ব আছে?

প্রথমতঃ মি'রাজে আল্লাহর হাজারো হিকমত নিহিত রয়েছে। প্রকাশ্য চারটি হিকমত আমাদের বুঝে আসে। একটি তো এই যে, আমি পূর্ব হতেই বলে এসেছি, অন্যান্য নবীগণকে পৃথক পৃথক ভাবে যত মুজিযা এবং মর্যাদা দান করা হয়েছে, সেগুলো সব একত্রে এমনকি তার চেয়েও বেশী হুযুর আকরম (দঃ) কে দেয়া হয়েছে। এর উপর অনেক উদাহরণও আমি বর্ণনা করে এসেছি। হযরত মূসা (আঃ) এর এমন মহান মর্যাদা ছিল যে, তিনি তূর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে চতুর্থ আকাশে ডাকা হয়েছে। হযরত ইদ্রিস (আঃ) কে জান্নাতে ডেকে নেয়া হয়েছে। আর হুযুর আকরম (দঃ) কে মি'রাজ প্রদান করা হয়েছে, যেথানে আল্লাহর সাথে কথাবার্তাও হয়েছে। আসমানে ভ্রমনও হয়েছে, জান্নাত এবং জাহান্নাম অবলোকনও করলেন তিনি।

বস্তুতঃ অন্যান্য নবীগণকে প্রদত্ত সমস্ত মর্যাদাগুলো মি'রাজের রাত্রিতেই তিনি অতিক্রম করেছেন। بمقامے کہ رسیدی نہ رسد ہیچ نبی

অর্থাৎ– "আপনি এমন জায়গায় উপনীত হয়েছেন, যেখানে আর কোন নবী উপনীত হয়নি।"

তূর পাহাড়ের ঘটনা আর মি'রাজ শরীফের ঘটনার মধ্যে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। কেননা হযরত মূসা (আঃ) নিজ হাতে আল্লাহর দীদারের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন অথচ হুযুর আকরম (দঃ) কে আল্লাহ দাওয়াত করেছিলেন। কবির ভাষায়ঃ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فرق است میاں آنکہ یارش در بر ٭ با آنکہ دو چشم انتظارش بر در

طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں ٭ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

অর্থাৎ- "ঐ দু'ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান আছে যাদের মধ্যে একজনের কোলেই তার বন্ধু রয়েছে। আর অন্যজন বন্ধুর অপেক্ষায় তার চক্ষুদ্বয় দরওয়াজায় নিবদ্ধ।

– "তুর এবং মি'রাজের ঘটনা হতে এ কথাই বুঝা যায় যে, স্বেচ্ছায় আল্লাহর দীদারের জন্য যাওয়া এক কথা আর আল্লাহর ডাকে আল্লাহর মেহমান হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা।"

মি'রাজের দ্বিতীয় হিকমত এই যে, সকল পয়গম্বরগণ আল্লাহর এবং জান্নাত জাহান্নামের সাক্ষী প্রদান করে উম্মতদেরকে পড়িয়েছেন- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই শুনে সাক্ষী দিয়েছেন, দেখে কেউই দেননি। অথচ পরিপূর্ণ সাক্ষী চোখে অবলোকন করার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং নবীগণের মাঝে এমন এক মহান সত্তার প্রয়োজন ছিল যিনি দেখেই একত্ববাদ জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষী দিবেন। যার সাক্ষীর কারণেই মূলতঃ শাহাদাত পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আর এই শাহাদাতের পূর্ণতা হুযুর আকরম, (দঃ) কে দিয়েই হয়েছে। একথারই প্রতি ইশারা করে কুরআন ঘোষণা করছে- اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا

অর্থাৎ'আমি আপনাকে সাক্ষী করে পাঠিয়েছি।' সাক্ষী সকল পয়গম্বরই দিয়েছেন কিন্তু তা সনদ ভিত্তিক ছিল। আর তা হুযুর আকরম (দঃ এর জাতের উপরই ছিল। এজন্যই হুযুর আকরম (দঃ) শেষ নবী। যাতে শুনা সাক্ষীর সত্যতা দেখা সাক্ষী দ্বারাই প্রমাণিত হয়। যদি হুযুর আকরম (দঃ) এর আগমন প্রথমেই হয়ে যেত তখন অন্যান্য নবীগণ নবুয়্যত দ্বারা আর মহিমান্বিত হতেন না। উপরন্ত হুযুর আকরম, (দঃ) এর আগমনের পর আর কোন নবীর প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা দেখা সাক্ষীর পর আবার শুনা সাক্ষীর কি গুরুত্ব আছে!

মি'রাজের তৃতীয় হিকমত এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ- "আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।" এখানে আল্লাহ মুসলমানগণের জান-মালের ক্রেতা আর মুসলমানগণ হচ্ছেন বিক্রেতা। আর এই ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয়েছে হুযুর আকরম (দঃ) এর মাধ্যমেই। আর যার মাধ্যমে ব্যবসার কাজ হবে তিনি নিশ্চয়ই ব্যবসায়িক দ্রব্যকেও দেখবেন আর বিনিময়ও দেখবেন। সুতরাং বলা হল, হে আমার পিয়ারা মাহাবুব (দঃ) ! আপনি তো মুমিনদের জান-মাল দেখেছেন। এখন আসুন জান্নাতও দেখে যান এবং আমার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত অট্টালিকাসমূহও জান্নাতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাগানসমূহকেও অবলোকন করে যান। বরঞ্চ মুমিনদের জান-মালের ক্রেতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও দেখে নিন। আর যেহেতু ইমামের কিরাতই মুকতাদিরও কিরাত সেহেতু হুযুর আকরম (দঃ) এর দেখাও মূলতঃ সবারই দেখা।

চতুর্থ হিকমত এই যে, হুযুর আকরম(দঃ) খোদার খোদায়ী জগতের মালিক। এবং এটা তার প্রতি মহান আল্লাহরই অনুগ্রহ। আর এজন্যই জান্নাতের স্থানে স্থানে এবং হুরদের চোখে বস্তুতঃ সব জায়গাতেই লিখিত রয়েছে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর অর্থ হলো এমন যে, এ সমস্ত কিছুই আমি আল্লাহই তৈরী করেছি। ﷺ তা আবার আমি আমার হাবীব (দঃ) কে প্রদান করেছি।

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب ٭ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

অর্থাৎ- আমি তো আসল মালিকের হাবিবকেই মালিক বলবো। কেননা প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের মধ্যে তো আমি আর তুমি নেই।

আর মালিককে তার মালিকানাধীন বিষয়গুলো দেখিয়ে দেয়াই ছিল মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহর একান্ত ইচ্ছে।

(২) মি'রাজ কখন হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে? নবুয়্যতের এগার বৎসর পাঁচ মাস পরে রজবের সাতাশ তারিখে সোমবার শেষ রাত্রে হযরত উম্মেহানী বিন্‌তে আবি তালেবের ঘর হতে হয়েছিল। হুযুর আকরম (দঃ) এর নিজস্ব ঘর হতে হয়নি যাতে করে হযরত জীবাইল(আঃ) অনুমতি ছাড়াই সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। যদি হুযুর আকরম (দঃ) এর ঘর হতে মি'রাজ হতো তাহলে হযরত জীব্রাইল (আঃ) কে দরওয়াজা হতেই আহবান করে অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হতো। অথবা অনুমতি ছাড়াই তাকে ভেতরে আসতে হতো। আর এদুটিই নাজায়েয। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন- اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ - الآية

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা হুজরা শরীফের বাহির হতে আপনাকে ডাকে, তাদের অধিকাংশই মূর্খ।

আরও ইরশাদ হচ্ছে لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। অতএব হুযুর পাক(দঃ) কে বাইরে থেকে ডাকাও নাজায়েয এবং বিনা অনুমতিতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করাও নাজায়েয। স্মরণ রাখতে হবে যে, ফেরেশ্‌তারাও মুমিন। হুযুর পাক (দঃ) প্রত্যেকেরই নবী।

এই দুনিয়ার জীবনে হুযুর পাক(দঃ) এর নবুয়্যতের সময়কাল মোট তেইশ বৎসর ছিল। এর মাঝামাঝি অর্থাৎ ঠিক সাড়ে এগার বৎসর পরেই মি'রাজ সংগঠিত হয়েছিল। একইভাবে রজবের মাস যেটি নবুয়্যতের বৎসরের ঠিক মাঝামাঝি মাস এবং সোমবার দিন মি'রাজের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই দিনটি ও মাঝামাঝি দিন। আর উম্মত ও মাঝামাঝি। وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

(অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করেছি।) অতএব মি'রাজ ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাঝামাঝি তারিখ এবং মাসে হয়েছে।

একটি সূক্ষ্ম কথাঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র জন্ম হিজরত, মদীনা শরীফে প্রবেশ, প্রথম ওহী, মি'রাজ এবং তার ওফাত সব কিছুই সোমবার দিনে হয়েছিল। কেননা এই দিনটির নাম يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানের দিন। হুযুর আকরম (দঃ) ও দ্বিতীয় স্থানে সমাসীন– بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎ–"সংক্ষেপে আল্লাহর পরই আপনি মর্যাদাবান।" সুতরাং আপনি দ্বিতীয় মর্যাদায় দ্বিতীয় দিনে আল্লাহর সকল নিয়ামত দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছেন। (রুহুল বায়ান,এ– আয়াতের ব্যাখ্যা) এজন্যই এ দিনটিকে ফারসী ভাষায় দো শম্বা এবং উর্দূতে বলা হয় পীর অর্থাৎ এটি অন্য সকল দিনের পীর।

মি'রাজের মধ্যে কি হয়েছিল? বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ হতে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, রজবের সাতাইশ তারিখ রাত্রির শেষার্ধে হুযুর আকরম (দঃ) তার দুধবোন উম্মে হানি বিন্‌তে আবি তালিবের ঘরে আরাম করছিলেন, এমনি সময়ে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বুরাক এবং আল্লাহর দাওয়াতনামা নিয়ে হাজির হলেন। মাহবুব (দঃ) কে জাগ্রত করলেন এবং তাঁর নিকট আল্লাহর পয়গাম পেশ করলেন। তাঁর বক্ষ বিদারণ করতঃ কলব মুবারককে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন, এবং ফয়েজের ভান্ডার সেই বক্ষ মুবারককে হিকমত ও নূর দ্বারা মহিমান্বিত করে দিলেন। তারপর কাউছারের পানি দ্বারা গোসল করালেন। মাহবুব (দঃ) কে সুন্দর করে সাজালেন। জান্নাতী পোষাক পরিধান করালেন। বুরাক হাজির করলেন। বুরাক্‌কে বুরাক এজন্য বলা হয়, তার গতি বরক বা বিজলীর মত। অথবা এজন্য যে, বুরাক সম্পূর্ণ সাদা ছিল। (রুহুল বায়ান) তার দেহ গাধা হতে একটুখানি বড় আর ঘোড়া থেকে একটুখানি ছোট, তার দৃষ্টির সীমা যদ্দুর, তদ্দুর সে এক কদমে অতিক্রম করে।

تھا براق نبی پاکہ نورِ نظر ۔ یہ گیا وہ گیا اور نہاں ہوگیا

অর্থাৎ–'এটি কি নবীর বুরাক ছিল, না নূরী দৃষ্টি ছিল। মুহূর্তে গেল আর বিলীন হয়ে গেল'

হযরত জিব্রাইল (আঃ) বুরাকের লাগাম ধরলেন, হযরত ইস্রাফীল (আঃ) পেছনে দাঁড়ালেন। ফেরেশতারা চতুর্দিক হতে বুরাককে ঘিরে দাঁড়ালেন। আর এভাবে ফেরেশতাদের জুলুছ সহকারে আল্লাহর মাহবুব (দঃ) মক্কা হতে রওয়ানা হলেন। মুহূর্তেই বায়তুল মুকাদ্দস চলে আসলেন। সেখানে সকল নবী রাসূল এবং ফেরেশতাগণকে তাঁর সম্বর্ধনার জন্য অপেক্ষমান পেলেন। প্রত্যেকেই নামাযের জন্য প্রস্তুত, শুধু ইমামুল আম্বিয়া (দঃ) এর অপেক্ষায়। তিনি পৌছা মাত্র প্রত্যেকেই সালাম আরয করে মুকতাদী হয়ে কাতারবন্দী অবস্থায় তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। হুযুর আকরম (দঃ) ইমামতি করলেন। সুবহানাল্লাহ! কতো মহিমান্বিত এ নামায, যে নামাযের ইমাম ইমামুল আম্বিয়া আর মুকতাদি হচ্ছেন নবীগণ। জায়নামাযই কেবলা

www.YaNabi.in

আর হযরত জিব্রাইল (আঃ) মুয়াজ্জিনের ভূমিকায় আযান ও ইকামত দিয়েছেন। (শামী, আযান অধ্যায়)

نمازِ اسریٰ میں تھا یہ ہی سرِ عیاں ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے تھے کرگئے

অর্থাৎ–'হুযুর আকরম (দঃ)ই প্রথম এবং শেষ, এ সত্যকে সুস্পষ্ট করাটাই ছিল (মি'রাজের পথে বায়তুল মুকাদ্দাসে) আসরার নামাযের মূলভেদ। কেননা যারা অতীতে বাদশাহী করে গিয়েছিল, তারাও সেদিন হাত বেঁধে ইমামুল আম্বিয়া (দঃ) এর পেছনে উপস্থিত ছিল'।

আজই তাঁর প্রথম এবং শেষ হওয়ার ভেদ উদঘাটিত হলো। কেননা শেষ নবী আজকে পূর্বের অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করতেছেন। নামায শেষ হতেই আসমানের সফর তৈরী হলো। একই বুরাক একই তার গতি এবং একই মেহমান মুহূর্তে প্রথম আসমানে পৌছলেন। এখানে হযরত আদম (আঃ) আপন সন্তানকে মারহাবা বলে সম্বর্ধনা জানালেন। তাঁর বহুদিনের আশা পূরণ হলো। তারপর মাহবুবে খোদা (দঃ) একটির পর একটি আসমান অতিক্রম করে যেতে লাগলেন। প্রত্যেক আসমানেই বিভিন্ন নবীগণের সাথে মুলাকাত হচ্ছিল। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইহাইয়া (আঃ) তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ) চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আঃ) পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ) ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ) আর সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইমামুল আম্বিয়া (দঃ) এর দীদার দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন। আর এখান হতে অগ্রসর হতেই সিদরাহ এসে গেল। এই সিদরাই হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো।

بفرصد اسماء بندھا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوفِ سمانے سجدہ کیا ہوئی جو اذاں تمہارے لئے

অর্থাৎ– "খোদায়ী এ'লানের সাথে আসমানে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর আগমনী বার্তার ধুমধাম পড়ে গেল, তিনি সিদরায় গমন করলেন আর ওদিকে আরশ তাঁকে বাড়িয়ে নেয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লো। আপনার এই মহান আগমনী বার্তার উপর আসমানের কাতারবন্দী ফেরেশতারা আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালো।"

এই সিদ্‌রাতে একটি কুল বৃক্ষ রয়েছে,যেটির পাতা হাতীর কানের মত আর তার ফল মটকার মত বিরাটকায়। এটিই হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর বিশ্রামস্থল, এটি অতিক্রম করে তিনি আর যেতে পারেন না। সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হতে অপারগতা পেশ করলেন। হুযুর আকরম (দঃ) বললেন, হে জিব্রাইল! এই পর্যন্ত এসে আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে, এটাতো হতে পারে না। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করলেন–

اگر یک سرِ موئے برتو پرم ۔ فروغ تجلی بسوزد پرم

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ—"আমি যদি আর এক চুল পরিমাণও সামনের দিকে অগ্রসর হই, আল্লাহর তাজাল্লির আলো আমার পালক জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে"।

আর অগ্রসরহওয়া আপনারই শান। আমি যদি আর চুল বরাবরও অগ্রসর হই, তাহলে আল্লাহর তাজাল্লি আমি সহ্য করতে পারব না। পরওয়ারদেগার জানেন অথবা সে মেহমানই জানেন যে তিনি কোথায় গিয়েছেন। ওখানেই গিয়েছেন, যেখানে 'কোথায়' এর ও অস্তিত্ব নেই। কেননা 'কখন' এবং 'কোথায়' এগুলো তো জায়গা এবং কালের সাথে সম্পৃক্ত। অথচ হুযুর আকরম (দঃ) যেখানে গিয়েছেন, তা স্থান-কালের ও উর্ধে। যেখান সম্পর্কে কে কি বলতে পারবে? আল্লাহ তাঁকে কি দিয়েছেন আর মাহবুব (দঃ) কি নিয়েছেন আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য কি বলেছেন আর তিনি কি শুনেছেন অথবা আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর মধ্যে কি গোপন আলাপ-আলোচনা হয়েছে তা তো একমাত্র দানকারী এবং গ্রহণকারীই জানবেন। কুরআনও তাঁদের গোপনীয়তা প্রকাশ করেনি। বরঞ্চ শুধু এতটুকু বলেছে فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى অর্থাৎ 'তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন'। হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ তুর পর্বতে যত কথা বলেছেন তা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর কাছে প্রচার করে দিলেন। [দেখুন সূরা তাহা] কিন্তু আল্লাহ মি'রাজের রাত্রে যে গোপন বিষয়াদি তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর কাছে প্রকাশ করলেন তা গোপনই রেখে দেয়া হয়েছে। নতুবা

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى

অর্থাৎ "তিনি আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তা করলেন," এমন কথা কেন বললেন! হাঁ এতটুকু জানা যায় যে, তিনি সেখান হতে আসার সময় উম্মতদের জন্য রাত্রিদিনে মোট ৫০ ওয়াক্ত নামায উপহার নিয়ে আসলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত মূসা (দঃ) আরয করলেন- হে আল্লাহর হাবীব (দঃ) এ নামায আপনার উম্মতের জন্য পড়া কঠিন হবে, আরও কমিয়ে আনুন। এখন আল্লাহর দরবার এবং হযরত মূসা (আঃ) এর মধ্যে হুজুর আকরম (দঃ) এর বারংবার আসা-যাওয়া হতে লাগল। প্রত্যেক বারই পাঁচ ওয়াক্ত করে কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত শুধু পাঁচ ওয়াক্তই বাকী রইলো। এখন এই পাঁচওয়াক্ত নামায হযরত মূসা (আঃ) এর আরযের কারণেই রইলো। মূলতঃ হযরত মূসা (আঃ) এর ইচ্ছে ছিল, তুর পর্বতে আমি আল্লাহর দীদার হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। আর আজকে আমার জন্য এক মহা সুযোগ এসেছে, কেননা মাহবুবে খোদা (দঃ) বার বার আল্লাহর সৌন্দর্যের দীদার লাভ করে আসবে আর আমি সেই মাহবুবের চেহারা মুবারকের আয়নাতেই আল্লাহর সৌন্দর্য্য মন প্রাণ ভরে যিয়ারত করেনেব।

تو بدیں جمال و خوبی سر عرش گر خرامی بہ ارنی بگوید آں کس کہ بگفت لن ترانی

جن آنکھوں نے دلبر دیکھا وہ آنکھیں تک لیاں ہے توں ملیوں تو ساجن لیا ہیں آساں لگ پیاں

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অথাৎ— "আপনি যদি আপনার এই নূরানী সৌন্দর্য নিয়ে আরশে আজিমে তাশরীফ নেন, তা হলে ঐ পবিত্র জাত, যিনি হযরত মূসা (আঃ) কে 'লান্ তারানী' (আমাকে দেখতে পারবেনা) বলেছিলেন, তিনি নিজেই আপনাকে 'আরিনী অর্থাৎ- আমাকে দেখুন বলবেন।'

হুযুর আকরম (দঃ) তাঁর এই মি'রাজের সফরে জান্নাতে গিয়েছেন, নিজের উম্মতদের জন্য তৈরীকৃত বাগান এবং অট্টালিকাসমূহ অবলোকন করেছেন। আর জাহান্নাম ও দেখেছেন। তিনি গুনাহ্গার এবং তার শত্রুদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন একটি গোষ্টিকে দেখেছেন যে, তারা উত্তপ্ত পাথর ভক্ষণ করছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, এরা ঐ সমস্ত মালদার যারা নিজেদের মালের যাকাত আদায় করতো না। আর এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রক্তের নদীতে দাঁড়িয়ে পাথর ভক্ষণ করছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, এ ব্যক্তি সুদখোর। আর এক কাউমকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে, তাদের জিহবা এবং ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, এরা আমলহীন আলেম। আর এক গোষ্ঠিকে দেখলেন, তাদের নোখ তামার মত রং আর তদ্বারা তারা নিজেদের চেহারা এবং বুক ক্ষত-বিক্ষত করছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, এরা মুসলমানদের গীবতকারী। বস্তুতঃ এভাবে প্রিয় নবী (দঃ) সকলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। (রুহুল আমিন) কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) এর এই অবলোকন উদাহরণ স্বরূপই ছিল; কেননা নবীগণ অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল ঘটনা বর্তমানের মতই পরিদর্শন করতে পারেন। নতুবা উপরোক্ত ঘটনাগুলো তো কিয়ামতের পরেই সংঘটিত হবে। এ বিষয়টি এভাবেও বুঝা যেতে পারে, আমরা কখনো স্বপ্নের মাঝে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাদি উদাহরণ স্বরূপ দেখে ফেলি। আমাদের এই স্বপ্ন অকাট্য এবং নিশ্চিত নয়, কিন্তু নবীগণের অবলোকন অকাট্য এবং নিশ্চিত। একইভাবে মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্বে মৃত ব্যক্তির রুহ জান্নাত এবং জাহান্নামে সফর করে থাকে। শহীদগণের রুহও জান্নাতে যায়, কিন্তু এই যাওয়া আত্মীকই হয় শারীরিক হয় না। আর কিয়ামতের পর শারীরিক যাওয়াই হবে। কবরের জীবনের তুলনায় দুনিয়া স্বপ্নের মত আর আখেরাতের তুলনায় কবরের জীবন স্বপ্নের মত। (রুহুল বায়ান, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ আয়াতের ব্যাখ্যা) এই যাবতীয় জায়গার ভ্রমন হতে তিনি যখন ফিরে আসলেন, তখনও তাঁর বিছানা মুবারক গরম ছিল, দরওয়াজার কড়া নড়তে ছিল, অথচ আশি হাজার বৎসরের সফর তিনি মুহূর্তেই শেষ করে আসলেন। ভোর বেলায় তিনি যখন ঐতিহাসিক এ ঘটনার সুসংবাদ দিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এতটুকু প্রশ্ন ছাড়া তা বিশ্বাস করে 'সিদ্দীক' উপাধি লাভ করলেন। অথচ আবু জাহ্ল প্রমুখ তা অস্বীকার করে স্থায়ীভাবে কুফরীর জিঞ্জির গলায় পরিধান করলো।

এতক্ষণ পর্যন্ত মি'রাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। এখন দেখা যাক, উপরোক্ত

www.YaNabi.in

আয়াত খানির মধ্যে কি ধরণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আয়াতখানি سُبْحَانَ الَّذِیْ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল যেটি হতবাকের স্থানেই ব্যবহার করা হয়। যেহেতু মি'রাজ একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং মানবীয় চিন্তারও উর্ধ্বে আর তাই سُبْحَانَ الَّذِیْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ– মি'রাজ সে মহান সত্ত্বার ইচ্ছেতেই হয়েছে, যিনি অক্ষমতা থেকে পবিত্র এবং যিনি সর্বশক্তিমান। হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র দেহ মুবারক উর্ধগামী হওয়া উত্তপ্তস্থান এবং শীতল স্থান নিরাপদে অতিক্রম করা , আসমানে প্রবেশ করা, জান্নাত এবং জাহান্নাম সফর করা, পুনরায় এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা, এসব কিছু যদিও খুবই কঠিন মনে হয়। কিন্তু এগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন কিছু নয়, আমাদের চোখের এই সামান্য দৃষ্টি মুহুর্ত্তে আসমান সফর করে পুনরায় ফিরে আসে। অথচ উত্তপ্ত এবং শীতল স্থান কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। এটিতো সামান্যতম নূরের শক্তি। আর হুযুর আকরম (দঃ) তো সম্পূর্ণই নূর। সুতরাং তাঁর কামলিয়াত অবশ্যই অনেক অনেক বেশী। হুযুর আকরম (দঃ) কে এখানে 'আব্‌দ'বলা হয়েছে, রাসুল অথবা নবী ইত্যাদি বলা হয়নি। কেননা আজকে তো তিনি মাখলুক হতে খালেকের দিকে যাচ্ছেন। আজকে শানে রিসালতের প্রকাশের সময় নয়। বরঞ্চ এটি আবদিয়্যতেরই প্রকাশের উপযুক্ত সময়। আব্‌দ তো ফানা ফিল্লাহ হয়। আর হুযুর আকরম (দঃ) তো ফানা ফিল্লাহরই 'চরম মর্যাদায় উন্নীত।

عبد دیگر عبدہٗ چیزے دِگر ؛ او سراپا انتظار او منتظر

অর্থাৎ– 'আব্‌দ এর মর্যাদা আর আবদুহুর মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। আব্‌দ অপেক্ষায় থাকে আর আবদুহুর অপেক্ষা করা হয়।"

'আব্‌দ' তাকেই বলে, যে আল্লাহর জন্য অপেক্ষমান থাকে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) সীনা এলাকায়। আর 'আবদুহু' তাকেই বলে যাঁর অপেক্ষায় আল্লাহ থাকেন। আব্‌দ তাকেই বলে, মাওলার সম্পর্কে যার মর্যাদা হয় আর আবদুহু আল্লাহর ঐ শ্রেষ্ঠ গোলামকেই বলা হয়, যার আবদিয়্যতের কারণে মাওলারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। আল্লাহ ইরশাদ করেন– هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ

'ঐ মহান সত্ত্বা, যিনি তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন।' কবির ভাষায়–

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
اُسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اُس کی طرف گئے تھے

অর্থাৎ–'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি গুপ্ত তিনিই ব্যক্ত তাঁরই নূর তাঁরই সাথে মিলার জন্য, তাঁরই দাওয়াতে তাঁরই নিকট গিয়েছিল"

ভক্টর ইকবাল কি চমৎকার বলেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عبدہ دہر است وہر از عبدہٗ ؛ ما ہمہ رنگیم واد بے رنگ و بو

عبدہ چند و چگونِ کائنات ؛ عبدہ را از درونِ کائنات

کس ز سر عبدہٗ آگاہ نیست ؛ عبدہٗ جز سر الا اللہ نیست

عبدہٗ صورت گر تقدیر ہا است ؛ تا نہ بینی از مقام مَا رَمَیْتَ

অর্থাৎ–"জমানা হচ্ছে 'আবদুহু' আর 'আবদুহু' হতেই জমানার অস্তিত্ব। আমরা সমস্ত সৃষ্টি বিভিন্ন রং এবং বর্ণের, কিন্তু 'আবদুহু' অর্থাৎ মাহবুবে খোদা (দঃ) সব কিছুর উর্ধ্বে। সৃষ্টির সব কিছুই 'আবদুহু'। আর 'আবদুহু' গোটা জাহানের গুপ্ত ভেদ। কেউই আবদুহু'র গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত নয়। (কারণ) 'আবদুহু' তো 'ইল্লাল্লাহর' ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'আবদুহু' সমস্ত তাকদীরের ছবি অঙ্কনকারী, আর এই সারমর্ম তুমি অনুধাবন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি মাকামে 'মা রামাইতা' অবলোকন না কর।" مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَمٰی

ইরশাদ হয়েছে لَیْلًا অর্থাৎ–রাত্রির কিয়দংশে মি'রাজ হয়েছে, দিনে নয়। তাও ২৭শে রজবের শেষাংশে–যখন চন্দ্র গায়েব এবং সবাই নিদ্রায় বিভোর। কেননা আজকে হাকিকতে মুহাম্মদি বে–হেজাব উম্মুক্ত। কোন্ চোখে এমন শক্তি আছে যে, তাঁকে প্রাণ ভরে দেখে নেবে। ফেরেশ্‌তারাও কিছু কিছু সময় তাঁর সাথে থেকে আগে পরে একে একে সবাই বিদায় নিচ্ছে। আজ হুযুর আকরম (দঃ) এর মেছাল সূর্যের মত, যে যতই নিকটে আসে নূর বেড়েই যায়। কবির ভাষায়–

معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرہ آیا کوئی نہ رہا
سدرہ سے بڑھے جبریل رہے تنہا ہیں جو عرشِ خدا پایا
جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشمِ حقیقت میں کہہ تو
انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا سدرہ سے بڑھے تو کیا پایا

অর্থাৎ–"মি'রাজের রজনীতে সমস্ত ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর সহযাত্রী। কিন্তু সিদ্‌রাহ্ পর্যন্ত এসে আর কেউ–ই থাকল না। সিদ্‌রাহ অতিক্রম কালে জিব্রাইল ও রয়ে গেল। তিনি একাই আরশে ইলাহীতে উপনীত হলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর চক্ষুদ্বয়কেই জিজ্ঞাসা কর। হে হাকিকত দ্রষ্টা! তুমিই বল দেখি, মাহবুবে খোদা (দঃ) কে তুমি জমিনে কি দেখলে, আর সিদরাহ অতিক্রমলগ্নে তাঁকে কিভাবে পেয়েছ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى অর্থাৎ দূরবর্তী মসজিদ পর্যন্ত মি'রাজ করিয়েছেন। আল্লাহই ভাল জানেন দূরবর্তী মসজিদ কোনটি–বায়তুল মুকাদ্দস না ফিরেশতাগণের মসজিদ বায়তুল মা'মুর।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ এর দু'অর্থ হতে পারে। একটি তো এই যে, আল্লাহই সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা। দ্বিতীয়তঃ মাহবুবে খোদা (দঃ)ই সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।

(মাদারিজ, রুহুল বায়ান উক্ত আয়াত) অর্থাৎ হুযুর আকরম (দঃ) কে এ জন্যই মি'রাজ করানো হয়েছিল, যাতে তাঁর এ মর্যাদা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এই সৃষ্টি জগৎ দেখার, রব তাআলাকে মাধ্যম ব্যতিরেকেই দেখার এবং কালাম শোনার মহান শক্তি একমাত্র মাহবুব (দঃ)রই রয়েছে।

আয়াতঃ ৪৬

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

(পারা ১৫ সূরা বনী ইস্রাইল রুকু ৯)

অর্থাৎ– 'এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবেন। এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত। অতি শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

এ আয়াত খানিতেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা বিদ্যমান। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর দু'টি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা হয়েছে। একটি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আখিরাতে।

দুনিয়ায় তাঁর বিশেষ গুণ তাহাজ্জুদের নামায পড়া, আর আখিরাতে মাকামে মাহমুদে' উপনীত হওয়া। তাহাজ্জুদের নামায ফরয হওয়া হুযুর আকরম (দঃ) এর বৈশিষ্ট্য। কেননা তাঁর পূর্বে আর কোন নবীকেই এ নামায প্রদান করা হয়নি। এবং তাঁর উম্মতের জন্য এটি ফরয করা হয়নি। বরঞ্চ এটি উম্মতের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল্ কিফায়াহ অর্থাৎ যদি একটি এলাকায় কেউ না কেউ পড়ে নেয় তবে সবাই দায়িত্ব হতে মুক্তি প্রাপ্ত, অন্যথায় প্রত্যেকেই সুন্নাত তরককারী হিসেবে চিহ্নিত হবে।

তাহাজ্জুদের নামায কমপক্ষে দু রাকায়াত আর বেশীর পক্ষে বার রাকাআত। ইশার নামায পড়ে নিদ্রা যাওয়ার পর যখনই জাগ্রত হবে, তখনই এ নামায পড়ার ওয়াক্ত। আর সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথেই এর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। এটি বড় মুবারক নামায। এ নামায রাত্রির শেষ ষষ্ঠ ভাগে পড়াই উত্তম। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাতদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয ছিল না। বরঞ্চ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায উম্মাতে মুহাম্মদী (দঃ) রই বিশেষত্ব হাঁ এ নামাযগুলো পৃথক পৃথক ভাবে নবীগণ আদায় করেছেন। ফজরের নামায হযরত আদম (আঃ) ভোর হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ আদায় করেছেন। কেননা তিনি জান্নাতে রাত দেখেননি। (শামী, প্রথম খন্ড নামায

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অধ্যায়) জুহরের নামায হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পড়েছিলেন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর জীবন হেফাজত এবং তদস্থলে দুম্বা কুরবানীর শুকরিয়া স্বরূপ। এবং হযরত উজাইর (আঃ) আসরের নামায পড়েছিলেন যখন একশত বৎসর পর তাঁকে জীবিত করা হয়েছিল। আর তাওবা কবুল হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ হযরত দাউদ (আঃ) মাগরিবের নামায আদায় করেছিলেন। কেননা তাঁর তাওবা মাগরিবের সময়ই কবুল হয়েছিল। তিনি চাররাকাআতেরই নিয়াত করেছিলেন। কিন্তু মাঝখানে তিন রাকাতের মধ্যেই সালাম ফিরিয়ে নেন। আর ইশার নামায হুযুর আকরম (দঃ) আদায় করেছিলেন (তাহাবী শরীফ। ওসতার নামাযের অধ্যায়) সুতরাং ইশার নামায সহ অন্যান্য মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায হুযুর আকরম (দঃ) এর উম্মতেরই বিশেষত্ব এবং তাহাজ্জুদের নামায ফরয হওয়া প্রিয় নবী এর বিশেষত্ব।

আর কিয়ামতের ময়দানে হুযুর আকরম (দঃ) এর মাকামে মাহমুদে উপনীত হওয়া তাঁর আখেরাতের বিশেষত্ব, এটি এমন পবিত্র স্থান যেখানে উপনীত হয়ে হুযুর আকরম (দঃ) সবার জন্য শাফায়াতে কুবরা করবেন। পূর্বাপর সকল উম্মতেরা শাফায়াতকারীর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরবেন। প্রত্যেক নবীর নিকট হতেই উত্তর আসবে اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ অন্যের নিকট যাও। শেষ পর্যন্ত তারা হুযুর পাক (দঃ) কে মাকামে মাহমুদে পাবে। হুযুর আকরম (দঃ) এর এই উচ্চ মর্যাদা দেখে শত্রু মিত্র সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। এ জন্যই এটিকে মাকামে মাহমুদ বলে। অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান। আযান প্রদানকারী এবং শ্রবণকারী প্রত্যেকের উপরে আদেশ রয়েছে তারা যেন আল্লাহর নিকট হুযুর আকরম (দঃ) কে মাকামে মাহমুদ প্রদানের জন্য দুআ করে। কেননা হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, যে আমার জন্য এ দুআ করবে, আমি তার জন্য শাফায়াত করবো। একইভাবে আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ শুনামাত্র শ্রবণকারী আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগাবে। এর অনেক ফজিলত রয়েছে। দেখুন শামী প্রথম খন্ড, আযান অধ্যায় এবং রুহুল বায়ান,

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا

আয়াতের ব্যাখ্যা।

যদিওবা এ সম্পর্কিত হাদীছগুলো হাসান অথবা জয়ীফ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা ফজিলতের অর্থে গ্রহণযোগ্য। এভাবে আঙ্গুল চুম্বন করার বাহ্যিক উপকারীতা এই যে, সে ব্যক্তি কখনো অন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। অথবা তার দৃষ্টি শক্তিও হ্রাস পাবে না। আর এর আখিরাতের ফায়েদা এই যে, তার জন্য শফিউল মুযনেবিন (দঃ) শাফায়াত করবেন, আর আপন দয়ায় তাকে জান্নাতীদের কাতারে শামিল করে দেবেন। এই আমলের নিয়ম এই যে প্রথমবার যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ শুনবে তখন সে বলবে, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ দ্বিতীয়বার শুনার পর বলবে قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ এবং উভয় হাতের আঙ্গুলের নখ চুম্বন করতঃ চোখে লাগাবে। আর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলবে اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (শামী প্রথম খন্ড, আযান অধ্যায়)

ফতোয়ায়ে শামীর মধ্যে এ মাসয়ালাকে রহিত করা হয়নি বরঞ্চ এই আমল মুবারকের বর্ণনায় যতগুলো মারফু হাদীছ এনেছেন এগুলোর ব্যাপারে বলেছেন যে, মারফু হাদীছগুলো শুদ্ধ নয়। যদ্বারা বুঝা যায় , এ বিষয়ের মাওকুফ হাদীছগুলো শুদ্ধ রয়েছে। উপরন্তু মারফু হাদীছগুলোকে দুর্বল বলা হয়নি। বরঞ্চ বলা হয়েছে শুদ্ধ নয়। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুদ্ধ না হলে যে একটি হাদীছ দুর্বল হবে, এমন কোন কথা উসূলে হাদীছে নেই। বরঞ্চ সে হাদীছ খানা হাসান বা অন্য কিছুও তো হতে পারে। যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান। তাহলে আলা হযরত (রঃ) কৃত "منير العينين فى تقبيل الابهامين" কিতাব খানা দেখুন। যেখানে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এনে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আযানের মধ্যে আঙ্গুল চুম্বন করা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বরঞ্চ হযরত আদম (আঃ) রই সুন্নাত মুবারক।

আয়াতঃ ৪৭

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

(পারাঃ ১৬, সূরা কাহফ, রুকুঃ ১২)

অর্থাৎ বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।

এ আয়াতখানিও হুযুর আকরাম (দঃ) এর প্রশংসা। এটির শানে নযুল এই যে, একবার ইয়াহুদীরা হুযুর আকরম (দঃ) এর দরবারে এসে আরয করলো, আপনি বলতেছেন কুরআন হিকমত। এবং আমাদেরকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে। কুরআনও বলছে وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

অর্থাৎ "যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকে অনেক উত্তম বস্তু দান করা হয়েছে।" এর পরও আপনি আবার এটা কিভাবে বলছেন, "তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (অর্থাৎ আপনার এ দুটি কথায় স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। কেননা আমাদের জ্ঞানকে কমও বলা হলো আবার বেশীও বলা হলো।) তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান) এতে ইরশাদ হয়েছে-নিঃসন্দেহে কুরআন সকল প্রকার জ্ঞানের আধার এবং এই জ্ঞান বস্তুতঃ অধিক। কিন্তু মহান আল্লাহর ইলমের তুলনায় এই ইলম ততটুকু মর্যদাও রাখে না, যতটুকু এক ফোঁটা পানির তুলনা বিশাল সমুদ্রের সাথে হয়। কেননা এই জ্ঞান সীমিত অথচ আল্লাহর জ্ঞান অসীম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখন আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ালো যে, যদি সমুদ্র সমূহের পানি কালি হয়, আর তদ্বারা যদি আল্লাহর 'কালেমাত' লিখা হয়; সমুদ্রের পানি নিঃশেষে হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কালেমাত লিখা শেষ হবে না। এখন কালেমাত, শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীর কারগণ বিভিন্ন মাতমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন এর দ্বারা আল্লাহর ইলমকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, আল্লাহর কুদরত, আবার কেউ বলেছেন 'কালেমাত' দ্বারা হেকমতই উদ্দেশ্য। (রুহুল বয়ান)। বস্তুত ; খোদার ইলম, তাঁর কুদরত, হিকমত এবং সিফাতের কোন শেষ নেই।

কিন্তু শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রঃ) তাঁর মাদারেজুন নবুয়ত কিতাবের প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন চিন্তাশীলদের দৃষ্টিতে আল্লাহর 'কালিমাত' দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর ইলমকেই বুঝানো হয়েছে। তাহলে এখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ালো যে, দুনিয়ার সকল প্রশংসাকারী বক্তা আর লেখকগণ যদি সমুদ্র সমূহের সমস্ত পানি দ্বারা কালি নিয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ) এর সিফাত এবং কামালাত লিপিবদ্ধ করতে বসে, তাহলে এ কালি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর সিফাত শেষ হবে না। এ আয়াতে দু'টি সমুদ্রের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য জায়গায় এর চেয়েও বেশীর বর্ণনা এসেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ

অর্থাৎ–'দুনিয়ার সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী অর্থাৎ মাহবুব (দঃ) এর সিফাত শেষ হবে না।' এই কামালাত প্রদানকারী এবং গ্রহণকারীর উপর কুরবান।

অন্য আয়াতও শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) এর এই ব্যাখ্যাকে জোরদার করছে। দেখুন দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তোমরা তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। এবং বাস্তবিকও তাই। কেননা আমরা তো আমাদের শরীরের চুল রগ সমূহ এবং সমস্ত অঙ্গের হিসেবও জানি না। অথচ এক একটি চুলের মধ্যেও লক্ষ নেয়ামত রয়েছে। তা আমরা কি করে গণনা করবো! এতো গেলো শরীরস্থ বিভিন্ন নিয়ামতের কথা। এর বাইরেও অনেক নিয়ামত বিদ্যমান। যেমন চাঁদ, সূর্য জমিন, আসমান ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও এত নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন বলছে قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ অর্থাৎ 'আপনি বলে দিন দুনিয়ার নেয়ামত খুব-ই কম।' কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যেকটি সিফাত এবং কামালিয়াতকে কুরআন পাকে 'আজিম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ নিজের সিফাতকে যেমন 'আজিম' বলেছেন, তেমনি আপন পিয়ারা মাহবুবের সিফাতকেও 'আজিম' বলেছেন। নিজের জন্য বলেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ' وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আর মাহবুব (দঃ) এর জন্য বলেছেন–

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী" এখানে হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র চরিত্রকে 'আজিম' বলা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে

وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا অর্থাৎ 'হে মাহবুব (দঃ) আপনার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে' এই 'ফজলে আজিম' এর মাঝে প্রিয় নবী (দঃ) এর সকল সিফাতই রয়েছে। যদ্বারা বুঝা গেল হুযুর আকরম (দঃ) এর সকল সিফাতই 'আজিম' বা মহান।

হুযুর আকরম (দঃ) এর শানে বলা হলো الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ 'রাহমান আপনাকে কুরআন শিখিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ! শিক্ষা প্রদানকারী স্বয়ং রাহমান আর শিক্ষা গ্রহণকারী হাবীবুর রাহমান। কিতাব হচ্ছে পবিত্র কুরআন, এরপর প্রিয়নবী (দঃ) এর ইলমের ব্যাপারে কি প্রশ্ন!

বস্তুতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর সকল সিফাত এবং কামালিয়্যাতই 'আজিম'। সুতরাং জ্বিন ফেরেশতা বা মানুষের মধ্যে এমন কে আছে যে হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা শেষ করতে পারবে।

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎঃ 'সংক্ষেপেঃ আল্লাহর পরই আপনার মহান মর্যাদা,

خدا و مصطفےٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے ۔ خدا کو مصطفےٰ جانے محمد کو خدا جانے

অর্থাৎ– 'আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর ভেদ আবিষ্কার করতে আমরা অক্ষম, বস্তুতঃ আল্লাহকে তাঁর মাহবুব (দঃ)ই চিনেছেন আর মাহবুব (দঃ) কে আল্লাহই চিনেছেন।'

আর এজন্যই কসীদায়ে বুরদার মধ্যে বলা হয়েছে–

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي نَبِيِّهِمْ ÷ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مِنْ شَرْفٍ وَمِنْ عِظَمِ

وَأَنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ ÷ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

অর্থাৎ 'হুযুর আকরম (দঃ) কে তা বলো না যা ঈসায়ীরা নিজেদের নবী সম্পর্কে বলেছে, (অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র) এ ছাড়া ইয্যত এবং মর্যাদার যত বিভাগ রয়েছে, তাঁর সাথে জুড়ে দাও। কেননা হুযুর আকরম (দঃ) এর ফজিলতের এমন কোন সীমা রেখা নেই যা একজন বর্ণনাকারী বর্ননা করে শেষ করতে পারবে।'

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর আকরম (দঃ) এর যত প্রশংসা লিখিত আকারে আছে, তাও আমাদের জানা নেই। দুনিয়ার সকল ভাষাতেই তাঁর অগণিত তা'রিফ বিদ্যমান। এদিকে জ্বিন জাতি তাঁর যত স্তুতি গেয়েছে, তা তো আমাদের জানাই নেই।

মিশকাত দ্বিতীয় খণ্ড, কারামাত অধ্যায়ে আছে, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রিয় নবী (দঃ) এর রওজা মুবারকে হাজির হয়ে সালাত এবং সালাম পেশ করে। যারা সকাল বেলায় আসে তারা সন্ধ্যায় চলে যায় আর যারা সন্ধ্যায় আসে তারা সকাল বেলায় বিদায় হয়। এবং যে একবার আসে, সে আর দ্বিতীয়বার আসে না। আমরা ছাড়াও এহচ্ছে ফেরেশতাগণের প্রশংসা। এখন হিসাব করুন, প্রিয় নবী (দঃ) এর কি ধরণের তারিফ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষী যে, পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর প্রশংসার দফতরের একটি নুকতাও বর্ণিত হয়নি।

এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁর যে সকল প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, তা তো আছেই। কিয়ামতের ময়দানে মাকামে মাহমুদে উপনীত হলে শত্রুমিত্র সবাই তাঁর যে স্তুতি বর্ণনা করবে তাও উপরোক্ত হিসাবের বাইরে। উপরন্তু পরওয়ার দেগার আলম তাঁর যে সকল শান ইরশাদ করেছেন, তা তো সীমাহীন। এখন কে বলতে পারে যে, তাঁর প্রশংসাগুলোকে সীমিত করা যেতে পারে। অতএব আল্লাহর প্রশংসা তাঁর মাহবুব (দঃ)ই করতে পারেন, আর মাহবুব (দঃ) এর যথাযথ প্রশংসাও একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন।

আমরা দুজাহানের বাদশাহ হুযুর পাক (দঃ) এর যে সামান্য তারিফ করি; তা এ ধারনায় নয় যে, আমরা তার যথাযথ শানের হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছি, বরঞ্চ এ ধারনায় যে, আমাদের নামটুকু তাঁর প্রশংসাকারীদের দফতরে লিখা হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ক্রয় করার জন্য একজন বৃদ্ধাও সূতা নিয়ে মিসরের বাজারে এসেছিল। সবাই বললো আহমক কোথাকার! মূখের কথায় হসনে ইউসুফ খরিদ করবে নাকি! লোকেরা তো তাঁকে খরিদ করার জন্য প্রাণের বাজি লাগিয়েছে, ধনভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললো, এটি আমারও জানা আছে, কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ক্রেতাদের নামের তালিকায় আমার নামটিই যুক্ত করা আমার উদ্দেশ্য। এখানেও একই মুয়ামিলা।

আয়াতঃ ৪৮

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

(পারা ১৬, সূরা কাহফ, রুকূঃ ১২)

অর্থাৎ "আপনি বলুন, বাহ্যিক অবয়বে আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ"।

এ আয়াতখানার বাহ্যিক অর্থ দিয়ে কেউ যুক্তির আবতারণা করে যে, হুযুর আকরাম (দঃ) খাওয়া–পরা, চলা–ফিরা, জীবন–মৃত্যুর দিক হতে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ। কিন্তু ঈমানী দৃষ্টিতে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতখানা হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসায় ভরপুর। আয়াতখানাকে চারটি দিক হতে ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথমতঃ এই আয়াত খানার উদ্দেশ্যে কি? দ্বিতীয়তঃ তাঁকে মানুষ ইত্যাদি সাধারণ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা শরীয়ত সম্মত কিনা। তৃতীয়তঃ শরীয়ত এবং যুক্তি বিজ্ঞান, যে কোন দিক হতেই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর বাস্তবিকই কি আমাদের মত মানুষ? যদি না হন, তাহলে আয়াতে مِثْلُكُمْ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? চতুর্থতঃ يُوحٰى اِلَيَّ দ্বারা কি বুঝা গেল?

(১) সমস্ত মু'মিন এবং কাফিররা জানে, হুযুর আকরম (দঃ) মানব জাতিতেই তাশরীফ আনয়ন করেছেন। কাফিররা তো এ কথাই বলে বেড়াত مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا অর্থাৎ আপনি আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন। আর মুসলমানদের আকীদা বা বিশ্বাস এই যে, হুযুর আকরম (দঃ) নবী এবং নবী আল্লাহর ঐ বান্দাই হয়; যাকে আহকামে শরীয়তের প্রচারের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে পাঠানো হয়। বস্তুতঃ গোটা পৃথিবীই এসত্যটি জানে এবং মানে। তারপরও এ ধরনের সুস্পষ্ট জানা-মানা বিষয়টি কুরআনে আবারও এত গুরুত্বের সাথে কেন আলোচিত হলো? উদ্দেশ্য কি?

এর কারণ এই যে, ঈসায়ীরা হযরত ঈসা (আঃ) এর শুধুমাত্র দুটি মুজিযা দেখেছিল। পিতা ছাড়া জন্ম নেয়া, মৃতকে জীবিত করা এবং রোগীকে ভাল করা। এ দুটি মুজিযা দেখেই তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলতে শুরু করল। ইয়াহুদীরা হযরত উজায়ের (আঃ) এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি মুজিযা দেখেছিল। তা হচ্ছে এক শত বৎসর পর তাঁর জীবিত হওয়া। আর এতেই তারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে ফেললো। এদিকে মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করতে লাগল। কেউ আবার জ্বিন এবং আল্লাহর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে দিল। বস্তুতঃ এ সমস্ত মূর্খরা নবীগণের শক্তিশালী এবং সুন্দর সুন্দর মু'জিযা দেখে তাঁদের মর্যাদা নিরুপণে সীমা অতিক্রম করল। আবার অনেক বেদ্বীন লোক নবীগণকে আমাদের মত সাধারণ মানুষ আকীদা পোষণ করে তাঁদের আসল মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে লাগল। অথচ ইসলামের আবেদন এই যে, মুসলমানগণকে নবীদের মর্যাদাকে তাঁর আসল অবস্থা হতে বাড়ানো কমানো হতে বেঁচে থাকতে হবে। এ সমস্ত পূর্বের কাউমরা তো তাঁদের নবীগণের কয়েকটি মুজিযা দেখে তাঁদেরকে আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি বলতে লাগল। অথচ হুযুর আকরম (দঃ) এর শুধু হাত মোবারক সত্যের পূজারীদের সামনে অনেক মহান মহান মু'জিযা প্রদর্শন করিয়েছিল। যেমন চাঁদ দু'টুকরা হয়ে গিয়েছিল, এক ইশারায় অস্তমিত সূর্য পুনরায় ফিরে আসলো। তাঁর ইশারায় বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো এবং ইশারা পেয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। সে মহান সত্তার ইঙ্গিত পেয়ে দূরবর্তী দুটি বৃক্ষ একত্রিত হয়ে গেল। কঙ্কর সমূহ তাঁর নূরানী হাত মুবারকের ছোঁয়া পেয়ে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে লাগল। শুকনো কাঠ তাঁর বিরহে কান্নাকাটি করলো। সামান্য খাদ্য দিয়েই তিনি বিরাট মুজাহিদ বাহিনীকে পেট ভরে খাইয়েছিলেন। তাঁর আঙ্গুল মুবারক হতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর ইশারা পেয়ে মৃত জীবিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ এভাবে অগনিত মু'জিযা প্রকাশ হওয়ার কারণে আশংকা হচ্ছিল; হুযুর আকরম (দঃ) কেও তারা আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্রই বলে বসে নাকি। এজন্যই হুযুর আকরম (দঃ) তাঁর প্রত্যেকটি আলাপ আচরণেই আল্লাহর বন্দেগীর কথা প্রকাশ করেছেন। এবং কালেমার মধ্যেও উম্মতদেরকে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পড়িয়েছেন। কুরআনও এই ঘোষণাই দিয়ে বলল–

اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎ 'আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ।'

(২) প্রত্যেক মুসলমানেরই এই আকীদা রয়েছে যে, নবীগণ আল্লাহরই বান্দা আর তাঁর মাহবুব (দঃ) এর শুভাগমন মানুষের মধ্যেই হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তাঁকে

বশর, ভাই, বাবা অথবা ইনসান বা মানুষ বলে ডাকা হারাম, আর যদি কেউ বিদ্রুপ করে এভাবে ডাকে, সে কাফির হয়ে যাবে। (আলমগীর ইত্যাদি) যেমন কুরআন করীমে, ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ "নিজদিগের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে"।

আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে বলা হলো, যে সমস্ত শব্দ দ্বারা অত্যন্ত সাধারণভাবে একে অন্যকে সম্বোধন করা হয়, তা দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) কে সম্বোধন করো না। অন্যথায় তোমাদের সমস্ত আমল তোমাদের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাবে, আর আমল নষ্ট হয় একমাত্র কুফরীর কারণেই। এ জন্য আয়াত খানাকে قُلْ শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ) আপনি বিনয় স্বরূপ বলে দিন–আমি তোমাদের মত মানুষ। কিন্তু তাই বলে আমি আল্লাহও আপনাকে বশর বা মানুষ বলে আহ্বান করবো না অথবা কোন মানুষকেও আপনাকে এশব্দ দ্বারা ডাকার অনুমতি দেয়া হয়নি। এ জন্যই কুরআনে কোথাও হুযুর আকরম (দঃ) কে বশর, মানুষ অথবা মুমিনদের ভাই ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ডাকা হয়নি। বরঞ্চ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ - يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ - يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

অর্থাৎ হে আমার পায়গাম পৌঁছানে ওয়ালা! হে মহান মর্যাদার অধিকারী! হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! হে বস্ত্রাবৃত! ইত্যাদি সম্মানিত শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে। এখন যখন রাব্বুল আলামীন তাঁকে বশর ইত্যাদি শব্দে ডাকেননি, তখন আমারা গোলামদের কি অধিকার রয়েছে যে, আমরা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করবো। কোন জাগতিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকেও তো সাধারণ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা তার মর্যাদাকে অস্বীকার করার শামিল। কোন খাঁন বাহাদুর নওয়াব বা কালেক্টর সাহেবকে হে লোক! হে ভাই, ইত্যাদি সম্বোধনকারী শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে সমস্ত নবীগণ আল্লাহ হতে মহান খেতাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে সাধারণ শব্দ দ্বারা সম্বোধনকারী ব্যক্তি বেদ্বীন হয়ে যাবে। যদি কেউ মাতাকে হে আমার পিতার স্ত্রী, হে আমার বোন বলে ডাকে, অথবা পিতাকে হে ভাই, হে ব্যক্তি বলে সম্বোধন করে, তাহলে তাকে বেয়াদব বলা হবে। অতএব হুযুর আকরম (দঃ) কে এসমস্ত শব্দ দ্বারা সম্বোধনকারী ব্যক্তিকে কেন বেয়াদব বলা হবে না!

এ জন্যই অনেক চিন্তাশীল আলেমগণের দৃষ্টিতে কুরআন মজিদের يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) শামিল নেই। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক (দঃ) কে অন্যের মত সাধারণ শব্দ দ্বারা ডাকা যাবে না। অথচ এটি সাধারণভাবে সবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য মু'মিনগণ হুযুর পাক (দঃ) হতে ঈমান গ্রহণকারী আর হুযুর

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

পাক (দঃ) ঈমান প্রদানকারী। এখানে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا এর মধ্যে ঈমান গ্রহণকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ آمَنُوا দ্বারা ঐ সকল লোককেই বুঝানো হয়েছে যারা দুনিয়ায় এসে মু'মিন হয়েছে। অথচ হুযুর পাক (দঃ) তো মু'মিন বরঞ্চ নবী হয়েই দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

চতুর্থতঃ অন্যান্য মু'মিনগণের উপর শরীয়তের বিধান আসার পর তা ফরয হয়েছে অথচ হুযুর পাক (দঃ) কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ব হতেই আবেদ, জাহেদ, নামাযী এবং আহকামের অনুসারী ছিলেন। কুরআন হুযুর পাক (দঃ) আমল করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরঞ্চ আহ্কামের তাবলীগের জন্যই এসেছে। হুযুর পাক (দঃ) মি'রাজের রাত্রিতে নামায পড়িয়েছেন এবঙ নবুয়্যতের প্রকাশের পূর্বেই হেরা গুহায় তিনি নামায আদায় করেছেন। অথচ সে সময় শরীয়তের বিধান নাযিল ও হয়নি।

পঞ্চমতঃ الَّذِينَ آمَنُوا এর পর এমন বিধানও এসেছে, যেগুলো হুযুর আকরম (দঃ) এর উপর জারী হওয়া সম্ভব নয়। যেমন 'হে ঈমানদাররা! তোমাদের আওয়াজকে আমার মাহবুব (দঃ) এর আওয়াজ হতে উচুঁ করো না। অথচ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) হতে অগ্রগামী হয়োনা। আর হুযুর পাক (দঃ) যে সমস্ত আহ্কামের উপর আমল করেছেন তাও আমাদের একান্ত শিক্ষার জন্যই–যেমন মুসাফির নদী পার হওয়ার জন্যই জাহাজে চড়ে আর কেপ্টেন তাকে পার করাবার জন্যই। মুসাফির ভাড়া পরিশোধ করে জাহাজে উঠে আর কেপ্টেন বেতন নিয়ে জাহাজে উঠে।

(৩) হুযুর আকরম (দঃ) নকল (কুরআন হাদীছের অকাট্য দলীল) এবং আকল কোন দিক দিয়েই আমাদের মত নন। নকল অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হতে তিনি তো আমাদের মত নয়ই, ঈমান, আমল, আহ্কাম এবং মুয়ামিলাত কোন দিক দিয়েই তাঁর সাথে আমাদের সাদৃশ্য নেই। যেমন তাঁর কালিমা হচ্ছে

أَشْهَدُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর রাসূল', আমরা যদি এই কালেমা পড়ি তাহলে কাফির হয়ে যাব। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এবং আমাদের কালিমার মধ্যে পার্থক্য হলো,আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয আর হুযুর পাক (দঃ) এর উপর ছয় ওয়াক্ত । তাঁর উপর তাহাজ্জুদ ও ফরয ছিল (কুরআন)। আমাদের জন্য ইসলামের আরকান পাঁচটি অথচ প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর চারটি। (যাকাত তাঁর জন্য ফরয নয়। শামী, যাকাত অধ্যায়) আমাদের জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী হালাল। আর তাঁর জন্য কোন সীমাবদ্ধতা নেই। আমাদের স্ত্রী আমাদের মৃত্যুর পর পুনঃ স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর বিবিগণ তা পারবেন না। (কুরআন) আমাদের মিরাছ (মৃত্যু পর সম্পত্তি) বন্টিত হবে, কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর মিরাছ বন্টিত হবে না। (হাদীছ) আমরা খোদায়ী বিধানের অধীন, কিন্তু খোদায়ী বিধান প্রিয় নবী (দঃ) এর ফরমানেরই নামান্তর মাত্র। তিনিই যা চান হালাল করেন আর যা চান হারাম করেন। এর উপর যথেষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান।

www.YaNabi.in

তিনি আবু খুজাইমার একজনের সাক্ষীকে দু'জনের বরাবর করে দিলেন,খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ) এর বর্তমানে হযরত আলী (রাঃ) এর জন্য তিনি দ্বিতীয় বিবাহ্ হারাম করে দিলেন। এক ব্যক্তির কাফফারা তার নিজের জন্যই হালাল করে দিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হুযুর পাক (দঃ) নিজেই ধারাবাহিক রোজা রাখার ব্যাপারে এরশাদ করেন أَيُّكُمْ مِثْلِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে আমার মত কে আছ? আমাকে তো আমার আল্লাহ্ খাওয়ান, পান করান।' বসে নফল নামায পাঠ কারীদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন– لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

অর্থাৎ "আমি তোমাদের কারও মত নই"। বস্তুতঃ এ যাবতীয় বিষয় হতে বুঝা গেল হুযুর পাক (দঃ) শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হতেও আমাদের মত নন। একইভাবে আকল বা যুক্তিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি আমাদের মত নন। কেননা হুযুর পাক (দঃ) যে সব বিষয়ের উপর ঈমান এনেছেন তা আবার দেখেছেনও। তিনি আল্লাহ, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি দেখেছেন,তাঁর মি'রাজ হয়েছিল, কিন্তু আমাদের তা হয়নি। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

ایں خورد گردد پلیدی زیں جدا ۔ آں خورد گردد ہمہ نورِ خدا

অর্থাৎ– 'আমরা যা কিছু খাই তা প্রশ্রাব, পায়খানা ইত্যাদি অপবিত্র জিনিষে পরিণত হয় আর হুযুর পাক (দঃ) যা খান, তা আল্লাহর নূরে পরিণত হয়'।

যেমন মধুপোকা যা খায়, তা মধুতে পরিণত হয় আর ভোমমের খাওয়া বিষে পরিণত হয়। হুযুর পাক (দঃ) রাহমাতুলিল্ আলামীন, আমরা তা নই। হুযুর আকরম (দঃ) ঈমান আর আমরা মু'মিন। তাঁর পবিত্র শরীর মুবারকের ছায়া নেই, আমাদের আছে। হুযুর আকরম (দঃ) চলার সময় মেঘ তাঁকে রোদ হতে ছায়া দান করতো, অথচ আমাদের তো এমনতর মর্যাদা নেই। বস্তুত! যুক্তি বিজ্ঞানও বলেঃ হুযুর আকরম (দঃ) কোন দিক হতেই আমাদের মত নন। মৌলভী আব্দুল হাই সাহেব তাঁর 'ফতোয়ায়ে আব্দুল হাই'র মধ্যে একখানা হাদীছ নকল করে বলেছেন, হুযুর আকরম (দঃ) এরশাদ করছেন, আমি আমার আম্মাজানের গর্ভ হতে খোদায়ী কলমের লিখার ধ্বনি শুনতাম। এখন বলুন, কে এমন মহান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে? হুযুর পাক (দঃ) আরিফবিল্লাহ্ হয়েই দুনিয়ার তাশরীফ এনেছেন। আর আমরা জন্ম লাভ করে বহু জ্ঞান অর্জন করার পরও এমনতর মর্যাদায় উপনীত হতে পারি না। এর পরও হুযুর পাক (দঃ) এর সাথে আমাদের তুলনা এবং সামঞ্জস্য কিভাবে? এখন উপরোক্ত আয়াতখানার অর্থ কি? অর্থ এই যে, হে পিয়ারা মাহবুব (দঃ)! আপনি বলে দিন, বাহ্যিক মানবীয় সূরতে আমি তোমাদের মত, নতুবা তোমাদের আর আমার মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে। শুধু কয়েকটি বাহ্যিক মানবীয় আচার–আচরণে আমি তোমাদের ন্যায়ই। যেমন বাহ্যিকভাবে খাওয়া–দাওয়া চলা–ফেরা, রোগ–শোক হওয়া ইত্যাদি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নতুবা এতদসত্ত্বেও তাঁর আসল অবস্থা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। مثلكم দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে, যেভাবে তোমরা নিরেটভাবে আল্লাহরই বান্দা–না তোমরা আল্লাহ্ আর না আল্লাহর কোন গুণ দ্বারা গুণান্বিত। এভাবে আমিও তো আল্লাহরই বান্দা। আমি খোদাও নই অথবা আমার মধ্যে খোদায়ীত্বও নেই, বা আমি আল্লাহর পুত্রও নই বরঞ্চ আমি আল্লাহরই শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং সকল বান্দাদের আমি দিশারী। অতএব তোমাদের আর আমার মধ্যে শুধু এদিক দিয়েই সামঞ্জস্য রয়েছে। নতুবা আর অন্য কোন দিক দিয়েই নয়।

(৪) يُوحىٰ إِلَيَّ দ্বারা ঐ সন্দেহেরই অপনোদন করা হয়েছে, যা مِثْلُكُمْ দ্বারা সৃষ্টি হতে পারতো, অর্থাৎ কেউ হয়তো এ কথা বলে দিতে পারে, হুযুর আকরম (দঃ) প্রত্যেক দিক থেকেই আমাদেরই মত। সুতরাং ইরশাদ হলো, না বরঞ্চ আমি ওহী প্রাপ্ত আর তোমরা আমার উম্মত বা অনুগামী। ওহীপ্রাপ্ত সত্ত্বা উম্মতের মত কি করে হতে পারে! يُوحىٰ গুণটি আনার কারণে নবী এবং উম্মতের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল যেমন 'নাতেক' বা বাকশক্তি সম্পন্ন বলার কারণে মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল। যায়েদ অন্যান্য জীবের মতই অবশ্যই একটা জীব, 'কিন্তু সে বাকশক্তি সম্পন্ন। অতএব বাকশক্তি সম্পন্ন বলার কারণে যায়েদের আসল সত্ত্বা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেল এবং অন্যান্য জীবদের সত্ত্বাও ভিন্ন।

হযরত কেবলায়ে আলম পীর সাইয়েদ জামায়াত আলী মুহাদ্দিছ আলীপুরী (রঃ) বলতেন জাওহার এবং ইনসানের মধ্যে মোট পাঁচ স্তরের ব্যবধান রয়েছে। অর্থাৎ ইনসানের উপর হায়ওয়ান, এর পর 'জিসমে নামি' এর পর 'জিস্মে মাতলাক' এরপর 'জাওহার'। কিন্তু 'বশর' (মানুষ) এবং হুযুর আকরম (দঃ) এর মধ্যে সাতাশ স্তর ব্যবধান বিদ্যমান। অর্থাৎ বশরিয়্যত হতে আরও সাতাইশ স্তর পার হওয়ার পর প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান অবস্থান, যার পরে একমাত্র একত্ববাদেরই সর্বোচ্চ মর্যাদা। এখানে আবদিয়্যতের সকল মর্যাদা বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বশরের পর মু'মিন তারপর সালেহ্ তারপর শহীদ, তারপর মুত্তাকি, তারপর মুজতাহিদ, তারপর আওতাদ তারপর আবদাল, তারপর কুতুব তারপর কুতুবুল আকতাব, তারপর গাউছ, তারপর গাউছুল আজম ইত্যাদি, এরপর আবার তাবেয়ী, সাহাবী, আনসারী, মুহাজির; তারপর সিদ্দীক, তারপর নবী, তারপর রাসূল তারপর উলুল আজম পয়গম্বর, তারপর খলীল, তারপর খাতামুন নাবিয়্যিন, এ মর্যাদার উপরও রাহমাতুল্লিল আলামীন তারপর হাবীব তারপরে শানে মুস্তাফা (দঃ)। এটি একটি মোটামুটি বর্ণনা মাত্র। এখন আমরা সাধারণ মানুষরা যখন নূরের তৈরী ফেরেশতাগণের বরাবর নই, অথচ তাঁরা ও জাওহার আর আমরা ও জাওহার, শুধুমাত্র পাঁচটি স্তরের ব্যবধান আমাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাহলে আমরা হুযুর আকরম (দঃ) এর মত হই কিভাবে। অথচ এখানে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা আর আমাদের মধ্যে সাতাশ স্তরের ব্যবধান বিদ্যমান।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ– কোন না'ত পাঠকারী উষ্টর ইকবালের সামনে নিম্নের না'তটি পাঠ করলো: جس کا نام ہے محمد اس سے دو جگ ہے اجالا ۔

অর্থাৎঃ 'যে মহান সত্তার নাম মুবারক মুহাম্মদ (দঃ), তাঁর দ্বারা উভয় জাহান উজালা।' এ–না'ত শুনে উষ্টর ইকবাল বললেন, এর সাথে আমারও দু'টি লাইন এভাবে লিখে নাও–

جن کا نام ہے محمدؐ ان کا ہر مومن متوالا

قدرت کی تحریر بن جائے اُمّی اور تقریر بن جائے

بخشش کی تدبیر بن جائے پھر ہے بھولا بھالا

جن کا نام ہے محمدؐ ان کا ہر مومن متوالا

آن کی آن میں عرش پہ جاوے آنکھ کھلے تو فرش پہ آوے

مکہ کا سورج کہلاوے دُنیا کا اُجیالا

جن کا نام ہے محمدؐ اُن کا ہر مومن متوالا

অর্থাৎ–'যে মহান নূরানী সত্তার নাম মুবারক মুহাম্মদ (দঃ) প্রত্যেক মুমিন তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! (দঃ) আপনি আমাদের জন্য তাকদীর নির্ধারণের কুদরতী কলম হয়ে যান, 'উম্মী' তথা আমাদের মূল এবং আমাদের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকারী তথা সুপারিশকারী হয়ে যান। আপনি আমাদের গুণাহ মার্জনার তাদবীর হয়ে যান। তবেই আমাদের কামিয়াবী, যার নাম মুবারক মুহাম্মদ (দঃ) প্রত্যেক মুমিন তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা। মুহূর্তে আরশে আপনার গমন, আবার মুহূর্তেই জমিনে অবতরণ, আপনি পবিত্র মক্কার সূর্য, দুনিয়ার আলোক বর্তিকা। যে পবিত্র সত্তার নাম মুবারক মুহাম্মদ (দঃ) প্রত্যেক মুমিন তাঁর জন্য মাতোয়ারা।'

তাফসীর রুহুল বায়ান ষোল পারার শুরুতে সূরা মরিয়মের كٓهيعٓصٓ এর ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, হুযুর পাক(দঃ) এর তিনটি সুরত ছিল। প্রথম বশরী বা মানবীয়, যার বর্ণনা উপরোক্ত আয়াতে এসেছে। দ্বিতীয় হাক্কী এ সম্পর্কে হুযুর (দঃ) নিজেই ইরশাদ করেন– مَنْ رَاٰنِيْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ অর্থাৎ যে আমাকে দেখেছে সে হককেই দেখেছে। তৃতীয়তঃ মালাকী বা ফেরেশতার সুরত।

যেমন হুযুর (দঃ) ইরশাদ করছেন– لِيْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ অর্থাৎ অনেক সময় আল্লাহর সাথে আমার এমন অবস্থা অতিবাহিত হয় যে, সে পর্যন্ত কোন ফেরেশতা বা নবীও পৌঁছতে পারে না।' মোট কথা, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এ আয়াত খানি হুযুর আকরম (দঃ) এর নানা প্রশংসায় ভরপুর।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত শায়খ আবদুল হক(রঃ) তাঁর 'মাদারেজুন নবুয়্যত' কিতাবের তৃতীয় অধ্যায়ে ইরশাদ করছেন, যে সমস্ত আয়াত দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) কে আমাদের মত বলে মনে হয়, এগুলো 'মুতাশাবেহাত' অস্পষ্ট আয়াতের মতই। যেমন, পরওয়ারদেগার আলম স্বীয় নূরের দৃষ্টান্ত প্রদীপের সাথে দিয়ে বলেছেন–

كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ অর্থাৎ 'যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ।' এতে এখন কেউ এ কথা তো বলতে পারে না যে, আল্লাহর নূর প্রদীপের মতই আলো। অতএব এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না যে, হুযুর আকরম (দঃ) আমাদের মতই বশর বা মানুষ। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম নানুতবী বলেন–

رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت ۔ نہ جانا کچھ بھی کسی نے بجز ستار

অর্থাৎ–'ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) আপানার আসল সৌন্দর্য মানবীয় পর্দা দ্বারা ঢাকা রয়েছে। আর আপনাকে আল্লাহ ভিন্ন কেউ–ই বুঝতে পারেনি।'

অর্থাৎ হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন নূর আর নূরকে অবলোকন করার মত শক্তি মানুষের মধ্যে নেই। যেমন সূর্যের প্রতি মানুষ তাকাতে পারে না। কিন্তু যখন হালকা মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করে রাখে। সে মেঘের আড়ালে মানুষ তাকে কিছুটা দেখে নেয়। ঠিক তদ্রূপই নূরনবী (দঃ) এর নূর মুবারককে দেখাবার জন্য তাকে মানবীয় আবরণ বা পোশাক পরিধাণ করানো হয়েছে। নতুবা তাঁর আসল সত্তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ–ই দেখেনি।

সূফীগণের পরিভাষায় 'বশর' হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসাই। কেননা বশরের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতী হাত দ্বারা বিশেষভাবে যাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'মুবাশারাত বিল্ইয়াদ' হতে 'বশর' শব্দটি বের হয়েছে। গোটা আলম ফেরেশতাগণের দ্বারা বানানো হয়েছে। কিন্তু হযরত আদম (আঃ) কে রাব্বুল আলামীন নিজেই আপন কুদরতের হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতএব বশরিয়াত হচ্ছে মানুষের উঁচু মানের শিল্পকর্ম। আল্লাহ শয়তানকে বললেন مَا لَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

অর্থাৎ তোমার কি হলো যে তুমি সিজদা করছো না অথচ আমি তা 'কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۔

অর্থাৎ 'আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।' আর এজন্যই মুমিনের কলবকে আল্লাহর তাজাল্লীর স্থান বানানো হয়েছে।

کعبہ تعمیر خلیل اظہر است ۔ بہ دل گذرگاہ جلیل اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

অর্থাৎ পবিত্র কাবা সাইয়িদুনা হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) এর তৈরীকৃত আর দিল আল্লাহ তাআলার তাজল্লীর প্রকাশ স্থল। অতএব হাজার হাজার কা'বা হতে একটি দিল অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যেহেতু আমরা গুনাহ দ্বারা বশরিয়াতের এ মহান মর্যাদাকে আপবিত্র করে দিয়েছি। এজন্য শব্দটি প্রায় বদনামের মতই হয়ে গেছে এবং নবীগণকে এশব্দে স্মরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

তোতা পাখীকে কথা বলা শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি এই যে, তার সম্মুখ বরাবর একটা আয়না রেখে আয়নার পেছন হতে মানুষ নিজেই কথা বলতে থাকে। আর তোতা এ আওয়াজকে স্বজাতির আওয়াজ ধারণা করে নিজেও বলতে আরম্ভ করে। হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর কুদরতের আয়না, আল্লাহ এবং আমাদের মাঝখানে যদি এ আয়না না থাকতো, তবে বান্দারা আল্লাহর ফায়েজ হাসিল করতে সক্ষম হতো না। এ আয়নার দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক বান্দার দিকে, অন্যটি আল্লাহর দিকে। বান্দার দিকের আহ্বান হচ্ছে اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۔ অর্থাৎ তোমরা আমা হতে পালিও না। আমি তোমাদেরই মত। আর আয়নার আল্লাহর দিকের আহ্বান হচ্ছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ'তিনি নিজ হতে কিছু বলেন না, যা বলেন তা ওহীমাত্র,' মাওলানা রুমী বলেন–

گفت من آئینہ ام مصقول دوست ۔ ترک و ہندی در من آں بیند کہ اوست

অর্থাৎ'মাহবুবে খোদা (দঃ) বললেন, আমি আমার বন্ধুর (আল্লাহ) স্বচ্ছ আয়না। তুর্কী হিন্দি সবাই আমার মধ্যে তারা নিজেকেই দেখে।

আ'লা হযরত (রঃ) বড়ই চমৎকার বলেছেনঃ–

آپ پردے میں رہے آئینہ حسنِ خاص کا ۔ بھیج کر انجانوں سے راہ داری واہ وا

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (দঃ) আপনার মূল নূরানী সত্ত্বাকে খোদায়ী আয়নার পর্দার আড়ালে রেখেই আপনাকে উম্মিদের মাঝে পাঠানো হয়েছে হিদায়তের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। কি চমৎকার।

আয়াতঃ ৪৯

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۔

(পারাঃ ১৬ সূরা মরিয়ম রুকূঃ ৬)

অর্থাৎ–'আমি তো আপনার ভাষায়ই কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীগণকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতন্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন।'

এ আয়াত খানিও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এতে ইরশাদ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়েছে আমি পবিত্র কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করেছি। যাতে করে তদ্বারা আপনি লোকদেরকে সুসংবাদ বা সতর্ক বাণী শুনাতে পারেন। বুঝা গেল, কুরআন শরীফ মহাকঠিন জিনিষ। নতুবা কোথায় আল্লাহর কালাম আর কোথায় মানুষের বর্ণনা শক্তি। কিন্তু রাব্বুল আলামীন এ কুরআনকে হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র মুখ মুবারকে সহজ করে দিয়েছেন, যে মুখ মুবারক পর্বত হতেও শক্তি সম্পন্ন। যেটি মহাকঠিন কুরআনকেও বরদাশ্ত করতে পেরেছে।

তাফসীরে রুহুল বায়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পবিত্র কুরআন আল্লাহর কাদিম বা আদি সিফাত। যার কোন অন্ত নেই। আমাদের ভাষা দ্বারা কুরআনকে সীমিত করা অসম্ভব। কেননা এ শব্দগুলো বানানো। যার শেষ রয়েছে অথচ আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র কালব এবং তাঁর মুখ মুবারকে এমন মহান শক্তি দিয়েছেন যে, তিনি কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়েছেন। এথেকে এ মাসয়ালাটি বুঝা যায় যে যারা মনে করে কুরআন যখন সহজ এবং পূর্ণাঙ্গ কিতাব, তখন আবার হাদীছের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারা মূলতঃ ধোঁকার মধ্যেই পড়ে আছে। কেননা কুরআন অবশ্যই সহজ। কিন্তু প্রত্যেকের জন্য নয়। বরঞ্চ তা সহজ হুযুর আকরম (দঃ) এর জন্য এবং তাদের জন্যও সহজ যাঁরা নবুয়্যতের এ মহান দরবার হতে ফয়েজ প্রাপ্ত। সাথে সাথে কুরআন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ কিতাব। কিন্তু এ পূর্ণাঙ্গ কিতাব হতে কিছু হাসিল করার জন্য এবং মুক্তা বের করে আনার জন্য অবশ্যই পূর্নাঙ্গ ও পবিত্র সত্বার প্রয়োজন। সমুদ্র হতে মুক্তা বের করে আনা প্রত্যেকের কাজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ মাসয়ালাও ছাবেত হচ্ছে যে, কুরআনের এ অর্থ এবং ঐ কেরাতই সঠিক হবে, যা হুযুর আকরম (দঃ) হতে বর্ণিত হবে। যারা এমন মনগড়া তাফসীর করবে, যা প্রিয় নবী (দঃ) এর বিপরীত, অথবা এমন কেরাত বেছে নিবে, যেটি প্রিয় নবী (দঃ) হতে প্রমাণিত নয়। তা কক্ষণও গ্রহণ যোগ্য হবে না। বরঞ্চ বাতিল বলেই গণ্য হবে। যেমন خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর আকরম (দঃ) বলেছেন لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই। আমিই শেষ নবী। এখন কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত এ অর্থকে সাধারণের ধারণা বলে نَبِيٌّ এর অর্থ সত্বাগত নবী বা আসল নবী নয়, আর প্রিয় নবীর পরেও নবী আসা জায়েয এবং সম্ভব মনে করে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ মাফ করুক। একই ভাবে কুরআনের হরফগুলোর মাখারেজ বা উচ্চারণ পদ্ধতি বা তেলাওয়াতের নিয়ম কানুন এটিই হতে হবে, যেটি হুযুর আকরম (দঃ) হতে ছাবেত বা প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতের অন্য অর্থ এমনও হতে পারে। হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ) আমি এই কুরআনকে আপনারই পবিত্র মুখের বরকতে সহজ করে দিয়েছি। بِلِسَانِكَ এর মাঝে (بـ) ب সববের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন যদি আপনার পবিত্র মুখে আদায় না হতো, তাহলে এই কুরআন পর্যন্ত পৌছা কার সাধ্য ছিল? কেননা কুরআন ঐ লাওহে মাহফুজেই সংরক্ষিত ছিল যেথায় মানবীয় ধারণা পর্যন্ত যেতে পারে না। প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র মুখ মুবারকই সেই গোপন খাজনা এবং লুকায়িত মুক্তা খনিকে সৃষ্টির কাছে এনে দিয়েছে। যদি মাঝখানে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র সত্তা মওজুদ না হতো তাহলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হতো না। বরঞ্চ প্রিয় নবী (দঃ) এর মুখ মুবারকই কুরআনকে কুরআনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। লাউড স্পীকারের দুটি দিক থাকে। একটি দিক বক্তার দিকে, যাকে মাইক্রোফোন বলা হয়। আর অন্য দিক শ্রোতামন্ডলীর প্রতি; যাকে ইউনিট বলা হয়। এবং এভাবেই লাউড স্পীকার একজন বক্তার বক্তব্য শ্রোতামন্ডলী পর্যন্ত পৌছায়। একইভাবে সরওয়ারে কায়েনাত (দঃ) এর পবিত্র মন মস্তিক মুবারক রয়েছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সৃষ্টির দিকে। এভাবেই তিনি আল্লাহর পবিত্র কালাম আমাদের কাছে পৌছান। একথা স্বর্তব্য যে, কুরআনের শব্দাবলীর নুযুল প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র কর্ণ মুবারকে। এর বিষয়বস্তুর নুযুল তাঁর মস্তিক মুবারকে আর কুরআনের মূল ভেদ সমূহের নুযুল তাঁর কালবে পাকেই হয়েছিল। অতএব যে যা পেয়েছে, তা হুযুর পাক (দঃ) থেকেই পেয়েছে।

আয়াতঃ ৫০

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى ـ

(পারাঃ ১৬, সূরা তাহা রুকু ১)

অর্থাৎ– হে আমার প্রিয় হাবীব (দঃ) আপনাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।

এ আয়াতখানিও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এখানে প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর রাব্বুল আলামীনের পরম অনুগ্রহের বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর ইবাদতে এমন কষ্ট সহ্য করতেন যে, দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাঁর পবিত্র পা মুবারক ফুলে যেত এবং মাঝে মাঝে তা হতে রক্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হতো। আপন মাহবুব (দঃ) এর এরকম কষ্ট স্বীকার আল্লাহর বরদাশত হলো না। তাই এরশাদ হলো – যে প্রিয় হাবীব (দঃ) এই পবিত্র কিতাব কুরআন শরীফ আপনাকে কষ্টে আপতিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হুযুর আকরাম (দঃ) এর আন্তরিক ইচ্ছে ছিল আল্লাহর কোন বান্দাই যেন আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত না হয়। তাই কাফিরদের কুফরীর উপর কঠিন হয়ে থাকা তাঁর কোমল অন্তরে আঘাতের কারণ হতো। এ অবস্থার উপর উপরোক্ত আয়াতখানি নাযিল হয়। এতে বলা হলো, আপনার দায়িত্ব তো শুধুমাত্র দ্বীনের আহকাম প্রচার করা, আর আপনি তো তা পূর্ণমাত্রায় আদায় করেছেন। যদি এ সমস্ত দুর্ভাগারা তা হতে ফায়েদা অর্জন না করে, তাতে হে মাহবুব! আপনি কেন চিন্তার ক্লেশেই পতিত হবেন।

এ আয়াত দ্বারা দুভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা পাচ্ছে। একটি طٰهٰ শব্দ দ্বারা আর অন্যটি আয়াতের বাকি অংশ দ্বারা। অনেকের মতে طٰهٰ মুতাশাবে হাত বা অস্পষ্ট। (রুহুল বায়ান) আর অনেকের মতে এটি হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র নাম মুবারক। আবার কারও মতে এটি প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র উপাধি। কেউ বলেছেন এটি এই সূরার নাম। কেউ বলেছেন কুরআন শরীফের নাম। (রুহুল বায়ান, মাদারেজ) আবার কেউবা বলেছেন, এটি মহান আল্লাহরই নাম মুবারক। কিন্তু এটি মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট অথবা হুযুর আকরম (দঃ) এর উপাধি হওয়াটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত। শায়খ সা'দী (রাঃ) ইরশাদ করেন–

ترا عزّ لولاک وتمکین بس است ٭ ثنائے تو طٰہٰ و یٰسین بس است

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ আল্লাহর তরফ হতে আপনার ইয্যত এবং মর্তবার জন্য আল্লাহর ঘোষণা লাউলাকা লামা খালাক্তুল আফলাকই যথেষ্ট। আর আপনার তা'রিফের জন্য তাহা এবং য়াসীন শব্দদ্বয়ই যথেষ্ট।

এখন কথা হলো طٰهٰ এর অর্থ কি? আর এটি যদি প্রিয় নবী (দঃ) এর উপাধিই হয়, তবে এতে তাঁর কি কি গুণের প্রতি ইঙ্গিত করা হল। এর উত্তরে একাধিক ভাষ্য বিদ্যমান। প্রথমত ط দ্বারা শাফায়াতের অন্বেষণকারী আর ٰ দ্বারা মানুষের হাদী বা পথ প্রদর্শনকারী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে শাফায়াতকারী এবং হে পথ প্রদর্শনকারী। দ্বিতীয় অর্থ এটিও হতে পারে– হে পবিত্র এবং হাদী। অর্থাৎ গুনাহ হতে পবিত্র এবং আল্লাহর তরফ হতে লোকদের জন্য হাদী। অথবা হে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয়প্রদর্শনকারীদের অন্যতম। অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং জাহান্নামের ভয়প্রদর্শনকারী। অথবা ط এর অর্থ হচ্ছে হে মদীনা তায়্যেবা এবং মক্কা মুকাররমাকে স্বীয় কদম মুবারক দ্বারা মর্যাদা দানকারী। অর্থাৎ ইমামুল হারামাইন। অথবা হে ঐ মহান সত্তা! যাঁকে নবুয়্যত দ্বারা মহিমান্বিত করা হয়েছে। অর্থাৎ খাতামুন নাবিয়ীন। অথবা হে ১৪ তারিখের উজ্জল চন্দ্র। কেননা ط এর আদদ বা সংখ্যা ৯ এবং ٰ এর ৫। ৯ এবং ৫ এর যোগাযোগ ১৪। অর্থাৎ হে পূর্ণাঙ্গ চাঁদের ন্যায় মহান সত্তা। চাঁদের সাথে প্রিয় নবী (দঃ) এর তুলনা ও শুধু বুঝাবার জন্যই, নতুবা প্রিয় নবী (দঃ) এর জুতা মুবারকের সাথেও চাঁদের তুলনা হয় না। চাঁদের তো বৃদ্ধি এবং ক্ষয় আছে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর নূর বরাবরই বৃদ্ধি। চাঁদের গ্রহণ হয়। চাঁদ আলো বিকিরণের জন্য সূর্যের মুখাপেক্ষী। চাঁদ রাত্রেই আলোকিত, কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যের সম্মুখে আলো বিহীন। কিন্তু নূরনবী (দঃ) এর সত্তা সম্পূর্ণ আলাদা।

میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہدوں اُن کے چہرے کو
میں اُن کی کفشِ پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں

অর্থাৎ আমি ঐ কবি নই যে তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারককে চাঁদ আখ্যায়িত করবো। বরঞ্চ আমি তো চাঁদকেই তাঁর পবিত্র কদমের জুতা মুবারকের নীচে কুরবানী করছি।

আয়াতের বাকি অংশ দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর আল্লাহর পরম অনুগ্রহের বিষয়ই প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা দুনিয়ায় প্রত্যেক বান্দাকেই ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর ইবাদত না করলে এর জন্য ধমকও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) ঐ মহান পবিত্র সত্তা, যাঁর শানে বলা হচ্ছে, আপনি এতো ইবাদত এবং কষ্ট করতে যাবেন না। বিষয়টি এভাবে বুঝা যেতে পারে, কোন শিক্ষক সকল ছাত্রকে পরিশ্রমের উপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু বিশেষ কোন ছাত্রকে বার বার বলছেন তুমি এতো

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরিশ্রম করো না। এতে ছাত্রটির উপর যেমন শিক্ষকের অনুগ্রহের বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে আবার অন্যদিকে ছাত্রটির পরিশ্রম এবং পূণ্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা সে তো শিক্ষকের এত বেশী অনুগত যে, শিক্ষক তাকে নিজের অনুগত হওয়ার আদেশ দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন না। বরঞ্চ তাকে পরিশ্রম আরও কম করারই আহবান করছেন। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহর মাহবুব (দঃ) আল্লাহর আনুগত্যে এতো লিপ্ত যে, আল্লাহ তাঁকে পরিশ্রম কম করতেই আহ্বান করছেন।

আয়াতঃ ৫১

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (পারাঃ ১৭, সূরা আম্বিয়া, রুকুঃ ৭)

অর্থাৎ "আমি আপনাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।"

এ আয়াতখানি প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসার ঐ ফুলই প্রস্ফুটিত করেছে যদ্বারা ঈমানী মস্তিক সুরভিত হয়েছে। হুযুর পাক (দঃ)কে রাব্বুল ইয্যত অসংখ্য গুণ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে রাহ্মাতুললিল আলামীন একটি গুণ। এ বিশেষ গুণটির বর্ণনাই এ আয়াতে এসেছে। আয়াত খানার বর্ণনা ভঙ্গি এবং বাচন ভঙ্গির দিকে একটুখানি দেখুন যে, কিভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর রহমত হওয়ার ব্যাপকতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বিষয়টিকে চারভাগে আলোচনা করতে হবে। প্রথমতঃ এ রহমত কে? দ্বিতীয়তঃ কার উপর তিনি রহমত? তৃতীয়তঃ কখন হতে তিনি রহমত আর চতুর্থতঃ তিনি কখন পর্যন্ত রহমত?

(১) রহমত কে? তা বলা হয়েছে এভাবে وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ

অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জগতের রহমত হওয়া একমাত্র হুযুর আকরম (দঃ) এরই বৈশিষ্ট্য। আর কাউকেও এ মহান মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে وَرَحْمَةً مِّنَّا অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) আমার পক্ষ হতে রহমত। কিন্তু কোন্ সময় পর্যন্ত এবং কার জন্য রহমত তা বলা হয়নি। আর সকল নবীগণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ "নবী পাঠিয়ে সাবধান করা ব্যতিরেকে আমি কোন দেশ বা কাউমের উপর আযাব অবতীর্ণ করি না। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল অন্যান্য নবীগণ মুমিনগণের জন্য রহমত ছিলেন, আর তাঁদের সাথে নাফরমানী খোদায়ী আযাব নাযিল হওয়ারও কারণ ছিল, স্মরণ করুন, কাউমে ফিরআউন, কাউমে লূতের কি পরিণতি হয়েছিল, আর কাউমে নূহ কিভাবে ডুবে গিয়েছিল। অথচ আল্লাহ আপন মাহবুব (দঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করছেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ হে আমার মাহবুব (দঃ)! "আপনার বর্তমানে আমি তাদের উপর আযাব নাযিল করব না।" বস্তুতঃ একমাত্র প্রিয় নবী (দঃ)ই এ ধরণের ব্যাপক রহমতের অধিকারী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(২) কার জন্য বা কতটুকুর জন্য তিনি রহমত? এর উত্তর لِلْعٰلَمِيْنَ এর মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহর গুণ হচ্ছে, তিনি رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আর প্রিয় নবী হচ্ছেন– رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ যতটুকুর জন্য আল্লাহ রব ততটুকুর জন্য তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) রহমত। বরঞ্চ এভাবেই বলুন, আল্লাহর রবুবিয়্যতের ফয়েজ যে লাভ করেছে, তা হুযুর পাক (দঃ) এর রহমতের ওসীলাতেই লাভ করেছে।

আল্লাহ ব্যতিরেকে আর সবকিছুকেই আলম বলা হয়। এখানেও ভাগ রয়েছে। যেমন আলমে ইমকান, আলমে আমর, আলমে আনোয়ার, আলমে আজসাম, আলমে মালায়িকাহ্ ইত্যাদি। আবার আলমে আজসামের মাঝে মানব দানব, প্রাণীকূল, তরুলতা, পাথর ইত্যাদি আলম বিদ্যমান। আয়াতে বর্ণিত اَلْعَالَمِيْنَ দ্বারা বুঝা যায়, হুযুর পাক (দঃ) সমগ্র আলমের জন্যই রহমত। 'অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা জ্বিন, মানুষ, প্রাণীকুল, কাফির মুসলিম সকলের জন্য তিনি রহমত।

তাফসীরে রুহুল বয়ান এর লেখক এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এক সময় হুযুর পাক (দঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন– হে জিব্রাইল (আঃ)! আমি তো রাহমাতুল লিল আলামীন। এবং তুমিও আলমেরই অন্তর্ভুক্ত। বলতো, আমার দ্বারা তুমি কিভাবে রহমত প্রাপ্ত হয়েছ? হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (দঃ) আমার কর্মফল ভাল না খারাপ এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। (হারুত, মারুত আর ইবলিসের শেষ অবস্থা জিব্রাইল (আঃ) তো দেখেছেন) কিন্তু আপনার ওসীলাতেই আমি নিরাপত্তা পেলাম এবং আশ্বস্থ হলাম, কেননা আল্লাহ তাআলা আমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ

অর্থাৎ "যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, তথায় তাঁর (জিব্রাইলের) আদেশ মান্য করা হয়। তিনি আস্থাভাজন বিশ্বস্ত।" নবীগণ, রাসূলগণ ফেরেশতা এবং মুকার্‌রাবিন প্রত্যেকেই প্রিয় নবী (দঃ) হতে রহমত প্রাপ্ত হয়েছেন। কাফিররাও সর্বোতভাবে তাঁর থেকে রহমত পেয়েছে। প্রিয় নবী (দঃ) এর আগমনের পূর্বে দুনিয়ায় খোদায়ী সাধারণ গজব আসতো। কিন্তু তাঁর ওসীলায় এখন এ জাতীয় গজব বন্ধ রয়েছে। পূর্বে পাপের সাথে সাথেই মানুষ লজ্জিত হতো। কিন্তু এখন তা মাফ করা হয়েছে। কিয়ামতে হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশ শুরু করা এবং নাজাত দেয়াও প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলাতেই হবে। হুযুর পাক (দঃ) এর আগমনে আনন্দ প্রকাশের কারণেই আবু লাহাবের জন্য সোমবার দিন আযাব সহজ করে দেয়া হয়েছে। প্রিয় নবী (দঃ) এর বরকতেই আবু তালিবের উপর আযাব কমিয়ে দেয়া হয়েছে। শরহে কসীদায়ে বুরদা এর মধ্যে বলা হয়েছে হুযুর পাক (দঃ) সাত প্রকারের শাফায়াত করবেন। এরমধ্যে তিন প্রকারের শাফায়াত হতে কাফিররাও উপকৃত হবে। বাকি চার প্রকারের শাফায়াত শুধু মুসলমানগণের জন্য। কিছু গুণাহগারদের জন্য আর কিছু নেককারদের জন্য।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৩) কখন হতে হুযুর পাক (দঃ) রহমত; তাও اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটি বর্ণনা করে দিয়েছে। অর্থাৎ যখন হতে আলম তখন হতেই প্রিয় নবী (দঃ) রহমত। যখন হতে খোদার খোদায়ীর প্রকাশ তখন হতে রাহমাতুল লিল আলামীন এর রহমতেরও সূচনা।

প্রথমতঃ হুযুর পাক (দঃ) এর ওসীলাতেই স্রষ্টার সৃষ্টির প্রকাশ এরপর মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)ও সঠিক মর্যাদাবান হয়েছেন প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলায়। তাঁর বিচ্যুতিও মাফ করা হয়েছে এই মহান সত্ত্বার বরকতেই। তাঁরই বরকতে হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা পার পেয়েছে। দেখুন فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ এর অধ্যায়। বরঞ্চ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্য আগুনকে ফুলের বাগানে পরিণত করে দেয়া আর হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর স্থানে ফিদ্‌য়া স্বরূপ দুম্বার আগমন হুযুর আকরম (দঃ) এর ওসীলাতেই হয়েছে।

اگر نام محمد را نیا ورد ے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا

অর্থাৎ– যদি হযরত আদম (আঃ) স্বীয় তওবা কবুলের জন্য হুযুর আকরম (দঃ) কে ওসীলা না বানাতেন, তাহলে না তাঁর তওবা কবুল হতো, আর না হযরত নূহ (আঃ) নৌকা ডুবি হতে পরিত্রাণ পেতেন।

(৪) হুযুর পাক (দঃ) কখন পর্যন্ত রহমত? এর উত্তরও اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটিতে রয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টি জগৎ যতদিন থাকবে, রাহমাতুল লিল আলামীনের রাহমতও ততদিন বিদ্যমান থাকবে। এই নশ্বর জগতে তিনি রহমত, কিয়ামতে, মিযানে, হাউজে কাউছারে, জান্নাতে, গুনাহ্‌গার উম্মতের জন্য জাহান্নামে বস্তুতঃ সর্বত্রই তাঁর রহমত ব্যাপৃত। এ সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা আমি শাফায়াত সম্পর্কীয় হাদীছে করেছি। তাফসীরে রুহুল বায়ানে উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার জীবন এবং ওফাত উভয়টিই তোমাদের জন্য রহমত। সাহাবাগণ তখন আরয করল – হে আল্লাহর মাহবুব (দঃ)! আপনার জীবন তো স্পষ্টতই আমাদের জন্য রহমত কিন্তু ওফাত শরীফ কিভাবে রহমত! ইরশাদ করলেন। আমার পবিত্র রওজায় প্রত্যেক জুমাবার এবং সোমবারে তোমাদের আমলনামা উপস্থাপিত হবে। তোমাদের ভাল আমল দেখে তো আমি মহান খোদায়ী দরবারে শুকর আদায় করবো আর বদ আমল দর্শনে তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করবো।

সূক্ষ্ম কথাঃ এ আয়াতে হুযুর পাক (দঃ) কে رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে আর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'তিনি শুধু মুমিনদের জন্য দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।' উপরোক্ত দু'টি আয়াতের মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হলো? তা এভাবে যে, রিযিক, জমিন, বাতাস, সূর্যের আলো দুনিয়াবী আরাম অর্জন করা এবং কিয়ামতে হাশরের ময়দানে মুক্তি লাভ করা ইত্যাদি সাধারণ রহমতের সকল মাখলুকই ভাগী হবে, কিন্তু দুনিয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং আখিরাতে ঈমানের দৌলত অর্জন করা, পাপ মোচন হওয়া, মর্যাদার উন্নতি, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা, মিরাজের রজনীতে বিশেষ সময়ে মুমিনদেরকে স্মরণ করা, গভীর রাতে জাগ্রত থেকে উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা, কিয়ামতে তাদের মর্তবাকে বুলন্দ করা ইত্যাদি বিশেষ রহমত একমাত্র মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহর 'রাহমান' গুণটি সাধারণভাবে দুনিয়ায় সকলের জন্যই প্রযোজ্য আর 'রহীম' গুণটি কিয়ামতের ময়দানে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যেই খাস ভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ আল্লাহর 'রহীম' গুণটির প্রকাশ শুধু মুসলমানদের জন্য আর 'রহমত' গুণটি সবারজন্য।

বিশেষ তাকিদঃ– অনেকেই বলে থাকে, যখন হুযুর পাক (দঃ) দুনিয়ার সবার জন্যই রহমত, তবে তিনি কাফিরদের সাথে আবার জিহাদ করতে গেলেন কি জন্য? তাদেরকে হত্যা কেন করেছেন? উত্তর এই যে, রহমত হওয়ার অর্থ এমনটি নয় যে, সবাইকে দুধ পান করাতে হবে। সাপকে মেরে ফেলা, শরীরের দূষিত অংশকে কেটে ফেলে দেয়া আর রগ কেটে খারাপ রক্ত বের করে ফেলাও রহমতের মধ্যেই শামিল। একইভাবে সরকার কর্তৃক চোর ডাকাতকে শাস্তি দেয়া এবং রাষ্ট্রকে তাদের দৌরাত্ম হতে নিরাপদ রাখাও রহমতের মধ্যেই গণ্য। ঠিক এভাবে কুফরী শক্তিকে পরাস্ত করে আল্লাহর বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও আল্লাহর বান্দাগণের উপর মহান রহমত। মহান আল্লাহ 'রহমান' এবং 'রহীম' হওয়া সত্ত্বেও কাউকে দরিদ্র কাউকে ধনী, কাউকে আলেম আর কাউকে মূর্খ রাখেন। এ সমস্ত কিছুই খোদায়ী ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত, তাঁর রহমতের বিপরীত নয়।

আয়াতঃ ৫২

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط

(পারাঃ ১৮ সূরা নূর, রুকূঃ ৫)

অর্থাৎ "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা একটি তাক যার মাঝে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত।"

এ আয়াতখানি হুযুর পাক (দঃ) এরই প্রশংসা। প্রথমতঃ ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের নূর। নূর আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। যার অর্থ হচ্ছে, যিনি আলোকিত করান। অতএব অর্থ দাঁড়াল, আল্লাহ আসমান এবং জমিনকে আলোকিত করান। এখন আলোকিত করানোর তিনটি পদ্ধতি আছে। একটি তো এই যে, তিনি কোনও কিছুকে অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বের মধ্যে আনেন। কেননা অস্তিত্বহীনতা হচ্ছে অন্ধকার আর অস্তিত্ব হচ্ছে নূর। অর্থাৎ তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অথবা অর্থ এই যে, তিনি সবকিছুকে নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্য দ্বারা আলোকিত করেন। অথবা এই সব কিছুর মধ্যে নূরনবী (দঃ) এর নূর এর মাধ্যমে তিনি আলো ছড়ান। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ তোমাদের নিকট এসেছে নূর আর স্পষ্ট কিতাব'। এ আয়াতে হুযুর পাক (দঃ) কেই নূর বলা হয়েছে। (রুহুল বায়ানে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা) যেভাবে তিনি আসমানের মাঝে চাঁদ তারকারাজি আর সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তদ্রুপ জমিনের মাঝে নবী রাসূল পীর মাশায়েখ আর আলেমদের নূর প্রবাহিত করেছেন। সুতরাং তিনি আসমানকে এক জিনিস দ্বারা আলোকিত করেছেন আবার জমিনকে ভিন্ন জিনিস দ্বারা, এ অর্থে আয়াতের এ অংশখানাও প্রিয় নবী (দঃ) এরই প্রশংসা।

مَثَلُ نُوْرِهٖ এর মধ্যে যে নূর শব্দটি এসেছে এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বহু মতামত পেশ করেছেন। প্রথমতঃ এই যে, نُوْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর নূর দ্বারা ঈমানদারগণের ঈমানকেই বুঝানো হয়েছে। আর مِشْكٰوةٌ দ্বারা মুমিনগণের বুক এবং مِصْبَاحٌ ঈমানদারগণের আত্মাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা نُوْرِهٖ দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) কেই বুঝানো হয়েছে। (রুহুল বায়ান এবং মাদারিজুন নবুয়্যত, তৃতীয় অধ্যায়) এখন গোটা আয়াতখানাই প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসায় পরিণত হয়েছে। ঈমান মাহবুব (দঃ) এর নূর আর مِشْكٰوةٌ (তাক) দ্বারা মাহবুব (দঃ) এর পূতপবিত্র সিনামুবারক এবং مِصْبَاحٌ বা প্রদীপ দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর কালব পাককেই বুঝানো হয়েছে। তাফসিরে রুহুল বায়ানে ইরশাদ হয়েছে– নূর দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) আর مِشْكٰوةٌ বা তাক দ্বারা হযরত আদম (আঃ) এবং زُجَاجَةٌ বা কাঁচের আবরণ দ্বারা হযরত নূহ (আঃ) এবং যায়তুন দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেই বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে।

উপরোক্ত বর্ননা হতে এতটুকু বুঝা গেল যে, যদি নূরে ইলাহী অর্জন করতে চাও, তাহলে নূর নবী (দঃ) এর কালব মুবারকে তা অনুসন্ধান কর। আর আওলিয়ায়ে কেরাম এবং উলামায়ে কেরামের মাধ্যম ব্যতিরেকে প্রিয় নবী (দঃ) এর কলবী নূর পাওয়া যাবে না। অতএব হুযুর পাক (দঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নূর, আর ওলী ও উলামাগণ হচ্ছেন সে নূরের প্রদীপ এবং তাক। যারা এ সমস্ত ওসীলা হতে বঞ্চিত তারা মূলতঃ নূরে ইলাহী হতেই বঞ্চিত।

সাথে সাথে এটাও বুঝা গেল যে, কেউই নূরে মুস্তাফা (দঃ) কে নিভাতে পারবে না। কেননা বিভিন্নভাবে এ নূরকে হিফাজত করা হয়েছে। প্রথমতঃ তা কাঁচের আবরণে আবদ্ধ। আবার কাঁচটিও তাকে মাহফুজ (সুরক্ষিত)। যেমনিভাবে দুনিয়ায় মানব তৈরী চিমনী প্রদীপের নূরকে বাতাস হতে হিফাজত রাখে, খোদায়ী কারখানার চিমনীও এই নূরকে পূর্ণ হিফাজত রাখবে। অন্য আয়াতে তা–ই এভাবে বলা হয়েছে–তারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চায় অথচ আল্লাহই তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতঃ—৫৩

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ

(পারাঃ ১৮, সূরা নূরঃ রুকুঃ৮)

অর্থাৎ–"রাসূল (দঃ) এর আহ্বানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না।"

এ আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এখানে সাহাবাগণকে বরঞ্চ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে রিসালতের সুমহান দরবারের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে বিভিন্নভাবে না'তে রাসূল (দঃ) প্রমাণ হচ্ছে। প্রথমতঃ রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারের খাদেমগণকে আপন মাহবুব (দঃ)এর সম্মুখে কথাবার্তা এবং চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কিত আদব শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ ইরশাদ করছেন, আমার মাহবুব (দঃ) এর মার্যাদা সাধারণ মুসলমানদের মত নয় যে, যেভাবেই চাইবে তাঁকে আহ্বান করবে। বরঞ্চ এ দরবার সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এর আদবও ভিন্ন।

এ আয়াতখানার দু'টি অর্থ রয়েছে। دُعَاءَ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ রাসূল (দঃ)কে ডাকা, অথবা রাসূল (দঃ) এরই ডাক। (রুহুল বায়ান) সুতরাং প্রথমটির অর্থ দাঁড়ালো রাসূল (দঃ)কে এভাবে ডেকো না যেভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাকাডাকি কর। তদ্বারা প্রমাণিত হল যে শুধু ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আহমদ,ইয়া ইবনু আবদিল্লাহ্, অথবা হে ভাই, হে পিতা এ সমস্ত পদ্ধতিতে আহ্বান করা সম্পূর্ণ হারাম, বরঞ্চ ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ), ইয়া হাবিবাল্লাহ্ ইয়া শাফিয়াল মুযনিবিন ইত্যাদি উপাধি সম্বলিত শব্দ দ্বারা আহ্বান করো। এতে একথাও বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ)কে যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে ডাকা জায়েয। কিন্তু অবশ্যই তা সম্মান সূচক শব্দাবলী দ্বারা হতে হবে। অবশ্য কবিগণ কবিতার তাল ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনে শুধু মুহাম্মদ লিখে থাকেন। কিন্তু পাঠকগণকে উক্ত নাম মুবারক পড়ার সময় দরুদ শরীফ সহ পড়তে হবে।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর আহ্বানকে তোমরা একে অপরের আহ্বানের মতো ধারণা করো না, অর্থাৎ ইচ্ছে হয় তো সাড়া দিলাম আর নতুবা নাইবা দিলাম। বরঞ্চ তাঁর আহ্বান পেয়ে সাথে সাথেই উপস্থিত হয়ে যাও। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আমি اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ এর আলোকে করে এসেছি।

আয়াতের তৃতীয় অর্থ এমনও হতে পারে, হুযুর পাক (দঃ) যে দু'আ আল্লাহর দরবারে করেন, তা তোমাদের একে অপরের কাছে চাওয়ার মতো মনে করো না, যা কবুল হতেও পারে, আর নাও হতে পারে,বরঞ্চ আমার মাহবুব (দঃ) এর দুআ আমার দরবারে অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। তাঁর পবিত্র ঠোঁটের নড়াচড়া আমার كُنْ এর চাবিকাঠি। হ্যাঁ নবীগণ যদি এমন কোন দু'আ করতে চান, যা খোদার ইচ্ছার পরিপন্থি,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সে অবস্থায় তাঁকে পূর্বেই দু'আ না করার জন্য বলে দেয়া হয়। নতুবা এমন হতে পারে না যে, দু'আ করবেন, অথচ কবুল হবে না। আর দু'আ হতে বিরত রাখাও তাঁদের পরম মর্যাদারই প্রকাশ। অর্থ এমন দাঁড়ালো যে, আপনার দু'আ কবুল না হয়ে থাকবে, এটি আল্লাহর ইচ্ছা নয় আবার আল্লাহর ইচ্ছের খেলাফ দু'আও কিভাবে হবে। তাই পূর্বেই বলে দেয়া হল আপনি এ বিষয়ে হাত উঠাবেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাউমে লূতের জন্য দু'আ করতে ইচ্ছে করেছেন। আর আল্লাহ বারণ করে ইরশাদ করলেন, يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۔ অর্থাৎ হে ইব্রাহীম (আঃ) এ দু'আ হতে বিরত থাক। হাদীছ গবেষকরা জানেন, হুযুর পাক (দঃ) যাকে যে সময় যে জন্যই দু'আ করেছেন, তা কবুল হয়েছে। এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা আছে। সংক্ষেপে দু একটি ঘটনার অবতারণা করছি।

'মদারিজুন নবুয়াত' কিতাবের মুজিযাত' অধ্যায়ের একটি অংশে হায়াতুন্নবী (দঃ) এর দু'আর বরকতে মোট ৪৩জন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। তন্মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) এর মৃত পুত্রগণের বর্ণনাও এসেছে। একইভাবে কসীদায়ে বুরদার ব্যাখ্যাকার হযরত উমর আহমদ খারফুতী (রঃ) নিম্নের কবিতাংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন–

لَوْ نَاسَبَتْ قُدْرَةُ اٰيَاتِهٖ عِظَمًا اَحْىٰ اسْمُهٗ حِيْنَ يُدْعٰى دَارِسَ الرِّمَمِ

অর্থাৎ– হুযুর আকরম (দঃ) হতে যদি তাঁর মর্যাদানুযায়ী মুজিযা প্রকাশ পেতো, তাহলে গলে যাওয়া হাড্ডিসমূহকে তাঁর নামের ওসীলা দিয়ে আহ্বান করলে, সেগুলো জীবিত হয়ে যেত।

আর অন্য ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত জাবের (রাঃ) হুযুর পাক (দঃ) কে দাওয়াত করেছিলেন। তাঁর বিবি হুযুর পাক (দঃ) এর জন্য খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে তাঁর এক পুত্র অন্য পুত্রকে জবেহ্ করে দেয়। কেননা তারা তাদের পিতাকে এর পূর্বে জানোয়ার জবেহ্ করতে দেখে। বালক বয়সে তা অনুকরণ করতঃ বীয় ভাইকেই জবেহ করে দিয়ে ছাদের উপর পালিয়ে যায় কিন্তু ঘটনাচক্রে সেও ছাদ হতে পা পিছলে পড়ে মারা যায়। ধৈর্যশীলা মা আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর জন্য খাবার তৈরীতেই ব্যস্ত থাকেন আর মৃত সন্তান দু'টিকে লুকিয়ে রাখেন, এদিকে হুযুর পাক (দঃ) তাশরীফ গ্রহণ করে হযরত জাবের (রাঃ) কে বলেন–বাচ্চাদেরকে ডাক, আমি তাদেরকে নিয়ে একত্রে খাব। তখন সে মহীয়সী নারী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের মৃতদেহ ঢেকে নিয়ে আসলেন। হুযুর পাক (দঃ) এই লাশের উপর ফুঁকলেন। অতঃপর সন্তান দু'টি জীবিত হয়ে হায়াতুন্নবী (দঃ) এর সাথে খেতে শরীক হলো।

একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। হুযুর পাক (দঃ) জুমআর খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন সাহাবী আরয করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) বৃষ্টি হচ্ছে না। সাথে সাথেই দুআর জন্য মাহবুব (দঃ) হাত মুবারক উঠালেন। আল্লাহ জানেন, এটি হাত ছিল, না কি খোদায়ী কুদরতী শক্তিরই পূর্ণ প্রকাশ ছিল। কেননা এদিকে পবিত্র

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নূরানী হাতের উত্তোলন আর ওদিকে বলতে না বলতেই মেঘের সমাগম হয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো। এমনকি খুৎবার অবস্থাতেই মসজিদের ছাদ হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি প্রিয় নবী (দঃ) এর নূরানী চেহারা মুবারকেও পড়তে লাগলো। যখন সাহাবীগণ জুমআর নামায সেরে উঠলেন। তখন মদীনার গলিতে গলিতে পানি ভরপুর। সাহবীগণের ঘরে ফিরতেও অসুবিধে হচ্ছিল। দ্বিতীয় জুমআ পর্যন্ত বিরতিহীন বৃষ্টি হলো। যখন পরের জুমআর খুৎবা দেয়ার জন্য মাহবুব (দঃ) মিম্বার শরীফে উপবিষ্ট হলেন। তখন পূর্বের সাহাবীই অথবা অন্য কোন সাহাবী আবার আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (দঃ) অতিবৃষ্টিতে রাস্তা ডুবে গেছে ঘরগুলো পড়ে যাচ্ছে। তখন প্রিয়নবী (দঃ) আবার হাত তুললেন اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি দাও। আমাদের উপর আর দিও না।' একথা বলেই, যে আঙ্গুল মুবারক দিয়ে মক্কা শরীফে চাঁদকে দুটুকরা করে দিয়েছিলেন, সে আঙ্গুল মুবারক দিয়ে মদীনায় আবার মেঘের দিকে ইঙ্গিত করলেন, আর মেঘ দূরীভূত হয়ে গেলো। যেদিকেই ইঙ্গিত করলেন, সেদিকের মেঘ পরিস্কার হয়ে গেলো। প্রিয় নবী (দঃ) তাঁর আওলাদ এবং সাহাবীগণের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

فقط اشارے میں سب کی نجات ہوکے رہی ؛ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوکے رہی

کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا ؛ جو دن کو کہدیا شب ہے تو رات ہوکے رہی

অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) আপনার ইশারায় প্রত্যেকেই মুক্তি পেলো, আর আপনার পবিত্র মুখ হতে যা বের হলো, তা সাথে সাথে বাস্তবে পরিণত হলো। তিনি তো ঐ সত্বা; যিনি রাতকে দিন বলার কারণে তা দিনই হয়ে গেলো আর দিনকে রাত বলার পর তা রাতই হয়ে রইল।

প্রিয় নবী (দঃ) যার হায়াত বৃদ্ধির জন্য দুআ করেছেন। তার হায়াতের মধ্যে বরকত হয়েছে। কাউকে ধন দিয়েছেন। কাউকে আওলাদ, কাউকে জ্ঞান, কাউকে বিচারক বানিয়েছেন। মোট কথা, যাকে যেটির জন্য দুআ করেছেন, সে তাই-ই হয়েছে।

মিশকাত শরীফের কিতাবুল আমল, আমল ফিল কাযা অধ্যায়ে হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর পাক (দঃ) আমাকে ইয়ামনের কাযী মনোনীত করলেন। আমি আরয করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! (দঃ) আমি কম বয়স্ক এবং বিচার সম্পর্কীয় জ্ঞান আমার কাছে নেই। হুযুর (দঃ) বললেন। আল্লাহ তোমার অন্তর এবং মুখকে সত্যের পথ দেখাক। তিনি বলতেছেন, এরপর হতে এ দুআর বরকতে কোন বিচারেই আমি অসুবিধায় পড়িনি।

যদি এই কিতাবটি অতিরিক্ত বড় হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে হযরত আলী (রাঃ) এর বিচার সম্পর্কিত কিছু চমৎকার ঘটনার বর্ণনা দিতাম। এখনও হযরত আলী (রাঃ) এর জ্ঞান এবং বিচার ব্যবস্থা ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়ে আসছে, কিন্তু এই জ্ঞান তিনি কোন প্রতিষ্ঠান হতে অর্জন করেননি। অথবা কোন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিতাব পড়েননি, বরঞ্চ এ সবকিছুই রাহমাতুললিল আলামীনের দুআর বরকতেই হাসিল হয়েছিল।

আয়াতঃ ৫৪

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا۔

(পারা ১৮, সূরা ফুরকান, রুকূঃ১)

অর্থাৎ –তিনি কত মহান সত্তা যিনি তার মাহবুব (দঃ) এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি সৃষ্টি জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।

এ আয়াতেও প্রিয়নবী (দঃ) এর প্রশংসা করা হয়েছে এখানে হুযুর পাক (দঃ) এর রিসালতের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বে প্রিয় নবী (দঃ) কে রাহমাতুললিল আলামীন বলা হয়েছে আর এখানে তাঁকে نَذِيْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ বা গোটা সৃষ্টিকে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি স্রষ্টার গোটা সৃষ্টির জন্যই রাসূল হয়ে এসেছেন। এই আলামীন শব্দের মাঝে ফেরেশ্‌তা, জ্বিন, মানুষ, জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতা বস্তুতঃ আরশী এবং ফারশী সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত। কেউই প্রিয়নবী (দঃ) এর উম্মতের বাইরে নেই। হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় জামানায়ই সকল মানুষের নবী ছিলেন, কিন্তু পরে তা মওজুদ ছিল না, বরঞ্চ রহিত হয়ে গিয়েছিল। আর হযরত সুলায়মান (আঃ) সকল মানুষ এবং জ্বিনের বাদশাহ ছিলেন কিন্তু তাও মওজুদ ছিলনা, বরঞ্চ পরে তাও রহিত হয়ে গিয়েছিল। (রুহুল বায়ান, উপরোক্ত আয়াত) নবুয়াত এবং সুলতানাত একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য নয়। ঐ হাদীছ খানাই এ আয়াতের তাফসীর যেটি মিশকাত শরীফ, ফাজায়েলে সাইয়িদিল মুরসালীন এর অধ্যায়ের প্রথম অংশে মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। হুযুর (দঃ) ইরশাদ করেন وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

অর্থাৎ আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত। মোল্লা আলীকারী (রাঃ) তাঁর মিরকাত কিতাবে এই হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– জিন, ইনসান, ফেরেশ্‌তা জীবজন্তু পাথর ইত্যাদির সকল শরীরী সৃষ্টির প্রতিই তিনি নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। ইমাম কুসতুলানী (রঃ) এ সম্পর্কে مواهب لدنيه

কিতাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ আয়াতখানা এ কথাই বলে দিয়েছে যে, যেই খোদায়ী সৃষ্টির অংশ সেই প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়াতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছে। আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আর প্রিয় নবী (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির নবী। তাফসীর জালালাইন, কবীর এবং রুহুল বায়ানের লেখকগণ প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়্যাতের এই ব্যাপৃতি হতে ফেরেশতাগণকে পৃথক করেছেন। কিন্তু তা ভিত্তিহীন এবং উপরোক্ত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যহীন। উম্মতের আকাবেরগণ এই নিদিষ্টকরণকে বাতিল করে দিয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) এর পিতৃত্ব এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়াত সকলের মধ্যেই ব্যাপৃত। বরঞ্চ হযরত আদম (আঃ) এর পিতৃত্ব হতে নবুয়্যতে মুস্তাফা (দঃ) অনেক বেশী বিস্তৃত। কেননা তিনি তো শুধু মানবের জন্য, আর হুযুর আকরম (দঃ) এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবুয়্যত সর্বত্র সবার জন্যে।

সুক্ষ তত্বঃ– অনেকেই বলে থাকেন, যাদের উপর অপরিহার্য আহকাম আসে, নবী তো তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয়। আর জানোয়ার, ইট, পাথর এ গুলোর জন্য অপরিহার্য বিধান কই? একই ভাবে ফেরেশতাগণের উপর নামায রোযা ইত্যাদি আহকাম কই? যে হুযুর পাক (দঃ) তাদের জন্যও নবী হবেন। এছাড়া কাউকে আযাবেরই ডর দেখানো হয় অথচ পাথর এবং ফেরেশতাগণের আযাবের ভয় নেই।

উত্তর এই যে, খোদায়ী আহকাম সকল সৃষ্টির জন্যই রয়েছে। তবে প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য সে আহকাম একই রকম নয়। বরঞ্চ পৃথক পৃথক। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– কিয়ামতের ময়দানে শিংওয়ালা জানোয়ার হতে শিংবিহীন জানোয়ার প্রতিকার নেবে এবং তারপরই এরা মাটিতে পরিণত হবে।যদ্বারা বুঝা গেল, জানোয়ারদের জন্যও একে অন্যের উপর অত্যাচার করা হারাম। নতুবা প্রতিকারের এ ব্যবস্থা কি জন্য? হ্যাঁ এদের জন্য খোদায়ী বিধান এবং শাস্তির ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের উপর নামায রোযা ইত্যাদি ফরয না হতে পারে অথবা এদের মধ্যেকার ঝগড়া বিবাদ কাজির নিকট বিচারের জন্য যাবে না। কিন্তু তারা যে আহকামের উপযুক্ত তা তাদেরকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এভাবে বৃক্ষ, তরুলতাও আল্লাহর ইবাদত করে। ইরশাদ হচ্ছে

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মগ্ন যদিও বা তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না। বুঝা গেল, প্রত্যেকটি বৃক্ষ এবং তরুলতা খোদার তাসবীহ পাঠ করতেছে। আর এজন্যই তাদের তাসবীহ পাঠের বরকতে কবরে মুর্দার উপর আযাব হালকা হয়ে যায়। একইভাবে পাথর এবং পাহাড়ের মধ্যেও অনুভব শক্তি রয়েছে। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেন,উহুদ পর্বত আমাকে মুহাব্বত করে আর আমিও উহুদ পর্বতকে মুহাব্বত করি। উসতুনে হান্নানাহ এবং উহুদ পর্বত প্রিয় নবী (দঃ) এর বিরাগে ক্রন্দন করেছিল। প্রিয় নবী (দঃ) একবার ছিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আযম ও উছমান (রাঃ) কে সাথে করে উহুদ পর্বতে আরোহন করা মাত্র পর্বত কাঁপতে লাগলো। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুরই অনুভব শক্তি আছে এবং তারা প্রিয় নবী (দঃ) কে ভালভাবে চিনে। এভাবে অনেক পাথরও জাহান্নামে যাবে, তা পাথর পূজারীদেরকে দেখানোর জন্য হোক অথবা শাস্তি দেয়ার জন্য হোক না কেন। বস্তুতঃ হুযুর পাক (দঃ) সবার জন্যই নবী। প্রত্যেকেই প্রিয় নবী (দঃ) এর মাধ্যমেই আপন আপন খোদায়ী বিধান অর্জন করে। জ্বিনরা প্রিয় নবী (দঃ) এর নিকট বায়আত হয়েছিলেন, এবং আরয করেছিলেন, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) আপনি আপনার উম্মতদেরকে নিষেধ করবেন, তারা যেন হাড্ডি এবং গোবর দ্বারা শৌচকাজ না করে। কেননা তাতে আমাদের রিযিক রয়েছে। (মিশকাত, আদাবুল খোলা অধ্যায়) একই ভাবে ফেরেশতাগণ ও হুযুর পাক (দঃ) এর থেকে ফায়েয হাসিল করেছেন। রাহমাতুললিল আলামীন আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করে এসেছি। প্রমাণিত হলো, হুযুর পাক (দঃ) সমগ্র সৃষ্টির

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবী এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টির জন্য স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী খোদায়ী বিধান এবং শাস্তি রয়েছে।

সুক্ষ তত্বঃ– আয়াতের মধ্যে শুধু رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে। نَذِيْرًا অর্থাৎ ভয় প্রদর্শনকারী। بَشِيْرًا অর্থাৎ সুসংবাদ প্রদানকারী বলা হয়নি। কেননা জান্নাত তো শুধু মানুষের জন্য। নেককার জ্বীন, ফেরেশতা জীবজন্তু অথবা অচেতন পদার্থ জান্নাতে যাবে না। বরঞ্চ বদকার জ্বীন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আর নেককার মুমিন জ্বিনকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে অর্থাৎ তারা শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। (রুহুল বায়ান, উক্ত আয়াত) অতএব উক্ত আয়াতে যেহেতু عٰلَمِيْنَ বলা হয়েছে, আর তাই بَشِيْرًا বলা হয়নি। হ্যাঁ ফেরেশ্‌তাগণ জান্নাতে থাকবে। তা শুধু জান্নাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং জান্নাতীগণের খেদমত আনজাম দেয়ার জন্যই নতুবা ছওয়াবের বিনিময়ের জন্য নয়। জাহান্নামেও ফেরেশ্‌তারা থাকবে শুধু ব্যবস্থাপনার জন্য। তাঁদের নিজেদের উপর আযাবের জন্য অবশ্যই নয়। যেমন জেলখানায় পুলিশও রাখা হয়, সেখানকার ব্যবস্থাপনার জন্যই।

আয়াতঃ–৫৫

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ -

(পারাঃ ১৯ সূরা শু'আরা রুকূঃ ১১)

অর্থাৎ– 'আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দায়ালু আল্লাহর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দন্ডায়মান হন, আর তিনি আপনাকে দেখেন নামাযীদের মাঝে আপনার চলাচলকে।'

এ আয়াতখানিতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর চমৎকার প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে হুযুর আকরম (দঃ) এর কয়েকটি গুণের বর্ণনা এসেছে। প্রথমতঃ হে আমার হাবীব (দঃ) আপনি শুধু আপনার রবের উপরই ভরসা করুন। কেননা তিনি আপনার প্রতিটি কর্ম দেখছেন। যদিওবা পরোয়ারদেগার আলম সকলকেই দেখেন। কিন্তু স্বীয় মাহবুব (দঃ) কে বলতেছেন, আমি আপনার দাঁড়ানোও নামায পড়া এবং মদীনার অলিতে গলিতে আপনার ঘুরাফেরার দিকে চেয়ে থাকি। বুঝা গেল আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর প্রতিটি অবস্থা আল্লাহর নিকট বড়ই প্রিয়। আর রাব্বুল আলামীন রহমতের একান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেন।

حِيْنَ تَقُوْمُ এর মধ্যে মুফাস্‌সিরগণের বিবিধ মতামত আছে। একটি তো এই যে, যখন আপনি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য আপনার বিছানা ছেড়ে উঠেন, তখন আমি আপনাকে দেখে থাকি অথবা যে স্থানেই হোক না কেন এবং যে কাজের জন্যই হোক না কেন আপনি যখন দাঁড়ান, তখন আমি আপনাকে দেখি।

একইভাবে وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ এর মধ্যে কয়েকটি মতামত রয়েছে। চক্কর দেয়া দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এবং سٰجِدِيْن দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, হুযুর পাক (দঃ) তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য মদীনার গলি হতে গলিতে চক্কর দিয়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বেড়াতেন তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীরা এ সময়টি কিভাবে কাটাতো তা তিনি দেখতেন। তখন মৌছাকের মৌমাছির আকর্ষণীয় আওয়াজের মত কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকরে ইলাহীর গুঞ্জরণ শোনা যেত। (রুহুল বায়ান)

অতএব এখানে প্রিয় নবী (দঃ) এর এভাবে চক্কর লাগানোর প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ) সাহাবীগণের অবস্থা পরিদর্শনে আপনার ঘুরাফেরা আমি একান্তভাবেই দেখে থাকি। আপনি তো যিকরুল্লাহর মাঝে মগ্নদেরকে দেখেন। আর আমি আপনার দেখাকেই দেখি। কেউ আবার এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আপনি যে নামায পড়বার জন্য দাঁড়ান এবং রুকু সিজদা করার জন্য বার বার উঠাবসা করেন, সে দৃশ্য আমি আল্লাহ উপভোগ করি। আবার কেউ বলেছেন, আল্লাহ আপনার সতর্ক দৃষ্টিকে দেখেন আপনি যে নামাযের সময় সামনে পেছনে সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন, যাতে মুকতাদীদের অবস্থা আপনার কাছে অনবগত না থাকে, তা আল্লাহ দেখেন। অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) এর মুবারক চক্ষু অগ্রে পশ্চাতে সমান অবলোকন করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আয়াতে سَاجِدِيْنَ দ্বারা মুমিনগণকেই বুঝানো হয়েছে। আর تَقَلُّبَكَ এর অর্থ বংশ পর্যায়ক্রম। অর্থাৎ হুযুর পাক (দঃ) এর বিভিন্ন মহান সত্বার পবিত্র পৃষ্ঠ এবং পবিত্র পেটে একের পর এক পরিবর্তন হয়ে আসা। (রুহুল বায়ান) যদ্বারা বুঝা গেল হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আমিনা খাতুন পর্যন্ত তাঁর পূর্ব ধারাবাহিকতায় সকলই মুমিন কেউই মুশরিক ছিল না। এ সম্পর্কিত পূর্ণ ব্যাখ্যা لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতের আওতায় করা হয়েছে। তা দেখুন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতার নাম তারেখ ছিল, আযর নয়। আগের ব্যাখ্যায় দেখুন।

আয়াতঃ ৫৬

حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا

(পারাঃ ১৯, সূরা নমল, রুকুঃ ২)

অর্থাৎঃ "যখন তাঁরা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর; নতুবা সুলায়মান এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে ফেলবে। (হযরত সুলায়মান) এ কথা শুনে মৃদু হাসলেন।"

উপরোক্ত আয়াত এবং তার পূর্বাপর আয়াত সমূহে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর একটি ভ্রমন কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। প্রথমে সে কাহিনীই সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করছি, এরপরই এ আয়াতের ফায়েদা নবীগণের সুমহান মর্যাদা এবং হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা বর্ণনা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

www.YaNabi.in

ঘটনা এরূপ যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) শাম দেশ হতে ইয়ামনের দিকে যাত্রা করেছেন। তাঁর পবিত্র নিয়ম এই ছিল যে যখন তিনি ভ্রমণে বের হতেন তখন জ্বিন, ইনসান পশু এবং পাখীর বিরাট লস্কর সাথে নিয়ে বের হতেন। এই সফরেও স্রষ্টার গোটা সৃষ্টির লস্কর তাঁর সাথী হয়েছিল। যেমন রুহুল বায়ানে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তাঁর এই বিশাল বাহিনী সাড়ে বারহাজার মাইল জমিন ব্যাপি ছিল। তন্মধ্যে মানুষ, জ্বিন, এবং হিংস্র জানোয়ার ইত্যাদি সকল কিছুই ছিল। ভ্রমণের পথে তিনি শামের এমন একটি বন অতিক্রম করছিলেন, যেখানে অসংখ্য পিপীলিকা ছিল। এ সমস্ত পিপীলিকা গোটা জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ) এর এই বিশাল বাহিনী দেখে পিপীলিকাদের নেতা, যার নাম মুনযেরা অথবা তাখিয়া ছিল, সে তার সমস্ত পিপীলিকা ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বললো, হে পিপীলিকারা! তোমরা অতিসত্বর তোমাদের ঘরে (গর্ত) ঢুকে পড়, হতে পারে তোমরা হযরত সুলায়মান (আঃ) এর বাহিনীর অজ্ঞাতসারে তাদের পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে যাবে। যে মুহূর্তে পিপীলিকাদের নেতা একথা বলেছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) এর বাহিনী তিন মাইল দূরবর্তী স্থানে ছিল। কিন্তু তিনি পিপড়ের এই ক্ষীণ আওয়াজটুকুও শুনে ফেললেন। এবং তার কথা বুঝে পিপড়ার বোধশক্তির উপর আশ্চার্যান্বিত হয়ে হেসে দিলেন, আর মহান আল্লাহর শুকরিয়া করলেন। তিনি পিপীলিকার বোধ শক্তির উপর হেসেছিলেন আর স্বীয় জ্ঞান এবং ক্ষমতার উপর আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।

এখন এ আয়াত দ্বারা নিম্নের ফায়েদাসমূহ অর্জিত হচ্ছেঃ-

(১) হযরত সুলায়মান (আঃ) এর সাধারণ এবং ব্যাপক ক্ষমতা শুধু মানুষ নয় অন্যান্য সৃষ্টির উপরও ছিল।

(২) তাঁর জ্ঞান শক্তির কারণে তিনি শুধু মানুষ নন, বরঞ্চ অন্যান্য জীব-জন্তুর কথাও বুঝে নিতেন।

(৩) তাঁর মধ্যে যে কোন দূরবর্তী স্থানের আওয়াজ শুনারও শক্তি ছিল। কেননা তিনি তিন মাইলের ব্যবধানে থেকে পিপীলিকার ক্ষীণ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিলেন।

(৪) তিনি অত্যাচার করা হতে পবিত্র ছিলেন, কেননা পিপীলিকারও এই আকীদা ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) স্বীয় মর্যাদার কারণে আর তাঁর বাহিনী একজন নবীর সুহবতের ফয়েজের কারণে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদেরকে পিষে ফেলবে না। এ জন্যই পিপড়াদের নেতা বলেছিল وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাদের অজ্ঞাতসারে।

(৫) পিপীলিকা পর্যন্ত আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান (আঃ) কে চিনতে পেরেছিল। পিপীলিকার উপরও হযরত সুলায়মান (আঃ) এর আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। কেননা তিনি তাদের বাদশাহ্ ছিলেন আর প্রজার উপর সুলতানে ইলাহীকে জানা ও মানা অত্যাবশ্যক।

www.YaNabi.in

এতক্ষণ হযরত সুলায়মান (আঃ) এর বাদশাহীর বর্ণনা করা হল। এখন সকল বাদশাহর বাদশাহ ইমামুল কেবলাতাইন নবিয়্যুল হারামাইন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর সালতানাতের বর্ণনা শুনুন। একথা তো আমি প্রথমেই ব্যাখ্যা করে এসেছি যে, সকল নবীগণের যত বিশেষ গুণাবলী আছে, ঐ সমস্ত গুণাবলী একত্রিতভাবে হুযুর পাক (দঃ) এর মধ্যে তো আছেই, বরঞ্চ তাঁকে আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন করিমে ইরশাদ হচ্ছে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ সুতরাং আপনি তাদিগের পথের অনুসরণ করুন।'

আল্লামা জামী (রঃ) এর ভাষায়ঃ–

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ– হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃতকে জীবিত করার শক্তি এবং হযরত মুসা (আঃ) এর ঝলমলানো হাত; তথা সমস্ত নবীগণের সম্মিলিত সৌন্দর্য এবঙ গুণাবলীর আপনি একাই অধিকারী।

হযরত সুলায়মান (আঃ) এর সুলতানাত যেহেতু একটি কামালিয়্যত, অতএব তা হুযুর পাক (দঃ) কে প্রদান করা জরুরী। এছাড়াও অন্যান্য নবীগণের মু'জিযা গুলো তো প্রিয় নবী (দঃ) কে একত্রে দেয়া হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত সালতানাত গুণটিও প্রিয় নবী (দঃ) এর একটি বিশেষ মর্যাদা। অবশ্য হুযুর পাক (দঃ) হতে এগুণের প্রকাশ ভিন্নভাবে হয়েছে। যেমন পিতা ছাড়া হযরত মসীহ (আঃ) পয়দা হয়েছেন আর হুযুর পাক (দঃ) ভিন্ন পন্থায় মূল ব্যতীত নূরে ইলাহী হতে সৃষ্টি হয়েছেন; তাই নিজেই ইরশাদ করেছেন– اَنَا نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর নূরের নূর'; হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে গিয়ে কালিমুল্লাহ হয়েছেন আর প্রিয় নবী (দঃ) মি'রাজের মাধ্যমে কালিমুল্লাহ হয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) পাথর হতে পানি প্রবাহিত করেছেন আর হুযুর পাক (দঃ) স্বীয় আঙুল মুবারক হতে পানির ফোয়ারা জারী করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে প্রাণদান করেছেন, হুযুর আকরম (দঃ) ও মৃতকে জীবিত করেছেণ। শুধু তাই নয়, তিনি অচেতন পদার্থ কঙ্কর, পাথর আর শুষ্ক কাঠকেও কালেমা পড়িয়েছেন। যদি জমিনের সকল প্রাণী হযরত সুলায়মান (আঃ) এর প্রজা হয়ে থাকে, তবে আসমান, জমিন, আরশ, ফরশ, বস্তুতঃ খোদার গোটা খোদায়ী রাহমাতুললিল আলামীনের উম্মত।

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا এর অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবং কার্যতঃ সববস্তুর উপরই প্রিয় নবী (দঃ) এর সালতানাত সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি।

মিশকাত শরীফে আছে, হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেছেন, আজকে রাত্রে শয়তান নামাযের হালতে আমার নিকট এসেছিল। আমি ইচ্ছে করেছিলাম তাকে ধরে বেধে ফেলবো। যদি বেঁধে ফেলতাম তবে মদীনার বাচ্চারা তাকে নিয়ে খেলতো। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ) এর দুআ আমার স্মরণ হল। তিনি আরয করেছিলেন, হে

www.YaNabi.in

খোদা, তুমি আমাকে এমন রাজত্ব দাও, যার উপযুক্ত আর কেউ নয়। তারপর আমি শয়তানকে ছেড়ে দিলাম। পরিষ্কার বুঝা গেল যে, শয়তানের উপরও প্রিয় নবী (দঃ) এর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তা তিনি প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ মিশকাত শরীফেই আরও আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যাকাতের মালের রক্ষক ছিলেন। শয়তান তা চুরি করতে আসলে তিনি তাকে কয়েদ করে ফেলেন; ফলে শয়তান আর পালাতে পারল না। প্রিয় নবী (দঃ) এর সম্মানার্থেই অস্তমিত সূর্য্য পুনরায় উদিত হলো। চন্দ্র দু'টুকরা হয়ে গেল। বৃক্ষ তাঁর অনুসরণ করলো। যদি সব সৃষ্টির উপর তাঁর সালতানাত প্রতিষ্ঠিত না হতো, তবে এসব কিছু তাঁর আনুগত্য করবে কেন!

سلام اُس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی

অর্থাৎ 'ঐ মহান সত্তার উপর সালাম, যিনি অসহায়দের সহায়। সালাম ঐ সত্তার উপর যিনি সালতানাতের অধিকারী হয়েও ফকিরী করেছেন।'

হযরত সুলায়মান (আঃ) জানোয়ারদের কথা জানতেন। কিন্তু আমার মাহবুব (দঃ) শুধু জানোয়ারই নয়, এমনকি নিথর পাথর এবং শুষ্ক কাঠের ভাষাও বুঝতেন। হরিনী তাঁর কাছে অভিযোগ করে ছিল যে, সে কয়েদ হয়ে গিয়েছে, (দেখুন, দালায়েলুল খায়রাত) উট এই মহান দরবারে তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছিল যে, আমাকে খাওয়া কম দেয়া হয়, অথচ শ্রম বেশী নেয়া হয়। (মিশকাত, আবু দাউদ দেখুন) হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেন, 'আমি ঐ পাথরটিকেও চিনি, যে আমার নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বেও আমাকে সালাম করতো। (দেখুন মিশকাত) উসতুনে হান্নানাহ্ তাঁর বিরহে ক্রন্দন করেছিল। যখন তিনি তাকে পবিত্র বুকের সাতে মিলালেন তখন সে আরয করল–

مسندت من بودم از من تا ختی ؛ بر سر منبر تو مسند ساختی

অর্থাৎ আপনার মসনদ আমি ছিলাম, আপনি এখন মিম্বারকে মসনদ বানিয়ে নিয়েছেন, আর আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) তিন মাইলের ব্যবধানে থেকেও পিপীলিকার আওয়াজ শুনেছেন। কিন্তু কুরবানী ঐ শ্রবণ শক্তির উপর-যিনি পবিত্র গর্ভ হতেই লাওহে মাহফুজে কুদরতীর কলমের চলার আওয়াজ শুনেছেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমার কিতাব জাআল হক এর মধ্যে দেখুন।

হযরত উমর (রাঃ) মদীনা শরীফ হতে হযরত সারিয়া (রাঃ) কে ডাক দিলেন আর নাহাওয়ান্দ হতে সারীয়া (রাঃ) তা শুনতে পেয়েছেন। পিপীলিকারা হযরত সুলায়মান (আঃ) কে অত্যাচার করা হতে পবিত্র আকীদা রাখতো, কিন্তু দুজাহানের বাদশাহ (দঃ) কে স্রষ্টার সমস্ত সৃষ্টিই গুনাহ হতে পবিত্র আকীদা রাখে। বরঞ্চ তারা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে হাজির হয়। যেমন ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে, বনের হরিণ, উট আর শুকনা কাঠও তাঁর দরবারে ফরিয়াদী হয়েছে। এমন কি প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রাণের শত্রু ইয়াহুদী নাসারারা পর্যন্ত স্ব স্ব বিচার নিয়ে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে ধর্ণা দিত। কেননা তারা বিশ্বাস করতো যে, এখানে মূল সত্য উদঘাটিত হয়। আর এটি ঐ মহান দরবার যেখানে কেউ এতটুকু কষ্ট পায় না। বরঞ্চ অত্যাচারিতকে অত্যাচারী হতে বাঁচান হয়। এ সম্পর্কীয় অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

হযরত সুলায়মান (আঃ) কে পিপীলিকারা চিনেছিল,আর আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) কে চাঁদ, সূর্য এবং তারকারাজি চিনেছে। এ সম্পর্কে দু একটি ঘটনা আরয করছি।

মিশকাত শরীফ, কিতাবুল হজ্ব হাদীয়ের অধ্যায়ে আছে যে, বিদায়ী হজ্বের সময় কয়েকটি উট কুরবানীর জন্য প্রিয় নবী (দঃ) এর সামনে আনা হলো। জানোয়ারেরা সাধারণতঃ জবেহ্ করার সময় ভয় পায়। কিন্তু উটগুলোর এই অবস্থা ছিল তারা প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যে, হুযুর পাক (দঃ) প্রথমে আমাকেই জবেহ করুক। তারা ধাক্কাধাক্কি করে একে অন্যকে পচাতে ফেলে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ঘটনার দিকে ইশারা করেই কবি বলেন–

ہمہ آہوانِ صحرا سرِ خود نہادہ برکف بہ امید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد

অর্থাৎ– বনের হরিণসকল আপনার মুবারক হাতে তাদের মাথা অবনমিত করলো এই আশায় যে, হতে পারে কোন একদিন আপনি শিকারে বের হবেন।

বরঞ্চ হুযুর আকরম (দঃ) এর গোলামদেরকেও জানোয়ারেরা চিনে। মিশকাত শরীফের কিতাবুল কারামাত এর মধ্যে আছে হযরত সফিনা (রাঃ) একবার রোমে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর আযাদ করা গোলাম ছিলেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর জামানায় যখন ইসলামী ফৌজ রোমে উপনীত হল, সফিনা (রাঃ) জেলখানা হতে জানতে পারলেন যে, অত্র এলাকায় ইসলামী ফৌজ আগমন করেছে। এই সুযোগে তিনি রাত্রির অন্ধকারেই জেলখানা হতে পালিয়ে আসলেন। কিন্তু তাঁর নিকট পথের ধারণা ছিল না এবং মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের স্থান সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। রাস্তা ধরে তিনি পালাচ্ছিলেন। হঠাৎ বন হতে একটা হিংস্র বাঘ বেরিয়ে আসল। তখন হযরত সফিনা (রাঃ) বাঘটিকে লক্ষ্য করে বললেন, ওরে বাঘ। তুই জানিস, আমি আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর আযাদ করা গোলাম আমি রাস্তা ভুলে গিয়েছি। বাঘ একথা শোনা মাত্রই লেজ নাড়াতে নাড়াতে হযরত সফিনা (রাঃ) এর সম্মুখে এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে মুসলিম বাহিনীর নিকট পৌঁছিয়ে দিল।

এই হাদীছ দ্বারা দুটি বিষয়ই বুঝা গেল। একটি তো এই যে, হযরত সফিনা (রাঃ)কে বাঘ চিনতে পেরেছিল। দ্বিতীয় মুসলিম বাহিনীর ঈমানী সুগন্ধি বাঘ দূর থেকেও পাচ্ছিল। যে সুগন্ধির দ্বারা সে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান বুঝে নিয়েছিল। যেমন

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

কোন ব্যক্তি বাহির হতেও ঘরের ভেতরে পাকানো খাদ্যর সুগন্ধি হতে তা বুঝে নেয়। যদ্বারা বুঝা গেল, জীবেরা পর্যন্ত প্রিয় নবী (দঃ) কে, বরঞ্চ তাঁর গোলামকেও চিনে নিত।

আয়াতঃ ৫৭

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

(পারাঃ ২১, সূরা আনকাবুত, রুকুঃ ৫)

অর্থাৎ "এর পূর্বে আপনি তো কোন কিতাব পাঠ করতেন না। এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখেনওনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে।"

এই আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হে মাহবুব (দঃ)! আরববাসীরা আপনার পবিত্র জীবন যাপন এবং নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বকার অবস্থা সম্পর্কে খুবই ভালভাবে জানে যে, না আপনি নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছু লিখেছেন, না আপনি কোন কিতাব পড়েছেন, বরঞ্চ আপনি এর পূর্বে কোন আলেমের সংস্পর্শেও আসেননি। কিন্তু এরপরও আপনার পবিত্র মুখে এ ধরণের অতুলনীয় কালামে ইলাহীর বয়ান হওয়া, এবং এ ধরণের জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাবার্তার প্রকাশ– গোটা সৃষ্টিজগতে যার কোন তুলনা নেই, এগুলো এ সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, আপনি বস্তুতই নবী এবং এই কুরআন করীম বাস্তবিকই আল্লাহর কালাম। হাঁ এরপূর্বে তিনি যদি পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকতেন, তবে দু'ভাবে তাঁর উপর সন্দেহ করা যেতো। প্রথমতঃ আহলে কিতাবগণ বলে থাকে–আমাদের কিতাবে শেষ নবীর পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তিনি উম্মি নবী। আর ইনি তো লেখাপড়া করেন, অতএব তিনি কি করে আখেরী নবী হতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ আরবের মুশরিকরা একথা বলতে পারতো–যেহেতু শৈশবকাল হতেই তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ছিলেন, আলেমদের কিতাবাদি পড়েছেন, ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন, জ্ঞানী গুণীগণের সান্নিধ্য পেয়েছেন, অতএব কিতাব হতে জানা জ্ঞাণীগণ হতে শুনা এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানমূলক কথাবার্তাই এখন তিনি বর্ণনা করছেন। আর এগুলোর নামই রেখেছেন কুরআন।

এখন যখন তিনি দুনিয়াবী পড়ালেখায় অর্জন করতে যাননি। তখন তাঁর উপর আর কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। অর্থাৎ উম্মি হওয়া সত্ত্বেও কুরআন করীম পড়া এবং লোকদের মাঝে তা পৌঁছানো মূলতঃ তাঁর দাবীর সত্যতা এবং নবুয়্যতেরই দলীল। নতুবা আসল কথা এই যে, হুযুর পাক (দঃ) সমস্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কে আরিফ আর এগুলোর মূল এবং নকল সংস্করণ সম্পর্কেও তিনি জানেন। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করছেন–

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল (দঃ) তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবে যা কিছু গোপন করতে তিনি এর অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকে।

যদ্বারা বুঝা গেল হুযুর পাক (দঃ) কিতাবীদের পরিবর্তন করা সকল আহ্কাম এবং আয়াত সম্পর্কে জানেন। হাঁ, খোদায়ী ইচ্ছার কারণে তিনি অনেক কিছুই প্রকাশ করেননি।

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ এখানে তাফসীর রুহুল, বায়ানের মধ্যে দু'টি অত্যন্ত চমৎকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি তো এই যে, লিখাটা হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা। কুরআন ইরশাদ করছে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ অর্থাৎ 'আল্লাহ কলম দ্বারা ইলম শিখিয়েছেন। সুতরাং প্রিয় নবী (দঃ)কে এই পূর্ণতা কেন প্রদান করা হবে না? বরঞ্চ না লিখাটাকেই তাঁর কামালিয়্যত বলা হয়েছে।

দু'ভাবে এর উত্তর প্রদান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ লিখাটা মানুষের পূর্ণতা এজন্য যে, মানুষ ভুলে যায় এবং গুনাহ্ করে। কলমের দ্বারা সে ভুল এবং গুনাহ হতে বাঁচতে পারে। কথায় বলে, 'কলম হচ্ছে জ্ঞানের কয়েদ'। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর কামালিয়্যত হচ্ছে তিনি লিখেন না কিন্তু ইল্ম ভুলেনও না। তিনি খোদার খোদায়ীতে সবচেয়ে জ্ঞানী আর তাঁর জ্ঞান নৌকায় বা কাগজের পাতায় নয়। বরঞ্চ পবিত্র বুক্ষেই মাহফুজ রাখা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থা হে মাহবুব (দঃ) যে সকল পবিত্র আয়াত আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা আপনি ভুলে যাওয়ার ধারণাও করবেন না, কেননা এগুলোকে আপনার বক্ষ মুবারকে হিফাজত করতঃ আপনার পবিত্র মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়ে দেয়া আমারই জিম্মায় রইল। উপরন্তু আপনি যদি দুনিয়াবী নিয়মে লিখাপড়া শিখতেন তখন কেউ হয়তো বা বলতে পারতো, কুরআনের বিষয়বস্তু আপনি পূর্বের কিতাবগুলো হতে মুখস্থ করেই শুনাচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ লেখকের কলমের ছায়া তাঁর লিখার উপর পড়ে। আর মাহ্বুবে খোদা (দঃ) এর এই ইচ্ছে হয়তো ছিল না যে, আমার কলমের ছায়া আল্লাহর পবিত্র কালামের উপর পড়ুক। অর্থাৎ আমার কলম হবে উপরে আর আল্লাহর নাম থাকবে নীচে তা হতে পারে না। অতএব রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকেও তাঁর হাবীব(দঃ) এ পুরস্কার পেলেন যে, হে হাবীব (দঃ) আপনি তো চাচ্ছেন না যে, আপনার কলমের নীচে আমার নাম হোক আর আমিও চাই না যে, আপনার পবিত্র ছায়াও কারও পায়ের নীচে পড়ুক। সুতরাং আপনার ছায়াও রাখলাম না যে, কারও পায়ের নীচে পড়বে এবং আমি এটিও চাই না যে, কারও আওয়াজ আপনার আওয়াজের চাইতে উঁচু হোক। এজন্য আমি জ্বিন, ইনসান, ফেরেশতা বস্তুতঃ সবার জন্য আপন আওয়াজ আমার মাহবুব (দঃ) এর আওয়াজ হতে বড় হওয়াকে হারাম করে দিয়েছি।

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ— তাফসীরে রুহুল বায়ানের উপরোক্ত জায়গায়ই আছে। হুযুর পাক (দঃ) মানবীয় কায়ায় মূলতঃ নূর ছিলেন। আর এজন্য তাঁর ছায়া ছিল না। হযরত

www.YaNabi.in

জিব্রাইল (আঃ)ও যখন মানবীয় কায়া নিয়ে আসতেন, তখন তার সে কায়া ছায়াবিহীন হতো। কেননা তিনিও তখন বাহ্যিক ভাবে মানবীয় কায়া বিশিষ্ট এবং মূলতঃ মালাকী বা ফেরেশতাগুণ বিশিষ্ট হতেন। কেউ অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন- بشر صورت ملک سیرت میں ظل نور یزدانی

অর্থাৎ "মানবীয় সুরত আর ফেরেশতা সিরতের মাঝে তিনি ছিলেন মূলতঃ আল্লাহর নূরেরই ছায়া।

বিশ্লেষণী আলোচনা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কে আপন কুদরতে লিখার ইলমও দান করেছেন। সুতরাং তিনি লিখতেও জানতেন। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছও আছে। রুহুল বায়ানের মধ্যে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি তো এই-ই লিখা হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ কাসিদায়ে বুরদার ব্যাখ্যাকার আল্লামা খারফুতী (রঃ) কাতেবে ওহী হযরত আমির মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করতেছেন যে, হুযুর পাক (দঃ) আমাকে দোয়াত রাখা, কলম ধরা এবং অক্ষর লিখার নিয়ম-কানুন শিখিয়েছেন। অর্থাৎ এভাবে 'রাহমান' শব্দের 'মিম' লিখ এবং এভাবে অমুক অমুক শব্দ লিখ। তৃতীয়তঃ বুখারী শরীফের প্রথম খন্ড কিতাবুস সুলহের মধ্যে আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখন সন্ধিনামা লিখা হয়েছিল, তখন হযরত আলী (রাঃ) হুযুর পাক (দঃ) এর পক্ষে লিখক ছিলেন। যখন 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) লিখা হলো, কাফিররা প্রতিবাদ করে বলল, 'রাসুলুল্লাহ' না লিখে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখুন। প্রিয় নবী (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বললেন ঠিক আছে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দ কেটে দাও। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, এ শব্দের উপর আমি কলম চালাতে পারব না। তখন প্রিয় নবী (দঃ) নিজেই তা কেটে দিলেন।

উপরন্তু এই বুখারী শরীফেই কেরতাসের হাদীছে আছে যে, প্রিয় নবী (দঃ) ওফাতের রোগের সময় শুক্রবারে বলেছিলেন-

إِيْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ بِكِتَابٍ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا

অর্থাৎ আমার নিকট কাগজ আন, আমি এমন কিছু লিখে দেব যে, তারপরে তোমরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না।

এখন কুরআন শরীফে প্রিয় নবী (দঃ) এর অক্ষরজ্ঞানকে অস্বীকার করা নবুয়্যাত প্রকাশের পূর্বকার অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে তিনি লিখতে জানতেন না। নবুয়্যাত প্রকাশের পর যেখানে তাঁকে অন্যান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে সেখানে অক্ষর জ্ঞান এবং কলমও প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য তিনি লিখার অভ্যাস গ্রহণ করেন নি। আর লিখবেনও বা কেন।

লাওহে মাহফুজ তো তাঁরই লাওহ, খোদায়ী কলম তো তাঁরই কলম। সুতরাং এ দুনিয়াবী কলম দ্বারা কাগজের উপর লিখার প্রয়োজন তাঁর কেন হবে। (রুহুল বায়ান, একই আয়াত)

জরুরী হেদায়তঃ সবচেয়ে প্রথম লিখেছেন হযরত আদম (আঃ), তিনি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরবী, ফারসী ইবরাণী রুমী কিবতী, বরবরী, উনদুলসী, হিন্দী এবং চীনা ভাষা মাটির উপর লিখেছিলেন। তারপর তাঁর থেকে এ সময়ে ভাষা তাঁর আওলাদের দিকে প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন হযরত ইসমাঈল (আঃ) আরবী অক্ষরে লিখেছিলেন। কেননা আরব তাঁরই থেকে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে- اَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ اِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস (আঃ)-ই প্রথম কলম দ্বারা লিখেছিলেন, এখানে লিখা দ্বারা 'ইলম জাফর' এর চিহ্নাদিই বুঝানো হয়েছে। ভাষা সমূহের লিখা নয়। বাকি আল্লাহই ভাল জানেন। (রুহুল বায়ান) বস্তুতঃ উপরোক্ত আয়াতখানি প্রিয় নবী (দঃ) এর অক্ষর জ্ঞান অস্বীকার করছেন না, বরঞ্চ এ আয়াতখানি ও তাঁর প্রশংসায় ভরপুর।

আয়াতঃ ৫৮

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ .

(পারাঃ ২১, সূরা আহযাব, রুকূঃ ১)

অর্থাৎ-'নবী মুসলমানদের জন্য তাদের প্রাণেরও অধিক মালিক এবং তাঁর বিবিগণ মুসলমানদের মাতা।

এই আয়াতখানাও প্রিয় নবী (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, হুযুর পাক (দঃ) একবার সাহাবগণকে তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। তখন অনেকেই আরয করলো-আমরা এ ব্যাপারে আমাদের পিতা মাতার সাথে পরামর্শ করে নেব। তাদের এমন উত্তর দেয়া এবং পিতামাতার সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে প্রিয় নবী (দঃ) এর আনুগত্য করা আল্লাহর পছন্দ হলো না। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। (রুহুল বায়ান) এতে বলা হলো তোমাদের প্রাণ তোমাদের যতটুকু প্রিয় বা তোমাদের প্রাণের উপর তোমাদের যতটুকু অধিকার রয়েছে, তার চেয়েও বেশী রয়েছে প্রিয় নবী (দঃ) এর। সুতরাং তাঁর আদেশের পর আবার কারও সাথে পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়। যখন প্রিয়নবী (দঃ) আদেশ প্রদান করলেন, তখন তোমাদের মায়েরা অনুমতি প্রদান করুক বা না করুক, সর্বাবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।

اَوْلٰى শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি তো 'অধিক মালিকানা'। অতএব অর্থ এই দাঁড়ালো যে, তোমাদের উপর প্রিয় নবী (দঃ) এর এতটুকু ইখতিয়ার এবং মালিকানা রয়েছে যে, যতটুকু তোমাদের শরীর এবং অঙ্গের উপর স্বয়ং তোমাদের প্রাণেরও নেই। দেখুন শরীরের বিভিন্ন অংশের উপর প্রাণের এতটুকু মালিকানা রয়েছে যে, প্রাণের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউই শরীরের কোন অংশ নাড়াচড়া করতে পারে না। হাত, পা, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি প্রাণেরই আওতাধীন। আর প্রাণ ছাড়া এগুলো বিকল। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর মালিকানা এবং আধিপত্য তার চেয়েও অধিক হতে হবে। অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি নড়াচড়া ফরমানে মুস্তাফা (দঃ) এরই আওতাধীন হতে হবে। হযরত সাহ্ল (রাঃ) ইরশাদ করেন-ঐ ব্যক্তি সুন্নতে নববী (দঃ) এর মজা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাবে না- যে স্বীয় জান, মাল, আওলাদ এবং জীবনের সমস্ত বিষয়বস্তুকে প্রিয়নবী (দঃ) এর মালিকানাধীন বলে আকীদা না রাখবে।

اَوْلٰى শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে অধিক প্রযোজ্য। এখন অর্থ দাঁড়ালো, স্বীয় প্রাণের চেয়েও হুযুর পাক (দঃ) এর আনুগত্য করা অধিক প্রযোজ্য। শীতের রাত্রিতে প্রাণ এবং অন্তর চায়, পানিতে হাত না লাগানোর জন্য। কিন্তু রাত্রিতে গোছল ওয়াজিব হয়ে গেল। এদিকে হুযুর পাক (দঃ) এর আদেশ হলো ফজরের নামাযের পূর্বেই গোসল করে নাও। এখন প্রাণ এবং অন্তরের দাবী মানবে না, বরঞ্চ প্রিয় নবী (দঃ) এরই আনুগত্য কর। এবং আসল কথাও এই যে, আমাদের উপর প্রিয় নবী (দঃ) এর যত ইহসান আছে, তা আর কারও নেই। মৃত্যুর পর হাত পা বিকল হয়ে যাবে, আর কিয়ামতে এই হাত পা নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষী প্রদান করবে। কিন্তু মাহবুবে খোদা (দঃ) এর অনুকম্পা জীবন, মরণ, কবর, হাশর সর্বত্রই বিদ্যমান। একইভাবে মাতা পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের মুহাব্বতও নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে কেউ চিনবেও না। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন (দঃ) কোথাও ভুলবেন না। আর যেখানে ইহসান বেশী সেখানে দাবীও বেশী।

اَوْلٰى শব্দের তৃতীয় অর্থ 'অধিক নৈকট্য'। যেমন 'মাদারেজুন নবুয়্যত' কিতাবের প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে نزدیک تر শব্দের অর্থ 'খুবই নৈকট্য' করা হয়েছে। 'তাহজিরুন্নাছ' কিতাবের মধ্যে মৌলভী কাসেম নানুতবী একই অর্থ করেছেন। অতএব অর্থ দাঁড়ালো, রাহমাতুললিল আলামীন (দঃ) মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও অতি নিকটে। একথা তো সুস্পষ্ট দুনিয়ায় আমাদের প্রাণই আমাদের অতি নিকটে এজন্যই যদি শরীর সামান্য কষ্টও পায়, তা সাথে সাথে রূহে পৌঁছে যায়। আর প্রাণ থেকেও নিকটতম হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর সর্বত্র হাজির নাজির হওয়ার মাসয়ালাও পরিষ্কার হয়ে গেল। কেননা প্রাণ তো শরীরের সর্বাঙ্গেই উপস্থিত থাকে। অতএব হুযুর পাক (দঃ) প্রত্যেক মুমিনের কাছেই হাজির এবং নাজির রয়েছেন। মুসলমান তো জমিন এবং আসমানের সর্বজায়গায়ই আছে। কেননা ফেরেশতা, জ্বিন এবং ইনসান প্রত্যেকের মধ্যেই মুসলমান রয়েছে, অতএব হুযুর পাক (দঃ) ও সর্বত্র হাজির এবং নাজির রয়েছেন।

সুক্ষ তত্ত্বঃ- আল্লাহ নিজের শানে ইরশাদ করেছেন -

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ .

আমি তোমাদের শাহী রগেরও অতি নিকটে। আর আপন মাহবুব (দঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ নবী করীম (দঃ) মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও অতি নিকটে। শাহী রগ কেটে গেলেও মৃত্যু এসে যায় আর প্রাণ বেরিয়ে গেলেও মৃত্যু এসে যায়। ফল কথা, যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর অতি নিকটে মনে না করে তার ঈমান চলে যাবে। আবার যদি প্রিয় নবী (দঃ) কেও অধিকতর নিকট না জানে তখন ও সে বেদ্বীন হয়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাবে। আর এজন্যই শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রঃ) লিখেছেন যে, মুসলমানদের মাঝে অনেক ফেরকার জন্ম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক মতভেদও রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকলই একমত যে, হুযুর পাক (দঃ) সর্বত্র হাজির নাজির রয়েছেন। এজন্যই اَلتَّحِيَّاتُ এর মাঝে প্রত্যেকেই বলে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

অর্থাৎ 'হে নবী আপনার উপর সালাম, যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, কবরের মধ্যে প্রত্যক ব্যক্তিকেই প্রিয় নবী (দঃ) এর দীদার করানো হয়। যখন খালি ঘরে প্রবেশ করবে তখন পড়বে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

বস্তুতঃ অসংখ্য আয়াত, হাদীছ এবং ফকীহ্গণের বক্তব্য দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর হাজির নাজির হওয়ার বিষয় সুপ্রমাণিত । সাথে সাথে অন্যান্য আরও অনেক মাসয়ালা এর উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রশ্ন উত্তর সহকারে আমার কিতাব 'জাআল হক' এর মধ্যে দেখুন। এতে এ বিষয়টি এত বেশী সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, এর চেয়ে সহজ করা বড় কঠিন।

আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

অর্থাৎ নবী করিম (দঃ) এর বিবিগণ মুসলমানদের মা' এটি اولی হতেও সৌন্দর্য মণ্ডিত। অর্থাৎ পিতার রক্ত হতে আমরা সৃষ্ট। অতএব এই রক্ত সম্পর্কের এই প্রভাব পড়েছে যে, আমাদের পিতা আমাদের এবং আমাদের মালেরও মালিক হয়ে গেলেন। আর পিতার আনুগত্যও আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেলো। এবং যে নারীকেই পিতা বিবাহ করেছেন সে পুত্রের জন্য হারাম হয়ে গেলো। বরঞ্চ সে নারী আমাদের মাতা। নূরনবী (দঃ) এর পবিত্র নূর মোবারক হতে আমরা অস্তিত্বে এসেছি এবং প্রিয় নবী (দঃ) সবার মূল। অতএব যাদেরকে প্রিয় নবী (দঃ) বিবাহ করেছেন আর যাঁরা প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবাহিত রয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই মুসলমানদের জন্য মায়ের স্থানে হবেন। কিন্তু কয়েকটি শরয়ী আহকামে তাঁরা আমাদের মাতা, সকল আহকামে নয়। যেমন তাঁদের সাথে বিবাহ হারাম। তাঁদের সম্মান মায়ের মত বরঞ্চ তার চেয়েও অধিকই করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে পর্দা ছাড়া দেখা অথবা তাঁদের সাথে একাকী সফর করা হারাম। একইভাবে মৃত্যুর পর কোন মুসলমানের মীরাছ তারা পাবে না। তাঁদের সাথে একাকী বসা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। তাঁদের আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ ভাই বোন মুসলমানদের মামু অথবা খালা হবে না। বরঞ্চ এদের সাতে বিবাহ জায়েয হবে। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুসলমানদের মাতা, কিন্তু তাঁর ভাই হযরত আব্দুর রহমান মুসলমান নর নারীর মামা নয়। এবং তাঁর বোন হযরত আসমা (রাঃ) মুসলমানের খালা নয়। বরঞ্চ এদের সাথে মুসলমানদের বিবাহ হয়েছে। আর যেভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবিগণকে সম্মান করতে হবে, সেভাবে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকেও সম্মান করতে হবে। বরঞ্চ তাঁর আওলাদগণকে সম্মান করা আমাদের উপর ওয়াজিব। তাঁদের ইযযত দেয়া মুসলমানদের উপর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবশ্যক আর তাঁদের সমালোচনা করা বা তাঁদের অন্তরে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর ক্রোধে পতিত হওয়ার কারণ। দেখুন আওলাদে রাসুল (দঃ) এর জন্য যাকাত খাওয়া হারাম। কিন্তু কেন? এজন্য যে, যাকাত মালের ময়লা। আর এ সমস্ত সম্মানিত আওলাদগণকে মালের ময়লা প্রদান করা কিতাবে জায়েয হতে পারে। আমি মাওলা আলী (রাঃ) এর শানে আরয করেছিঃ-

ہے صدقہ میل پھر اُس پاک دستھرے کو روا کیوں ہو
کہ دنیا کھارہی ہے جس کے آلِ پاک کا صدقہ
وہ ہے خاموش قرآں اور یہ قرآنِ ناطق ہے
نہ ہوں جس دل میں یہ اُس میں نہیں قرآں کا رشتہ

অর্থাৎ-'সেই পবিত্র সত্ত্বাগণের জন্য এই ময়লাযুক্ত সদকা কিভাবে জায়েয হতে পারে। যে আহ্লে বায়তের 'সদকা' মূলতঃ গোটা দুনিয়াই গ্রহণ করছে। এদের পবিত্র জিন্দেগীই হচ্ছে কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা যে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত নেই, সে অন্তরে কুরআনও নেই'। এভাবে পবিত্র সৈয়দ বংশীয়দেরকে সামান্য চাকুরীতে রাখা তাঁদের দিয়ে কষ্টদায়ক কাজ আদায় করা এবং তাঁদেরকে খারাপ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা কঠিন গুনাহ্। বরঞ্চ তাঁদেরকে সম্মানের স্থান ছেড়ে দাও। তাঁদের মাঝে ইল্ম এর তাবলীগ কর। কেননা তাঁদের ঘর হতে তোমরা কালিমা পেয়েছ, ইসলাম পেয়েছ। অতএব তাঁদের মাঝে তোমাদের অর্জিত ইলম বিস্তার করা এবং নিজের ব্যয়ে তাঁদের মাঝে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার করা তোমাদের উপরও দায়িত্ব হয়ে গেছে। এ আয়াতখানা মন দিয়ে পড় قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ- 'হে মাহবুব (দঃ)। আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট হতে এই তাবলীগের বিনিময় চাই না। হাঁ আমার নিকটতমদের মুহাব্বত। এ আয়াতের এক অর্থ এই যে, আমার আওলাদগণকে মুহাব্বত কর, আল্লাহ আমাদেরকে শক্তি দিক।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রুহুল বায়ানের লিখক বলেছেন মুরীদগণেরও উচিৎ তারা যেন তাদের পীর মুরশিদগণের তালাক প্রাপ্তা বিবিকে বিবাহ না করে। একইভাবে ছাত্রদেরও তাদের শিক্ষকের তালাকপ্রাপ্ত বিবিকে বিবাহ করা উচিৎ নয়। যদিও বা ফতোয়া অনুযায়ী তা হারাম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা তাকওয়ার পরিপন্থী। আর ফতোয়ার উপর তাকওয়ার মর্যাদা। যদি মুরিদ অথবা ছাত্র তাদের পীর বা উসতাদের বিবিকে বিবাহ করে, তবে তারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতঃ ৫৯

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ।

(পারাঃ ২১, সূরা আহযাব, রুকূঃ ৩)

অর্থাৎ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের ইচ্ছে রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'

এই আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসায় অবতীর্ণ। এখানে মুসলমানদেরকে এই হিদায়েত করা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহ থেকে কোন পুরস্কারের আশা রেখে থাক আর কিয়ামতে কল্যাণের আশা করে থাক, তবে আমার মাহবুব (দঃ) এর পবিত্র জীবনকে তোমাদের জীবন গঠনের জন্য নমুনা করে নাও। এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ কর। অত্র আয়াতে দুভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর সুমহান চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম তো এই যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র জীবনকে নিজের চলার পথের আলোকবর্তিকা বানানোই হচ্ছে কামিয়াবির পূর্বশর্ত। আর এটিই হচ্ছে ওসীলার অর্থ। আল্লাহর মাহবুব (দঃ) হচ্ছেন মুসলমানদের জন্য মহান ওসীলা।

خلاف پیمبر کسے رہ گزید ÷ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মত–পথ ভিন্ন অন্য পথে চলবে; সে কোন দিনও আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত আদেশ সর্বকালের সর্বস্থানের মুসলমানদেরকেই দেয়া হয়েছে। অর্থ এই দাঁড়ালো যে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুসলমান স্বীয় জীবনকে প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুগতরূপে বানিয়ে নিতে হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের মধ্যে কেউ বাদশাহ, কেউ উজির; কেউ বিচারক, কেউ বিত্তশালী, কেউ রিক্ত, কেউ দুনিয়ামুখী আবার কেউ দুনিয়াবিমুখ, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই চায় যে, তাদের আপন আপন জীবন প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র জীবনের অনুসারী হোক। কিন্তু জীবনের এই বিভিন্নতায় তারা প্রত্যেকে কিভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুসারী হবে।

এখন উপরোক্ত আয়াত হতে এই ফলাফল বের হলো যে, আমাদের মাহবুব (দঃ) এর পবিত্র জীবন এমন বেমেহাল যে, দুনিয়ার প্রত্যেকেই তাঁকে স্বীয় জীবনের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে পারে। বস্তুতঃ এ ধরণের বাস্তব জিন্দেগী সারা পৃথিবীতে আর কারও বেলায় দৃষ্ট হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বুঝুন , হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় জীবনে দুনিয়াবিমুখ হয়ে এমনিভাবে কাটিয়েছিলেন যে, তিনি ঘর পর্যন্ত তৈরী করেননি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একজন দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু একজন কাজী বা বাদশাহ্ তাঁর জীবনকে নিজের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে পারে না। হযরত সুলায়মান (আঃ) এর পবিত্র জীবন সুলতানাত এবং হুকুমতের মধ্যে কেটেছিল। এ হিসেবে একজন সুলতান বা বাদশাহ্ তাঁর জীবন অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু রিক্ত ফকিরের জন্য তাঁর জীবন নমুনা নয়। এভাবে অন্যান্য সকলই, কিন্তু আমার মাহবুব (আঃ) এর সুমহান শান এই যে, হাকিম হোক আর মাহকুম হোক, রাজা হোক আর প্রজা হোক, বিত্তশালী হোক আর রিক্ত হস্ত হোক, মোট কথা সর্ব স্তরের মানুষের জন্যই এই সাধারণ আহবান রয়েছে–আস, আমার প্রিয় হাবীব (দঃ) এর জিন্দেগী মুবারক দেখ, আর তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে আস।

চিরন্তন আদর্শ সরকারে দো আলম (দঃ) এর সুমহান সত্তা প্রত্যেক স্তরের মানুষের জন্যই অনুসরণযোগ্য। তাঁর তাওয়াক্কুল এতটুকু ছিল যে, লাগাতার দু'মাস পর্যন্ত তাঁর ঘরে আগুন জ্বলত না। শুধু শুকনা খেজুর আর পানির উপরই তিনি জীবন কাটিয়েছেন–

اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا
دو دو مہینے یوں ہی گذرا صلی اللہ علیہ وسلم
قبضہ میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی
نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا جو دیکھو جَو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی موٹی
وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থাৎ– মাঝে মধ্যে সামান্য খেজুর আর পানি পান করেই দু'মাসের মত তিনি কাটিয়েছেন। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক। যাঁর পবিত্র হাতের মুঠোয় খোদার গোটা খোদায়ী। অথচ দুনিয়া তাঁর দৃষ্টিতে এত মূল্যহীন যে, তিনি সামান্য একটি চাটাইতেই জীবন কাটাতেন। সে মহান সত্তার উপর খোদার অসীম রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক। আর যিনি ছাঁকাবিহীন জাউয়ের মোটা রুটি প্রায়ই অর্ধ আহার করে জীবন কাটাতেন, তাঁর উপর আল্লাহর অশেষ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক।

বস্তুতঃ উম্মতের গরীব মিসকিনরা তাঁর এই অবস্থা দেখে ধৈর্য ধারণের সাথে কাজ করতে পারবে, যদি সুলতানাতের জীবন যাপন করতে হয়, তাহলে সরকারে দো আলম (দঃ) এর মক্কা বিজয়কে স্মরণ করুন। যারা গোটা জীবন প্রিয় নবী (দঃ)কে নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, তারা আজকে তাঁর সামনে উপস্থিত। আজকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সমস্ত বেয়াদবীর বদলা তিনি নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। ইরশাদ করলেন, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে স্বীয় ঘরে দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ অথবা যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সেও নিরাপদ। বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর উপর তাঁর দশ ভাই কয়েক ঘন্টা অত্যাচার করেছিল আর যখন সুলতানাত তাঁর পদানত হলো, তিনি তখন ইরশাদ করলেন–

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'আজকে তোমাদের উপর কোন প্রকারের কঠোরতা হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুক।'

অথচ হুযুর পাক (দঃ) দীর্ঘ তের বৎসর পর্যন্ত মক্কাবাসীদের অত্যাচার সহ্য করলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ, আহ্লে বায়েত ও তাঁদের ঘরের বাসিন্দা এবঙ তাঁদের জান মাল ইয্যত সম্মান সব কিছুই ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হলো। কিন্তু যখন নিজেদের হাতে বদলা নেয়ার সুযোগ আসলো, তখন সকলকে ক্ষমা করলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সকল বাদশাহ্ এ দৃষ্টান্তকে চলার পথের পাথেয় বানাতে পারে। আর যদি কেউ সম্পদশালীর জীবনযাপন করতে চায়, তবে তাকে নীচের দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

এক ব্যক্তির ক্ষেতে লম্বা কাকড়ী উৎপন্ন হলো। সে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে তুহ্ফা স্বরূপ তা নিয়ে আসলো। এর বিনিময়ে হুযুর পাক (দঃ) তাকে এক মুষ্টিস্বর্ণ প্রদান করলেন। একদা ছাগল দ্বারা পরিপূর্ণ একটা বন প্রিয় নবী (দঃ) এর মালিকানায় আসলো। কেউ আরয করলো আল্লাহর হাবীব (দঃ)! এখন আল্লাহ আপনাকে বহু বড় ধনী বানিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় নবী (দঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তুমি আমার কি সম্পদ দেখতে পেয়েছ? সে আরয করলো, এতগুলো ছাগল আপনার মালিকানায় রয়েছে। ইরশাদ করলেন, যাও তোমাকে সবগুলোই প্রদান করলাম। সে ব্যক্তি এই বিপুল সম্পদ সহকারে স্বীয় কাউমের নিকট গিয়ে বললো, হে আমার কাউম! ঈমান গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম, আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (দঃ) এত সম্পদ প্রদান করেন যে, আর দারিদ্রতার ভয় থাকে না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) কে একবার প্রিয় নবী (দঃ) এতটুকু দিয়েছিলেন যে, তিনি তা বহন করতে পারছিলেন না। এ সমুদয় ঘটনা হাদীছে বর্ণিত আছে। আর খরফূতী (রঃ) এগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করেছেন। বস্তুতঃ সম্পদশালীদেরকে এ সমস্ত ঘটনা স্মরণ রেখে জীবন যাপন করতে হবে।

আর যদি কেউ পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন সহকারে জীবন যাপন করে; তাহলে স্মরণ রাখতে হবে, আমার একটি বা দু'টি, বেশীর থেকে বেশী চারজন বিবি রয়েছে, আর কিছু সন্তান সন্ততি। কিন্তু মাহবুবে খোদা (দঃ) এর নয়জন বিবি ছিল। সন্তান আবার সন্তানগণের সন্তান, জামাতা, গোলাম, বাঁদী আর সর্বদা মেহমানের ভীড় লেগেই ছিল। এরপরও কিভাবে এদের সাথে ব্যবহার করেছেন। আবার এর সাথে সাথে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিভাবে আল্লাহকেও স্মরণ করেছেন।

আর যদি কেউ দুনিয়া ত্যাগী জীবন যাপন করতে চায়, তবে সে যেন হেরা গুহার ইবাদত রিয়াযত এবং দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনীহাকে স্মরণে রাখে। এ সূত্রে তাকে কিতাবুর রেকাক' এর হাদীছগুলো অধ্যয়ন করতে হবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ মানবতার আদর্শ প্রিয় নবী (দঃ)কে নিজের জন্য নমুনা হিসেবে নির্ধারিত করে আরাম এবং হিদায়তের সাথে নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে।

আর তাঁর শক্তি এবং সাহসিকতার অবস্থা এই যে, হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রিয় নবী (দঃ) একাকী খচ্চরের পৃষ্ঠে রয়ে গেলেন, কাফিররা তাঁর খচ্চর ঘেরাও করে ফেলেছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু সুফিয়ান (রাঃ) লেগাম ধরা অবস্থায় ছিল। হুযুর (দঃ) যখন লক্ষ্য করলেন যে, কাফিররা ধাওয়া করছে, তখন তিনি খচ্চর হতে অবতরণ করলেন এবং বললেন, আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের নাতি। তখন তাঁর সামনে আসার মত সাহস কারও হলো না।

আবু রুকানা আরবের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ছিল, যে কখনও কারও কাছে পরাস্ত হতো না। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) তিন বারই তাকে পরাস্ত করেছিলেন। এর উপর সে প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুরক্ত হয়ে গেল। এর সাথে সাথে তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের এমন অবস্থা ছিল যে, তিনি কখনও কাউকে এতটুকু তিরস্কার করেননি অথবা কোন খাদেম বা পরিবারবর্গের কাউকে কোন সময়ও হাত দ্বারা মারেন নি। বস্তুত তাঁর জিন্দেগী হচ্ছে খোদায়ী কুদরতের নমুনা। আর এজন্যই কুরআনে করীমে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, যেন সবাই তাঁর পবিত্র জিন্দেগীকে নিজের জন্য নমুনা করে নেয়।

আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, মাহবুবে খোদা (দঃ) এর পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য খোদায়ী কুদরতেরই নমুনা। যেমনিভাবে একজন কারিগর কোন নমুনার উপর তার অলঙ্কারকে শিল্পমন্ডিত করে, তেমনিভাবে আল্লাহ ও আপন মাহবুব (দঃ) এর মহান সত্তার উপর স্বীয় গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এবং যেভাবে দোকানের নমুনা একটিই হয়, আর বাজারে দর্শক অনেকেই হয়, তদ্রুপ এই মহান সত্তাও কুদরতের কারখানার একমাত্র নমুনা, যে তাঁর কামালিয়তের ইনকার করবে, সে মূলতঃ রব তাআলার কামালেরই ইনকার করলো।

তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি চমৎকার কথা বলেছেন। যখন আয়াতের অর্থ এভাবে করা হবে যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে তোমাদের জন্য প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুসরণ উত্তম, তখনই উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু অন্য আর একটি অর্থ এমনও হতে পারে যে, রুহের জগতে ও প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুকরণ তোমাদের জন্য উত্তম ছিল। অর্থাৎ সর্বস্থানেই তিনি অনুসরণীয় আর তোমরা তাঁর অনুসরণকারী। আর তা এভাবে যে, সর্বপ্রথম নূরনবী (দঃ) এর নূরই পয়দা হয়েছিল। এরপর তোমাদের মাঝে সর্বপ্রথম তাঁর রুহ্ মুবারকই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাব্বানী ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ এর উত্তরে তোমাদের মধ্যে তাঁর পবিত্র রুহই সর্বপ্রথম بَلٰى বলেছিল এরপরই অন্যান্যরা। হযরত আদম (আঃ) এর পবিত্র পৃষ্ঠ হতে প্রিয় নবী (দঃ) এর রুহ মুবারকই ওয়াদার জন্য সর্বপ্রথম বাইরে তাশরীফ এনেছিলেন। এরপর তোমাদের সকলের রুহ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব ভবিষ্যৎ জীবনেও তাঁর অনুগত থাকা অত্যাবশ্যক।

আয়াতঃ ৬০

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

(পারাঃ ২২, সূরা আহযাব, রুকুঃ৫)

অর্থাৎ "হে নবীর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও।" উপরোক্ত আয়াতে এবং তার পূর্বাপর আয়াত সমূহে বাহ্যিক অর্থে তো হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র বিবিগণকেই হিদায়াত করা হচ্ছে এবং তাঁদের মর্যাদার বর্ণনাই করা হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এটি হুযুর পাক (দঃ) এরই পবিত্র প্রশংসা। এতে ইরশাদ হয়েছে যে, হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও। তোমাদের মর্যাদা এবং তোমাদের জন্য বিধানও অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁদের এই মর্যাদা এবং সুমহান অবস্থান কি কারণে হয়েছে। এই কারণেই তো যে, তাঁরা প্রিয় নবী (দঃ) এর মহিমান্বিতা বিবি। সুতরাং যে সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তার কারণে এমনতর মর্যদা স্বয়ং সে মহান সত্তার না কি সুমহান মর্যাদা । এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়েদা অর্জিত হলোঃ-

একটি তো এই যে, হুযুর পাক (দঃ) এর বিবিগণ গোটা জাহানের সকল নারীকুল হতে শ্রেষ্ঠ। কেননা আয়াতে نِسَاء শব্দটি কোন শর্তের সাথে সীমিত নয়। হযরত মরিয়ম (আঃ) হযরত আসিয়া (আঃ) ফেরাউনের বিবি এবং হযরত মূসা (আঃ) এর মাতা, এরা আপন আপন যুগের নারীগণ হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেমন বনি ইস্রাইল সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- اِنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি তোমাদেরকে গোটা দুনিয়াবাসীর উপর বুযুর্গী দিয়েছি' এতে তৎজমানার লোকদের উপর তারা অবশ্যই মর্যাদাবান ছিল। আর এখন রাহমাতুল লিল আলামীন (দঃ) এর উম্মতগণই সকল উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে বিতর্ক বিদ্যমান যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) আর হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কেউ বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা উপরোক্ত আয়াতের আলোকে শ্রেষ্ঠ, বরঞ্চ প্রিয় নবী (দঃ) এর সকল কন্যা হতেই সকল বিবিগণই শ্রেষ্ঠ। কেননা আয়াতখানি যে কোন রকমের শর্তমুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ এছাড়া কন্যাগণ হচ্ছেন সন্তান, প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবিগণ হচ্ছেন মাতা, আর মাতাই মর্যাদা সম্পন্ন হন।

তৃতীয়তঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর অন্যান্য বিবিগণ জান্নাতে তাঁর সাথেই অবস্থান করবেন। আর হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) থাকবেন হযরত মাওলা আলী (রাঃ) এর সাথে, এ সমস্ত কারণে বুঝা যায়, প্রিয় নবী

(দঃ) এর বিবিগণ তাঁর কন্যাগণ হতে শ্রেষ্ঠ।

আবার কেউ নিম্নোক্ত কারণে প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবিগণ হতে হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) কেই আফজল মনে করেন।

প্রথমতঃ সাইয়েদুল মুরসালীন (দঃ) এর পবিত্র রক্ত হতেই তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ সত্ত্বাগত ভাবেই তিনি পবিত্র। কেননা তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর অংশ আর বিবিগণ তো অন্যত্র হতে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) সমস্ত জান্নাতী নবীগণের সরদার। এ জন্যই তাকে 'সাইয়েদাতুন নিসা' বা নারীগণের সরদার বলা হয়। উল্লেখ্য যে, জান্নাতী নারীগণের মাঝে তো উম্মাহাতুল মুমেনিন বা নবীর বিবিগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

তৃতীয়তঃ হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) মাহবুবে খোদা (দঃ) এর নূরানী চেহারারই নমুনা ছিলেন। চতুর্থতঃ হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) হায়েজ নাফাস হতে পাক ছিলেন (দেখুন মাদারেজুন নবুয়্যত)। এ জন্যই তাঁকে যুহরা বা বতুল বা ফাতিমা বলা হয়ে থাকে। যুহরা শব্দের অর্থ বেহেশতের কলি' আর ফাতিমা এবং বতুল এর অর্থ দুনিয়ায় বসবাস করেও যিনি দুনিয়া ত্যাগী। আমি আরয করেছি-

بتول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا ۔ کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا

অর্থাৎ- তিনি বতুল ফাতেমা এবং যুহরা লকব এজন্য পেয়েছেন যে দুনিয়ায় থেকেই তিনি জান্নাতের সুগন্ধির সুসংবাদ লাভ করেছেন।

ইমাম সুরখসী (রাঃ) এর মবছুত কিতাবের কিতাবুল কিরাহিয়াত-এর আল-লামাছ অধ্যায়ে আছে। হুযুর পাক (দঃ) হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ) এর শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে বলতেন, আমি তাঁর নিকট হতে জান্নাতের সুগন্ধি পাই। (আমার দেওয়ানে সালেক দেখুন)। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর অনেক বিবি এবং আওলাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত বিতর্কের সমাপ্তি এভাবে যে, প্রথমতঃ এ বিষয়ে আলোচনাই বাঞ্চনীয় নয়। যেমন শামী কিতাবের باب الكفو অধ্যায়ে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। বরঞ্চ উভয়ই আমাদের জন্য পরম শ্রদ্ধেয়া কেননা একজন তো মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মাহবুব আর অন্যজন তাঁর কলিজার টুকরা। কিয়ামতের ময়দানে তাঁদের যে কারও জুতা মুবারকও যদি হাতে এসে যায়, তাহলে তার জন্য আর কোন বাধা থাকবে না। আর যদি উভয়ের মাঝে একান্তে কোন ফয়সালা করতেই হয়, তাহলে এভাবে বলাই বাঞ্চনীয় যে, বিশেষ দিক থেকে হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ) আফজল আর বিশেষ দিক হতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আফজল।

আর আয়াত দ্বারা তৃতীয় ফায়েদা এই যে, শরীয়তের বিধানেও প্রিয়নবী (দঃ) এর বিবিগণ অন্যান্যদের বিবিগণের মত নয়, যেমন অন্যান্য বিবিগণ তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবিগণ অন্য সব মুমিনগণের মাতা, অন্যান্য বিবিগণ স্বামীর পরিত্যক্ত

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সম্পত্তির অংশের মালিক হবে। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর বিবিগণ তা পাবে না। অন্যান্য নারীগণের ইহতেলাম বা স্বপ্নদোষ হয়। কিন্তু নবী (দঃ) এর বিবি উম্মাহাতুল মুমেনিন তা হতে পবিত্রা। কেননা ইহতেলাম তো শয়তানেরই প্ররোচনা হতে হয়। আর মাহবুবে খোদা (দঃ) এর বিবিগণ পর্যন্ত শয়তান কিভাবে পৌছবে। এ জন্য মিশকাত শরীফ এর গোছল অধ্যায় দেখুন যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নারীগণের ইহতেলামের সংবাদ শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উম্মাহাতুল মুমেনিনগণ মাথার চুল কর্তন করে ফেলেছিলেন। (দেখুন মুসলিম, গোছলের পানি পরিমাণের অধ্যায়) কেননা এখন আর তাঁদের রূপচর্চা প্রয়োজন নেই। অথচ অন্যান্য নারীগণের চুল কর্তন করা হারাম। তাঁদেরই ঘরে প্রিয় নবী (দঃ) এর দাফন হয়েছিল। অথচ অন্যান্য নারীগণের ঘরে তাদের স্বামীর দাফন না হওয়া চাই। বস্তুতঃ এমনি করে আরও অনেক আহকামের মধ্যেই ব্যবধান বিদ্যমান।

ফায়েদা– প্রিয় নবী (দঃ) এর সকল বিবিগণ পৃথিবীর নারীগণ হতে আফজল কিন্তু তাঁদের মাঝে আবার পরস্পর পরস্পরের উপর শ্রেষ্টত্ব রয়েছে। যেমন হযরত খাদীজাতুল কুবরা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) অন্যান্য বিবিগণ হতে শ্রেষ্ট। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তো কুমারী অবস্থায়ই প্রিয় (দঃ) এর খেদমতে এসেছিলেন। আর হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) হুযুর (দঃ) পেয়েছিলেন অবিবাহিত। মাহবুবে খোদা (দঃ) এর নসলও হযরত খাদিজা (রাঃ) হতেই প্রসারিত। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর জীবিত থাকা অবস্থায় প্রিয় নবী (দঃ) আর কোন বিবাহ করেননি। সর্বদা তিনি খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) এর পক্ষে কুরবানী করতেন। ইত্যাদি।

আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) জ্ঞানে গুণে সকল নারীর মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। এমনকি সাহাবাগণের শিক্ষা বিষয়ক মতানৈক্যও তিনিই সমাধান করতেন। তিনি মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মাহবুবা লকব প্রাপ্তা হয়েছেন। তাঁর বিছানায় প্রিয় নবী (দঃ) এর নিকট ওহী এসেছে। হযরত জিব্রিল আমীন (আঃ) তাঁকে সালাম আরয করেছেন। হায়াতুন্নবী (দঃ) এর ওফাত তাঁর বুকে এবং তাঁর পাক কোলে হয়েছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর হুজরা শরীফ কিয়ামত পর্যন্ত সকল জ্বিন, ইনসান এবং ফেরেশতাগণের যিয়ারতের পবিত্র স্থানে পরিণত হলো। কেননা তাঁর হুজরা শরীফই হায়াতুন্নবী (দঃ) এর আখেরী আরামস্থান। তিনিই দুনিয়া আখিরাতে প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথী। কবির ভাষায়

جس کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ ہے جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہوں جاگزیں

অর্থাৎ- তাঁর কোলই প্রিয় নবী (দঃ) এর শেষ আরাম স্থান। আর তাঁর হুজরা শরীফেই হায়াতুন্নবী (দঃ) কিয়ামত অবধি অবস্থান করবেন।' যখন কিছু লোক হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর পবিত্রতার উপর অপবাদ ছড়ালো, তখন সূরা নূর তাঁর নূরানী এবং পবিত্র চরিত্রের বর্ণনায় নাযিল হলো। এখনও যেকোন মুসলমান যখন কুরআন তেলাওয়াত করবে, তাঁর নির্মল চরিত্রের সাক্ষী প্রদান করবে।

وہ جو ہے سوس ہ نور جن کی گواہ ہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ-তিনি ঐ মহান সত্তা পবিত্র কুরআনের সূরা নূর যার মূর্ত সাক্ষী। অতএব তাঁর নূরানী চেহারায় লাখো সালাম।

আয়াতঃ–৬১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

(পারাঃ২২, সূরা আহযাব, রুকুঃ৫)

অর্থাৎ- "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।"

এ আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা। সাথে সাথে এখানে প্রিয় নবী (দঃ) এর খোদা প্রদত্ত ইখতিয়ারের বর্ণনাও বিদ্যমান। উক্ত আয়াতের শানে নযুল এই যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ, যাকে প্রিয় নবী (দঃ) আযাদ করেছিলেন এবং যিনি দরবারে রিসালতের খেদমতেই থাকতেন, হুযুর পাক(দঃ) তাঁর বিবাহের জন্য হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্সের নিকট পয়গাম পাঠালেন। হযরত যয়নাব প্রিয় নবী (দঃ) এর ফুফীর কন্যা ছিলেন অর্থাৎ উমাইয়া বিনতে আবদুল মাতলবের কন্যা ছিলেন। প্রিয় নবীর এই পয়গাম হযরত যয়নাব বিনতে জাহস এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহসের মনপুতঃ হল না। কেননা হযরত যয়নাব কুরাইশের উচ্চ বংশীয় মেয়ে ছিল। এদিকে হযরত যায়েদ (রাঃ) এ ধরণের উচ্চ বংশীয় ছিলেন না। তখন উপরোক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ হলো। আর এতে বলা হলো যে, হে মুসলমানগণ ! আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) তোমাদের জান, মাল ইত্যাদি যে কোন কিছু সম্পর্কে যখন তোমাদেরকে কোন হুকুম প্রদান করবেন, তখন তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন হক আর থাকবে না। বরঞ্চ ঐ আদেশের সম্মুখে মস্তক অবনত করাই তোমাদের উপর ফরয।

এ আয়াত শুনা মাত্র হযরত যয়নাব এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ প্রস্তাবিত বিবাহের জন্য তৈরী হয়ে গেল এবং ভালভাবে বিয়ের কাজ সমাপ্ত হলো। আর এই বিবাহের মুহর স্বরূপ দশ দিনার, ষাট দেরহাম, এক জোড়া পোষাক, চুড়ি, পঞ্চাশ মুদ্দ খাদ্য (যা প্রায় ১মণ ১০ সের হয়) এবং তিন সা' খেজুর (যা প্রায় ১১ সের) হুযুর আকরাম (দঃ) হযরত যয়নাব (রাঃ) কে প্রদান করলেন। এ আয়াত হতে বিভিন্ন ফায়েদা অর্জিত হয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর আদেশ সমান ভাবেই পালন করা ওয়াজিব। কুরআন এবং হাদীছের আহকাম সমান হুকুমই সংরক্ষণ করে। কেননা আয়াতের إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) যখন ফয়সালা দেন ইরশাদ হয়েছে। আর বস্তুতঃ এমনটি হওয়াও চাই। কেননা আল্লাহর ফরমান তো প্রিয় নবী (দঃ) এর মাধ্যমেই পৌছে। কুরআন এবং হাদীছের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, কুরআনের বিষয়বস্তু এবং ভাষা অর্থাৎ শব্দাবলীও ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। আর হাদীছের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়বস্তুও ওহীর মাধ্যমেই এসেছে অবশ্য ভাষা প্রিয় নবী (দঃ) এর নিজস্ব। এজন্যই নামাযে হাদীছের তেলাওয়াত হয় না। যখন কোন হাদীছ অকাট্যভাবে সহী হিসেবে প্রমাণিত হয়, তখন সেই হাদীছের ব্যাপারে কুরআনের হুকুমই প্রযোজ্য হবে। এবং এধরণের হাদীছের ইনকার করা কুফরী আর এ জাতীয় হাদীছ দ্বারা কুরআনের কোন আয়াতকেও নুসখ বা রহিত করা বৈধ হবে। হাঁ, যদি কোন হাদীছের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ থাকে, তবে এ সন্দেহ থাকার কারণে সে হাদীছের ইনকার কুফরীর পর্যায়ে পতিত হবে না, এবং তার দ্বারা কুরআনকেও রহিত করা যাবে না। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি কুরআন দ্বারা ছাবেত হয়েছে। আর নামাযের সময়সীমা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায হওয়ার বিধান, রাকআতের সংখ্যা, এভাবে যাকাতের নেসাব, আদায় করার নিয়ম, রোযার বিধান, হজ্বের নিয়মাবলী এবং আরকান, বস্তুতঃ এ সমুদয় বিষয়াবলী হাদীছ দ্বারাই ছাবেত হয়েছে। এমনকি কুরআনেরও ত্রিশ পারা হওয়া, সূরার সংখ্যা এবং মক্কী মদনী হওয়া, আর কোন স্থানে কোন আয়াত-এ সবকিছুই হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত। অতএব দ্বীন এর মধ্যে হাদীছের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ হুযুর পাক (দঃ) মুসলমানদের জান মাল আর আওলাদ সবকিছুরই মালিক। অতএব যেভাবে মাওলার হুকুমের পরে গোলামের অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকে না, ঠিক তদ্রুপ ভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর আদেশের পর আর কারও অস্বীকার করার জো নেই। একটা মেয়ের জন্য তো বিভিন্ন স্থান হতেই বিবাহের পয়গাম আসে। আর মেয়ের অভিভাবক কোনটি নাকচ আর কোনটি গ্রহণ করেন। আর এটি কি হযরত যায়েদের পয়গাম ছিল যে, হযরত আবদুল্লাহ বা হযরত যয়নাব তা নাকচ করবেন? এ প্রস্তাব পয়গাম ও ছিল না, বরঞ্চ প্রিয় নবী (দঃ) এর নির্দেশই ছিল। একইভাবে পয়গামের পর আকদ এর পূর্বে কন্যা হতে ইযন বা অনুমতি নিতে হয় যে, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমার আকদ সম্পন্ন হয়ে যাক, এ অবস্থায় কন্যা হাঁ বা না বলার অধিকার সংরক্ষণ করে। কিন্তু হযরত যয়নাবের ক্ষেত্রে তাও রইল না। এটিই হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ) এর সুলতানাত।

ফায়েদাঃ—হুযুর (দঃ) এর যে ফরমান

আদেশ স্বরূপ হবে, তা ইনকার করার অধিকার কারও থাকবে না। আর তাঁর যে ফরমান শুধু পরামর্শ দেয়ার জন্য হবে, তা কবুল না করার অধিকার থাকলেও কবুল করাই উত্তম। এ জন্যই আয়াতে قضى শব্দ অর্থাৎ যখন 'ফয়সালা প্রদান করেন' বলা হয়েছে।

হযরত বরিরা (রাঃ) আযাদ হলেন। এর পূর্বে হযরত মুগিছ এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। আযাদীর পূর্বে হযরত বরিরা আকদ ভেঙ্গে ফেলার অধিকার পেয়ে তিনি তা করার উদ্যোগ নিলেন। হুযুর পাক (দঃ) মুগিছ এর জন্য সুপারিশ করে বললেন, তুমি আকদ ভেঙ্গে ফেলো না। হযরত বরিরা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (দঃ) এটি কি আপনার নির্দেশ না পরামর্শ । প্রিয় নবী (দঃ) বললেন পরামর্শ। তখন তিনি আরয করলেন, যদি পরামর্শ হয়, তবে আমি মুগিছ এর ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই, এবং বিবাহ ভেঙ্গে ফেললেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তৃতীয় ফায়েদা এই যে, যে কোন হুকুম যদি স্বীয় মত এবং বিবেচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা আদায় করবে। আর যদি তা স্বীয় মত এবং বিবেচনার সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তজ্জন্য স্বীয় বিবেককেই দায়ী মনে করে হুকুম পালনে নিজেকে বাধ্য করবে। এতেই আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণ নিহিত। আর ঐ হুকুমের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা বদবখতীর আলামত।

দেখুন, বিবাহে কুফু বা উভয় পক্ষের সম মর্যাদা বিবেচিত হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে হযরত যায়েদ আর হযরত যয়নাবের মাঝে সমতার এই ভারসাম্য ছিল না। কিন্তু যখনই প্রিয় নবী (দঃ) এর শাহী আদেশ হয়ে গেল, তখন আর এ সমস্ত হুকুমের কি গুরুত্ব? কেননা রিসালতের আদেশই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তাফসীর রুহুল বায়ানের মুসান্নিফ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুরিদের উচিৎ, স্বীয় কামিল মুর্শিদের যে কোন আদেশ প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতিরেকে বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নেয়া। এ সম্পর্কে মাওলানা রুমী ইরশাদ করেন–

پیر را بگزین کہ بے پیر ایں سفر ۔ ہست پس پر آفت وخوف وخطر
چوں گرفتی پیر ھیں تسلیم شو ۔ ہمچو موسے زیر حکم خضر رو

অর্থাৎ– 'তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণের জন্য পীর বেছে নাও' নতুবা তোমার জন্য বিপদ রয়েছে। আর পীর বেছে নেয়ার পর আগা গোড়া সন্তুষ্টির সাথেই কাজ করে যেতে হবে। হযরত মুসা (আঃ) কে হযরত খিজির (আঃ) বলেছিলেন, আমার কোন হুকুমের উপর আপত্তি করো না।' আল্লামা রুমী আরও বলছেন–

گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن ۔ گرچہ طفلے را کشد تو مو مکن

অর্থাৎ– 'পীর যদি তোমার ডিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে অথবা তোমার বাচ্চাও কতল করে ফেলে, তারপরও আপত্তি করো না।

কিন্তু এ সমস্ত আহকাম কামিল মুর্শিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নতুবা নাকেস বা ভন্ড পীর তো পতনেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পথভ্রষ্ট অথবা ফাসিক পীরের হাতে বায়আত হওয়া মারাত্মক জুলুম। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ۔ پس بہر دستے نباید داد دست

অর্থাৎ হে বন্ধু! মানবরূপী অনেক শয়তান আছে। অতএব যত্র তত্র হাত দিও না। (অর্থাৎ যার তার নিকট বায়য়াত হয়ো না।)

কামিল মুর্শিদ এর পরিচয় সম্পর্কে আমি إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আয়াতঃ ৬২

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(পারাঃ ২২ সূরা আহযাব রুকুঃ ৫)

অর্থাৎ– 'মুহাম্মদ (দঃ) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী'।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ আয়াতেও হুযুর পাক (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়। প্রথমতঃ আয়াত খানার শানে নযুল। দ্বিতীয়তঃ এর উপকারিতা আর তৃতীয়তঃ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ এর অর্থ।

এ আয়াতখানার সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক এই যে, হযরত যয়নাবের সাথে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাতে তাঁদের উভয়ের মধ্যে অবনিবনা রয়েই গেল এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নাব (রাঃ) কে তালাক প্রদান করলেন। এরপর হুযুর পাক (দঃ) এর সাথেই হযরত যয়নাব (রাঃ) এর নিকাহ সুসম্পন্ন হলো। সে সম্পর্কীয় বর্ণনা উক্ত আয়াতের পূর্বেকার আয়াতে রয়েছে।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا -

অর্থাৎ যখন তাঁর নিকট যায়েদের আর কোন গরজ রইল না, তখন আমি তাঁকে আপনার বিবাহে দিয়ে দিলাম। হযরত যয়নাব (রাঃ) এই বলে গর্ব করতেন যে, সকল বিবিগণের বিবাহের ব্যবস্থা তাদের অভিভাবকগণ করে থাকেন। আর আমার বিবাহের ব্যবস্থা আমার আল্লাহ আরশে আজিমে করেছেন। যেহেতু হুযুর পাক (দঃ) হযরত যায়েদ ইবনে হারেছাকে মৌখিকভাবে আপন পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন, সেহেতু কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করলো যে, তিনি আপন পুত্র বধূকেই বিবাহ করেছেন। তাদের এ অভিযোগের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন 'পুত্র বধূকে বিবাহ করার এই শরয়ী নিষেধাজ্ঞা তো রক্ত সম্পর্কীয় পুত্রের সাথেই সম্পৃক্ত। আর আমার মাহবুব (দঃ) তো কোন পুত্র সন্তানের পিতাই নন। সুতরাং কেউ আবার তাঁর পুত্র কি করে হবে? আর যখন যায়েদ তাঁর সন্তানই নয়, তখন তার বিবি প্রিয় নবী (দঃ) এর জন্য হারামই বা কেন হবে?

উপরোক্ত বর্ণনা হতে বিভিন্ন ভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রথমতঃ আপত্তি উত্থাপনকারীদের আপত্তি ছিল প্রিয় নবী সম্পর্কে আর উত্তর প্রদান করছেন স্বয়ং পরোয়ারদেগারে আলম। আর সে উত্তরও প্রিয় নবীকে বলার জন্য না বলে আল্লাহ স্বয়ং নিজেই এভাবে বলছেন যে, আমার মাহবুব (দঃ) সম্পর্কে আপত্তি করা আমার উপর আপত্তি করারই নামান্তর। এ জন্যই ইরশাদ হলো زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ আমিই এই বিবাহের ব্যবস্থা করেছি। এখন কে আপত্তি উত্থাপন করবে? দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআনের কোথাও মাহবুবে (দঃ) কে তাঁর নাম ধরে ডাকা হয়নি। শুধুমাত্র চারটি স্থান ছাড়া।

প্রথমতঃ উল্লেখিত আয়াতে (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ..... خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ)

দ্বিতীয়তঃ সূরা ফাত্হ এর মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

তৃতীয়তঃ সূরা মুহাম্মদ এর মাঝে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

চতুর্থতঃ (সূরা আলে ইমরান) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ

উল্লেখিত চার জায়গায় তাঁর নাম মুবারক আসার অনেক ভেদ রয়েছে। চার জায়গায় এই নাম মুবারক এসেছে। কেননা মুহাম্মদ শব্দের মধ্যেও চার অক্ষর। চার এর মাঝে কি নিহিত আছে। তা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি আমার 'দিওয়ানে সালেক' কাব্যে একটি নাতে এর উপর দুটি ছন্দ রচনা করেছি।

www.YaNabi.in

چار رسل، فرشتے چار، چار کتب ہیں، دین چار
سلسلے دونوں چار چار، لطف عجب ہے چار میں

آتش و آب و خاک و باد، سب کا انہی سے ہے ثبات
چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں

অর্থাৎ– রাসূল চারজন, বিশিষ্ট ফেরেশতা চারজন, কিতাব চারটি, দ্বীন ও চার। মাযহাব এবং তরিকতের সিলসিলাও চারটি, সত্যই চারের মধ্যে আজব বিশেষত্ব। আগুন পানি, মাটি, বাতাস চার, আর চারের এই বৈশিষ্ট্যের পরিসমাপ্তি চার ইয়ার (বন্ধু) তথা চার খলীফার মধ্যে।

'মুহাম্মদ' হচ্ছে হুযুর পাক (দঃ) এর জাতি নাম, আর বাকী মুবারক নামগুলো গুণবাচক। যেমন আল্লাহ হচ্ছে স্রষ্টার জাতি নাম আর বাকি সবগুণবাচক নাম। কিন্তু এই মুহাম্মদ শব্দটির সাথে 'আল্লাহ' শব্দের বহুদিক হতেই সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন 'মুহাম্মদ' শব্দের মধ্যে চার অক্ষর আর আল্লাহ শব্দের মধ্যেও চার হরফ। 'মুহাম্মদ' এর মধ্যে একটি তাশদিদ্ আর আল্লাহর মধ্যেও একটি তাশদিদ্। হাঁ আল্লাহ শব্দের তাশদিদ্ এর মধ্যে আলিফ্ আছে কিন্তু মুহাম্মদ এর মধ্যে নেই। যদ্বারা একথাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ হচ্ছেন সুলতান আর মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ তাঁর প্রধান উজির। এরপর আল্লাহ উচ্চারন করার সময় উভয় ঠোঁট পৃথক হয়ে যায় অথচ 'মুহাম্মদ' উচ্চারণ করার সময় নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের সাথে মিশে যায়। যদ্বারা একথাই বুঝা যায়, আল্লাহর জাত এত উচ্চে যে, সে পর্যন্ত আমাদের পৌঁছা সম্ভব নয়। কিন্তু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদেরকে সেই সুমহান মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন।

মুহাম্মদ নামের মাঝে একটি সুক্ষ তত্ত্ব আছে, যা আমি আমার দিওয়ানের মধ্যে নিম্নের ছন্দে চিত্রায়িত করেছি।

تری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے نو کا عدد بنا
جو اُسے مٹائے وہ خود مٹے، وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں

অর্থাৎ- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) যে আপনার পবিত্র সত্ত্বায় বিলীন হয়ে গেছে, সে বিলীন হয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে, আর যে নূরে মুহাম্মদী (দঃ) কে মিটাতে চায় সে নিজেই মিটে যাবে। তাঁকে তো আল্লাহই পূর্ণ করেছেন, অতএব তাঁর ফানা (ধ্বংস) নেই।

'মুহাম্মদ' শব্দের আবজদ সংখ্যা হচ্ছে ৯২, এই ৯২ এর এক দশমাংশ হচ্ছে ৯, আর এর মধ্যে রয়েছে এক আজব কান্ড। ৯ থেকে প্রত্যেকটি একক সংখ্যার মধ্যে গুণ করে যাও। কিন্তু ৯ই থাকবে। যেমন– ৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬৩, ৭২, ৮১,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৯০। এ সংখ্যাগুলোর মাকতূবী সংখ্যাকে মিলালে ৯ই হচ্ছে। একইভাবে ১ হতে ৯ পর্যন্ত একক সংখ্যাগুলো নাও, এবং যখন তুমি দু দিকের একক সংখ্যাকে যোগ করবে। তখনও নয়ই হয়ে থাকবে। যেমন ১ এবং ৮,২ এবং ৭, ৩ এবং ৬ এরপর ৫ এবং ৪।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে বারটি অক্ষর আর
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর মধ্যেও বারটি অক্ষর। একই ভাবে আবুবকর সিদ্দীক উমর ইবনুল খাত্তাব,উছমান ইবনে আফফান এবং আলী ইবনে আবু তালেব এর মধ্যেও বারটি করে অক্ষর রয়েছে। মুহাম্মদ শব্দটির মধ্যে বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। যদি কারও শুধু কন্যা সন্তান হয়; সে যদি গর্ভ ধারণ লগ্ন হতে তার বিবির পেটের উপর আঙ্গুলদ্বারা ধারাবাহিক চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ তাসবিহ লিখে দেয় যে, مَنْ كَانَ فِيْ بَطْنِهٖ هٰذَا الْبَطْنُ فَاسْمُهٗ مُحَمَّدٌ অর্থাৎ গর্ভের এ সন্তানটির নাম মুহাম্মদ রাখলাম তবে আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র সন্তানই জন্ম লাভ করবে আর যে বাচ্চার নাম মুহাম্মদ রাখা হবে তার যথাযথ সম্মান করতে হবে, বিগড়িয়ে উচ্চারণ করা যাবে না। বস্তুতঃ এর অনেক আদব রয়েছে। (রুহুল বায়ান) قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতের আলোকে আমি মুহাম্মদ শব্দের কিছু বিশেষত্ব বর্ণনা করে এসেছি। এখানে আরও একটু বুঝুন যে, মুহাম্মদ শব্দের অর্থ সকল প্রশংসার যোগ্য। যাঁর মাঝে ত্রুটি বিচ্যুতির কোন অবকাশই নেই। যে এই মহান সত্তাকে মুহাম্মদ নামে স্মরণ করে আবার তাঁর মধ্যে ত্রুটি বের করার প্রয়াস পায় সে নিজের মুখে নিজেই মিথ্যাবাদী।

এজন্যই কাফিররা তাঁকে মুজাম্মম (অর্থাৎ যিনি অধম) নামে (নাউযুবিল্লাহ) ডেকে হাসি তামাসা করতো। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, আমার আল্লাহ আমাকে তাদের গালি হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন, কেননা তারা তো আমাকে 'মুজাম্মম' ডাকে, অথচ আমি মুহাম্মদ (দঃ)।

অথবা মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রত্যেকের দ্বারা প্রশংসিত। অর্থাৎ স্রষ্টাও তাঁর প্রশংসা করেন। আর সমস্ত সৃষ্টিও তাঁর প্রশংসারত। তিনি সর্বদা প্রশংসিত। দুনিয়ার সৃষ্টির পূর্ব হতে তার তারিফ শুরু হয়েছিল। আর কিয়ামত পর্যন্ত তথা সদা সর্বদাই তাঁর তারিফ হতেই থাকবে। আরশ-ফরশ, জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত সর্বত্রই তাঁর তারিফ বিরাজিত। মুহাম্মদ শব্দে দুটি م একটি ح এবং একটি د ال আছে। দুই মিম-এর অর্থ দুনিয়া এবং আখিরাতের মালিক। ح দ্বারা আল্লাহর রহমত আর د ال দ্বারা দায়েমী বা স্থায়ী হওয়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) হচ্ছেন উভয় জাহানের স্থায়ী রহমত। (দেখুন দালায়েলুল খায়রাত শরীফ)

আর مَا كَانَ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, তিনি তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। অর্থাৎ তিনি হযরত ফাতেমা যুহরা (রাঃ) হযরত রোকেয়া (রাঃ) হযরত কুলসুম (রাঃ) এবং হযরত যয়নাব (রাঃ) এরই পিতা। তিনি কোন পুরুষের পিতা নন। হ্যাঁ হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) হযরত তৈয়ব (রাঃ) হযরত তাহের (রাঃ) এবং হযরত কাসেম (রাঃ) শৈশবকালেই ইন্তিকাল করেছিলেন বিধায় তাঁরা পুরুষ নন। এখান থেকে এ মাসয়ালাও বের হচ্ছে যে, যখন হুযুর পাক (রাঃ) কে পিতা বলার হক কারো নেই তখন তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করা অবশ্যই হারাম হবে।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এর মধ্যে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর রাসূল। নবীদের মাঝে সবার শেষে যিনি এসেছেন, তাঁকে খাতাম বলা হয়েছে।

خاتم শব্দটি খাতমুন ধাতু হতে বের হয়েছে। আর খাতমুন এর অর্থ মোহর অথবা শেষ দুটিই হতে পারে। মোহরকে ও 'খাতাম' এজন্যই বলা হয়, কেননা মোহর কোন বিষয়বস্তুর শেষেই লাগান হয়। অথবা কোন থলির মধ্যে মোহর মেরে দেয়ার পর কোন দ্রব্য বাহির হতে ভিতরে আর ভিতর হতে বাইরে দেয়া যাবে না একইভাবে নবুয়্যাতের অধ্যায়ে প্রিয় নবী আখেরী মোহর, এবং নবুয়াতের বাগানের তিনিই আখেরী ফুল। তিনি নিজেই خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নেই। অতএব এখন যদি কেউ কোন রকমের প্রতিনিধি নবী, স্থায়ী বা খন্ড কালীন নবী, পাগল, ঠাট্টাকারী, মদ্যপায়ী, আফিম খোরীকে প্রিয় নবীর পর নবী হিসেবে মেনে নেয়, সে বেদ্বীন এবং মুরতাদ হয়ে যাবে।

একইভাবে যদি কেউ خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ কে মূল নবীর অর্থে প্রয়োগ করতঃ অন্য আর কোন নবীর আগমনকে বৈধ আকিদা রাখে, সেও বেদ্বীন এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) অবশ্যই আবার তাশরিফ আনয়ন করবেন। কিন্তু তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর আগমনের পূর্বেকার নবী হবেন পরের নয়। বরঞ্চ পরে তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর উম্মত হিসেবেই তাশরিফ আনবেন। শেষ সন্তান বলে এ কথাই বুঝানো হয়ে থাকে যে,তার পর আর কোন সন্তান জন্ম নেয়নি, না পূর্বের সন্তানদের মৃত্যু হয়েছে।

অতএব হযরত ঈসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ) হযরত ইদ্রিস (আঃ) এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ) যদিও প্রিয়নবী (দঃ) এর জামানায় জীবিত ছিলেন এবং এখনও জীবিত আছেন কিন্তু তাঁরা প্রিয় নবী,(দঃ) আগমনের পূর্বে নবুয়্যৎ প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর প্রিয় নবী (দঃ) এর আগমণের পর তাঁদের সবার আহকাম রহিত হয়ে গেল। এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাতের পরও তাঁরা আর নবুয়্যত পেলেন না। যেমনিভাবে সূর্য উদয়ের পর তারাগুলো আপন আপন স্থানে আলো হারিয়ে বসে থাকে, তেমনিভাবে হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ) জমীনে জীবিত আছেন আর হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইদ্রিস (আঃ) আসমানে জীবিত রয়েছেন, কিন্তু যিনি যেখানেই রয়েছেন সেখানেই তাঁর আহকাম রহিত হয়ে গেছে। কবির ভাষায়-

سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں

তাঁরা সারা রাত ঝলমল করছিলেন, কিন্তু আপনার উদয়ের সাথে সাথেই

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁরা বিলীন হয়ে গেলেন।

যদি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, অন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে সাক্ষী দেয়ার জন্য যায়, যদিও বা তিনি আপন অফিসে বিচারক ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি একজন সাক্ষী হিসেবেই এসেছেন। একইভাবে হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় জমানার নবী ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি আসবেন সাইয়েদুল মুরসালীন (দঃ) এর শাহী দরবারে। অতএব এ মহান দরবারে তাঁর নবুয়াতের প্রকাশ ঘটবে না।

দ্বিতীয়তঃ উচ্চ মর্যাদা এবং নৈকট্য অর্জন করার জন্য নবুয়াৎ শুধু মাত্র এক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, আর আহকামের তাবলীগের জন্য এক সৃষ্টির সাথেই সম্পৃক্ত। অতএব খোদায়ী যে নৈকট্য অর্জিত হয়েছে, তা তো অবশ্যই তাঁরা হারাবেন না, অবশ্য সৃষ্টির নিকট তাঁরা আপন আহকামের আর তাবলীগ করতে পারবেন না, তা রহিত হয়ে গেছে। হযরত মূসা যখন হযরত খিজির (আঃ) এর সাথে মুলাকাত করতে গিয়েছিলেন, তখন খিজির (আঃ) বলেছিলেন, হে মুসা (আঃ) আপনি যেহেতু বনি ইস্রাইলের নবী, সেহেতু আপনি আমার কোন কাজের উপর আপত্তি করবেন না। অর্থাৎ আমি আপনার আহ্কামের অধীন নই। হযরত মূসা (আঃ) বললেন বেশ, ঠিক আছে। এখন হযরত খিজির (আঃ) যত কাজ করলেন, সব কিছুই হযরত মূসা (আঃ) এর দ্বীনের সম্পূর্ণ বর খেলাফ ছিল। যেমন তিনি শিশুকে গুণাহ করার পূর্বেই খতম করে ফেললেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) তাঁর উপর স্বীয় প্রচারিত আহকাম জারী করতে পারলেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তা কেন হবে? তা হলে কি হযরত মূসা (আঃ) তখন নবী ছিলেন না? হ্যা নবী তো অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু এখানে তিনি তাঁর আহকামের তাবলীগ করার অধিকার পাচ্ছিলেন না। হযরত ঈসা (আঃ) এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর জমানারও এই একই অবস্থা। চিন্তাশীলদের জন্যে এখানে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আয়াতঃ ৬৩

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ـ

(পারাঃ ২২, সূরা আহযাব, রুকুঃ ৬)

অর্থাৎ—'হে গায়বের সংবাদ প্রদানকারী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে আর উজ্জল প্রদীপ রূপে প্রেরণ করেছি।

উপরোক্ত আয়াতখানাও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসায় ভরপুর। এবং এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর অসংখ্য বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আয়াতখানাতে আটটি বিষয় বস্তুর উপর চিন্তার খোরাক রয়েছে। (১) يَا أَيُّهَا (২) النَّبِيُّ (৩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ (৪) شَاهِدًا (৫) مُبَشِّرًا (৬) نَذِيرًا (৭) دَاعِيًا (৮) سِرَاجًا مُنِيرًا আটটি বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হলে আটটি দফতরের প্রয়োজন হবে। এখানে শুধুমাত্র কিছু বিশেষ আলোচনা পেশ করব।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(১) يَا أَيُّهَا সম্বোধন সূচক শব্দ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে সম্বোধন হয়ে থাকে। যেমন অমনোযোগীকে মনোযোগী করার জন্য এবং হুমকি প্রদানার্থে যেমন হে খবিছ! বুযুর্গী প্রকাশ করার জন্য, যেমন– يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অর্থাৎ হে চাদর আবরণকারী! কোন বস্তুর সৃষ্টির অর্থে এবং মুহাম্মত প্রকাশার্থেও ব্যবহার হয়। যেমন হে প্রিয়! ইত্যাদি। অত্র আয়াতে يَا সম্বোধন সূচক শব্দটি ভালবাসার প্রকাশার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) তো এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহার স্মরণ হতে গাফিল নন। এজন্যই উত্তম লকব সহকারে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) نَبِيُّ (নবী) দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংবাদ প্রদানকারী অথবা উচ্চ মর্যাদাধারী। এখানে দুটি অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এরপরে شَاهِدًا অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রদানকারী ইত্যাদি। আর এগুলো সংবাদই। হুযুর আকরম (দঃ) নবী, রাসুল, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাচ্ছির ইত্যাদি সকল মর্যাদারই অধিকারী ছিলেন, এতদসত্তেও এখানে নবী দ্বারা এজন্যই সম্বোধন করা হয়েছে যে, এর পরে أَرْسَلْنَا দ্বারা রিসালতের বর্ণনা আসছে। সুতরাং এখন নবুয়্যত এবং রিসালত উভয়টিরই বর্ণনা হয়ে গেল।

এখন নবী শব্দের অর্থ দাঁড়ালো, আমার সংবাদ বান্দাদেরকে প্রদানকারী আর شاهد অর্থাৎ সাক্ষীর অর্থ দাঁড়ালো– কিয়ামতের ময়দানে বান্দার সংবাদ আল্লাহকে প্রদানকারী। অথবা নবী অর্থ আমার সংবাদ প্রদানকারী আর شاهد অর্থ যদি হয় জান্নাত এবং জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদানকারী, তাহলে খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। أَرْسَلْنَاكَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, যেহেতু আমিই আপনাকে প্রেরণ করেছি। সেহেতু আপনাকে সম্মান করা মানে আমাকেই সম্মান করা। আর আপনাকে হেয় করা মানে আমাকেই হেয় করা তথা আপনার উপর আপত্তি আনারই শামিল। আর এজন্যই রব তাআলা তাঁর মাহবুব (দঃ) এর তরফ হতে উত্তরাদি প্রদান করেছেন।

(৩) شاهد তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাক্ষ্য, হাজির এবং মাহবুব। মূলতঃ হাজির থাকাকেই شاهد বলা হয়। যেমন عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ 'তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।' আর সাক্ষ্য এবং মাহবুব অর্থেও شاهد এজন্য ব্যবহৃত হয় যে, সাক্ষ্য তো সংগঠিত ঘটনাসমূহে মওজুদ ছিলই। আর মাহবুব আশেকের অন্তরে সর্বদাই হাজির থাকে। এখানে সকল অর্থই প্রযোজ্য। شاهد এর অর্থ সাক্ষ্য এ অর্থেও হতে পারে যে, প্রিয় নবী (দঃ) কিয়ামতের ময়দানে সকলের জন্যই সাক্ষ্য প্রদানকারী হবেন। কুরআনের ভাষায়– وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

'এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।' এছাড়াও সকল নবীগণ জান্নাত এবং জাহান্নামের সাক্ষী শুনে দিয়েছেন, আর প্রিয় নবী(দঃ) মি'রাজের

www.YaNabi.in

রাত্রিতে তা দেখে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এজন্যই তিনি হচ্ছেন মূল সাক্ষ্যদাতা। অতএব প্রিয় নবী (দঃ) যার ঈমান অথবা কুফরীর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তার অন্যথা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এখন যদি কেউ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীদের ঈমানের উপর সন্দেহের কালিমা লেপন করে, সে নিজেই বেদ্বীন প্রমাণিত হবে। কেননা সে এদের ঈমানে সন্দেহ করে মূলতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর সমস্ত সাক্ষ্যের সত্যতার উপরই সন্দেহ করছে। কেননা এ সমস্ত সাহাবীগণের ঈমানের সাক্ষ্য স্বয়ং রাসূল (দঃ) দিয়েছেন।

এরপর হুযুর আকরম (দঃ) সুলতানাতে ইলাহীর সরকারী সাক্ষ্যদাতা। আর সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য বিনাদ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। বরং যে এ মর্যাদার সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে, সে নিজেই অভিযুক্ত হয়। সিভিল সার্জন যাকে রোগীর প্রমাণ পত্র প্রদান করে বা ইঞ্জিনিয়ার যে দালানকে দুর্বল বলে দেয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় যাকে কৃতকার্য করে যোগ্যতার প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করে, সরকারও বিনাদ্বিধায় তা গ্রহণ করে নেয়। ঠিক তদ্রুপ হুযুর আকরম (দঃ) ও যার ঈমান অথবা কুফরীর উপর সাক্ষ্য প্রদান করেন, রাব্বুল আলামীনের আদালতেও তা বিনাদ্বিধায় কবুল হয়ে যায়। উপরন্তু কোন মুকাদ্দমার ভিত্তি এবং বাদী বিবাদীর জয়-পরাজয় শুধু সাক্ষ্যের উপরই হয়ে থাকে, যদি সাক্ষী শক্তিশালী হয়, তাহলে উকিলের জেরা শক্ত হবে এবং হাকিমের রায়ও দ্রুত এবং সত্যের উপর হবে, নতুবা নয়।

দুনিয়ার একত্ববাদ প্রমাণের ভিত্তি প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর নির্ভর। আর আখিরাতে গোটা সৃষ্টির জান্নাতী জাহান্নামী হওয়াও প্রিয় নবী (দঃ) এর রিপোর্ট এর উপরই নির্ভর করে। সেখানে সবাই প্রিয় নবী (দঃ) এর দিকেই তাকিয়ে থাকবে। কেননা তিনি দুনিয়ায় স্রষ্টার সাক্ষ্য প্রদানকারী আর কিয়ামতে সৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদানকারী।

সাক্ষ্য প্রদান করতে হলে বিবিধ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন।

(১) সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তা স্বচক্ষে অবলোকন করা চাই, আর সাক্ষ্য প্রদানের সময়ও তাঁকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে হবে। এজন্য আরবীতে তাকে 'শাহেদ' 'শহীদ'বা 'হাজির' বলা হয়।

(২) বাদী তার মুকাদ্দমায় স্বীয় পক্ষে রায়ের জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারীর কৃতকার্যতা চায় অপর দিকে বিবাদী সাক্ষ্যদাতাকে বিপন্ন করার জন্য তাকে আপন সাক্ষ্যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। সে সাক্ষ্যদাতার অবগত থাকার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলে, সাক্ষী আসলে কিছুই জানে না।

(৩) সাক্ষীর সাক্ষ্যে আপত্তি উত্থাপন করা বাদীর উপরই আপত্তি উত্থাপন করার নামান্তর। এজন্যই বিবাদী সাক্ষ্যদাতার শত্রু হয়ে যায়। হুযুর পাক (দঃ) দুনিয়ায় সৃষ্টির সম্মুখে স্রষ্টার, জান্নাতের এবং জাহান্নামের তথা সকল গায়বী বিষয়বস্তুরই সাক্ষ্য প্রদানকারী। অতএব দুনিয়ায় আগমন করার পূর্বেই তিনি মহান স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্যে থেকে সকল বিষয় অবলোকন করতঃ দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি

www.YaNabi.in

আখিরাতেও স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির সাক্ষ্যপ্রদানকারী হবেন। অতএব সমস্ত সৃষ্টির সমুদয় অবস্থা সম্পর্কেও তাঁকে অবগত হতে হবে। নতুবা সাক্ষ্য কিভাবে প্রদান করবেন? দুনিয়ায় এখন যারা প্রিয় নবী (দঃ) এর জ্ঞান সম্পর্কে আপত্তি তোলে, জেনে রাখুন, প্রিয় নবী (দঃ) এর সাক্ষ্য এদের বিরুদ্ধে যাবে এবং এরা বিবাদী। কেননা সাক্ষ্যদাতার ইলমের বিরোধীতা ওরাই করবে যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে। উপরন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর ইলম এবং পূর্ণতার বিরোধীতা মানে মূলতঃ আল্লাহারই বিরোধীতা করা। কেননা তিনি একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানকারী।

স্মর্তব্য যে, প্রিয় নবী (দঃ) চার ধরণের সাক্ষ্য প্রদান করবেন। সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার সাক্ষ্য, স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির সাক্ষ্য, স্রষ্টার সাক্ষী স্রষ্ঠার সমীপেই আর সৃষ্টির সাক্ষ্য সৃষ্টির নিকট। যাকে তিনি জান্নাতী সাক্ষ্য দিবেন, সে অবশ্যই জান্নাতী হবে। যাকে উত্তম বলবেন, সে উত্তম আর যাকে অধম বলবেন, সে অধমই হয়ে থাকবে। যে জিনিসকে হালাল বলবেন, তা হালাল আর যে জিনিসকে হারাম বলবেন, তা হারাম বলেই গণ্য হবে। কেননা তাঁর সাক্ষ্য সাধারণ ভাবে সর্ববিষয়েই প্রযোজ্য। সুতরাং একত্ববাদের সাক্ষী সেই নূরানী সত্তার মুখ মুবারক হতে যাই বের হবে। সেটিই হক হবে। যেমনিভাবে স্বর্ণ খনি হতে লোহা বের হয় না, ঠিক তেমনিভাবে এই শাহেনশাহে দো-জাহানের পবিত্র মুখ হতেও অবাঞ্ছিত কথা বের হয় না।

আর شاهد (শাহেদ) এর অর্থ 'হাজির'ও হতে পারে। অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) সৃষ্টির প্রতিটি অনু পরমানুতে হাজির এবং নাযির রয়েছেন। আমার তাফসীরে নাঈমীর দ্বিতীয় পারায় এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দান করেছি। এছাড়াও যদি কেউ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে ইচ্ছুক থাকেন, جاء الحق কিতাব পড়ে দেখুন। এতে কুরআনের আয়াত, হাদীছ শরীফ মুহাদ্দিছ এবং মুফাসসিরগণের মতামত সহকারে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর হাজির নাযির হওয়ার মাসয়ালা এমনভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিরোধীতাকারীগণ কোন উত্তর দিতে সক্ষম হবে না ইনশাআল্লাহ।

এখানে এতটুকু পর্যন্ত বুঝা যেতে পারে যে, আধুনিক হাকিমগণ বলেন, ঔষধ শক্তি রোগ হতে বেশী হতে হবে, যাতে করে রোগ ওষুধের কারণে নিরাময় হয়ে যায়। আর রোগের শক্তি বেশী হলে ওষুধ বিফল হয়ে যাবে। শয়তান হচ্ছে রোগ আর প্রিয় নবী (দঃ) হচ্ছেন রোগ নিরাময়কারী ঔষধ। যখন শয়তানকে এই শক্তি দেয়া হয়েছে যে,

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (قرآن)

অর্থাৎ 'সে নিজে এবং তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা।' শয়তান এবং তার অনুচরেরা তোমাদেরকে সর্বদাই দেখে। আর শয়তান সাধারণভাবে সবার উপরই এমনভাবে দৃষ্টি রাখে যে, যেখানেই কোন বান্দা ভাল আমল করার ইচ্ছা করে, সে তাৎক্ষণিকভাবেই তাকে গুমরাহ করে দেয়। এখন যদি প্রিয় নবী (দঃ) বে-খবর থাকেন তাহলে আল্লাহর উপর এই আপত্তি আসবে যে, আল্লাহ রোগকে শক্তি দান করেছেন অথচ ঔষধকে করেছেন দুর্বল। অতএব গুমরাহ বান্দাদেরকে হেদায়ত করার জন্য প্রিয় নবী (দঃ) এর সদা সর্বদা হাজির নাযির

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হওয়া একান্তই জরুরী।

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুযায়ী شَاهِدًا তারকিবের মধ্যে হালের অবস্থায় পতিত হয়েছে। সুতরাং অর্থ এ দাঁড়ালো যে, আমি আপনাকে হাজির এবং নাযির অবস্থায় প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ আপনাকে দুনিয়ায় পাঠানোর পূর্ব হতেই আপনি হাজির নাযির ছিলেন। যেমন যদি কেউ বলে, যায়েদ সওয়ার অবস্থায় আগমন করেছে। অর্থাৎ সে আগমণের পূর্বেই সওয়ার হয়েছিল। এখন অর্থ এই দাঁড়ালো যে, তিনি দুনিয়ার আগমণের পূর্বেও সৃষ্টি জগতে হাজির ছিলেন আর এখন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার পরও হাজির রয়েছেন।

যেমন রুহুল বায়ানের লেখক ২৬ নম্বর পারায় সূরা ফাতহের إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا- আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুর পাক (দঃ) সমগ্র সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব হতেই স্রষ্টার একত্ববাদ, কুদরতী ব্যবস্থাপনা এবং সাথে সাথে রুহ, আত্মা, দেহ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, জ্বিন, শয়তান, ফেরেশ্তা এবং মানব সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করছিলেন। এভাবে সকল সৃষ্টির প্রতিটি কর্ম এবং কর্মফল, শয়তানের প্রথম আবেদ হওয়া এবং পরে আবার গুমরাহ হয়ে যাওয়া, হযরত আদম (আঃ) এর বিচ্যুতি হওয়া এবং পরে তাওবা কবুল হওয়া, তাঁর জান্নাতে বসবাস করার পর জমিনে নেমে আসা, নবীগণের দুনিয়ায় আগমন হওয়া এবং তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়া, তাঁদের সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ ব্যবহার করা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনাই বস্তুতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর দৃষ্টির সম্মুখেই ছিল। এজন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন عَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ

অর্থাৎ 'যা কিছু ঘটেছে এবং যা ঘটবে সবকিছুই আমি জেনে নিয়েছি।' আর তিনি এ সমুদয় ঘটনা জানবেন না কেন! কেননা দুনিয়া তো তাঁর নূর মুবারক হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হযরত আদম (আঃ) এর সহীফা, হযরত মূসা (আঃ) এর কিতাব, তথা সকল নবীপয়গম্বরগণের ইলমতো প্রিয় নবী (দঃ) এরই ইলম এর একটা অংশ মাত্র।

উক্ত তাফসীর কার এর পর লিখেন, অনেক আহ্লে ইলম এর মতে দুনিয়ায় প্রত্যেকটি নেকবখত বান্দার উপর প্রিয় নবী (দঃ) এর একান্ত অনুগ্রহ থাকে। আর হুযুর আকরম (দঃ) ই হচ্ছেন عتيد বা رقيب 'উত্তম হেফাজতকারী।' যখনই প্রিয় নবী (দঃ) কারও উপর হতে স্বীয় অনুগ্রহ তুলে নেন, তখনই সে বদবখত হয়ে পড়ে এবং মারাত্মক পাপে পতিত হয়। এমনকি হযরত আদম (আঃ) হতেও যে বিচ্যুতি নিঃসৃত হয়েছিল, তাও এজন্য যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর বিশেষ দৃষ্টি তাঁর থেকে তখন কিছুটা সরে গিয়েছিল। হাদীছ শরীফে এ কথারই প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে-কোন যেনাকার যখন যেনায় লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের করে নেয়া হয় এবং যখন সে যেনা হতে বের হয়ে আসে, ঈমানও তার নিকট ফিরে আসে। অতএব হুযুর পাক (দঃ) এর বিশেষ দৃষ্টি বা অনুগ্রহই হচ্ছে ঈমান। উপরোক্ত আলোচনা হতে شَاهِدًا এর অর্থ, হুযুর পাক (দঃ) এর হাজির নাযির হওয়া।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁর ইলমে গায়ব এবং সাহায্য করার ক্ষমতার মাসয়ালাও চমৎকারভাবে প্রমাণিত হলো।

আর شَاهِد -এর অর্থ মাহবুবও হতে পারে। আর বস্তুতঃ তিনি সৃষ্টির মাহবুব। মানব, জ্বিন, ফেরেশতা, শুকনা কাঠ, পাথর বৃক্ষ লতা প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসে। উহুদ পাহাড় তাঁকে মুহাব্বত করে। শুকনো কাঠ তাঁর বিরহ বেদনায় ক্রন্দন করে। জীবেরা তাঁকে দেখে তাঁর পবিত্র হাতে পায়ে পড়ে কাঁদে। হরিণ ফরিয়াদ করে-

دربردلے سودائے تو، عالم ہمہ شیدائے تو

অর্থাৎ- প্রত্যেক হৃদয়েই আপনার মুহাব্বত, গোটা জাহানই আপনার আশেক।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের মাহবুবের মর্যাদা লাভ করাও প্রিয় নবী (দঃ) এরই মু'জিযা। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন- وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي অর্থাৎ "আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম।" তাঁকে যে-ই দেখত, আশেক হয়ে যেত। হযরত আছিয়া (আঃ) তাঁকে দেখে বললেন- قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ অর্থাৎ হে ফেরআউন! ইনি আমার এবং তোমার চোখের প্রশান্তি। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য আর হযরত দাউদ (আঃ) এর কণ্ঠস্বর প্রিয় নবীর ওসীলায়ই দান করা হয়েছে। যেমনিভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর মু'জিযা মহান তেমনিভাবে তাঁর মাহবুব হওয়াও মহান, যা স্থান কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বর্তমানে কেউ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য অথবা হযরত দাউদ (আঃ) এর কণ্ঠস্বর এর আশেক নয়। অর্থাৎ কোন মাহবুবের কেউ গায়েবী আশেক নয়। কিন্তু মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মাহবুবী মর্যাদার এমবস্থা যে, আজও অসংখ্য লোক তাঁকে না দেখেও তাঁর প্রেমে স্বীয় জান কুরবান করতেছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য্যের পূজারীরা তাঁর দর্শনের জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করেছে। কিন্তু নবী (দঃ) এর প্রেমিকরা তাঁর নাম মুবারকের উপর জান মাল সব কিছুই কুরবানী দিচ্ছে। এসব জলসা, মিছিল, ওয়াজ, মাদ্রাসা সবকিছুই প্রিয় নবী (দঃ)এর মুহাব্বতেই হচ্ছে। আবার অন্যান্য নবীগণের আশেক শুধু মানুষই ছিল, কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর জন্য শুধু মানুষই নয়, বরং শুকনো কাঠ, কঙ্কর, পাথর পর্যন্ত তাঁর প্রেমে বিভোর এবং তাঁর বিরহ বেদনায় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন স্রষ্টারও মাহবুব (দঃ) এবং সৃষ্টিরও মাহবুব (দঃ)।

(৪) مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ -এর মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ) এর তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা এসেছে। (১) সুসংবাদ প্রদানকারী (২) ভয় প্রদর্শণকারী (৩) আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। যদিও বা অন্যান্য নবীগণও একাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের তাবলীগ আর প্রিয় নবী (দঃ) এর তাবলীগের মাঝে তিন ধরণের পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ অন্যান্য নবীগণ তো শুনে এ দায়িত্ব আঞ্জাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

দিতেন, আর হুযুর পাক (দঃ) স্বচক্ষে দেখেই আঞ্জাম দিতেন। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নবীগণ একটা নির্দিষ্ট গোষ্টির জন্য নবী, সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শণকারী ছিলেন। অথচ প্রিয় নবী (দঃ) গোটা সৃষ্টির জন্যই 'বশীর' এবং 'নাযির' উপরন্তু, অন্যান্য পয়গম্বরগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'মুবাল্লিগ' 'বশির' আর 'নাযির' ছিল, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর এই বৈশিষ্ট্য কিয়ামত অবধি থাকবে। বর্তমানেও কুরআন, উলামা এবং পীর মশায়েখগণের মাধ্যমে দ্বীনের যে তাবলীগ হচ্ছে, তাও প্রিয় নবী (দঃ) এরই তাবলীগ। এসমস্ত বিশেষত্বের কারণে উক্ত আয়াতে এই তিনটি গুণাবলী দ্বারা তাঁকে গুণান্বিত করা হয়েছে। তাফসীরে রুহুল বায়ানের লেখক সূরা ফাতহের

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا এর এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামতের ময়দানে অন্য সকল নবীর উম্মতগণ একত্রে মোট চল্লিশ কাতার হবে, আর শুধু প্রিয় নবী (দঃ) এর উম্মতগণ মোট আশি কাতার হবে।

(৫) উক্ত আয়াতে হুযুর পাক (দঃ) কে 'আলোকবর্তিকা' আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূর্যকেও سراج বলা হয়েছে। যেমন

سراجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا অর্থাৎ সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র'

দ্বারা যদি সূর্যকেই বুঝান হয়, তবে প্রিয় নবী (দঃ) ও হেদায়তের আসমানের সূর্য। কেননা সূর্য সবাইকে আলো দেয় কিন্তু সে নিজে কারো দ্বারা আলোকিত নয়। একইভাবে প্রিয় নবী (দঃ) দ্বারা সবাই নূরান্বিত, কিন্তু তিনি নিজে কারো দ্বারা নূরান্বিত নন। আর سراج 'বাতি' অর্থে ব্যবহার করাও শুদ্ধ। কেননা বাতি দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়। আর নূরনবী (দঃ) দ্বারা জেহালত এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। বাতি দ্বারা হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা হয়। প্রিয় নবী (দঃ) এর দ্বারা হেদায়তের হারানো পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বাতি ঘরওয়ালার জন্য রহমত আর চোরের জন্য কষ্টদায়ক। একইভাবে নূরনবী (দঃ) মুমিনদেরকে হেফাজতকারী আর শয়তান নামক ঈমানের চোরকে বিতাড়নকারী। একটি বাতি হতে যদি হাজার বাতিও জ্বালান হয় তবুও মূল বাতির আলো হ্রাস পায় না। একইভাবে নূরনবী (দঃ) এর নূর হতেই সবকিছু নূরান্বিত, কিন্তু এতে তাঁর নূর মুবারক এতটুকু হ্রাস পায়নি। বাতি চারিদিক আলোকিত করে, প্রিয় (দঃ) ও আরশ, ফরশ, বস্তুতঃ সর্বত্র আলো ছড়িয়েছেন। বাতির আগুন উর্ধগামী, প্রিয় নবী (দঃ) ও মিরাজের রাত্রিতে এমন উর্ধ্বে গমন করেছেন, যেথায় কোন ফেরেশতাও যেতে পারেনি। বাতি স্থানান্তরিত হয়। প্রিয় নবী (দঃ)ও মক্কা শরীফকে আলোকিত করে মদীনা চলে গেলেন।

(৬) منير এজন্য বলা হয়েছে যে, অন্যান্য চেরাগের নীচে অন্ধকার থাকে, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এমন আলোক বর্তিকা যে, উপর, নীচ এবং চারি দিকেই আলো ছড়ায়। বাতি শুধু জাহেরকেই আলোকিত করে, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এমন বাতি, যিনি জাহের এবং বাতেন উভয়কেই আলোকিত করেন। বাতি বাতাস দ্বারা নিভে যায়, কিন্তু منير কে যে নিভাতে চায়, সে নিজেই নিভে যায়। অন্যান্য বাতি সূর্যের আলোতে অর্থহীন হয়ে যায়, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এমন

আলোকবর্তিকা যিনি সদা সর্বদাই আলো বিকিরণ করেন।

রাত্রি বেলায় প্রত্যেকটি এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বাতি এবং বিজলী বাতি দ্বারা আলো নেয়া হয়, কিন্তু সূর্য উঠা মাত্রই এগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে প্রত্যেকটি শহর এবং প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য নবী ছিল, কিন্তু এখন গোটা জাহানে একমাত্র প্রিয় নবী (দঃ) এরই নবুয়্যত বিদ্যমান। চুরি রাত্রি বেলায়ই হয়, দিনের বেলায় নয়, হুযুর পাক (দঃ) এর পূর্বেকার কিতাব সমূহে চুরি তথা পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে। শয়তান পর্যন্ত ফেরেশতাদের কথাবার্তা চুরি করে। কিন্তু হেদায়েতের এ সূর্য আলোকিত হওয়া মাত্র সকল চুরি বন্ধ হয়ে গেল। কুরআনের মাঝে চুরি করা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা বন্ধ হয়ে গেল। ঈমানের চোর শয়তানের আসমানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাকে পাথর মারা শুরু হলো। কেননা এখন হেদায়েতের আলোকবর্তীকা উদিত হওয়ার কারণে অন্ধকার দূর হয়ে দিনের প্রকাশ ঘটেছে।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন, কুরআনে হুযুর পাক (দঃ) এবং সূর্য উভয়কেই سراج বলা হয়েছে। এটা এজন্য যে, কয়েকটি দিক হতে প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথে সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে। সূর্য আসমানের প্রদীপ আর প্রিয় নবী (দঃ) আসমান এবং জমিনের প্রদীপ, সূর্য দুনিয়ার প্রদীপ আর প্রিয় নবী (দঃ) দ্বীনের প্রদীপ, সূর্য আকাশ মণ্ডলের প্রদীপ, আর তিনি খোদায়ী মাহফিলের প্রদীপ, সূর্য বাহ্যিক জগতের প্রদীপ, আর প্রিয় নবী (দঃ) ঈমানের প্রদীপ, সূর্যের আগমণে লোকেরা ঘুম হতে জাগ্রত হয় আর প্রিয় নবী (দঃ) এমন প্রদীপ , যার আগমনের ওসীলায় লোকেরা অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে এসেছে।

আয়াতঃ ৬৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ

(পারাঃ ২২, সূরা আহযাব, রুকুঃ ৭)

অর্থাৎ:- "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করো না।"

উক্ত আয়াতখানা হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসায় অবতীর্ণ। এখানে মুসলমানদেরকে প্রিয় নবী (দঃ) এর সেই মহান বাসগৃহের আদব কায়দা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যেখানে তিনি অবস্থান করতেন। উক্ত আয়াতের শানে নুযুল এই যে, হুযুর পাক (দঃ) হযরত যয়নাব (রাঃ) কে বিবাহ করেছিলেন, এই বিবাহের ওলিমার দাওয়াতে লোকেরা পর্যায়ক্রমে খাওয়ার পর চলে গেল; কিন্তু তিন ব্যক্তি খাওয়ার পর তথায় এতক্ষণ সময় ধরে আলাপ জুড়ে দিল যে, তাদের দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকা প্রিয় নবী (দঃ) এর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। তখন হুযুর পাক (দঃ) এই উদ্দেশ্য উঠে দাঁড়ালেন, যাতে করে তারা অবস্থা অনুমান করতঃ নিজেরা উঠে যায়। কিন্তু তারা তা মোটেই বুঝতে পারল না। জায়গার সংকীর্ণতা হেতু ঘরবাসীদেরও তাদের কারণে কষ্ট হচ্ছিল। হুযুর পাক (দঃ) তখন উঠে আপন হুজরায় প্রস্থান করলেন। পুনরায় ফিরে এসে তাদেরকে পূর্বের অবস্থায়ই দেখতে পেয়ে আবার

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফিরে গেলেন। এতক্ষণে আসল অবস্থা তাদের বোধগম্য হল এবং তারা উঠে গেল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতখানা নাযিল হলো। এতে মুসলমানদেরকে কয়েকটি বিষয়ে হিদায়েত প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমতঃ অনুমতি ব্যতিরেকে এই গৃহে প্রবেশ নিষেধ। দ্বিতীয়তঃ যদি তোমাদেরকে দাওয়াত করা হয়, তাহলে খাদ্য তৈরী হওয়ার পূর্বেই এসে সেখানে অপেক্ষা করো না। তৃতীয়তঃ খাওয়ার পর বেহুদা বসে থেকো না, বরঞ্চ আপন আপন ঘরে চলে যাও। অতএব ঐ ঘরের এবং সেখানকার শাহেনশাহ (দঃ) এর উপর কুরবান, যেখানকার আদব স্বয়ং রাব্বুল আলামীন শিক্ষা দিচ্ছেন। আর اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর মধ্যে যদি ফিরিশ্‌তাগণও অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তাতেও বা হতবাক হওয়ার কি আছে। কেননা ফিরিশ্‌তাগণও এই আদব মেনে চলেন যে, অনুমতি ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করেন না। প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাতের সময় মালাকুল মাউত ঘরে প্রবেশ করার জন্য ঘরবাসী হতে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। আর হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) বারণ করলেও ফিরে যাননি, কেননা তাঁকে আল্লাহই পাঠিয়েছিলেন। হ্যাঁ অনুমতি নিয়েই ঘরে প্রবেশ করেছেন।

بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آتے نہیں
آنکھ والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہل بیت

অর্থাৎ- হযরত জিব্রাইল (আঃ)ও অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন না। আহলে বায়তের শান এবং মর্যাদা একমাত্র মর্যাদাবানরাই জানে।'

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর সুমহান চরিত্র, লাজুকতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথাই বুঝা গেল। অর্থাৎ যদিও বা কারও কারণে তাঁর কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তা তিনি বলছেন না, বরঞ্চ আল্লাহই বলে দিয়েছেন।

এ আয়াত হতে এই মাসয়ালাও প্রমাণিত হলো যে, দাওয়াত অথবা একান্ত আবশ্যকতা ব্যতিরেকে কারও ঘরে গিয়ে তার অসুবিধের সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

আয়াতঃ ৬৫

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(পারাঃ২২, সূরা আহযাব, রুকুঃ৭)

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবংতাঁর ফিরিশ্‌তাগণ নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ এবং যথাযথ ভাবে সালাম পাঠ কর।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা। এতে মুসলমানদেরকে সেই পবিত্র সত্তার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে এটিই যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে ঈমান নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি বহু বিষয়ে হুকুম প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু কোন বিষয়ে এমনি করে বলা হয়নি যে, এ কাজ আমি করি এবং আমার ফিরিশ্‌তারাও করে, অতএব হে মুসলমানরা! তোমরাও কর। শুধুমাত্র দরুদ শরীফের হুকুম দিতে গিয়েই এমনটি বলা হয়েছে। এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা এমন কোন কাজ নেই, যা আল্লাহও করবে আর বান্দা ও করবে। আল্লাহর যে কাজ, তা আমরা কখনো করতে পারি না। আমাদের কাজগুলো হতে শানে ইলাহী পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। যেমন সৃষ্টি করা, রিযক দেয়া মৃত্যু দান এবং পুনরুজ্জীবিত করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই শান, বান্দা এগুলো কখনো করতে পারেনা। আমাদের কাজ হচ্ছে ইবাদত, আনুগত্য ইত্যাদি করা। মহান স্রষ্টা কিন্তু এগুলো হতে পবিত্র। হ্যাঁ যদি এমন কোন কাজ থাকে, যা আল্লাহও করেন, ফিরিশ্‌তারাও করে এবং মুসলমানদেরকেও করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে একমাত্র সরকারে দো আলম (দঃ) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। যেমনিভাবে চাঁদের উপর সবার দৃষ্টি থাকে, ঠিক তেমনিভাবে মদীনার চাঁদের উপরও গোটা সৃষ্টির এমনকি মহান স্রষ্টারও দৃষ্টি আরোপিত। প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র সত্তা সকল গুণে পরিপূর্ণ। কোন হিন্দী কবির ভাষায়ঃ-

آج چند دیوج ہے سب دیکھی باکی اور — میری اور سجن کی نیناں پڑیں گی ایک ٹھور

যদিও বা আল্লাহর দরুদ রহমত নাযিল আর ফিরিশ্‌তাগণের দরুদ রহমত কামনার অর্থে হয়ে থাকে, কিন্তু উভয়টিই মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মর্যাদারই জন্য।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ এই আয়াতে তো প্রথমে হুকুম প্রদান করা হয়েছে যে, আমি সদা সর্বদা আমার মাহবুব (দঃ) এর উপর রহমত বর্ষণ করি, সুতরাং তোমরাও তাঁর উপরে দরুদ পাঠ কর। অর্থাৎ তোমরাও আমার মাহবুব (দঃ) এর জন্য আমার নিকট রহমত প্রার্থনা কর। আর প্রার্থনা তো ঐ জিনিষেরই করা হয়, যা প্রথম হতে অর্জিত না থাকে, এখন যখন আমাদের প্রার্থনা ব্যতিরেকেই অহরহ রহমত বর্ষিত হচ্ছে। অতএব আবার আমাদেরকে রহমত প্রার্থনার আদেশ কেন দেয়া হলো?

এতে ভেদ এই যে, কোন ভিখারী কারও দরওয়াজায় ভিক্ষা করতে গিয়ে ঘরওয়ালার সন্তান সন্ততি সম্পদের জন্য দু'আ কামনায় বলে, মালিকের ঘর আবাদ থাকুক, সন্তানদের হায়াত বৃদ্ধি হোক, মাল-দৌলত নিরাপদ থাকুক। তখন মালিক বুঝতে পারে যে, ভিখারী লোকটির মধ্যে বেশ শিষ্টাচার রয়েছে। ভিক্ষা চাচ্ছে সত্য, কিন্তু আমার সন্তানদের উত্তম জীবনও কামনা করছে। উক্ত আয়াতেও হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, হে মুসলমানরা ! যখন তোমরা আমার শাহী দরওয়াজায় কোন কিছুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কামনায় আসবে, তখন আমি তো আওলাদ হতে পবিত্র কিন্তু আমার একজন মাহবুব আছে, যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)। অতএব সেই নাম মুবারক, তাঁর আহ্‌লে বায়ত এবং সাহাবাগণের জন্য দু'আএবং কল্যাণ কামনা করেই আমার দরবারে হাজির হও, তখন তাঁদের উপর যেই রহমতের বৃষ্টি অনবরত বর্ষিত হচ্ছে, তা হতে এক পশলা বৃষ্টি তোমাদের উপরও বর্ষিত হয়ে যাবে। অতএব দরুদ শরীফ মূলতঃ দরবারে ইলাহীতে ভিক্ষা করার একটা কানুনই মাত্র।

وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا نہ ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستاں بنایا

অর্থাৎ- 'ঐ মহান আল্লাহ, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দয়ালু এবং দাতা রূপে সৃজন করেছেন, তিনিই আমাদেরকে ভিক্ষার জন্য আপনার মহান দরবারই বানিয়ে দিয়েছেন।'

উপরন্তু উক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে এ কথাও বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হে দরুদ পাঠকারীগণ! তোমরা এই ধারণা পোষণ করো না যে, আমার মাহবুব (দঃ) এর উপর রহমত বর্ষণ করা তোমাদের কামনা করারই উপর নির্ভর করে। বরঞ্চ তোমরা দরুদ পাঠ কর বা না কর, তাঁর উপর অহরহ আমার রহমত বর্ষিত হচ্ছেই। তোমাদের জন্ম আর তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা এই সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে, অথচ তাঁর উপর দরুদ শরীফ তখন থেকেই জারী রয়েছে, যখন 'যখন আর কখন,ও সৃষ্টি হয়নি 'যেথায়' 'সেথায়' 'কোথায়' ও সৃষ্টির পূর্বে তাঁর উপর রহমত জারী ছিল। তোমাদের দ্বারা দু'আ কামনা করা মূলতঃ তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। কেউ আল্লাহর প্রশংসা করুক আর নাইবা করুক, আল্লাহ আমাদের প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন, কেননা তিনি 'মাহমুদ' বা 'প্রশংসিত'। ঠিক তেমনি কেউ প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি কারও প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন, কেননা তিনিও 'মুহাম্মদ' বা 'প্রশংসিত।'

আল্লাহর প্রশংসার জন্য তাঁর মাহবুব (দঃ) যথেষ্ট আর মাহবুব (দঃ) এর প্রশংসার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এজন্যে প্রত্যেক দুআর পূর্বে এবং পরে দরুদ শরীফ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। আর কেউ যদি দুআ বাদ দিয়ে শুধু দরুদ শরীফেরই উপর ভরসা করে' আল্লাহ চান তো হতে পারে তার কোন দুআই করতে হবেনা, বরঞ্চ শুধু দরুদের ওসীলায় তার সকল হাজত এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যাবে।

মিশকাত শরীফের بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ অধ্যায়ে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (দঃ) আমি আপনার উপর কি পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠ করবো? প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, তুমি যা চাও, আমি আরয করলাম, এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তিন ভাগ ওজিফা, দুআ ইত্যাদি আর এক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ভাগ দরুদ শরীফ পড়বো। তিনি ইরশাদ করলেন, যত পার, পড়। তবে যদি দরুদের পরিমাণ আরও বাড়াতে পার, তবে সেটিই ভাল। আমি আবার আরয করলাম যে, অর্ধেকাংশ দরুদ পড়ব। তিনি বললেন, যাই-ই পার, কিন্তু আরও বাড়াতে পারলেই ভাল। আমি পুনরায় আরয করলাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, যা পার, কিন্তু আরও অধিক পড়তে পারলে উত্তম। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)। অন্যান্য দুআ আর ওজিফার স্থলে আমি পূর্ণ সময় দরুদের মধ্যেই কাটাতে চাই। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন- اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ

অর্থাৎ - 'এ দরুদ শরীফ তোমার সমস্ত পেরেশানী দূর করতে যথেষ্ট আর তা তোমার সমস্ত গুণাহ্ মিটিয়ে দেবে।'

দরুদ শরীফ সম্বন্ধে তিনটি কথা আরয করতেছি। প্রথমতঃ এর ফজায়েল কি? দ্বিতীয়তঃ কি ধরণের দরুদ পড়া উত্তম এবং জরুরী, আর দরুদ শরীফ পড়া ফরয, ওয়াজিব, না সুন্নাত? তৃতীয়তঃ হুযুর পাক (দঃ) ব্যতীত আর কারও উপর দরুদ পড়ার হুকুম কি?

(১) দরুদ শরীফের অসংখ্য ফজিলত, যা লিপিবদ্ধ করতে হলে দফতরের প্রয়োজন। যদি দরুদের কিছু ফজিলত জানতে ইচ্ছে হয় তাহলে ' তাফসীরে রুহুল বায়ানে' উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা, 'মাদারেজুন নবুয়াত' নাসিমুর রিয়াজ' 'শরহে শেফা কাযী আয়ায' এবং মাওয়াহেবে লুদুনিয়াহ' কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করুন। তবে সংক্ষেপে আমিও এখানে কিছু আরয করছি।

মিশকাত শরীফে 'প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর দরুদ' অধ্যায়ে আছে-। হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেন, যে একবার আমার উপর দরুদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার দশটি গুনাহ্ মার্জনা করেন এবং তার দশদারাজাত বুলন্দ করে দেন। অর্থাৎ কেউ যদি রোজ এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে প্রতিদিন তার দশ হাজার গুনাহ মাফ, দশ হাজার দারাজাত বুলন্দ এবং দশ হাজার রহমত তার উপর অবতীর্ণ হবে। যদি গোটা জীবন এভাবে আমল করা যায়, তাহলে হিসেব করে দেখুন, কি ধরনের ফায়েদা অর্জিত হবে। মিশকাত শরীফের উক্ত অধ্যায়ে আরও উল্লেখ রয়েছে, যে বেশী করে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে সে কিয়ামতে আমার অতি নিকটে অবস্থান করবে', উক্ত কিতাবের একই অধ্যায়ে এও রয়েছে, হযরত উমর (রাঃ) ইরশাদ করেন-দরুদ শরীফ না পড়া পর্যন্ত তোমাদের দুআ সমূহ আসমান এবং জমিনের মাঝামাঝি স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। অতএব পূর্বাপর দরুদ শরীফ রেখে আমাদের দুআ মাঝে রাখাই উত্তম। কেননা দরুদ তো অবশ্যই কবুল হবে। আর রহমতে ইলাহীর বৈশিষ্ট্য এমন নয় যে, আগে পরের দরুদ কবুল হবে, অথচ মাঝখানের দুআ কবুল না হয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে। বরঞ্চ দরুদ শরীফের ওসীলায় দুআ ও কবুল হয়ে যাবে। মিশকাত শরীফের উপরোক্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অধ্যায়ে আছে–আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা দরুদ পাঠকারীদের খুঁজে বেড়ান, যখনই কেউ দরুদ পাঠ করে, তখনই তা আমার দরবারে পৌছিয়ে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ্! দরুদে পাকের উপর কুরবান,যার বরকতে আমরা পাপীদের নাম প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে ঠাঁই পায়। এর চেয়ে মহান তাক্‌দীর আর কি হতে পারে। আবার এ হাদীছ দ্বারা একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, দূরবর্তী স্থানের দরুদ হুযুর পাক (দঃ) নিজে শুনবেন না। কেননা ফেরেশ্‌তারা আমলও আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়ে যায়। আকলেরও দাবী এমন যে, দু'কারণে দরুদ পাঠ করা অতিশয় জরুরী। প্রথমতঃ ইহসানকারীর ইহসানের বদলা দেয়া উত্তম। কমপক্ষে তার জন্য দুআ করা উচিৎ। যদি কারও ঘরে দাওয়াত খাওয়া হয়,ঘর ওয়ালার জন্য দুআ করে দিতে হবে। আমাদের উপর নবী (দঃ) এর অসংখ্য ইহসান রয়েছে, যার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অতএব কমপক্ষে তাঁর জন্য দুআ করা উচিৎ। তেমনিভাবে কোন ফকির দাতার জন্য দুআ করে থাকে। একবার সুলতান মাহমুদ তাঁর দরবারের সবাইকে হুকুম করলেন, তোমরা আমার ঘরের সব সম্পদ লুটে নাও। আদেশ পেয়ে প্রত্যেকেই এ কাজে লেগে গেলো কিন্তু আয়ায (রঃ) সুলতানের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আয়ায! তুমি কেন কিছুই নিচ্ছ না। তিনি আরয করলেন, সবাই তো বিভিন্ন সম্পদ নিচ্ছে, আর আমি হুযুরকেই নিলাম– যিনি এ সমস্ত সম্পদের মালিক। তখন সুলতান মাহমুদ বললেন, তুমি আমাকে নিয়েছ। অতএব আমিও তোমাকেই নিলাম। তুমি আমার আর আমি তোমার। এমনিভাবে সর্বপ্রকারের দুআ দ্বারা দুনিয়া পাওয়া যায় আর দরুদ শরীফের তেলাওয়াৎ দ্বারা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়া গেলে আর কিসের অভাব?

دنیا کو مبارک ہو دنیا اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں
ہر سر میں جن کا سودا ہے ہر دل جن کا شیدائی ہے

অর্থাৎ–দুনিয়াকে মুবারকবাদ! দুনিয়ার নিয়ামত আল্লাহ দিক। কিন্তু আমি ঐ মহান সত্ত্বাকেই চাই, প্রত্যেকেই যাঁর প্রার্থী এবং প্রত্যেক অন্তর যার জন্য মত্ত। (অর্থাৎ আমি দুনিয়াওয়ালা মাহবুবে খোদা (দঃ) কেই চাই।) দরুদ শরীফ সর্বপ্রকার দুআ এবং ইবাদতের রেজিষ্টি। যেমনিভাবে বীমা করণ করার কারণে সম্পদ নষ্ট হয় না বরঞ্চ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে দরুদ শরীফের বরকতে নেক কাজগুলো কবুল হয়। আর এ জন্যই প্রত্যেক দুআতেই দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়।

میں مجرم ہوں کہا مجھے ساتھ لے لو نہ کر رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے

অর্থাৎ– 'হে আকা! আমি পাপীকে সাথে নিয়ে নাও, কেননা আমার চলার পথে স্থানে স্থানে পাকড়াওকারী রয়েছে।'

মসনবী শরীফের মধ্যে আছে– একবার প্রিয় নবী (দঃ) একটি মৌচাকের মৌমাছিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে মধু তৈরী করে থাক? সে উত্তরে আরয

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

করলো হে আল্লাহর হাবীব (দঃ)! আমি বাগানে গিয়ে সর্বপ্রকারের ফুলের রস চুষে নেই, তারপর সেই রস মুখে করে এনে মৌচাকে ঢেলে দেই আর সেটিই মধু হয়ে যায়। প্রিয় নবী (দঃ) পুনরায় জানতে চাইলেন, এই রসে মিষ্টি কিভাবে সৃষ্টি হয়? কেননা ফুলের রস তো সুমিষ্ট নয়, তখন মৌমাছি আরয করলো।

گفت چوں خوانیم بر احمدؐ درود نہ مے شود شیریں و تلخی زار بود

অর্থাৎ– মৌমাছি বললো। যখন আমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদে মুজতবা (দঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করি। তখন তিতা দূর হয়ে তা মিঠায় পরিণত হয়।

আমাদেরকে মহান রব শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে আমরা বাগান হতে ঘর পর্যন্ত দরুদপাঠ করতে করতে আসি। আর এপবিত্র দরুদের বরকতেই মধুর মাঝে মিষ্টির সৃষ্টি হয়। তদ্রুপ বান্দার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদত গুলোও দরুদের ওসীলায় নিশ্চয়ই সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে। উপরন্তু যেমনিভাবে বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন রকমের রস দরুদের ওসীলায় একাকার হয়ে মধু নাম ধারণ করেছে, তেমনিভাবে হিন্দী, সিন্ধী, আরব, অনারব সকল মানুষ এক দেহে লীন হয়ে মুসলিম মিল্লাত নাম ধারণ করেছে। এবং যেভাবে দরুদের ওসীলায় মধু সকল রোগের প্রতিষেধক হয়ে গেল, তেমনিভাবে সকল দুআ প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান নাম মুবারকের বরকতে গুণাহ্‌র রোগের নিরাময়কারী হয়ে গেল।

(২) দরুদ শরীফ পাঠ করা কখনো ফরয, কখনো সুন্নাত, কখনো মুস্তাহাব, কখনো মাকরুহ আবার কখনও বা হারাম, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, 'দুরুল মুখতার' প্রথম খণ্ড, সালাত অধ্যায়ে আছে, গোটা জীবনে কমপক্ষে একবার দরুদ পাঠ করা ফরয। আর যদি কোন একটি মজলিসে বার বার প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক উচ্চারণ করা হয় এমতাবস্থায় 'দুররে মুখতার' এর মতানুযায়ী প্রথমবার পাঠ করা ওয়াজিব আর প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব। আর ফতোয়ায়ে শামীর মতানুযায়ী কতক স্থানে দরুদ পড়া মুস্তাহাব–পবিত্র জুমআর রাতে এবং দিনে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার আর সোমবারে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্য, মসজিদে আসা যাওয়ার সময়, হুযুর পাক (দঃ) এর রওযা মুবারক যিয়ারতের সময়, সাফা মারওয়ার পার্শ্বে জুমআর খুৎবায়, কিন্তু খুৎবা শ্রবণকারী দরুদ মনে মনেই পড়বে, আযানের পর, প্রত্যেক দুআর পূর্বে এবং পরে, ওযু করার সময়, যখন কোন গায়বী আওয়াজ শুনতে পাবে, যখন কোন কিছু ভুলে যাবে, ওয়াজের সময়, পাঠ অর্জন এবং পাঠ দান করার সময়, ফতোয়া লিখার সময়, বিবাহের সময়, যে কোন বিপদে আপতিত হলে, মোট কথা এজাতীয় স্থানে দরুদ পড়া মুস্তাহাব।

আর সাত জায়গায় দরুদ পাঠ করা মাকরুহ। (১) স্ত্রী সহবাসের সময়, (২) প্রস্রাব পায়খানার সময়, (৩) ব্যবসায়িক সামগ্রী প্রসিদ্ধির জন্য। (৪) ধোঁকাবাজি করার সময়, (৫) হতবাক হওয়ার স্থলে (৬) জরুহের সময়, (৭) হাঁচি আসার সময়।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তিন স্থানে দরুদ শরীফ পড়া সম্পূর্ণ হারাম, প্রথমতঃ ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট দ্রব্যের উন্নত মান প্রদর্শন করবার জন্য দরুদের আশ্রয় নেয়া। দ্বিতীয়তঃ কোন মজলিসে যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করবে, তাঁর আগমনী বার্তা জানাবার জন্য দরুদ পড়া হারাম (শামী) তৃতীয়তঃ ফরয নামাযের তাশাহুদের মধ্যে যখন প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক আসবে, তখন দরুদ পড়া হারাম।

কুরআন শরীফের তেলাওয়াৎ কালে প্রিয় নবী (দঃ) এর নাম মুবারক আসলে দরুদ না পড়াই উত্তম, যাতে করে কুরআনে করীমের স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্নতার সৃষ্টি না হয়। (শামী)।

আর নামাযের মাঝে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নত। ফরয আর ওয়াজিব নামাযে দ্বিতীয় বৈঠকেই দরুদ পড়া সুন্নাত, কিন্তু প্রথম বৈঠকে নিষেধ। অবশ্য নফল নামাযে উভয় বৈঠকেই দরুদ পড়া সুন্নাত, অর্থাৎ দরুদ পড়ার পরই প্রথম বৈঠক হতে দাঁড়াবে।

এখন আসুন, কোন্ দরুদ পড়া উত্তম; মিশকাত শরীফ, সালাত অধ্যায়, 'প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর দরুদ পড়া' প্রসঙ্গে হযরত আবু হামীদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা মহান রিসালতের দরবারে আরয করলাম, হে আল্লাহার হাবীব (দঃ) আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পাঠ করব? তখন প্রিয় নবী (দঃ) আমাদেরকে নামাযে তাশাহুদের পরে দরুদের তা'লিম দিলেন। অর্থাৎ দরুদে ইব্রাহীম।

এ হাদীছের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন, দরুদে ইব্রাহীমী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন দরুদ পড়া নিষেধ। এটি নিছক ভ্রান্তিমাত্র নতুবা মুহাদ্দিছগণ হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র নাম মুবারকের পর যে শুধুমাত্র صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়েন, তাও নাজায়েয হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। যদি হাদীছ শরীফে বর্ণিত দরুদ ছাড়া অন্য সব দরুদ পড়া নিষেধ হয়, তাহলে খাদ্যদ্রব্যে এবং অযুধের ব্যাপারেও শুধুমাত্র হাদীছে বর্ণিতগুলোই খাওয়া বৈধ হবে। কিন্তু যেভাবে ঐ সমস্ত খাদ্য যা শরীয়ত কর্তৃক অবৈধ করা হয়নি, খাওয়া জায়েয রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে যে সকল দরুদ শরিয়ত কর্তৃক অবৈধ করা হয়নি, তাও পড়া জায়েয হবে। কেননা كُلُوا وَاشْرَبُوا অর্থাৎ 'খাও এবং পান কর' এর মাঝে খাওয়া-দাওয়াকে সাধারণ বা শর্তহীন রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে صَلُّوا عَلَيْهِ অর্থাৎ 'দরুদ পড়' এহুকুমের মাঝেও দরুদকে মতলক বা শর্তহীন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে, কোন দরুদেই ছওয়াব পাওয়া যাবে। হাঁ, হাদীছ শরীফে বর্ণিত দরুদ অন্য দরুদ হতে অনেক আফজল হবে।

'দালায়েলুল খায়রাত' কিতাবে অসংখ্য দরুদ বর্ণিত আছে। তাফসীর রহুল বায়ানের লেখক নিম্নের দরুদের শ্রেষ্টত্ব এবং বহু ফায়েদা বর্ণনা করেছেন।

এটি ব্যাপক প্রচলিত দরুদ :

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ

আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এদরুদ বেশ উপকারী। জুমআর নামাযের পর মদীনা শরীফকে কেবলা করতঃ একশত বার নিম্নের দরুদ খানা পড়বে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

পড়ার সময় অবশ্যই হাত বেঁধে আদবের সাথে মদীনামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের হিন্দুস্থান হতে মদীনা শরীফ উত্তর পশ্চিম দিকে।

বিশেষ তাকিদঃ আমাদের পাঞ্জাবে এনিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, ফরয এবং ইশার নামাযের পর বুলন্দ আওয়াজে এ দরুদ পড়া হয়–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

অনেকেই এ ধরণের দরুদ পড়াকে শিরক এবং কুফরী বলে থাকে। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল। যেহেতু صَلُّوْا عَلَيْهِ এর হুকুম শর্তহীন, সেহেতু যেভাবেই ইচ্ছে দরুদ পড়া জায়েয, চাই উঁচু আওয়াজে হোক, চাই নিচু আওয়াজে হোক, অথবা যে কোন ধরণের দরুদই হোক না কেন, শরীয়তের নিষেধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়কে নাজায়েয তো দূরের কথা মাকরুহ পর্যন্ত বলা যাবে না। মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) নামাযান্তে এ ধরণের বুলন্দ আওয়াজে আল্লাহার যিকর করতেন যে, মহল্লাবাসীগণ ঘরে বসেও বুঝতে পারতেন , নামায এখন শেষ হয়েছে। উঁচু আওয়াজে যিকর করা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আমি আমার কিতাব " জাআল হক" এর মধ্যে পরিষ্কার করে আলোচনা করেছি। সেখান হতে দেখে নেয়াই বাঞ্চনীয়।

(৩) কার উপর দরুদ পড়তে হবে? ফতোয়ায়ে শামী এবং আলমগীরীতে কিতাবুল কারাহিয়্যাত' এর মধ্যে আছে, প্রিয় নবী (দঃ) ছাড়া আর কারও উপর ভিন্নভাবে দরুদ পড়া নিষেধ। যেমন امام حسين صلى الله অথবা امام حسين عليه السلام বলা নাজায়েয। হাঁ প্রিয় নবী (দঃ)ঃএর নাম মুবারকের অধীন করে অন্যদের উপরও দরুদ পড়া জায়েয। কেননা এতে মূল উদ্দেশ্য প্রিয় নবী (দঃ) এর উপরই দরুদ পাঠ করা, আর তাঁর ওসীলায় অন্যদের নামও এসে গিয়েছে। যেমন –

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَصْحٰبِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَوْلِيَاءِ اُمَّتِهٖ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى غَوْثِ الصَّمَدَانِيِّ وغيره

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখানে এই দরুদের মাঝে প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলায়ই আওলাদে রাসূল (দঃ) সাহাবায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরাম এবং সমস্ত উম্মত গণকেই স্মরণ করা হয়েছে।

আয়াতঃ ৬৬

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(পারাঃ২২ সূরা সাবা, রুকূঃ৩)

অর্থাৎ—"হে আমার প্রিয় মাহবুব! আমিতো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

উপরোক্ত আয়াতখানাও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর তিনটি সিফাতের বর্ণনা এসেছে। তাঁর সমগ্র মানবগোষ্ঠির নবী হওয়া, বশীর বা সুসংবাদদাতা হওয়া এবং সতর্ককারী হওয়া। এ তিনটি সিফাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি সূরা ফুরকানের প্রথম আয়াত এবং সূরা আহযাবে বর্ণনা করে এসেছি। এখানে শুধু এতটুকু আরয করার প্রয়াস পাচ্ছি যে, রাহমাতুল লিল আলামীন (দঃ)এর রিসালত ব্যাপক। নবী, ওলী মানব-দানব প্রত্যেক কিছুই তাঁর রিসালতের আওতাধীন।

হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করছেন, আমাকে এমন পাঁচটি মহান নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাসের রাস্তাব্যাপী (১০ হাজার মাইল) আমার আতঙ্ক জনোচিত প্রভাব শত্রুর উপর দেয়া হয়েছে। আমার জন্যে সমগ্র জমিনকেই পবিত্র করতঃ মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামায পড়ে নেয়া যাবে। আর পানি যদি পাওয়া না যায়, তদাবস্থায় তৈয়ম্মুমের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে। কেননা এর পূর্বে আর কারও জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিল না। আমাকে শাফাআতে কুবরার অধিকারী করা হয়েছে। অন্যান্য নবীগণ বিশেষ বিশেষ কাউমের প্রতি প্রেরিত আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো প্রিয় নবী (দঃ)এর রিসালাত সার্বজনীন।

আয়াতঃ ৬৭

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

(পারাঃ ২২ সূরা ফাতির, রুকূঃ ৩)

অর্থাৎ—"হে মাহবুব (দঃ) আমি তো আপনপনাকে হক সহকারে সুসংবাদদাতা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। এর পূর্বে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই সতর্ককারী প্রেরিত হয়েছিল।"

উপরোক্ত আয়াত খানাতে প্রিয় নবী (দঃ)এর তিনটি সুমহান সিফাতের বর্ণনা এসেছে। তাঁর রিসালাত সামগ্রিক হওয়া, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া। এবং আয়াতের শেষাংশে পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও যে সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে—অতীতের সকল সম্প্রদায়ের জন্যই সতর্ককারী প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান রিসালতের সাথে তাদের কি সম্পর্ক বিদ্যমান, এখানে এবিষয়টি চিন্তার দাবী রাখে। এর ব্যাখ্যা এই যে, হে আমার মাহবুব (দঃ) আপনি তো সকল উম্মতের জন্যেই প্রেরিত, এবং আপনার রিসালত সামগ্রিকভাবে সকলেরই জন্য। কিন্তু আপনার পূর্বে প্রত্যেক গোষ্ঠির জন্য পৃথক পৃথক সতর্ককারী প্রেরণ করা হতো। এখন এদ্বারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে হুযুর পাক (দঃ) এর নাত বা প্রশংসা পরিস্কার হয়ে গেল।

অত্র আয়াত দ্বারা অনেকেই এমন ধোঁকায় আপতিতঃ হয়েছেন যে, কোন ধর্মের নেতাকেই মন্দ বলা যাবে না। বরঞ্চ কৃষ্ণ রামচন্দ্র, গৌতম প্রমুখ সবাইকেই সম্মান দিতে হবে। কেননা এরাও সবাই পয়গম্বর ছিল। লোকেরাই তাদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে প্রতিমা পূজা আরম্ভ করেছে, যেভাবে ঈসায়ী এবং য়াহুদীরা হযরত মসীহ এবং হযরত মূসা (আঃ)এর তা'লিম পরিবর্তন করে দিয়ে নবীদের সন্তান-সন্ততির পূজাকে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিল। আবার অনেকেই এভাবেও ধোঁকায় পতিত হয়েছে যে, মানব ছাড়া অন্য সৃষ্ট,যেমন জ্বিনদের মাঝেও জ্বিন নবী প্রেরিত হয়েছে। এবং নাউযুবিল্লাহ কমিনাদের মাঝে কমিনা নবী, একইভাবে অন্যান্য শ্রেণী ও গোত্রের মধ্যেও সে জাতীয় নবী প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু এই উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, গৌতম প্রমুখদের দুনিয়ায় নবী হওয়া প্রমাণিত নয়। বরঞ্চ এরা মানুষ ছিল, কি ছিল না, অথবা আদৌ এজাতীয় কোন কিছু ছিল কি ছিল না, এ বিষয়ে আমাদের হাতে কি দলিল আছে? শুধুমাত্র মুশরিকদের নির্মিত বেহুদা কথাবার্তা হতেই তাদের অস্তিত্ব মিলে। নতুবা রামচন্দ্রের চার পা হওয়া এবং ছয়টি হস্ত হওয়া, হনুমান এর পৃষ্ঠে লেজ হওয়া, আর গণেশের মুখে হাতীর শুঁড় হওয়া মহান স্রষ্টার নিপুন সৃষ্ট কলার সম্পূর্ণ খেলাফ। তাছাড়া এ ধরণের অদ্ভুত সৃষ্টি কুরআন এবং আকলের ও পরিপন্থী। আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থাৎ "আমি মানব জাতিকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।" আর এরা মানুষও নয়, অথচ নাউযুবিল্লাহ পয়গম্বর হবে। যারা সুন্দর আকৃতি হতেও বঞ্চিত এবং যাদের আকৃতি বানর বা অন্যান্য জীব-জন্তুর মত। এটা কস্মিনকালেও হতে পারে না। বস্তুতঃ, এগুলো ভিত্তিহীন নিজেদের তৈরী সুরুত মাত্র। অথবা এরা মূলতঃ কোন জানোয়ারই হয়ে থাকবে, মুশরিকরা যাদের পূজা আরম্ভ করেছিল। যেমনিভাবে আজকালও গাভী এবং বানরের পূজা হয়ে থাকে। আর যদি বলা হয়, এরা উন্নত এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পবিত্র মানুষ ছিল। কিন্তু মুশরিকরাই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতঃ বর্ণিত আকৃতি তৈরী করে নিয়েছে। মুশরিকদের পক্ষে এমনিতর হাস্যকর ওকালতী বুদ্ধি বিবেকের খেলাফ বৈ আর কি হতে পারে। যখন স্বয়ং তাদের অনুগামীরাই তাদেরকে মানুষ মনে করে না, বরঞ্চ বানরকে হনুমান আর অন্যান্য জানোয়ারকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করে চিন্তা করে, তখন আপনারা কোন্ ওহীর বলে বলীয়ান হয়ে তাদেরকে মানুষ এবং এমনতর মনে করেন? নতুবা মুশরিকরা যে সমস্ত প্রতিমার পূজা করে থাকে, তাদেরও তো খারাপ বলা উচিৎ হবে না। অথচ কুরআন এবং প্রিয় নবী (দঃ) লাত, উজ্জা এবং মানাতকে খারাপ বলেছেন। যেভাবে ওদের নিকট লাত, উজ্জা ছিল ঠিক এভাবে এদের নিকট আছে মহাদেব আর ভওয়ানী।

আর একমাত্র আপন কাউম হতেই নবীর আগমন হয়, এমন ধারণাও নিতান্তই ভুল। কেননা নবীগণ সর্বদা মহান এবং শরীফ বংশ আর মাতৃকুল পিতৃকুল উভয় দিক হতেই সম্মানিত হয়ে থাকেন। তাঁদের চরিত্র হয় পবিত্র আর সুরত হয় আলোকিত। আর তাঁদের সিলসিলাও তাই হয়ে থাকে।

বুখারী শরীফের প্রারম্ভেই রোমের বাদশাহ হারকলের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য মক্কাবাসী কাফিরদেরকে ডেকে প্রিয় নবী (দঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এমন ছিল যে, তিনি বংশগত দিক হতে কেমন? সমস্ত মক্কাবাসীগণ বললো যে, তিনি গোটা আরবে শ্রেষ্ঠতম বংশীয় মর্যাদার অধিকারী। তখন হারকল বাদশাহ্ বললো, নবীগণ তো শরীফ বংশেরই হয়ে থাকেন। কি করে সম্ভব হতে পারে যে, সুইপারদের মধ্যে সুইপার নবী এবং চামারদের মাঝে চামার নবী হবে! আল্লাহ পানাহ্ দিক।

উক্ত আয়াতে এমন কথা কোথায় বলা হল যে, প্রত্যেক কাউমে সে কাউম হতেই নবী প্রেরিত হয়েছে। প্রত্যেক কাউমের কাছেই নবী প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন উচ্চ বংশীয়। যেমন আজকে গোটা দুনিয়ার সকল কাউমের নবী হচ্ছেন প্রিয় নবী (দঃ)– যিনি হচ্ছেন আরবী, কুরায়শী, হাশেমী এবং মতলবী। আল্লাহর পক্ষ হতে সালাত এবং সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

এ দুটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্যান্যদের নিকটও স্বজাতীয় নবীই এসেছে, নিতান্তই ভুল ধারণা মাত্র। কেননা কুরআন ইরশাদ করছে–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ

অর্থাৎ–'আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি ঐ সমস্ত পুরুষকে যাদের নিকট আমি ওহী প্রেরণ করতাম।' অতএব এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, নবী মানব জাতি থেকেই হয় উপরন্তু তাঁরা পুরুষই হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'জাআল হক' এর মধ্যে দেখুন। মোট কথা, উপরোক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ যে, প্রত্যেক কাউমের মাঝেই সতর্ককারী প্রেরিত হয়েছে। আর তাঁরা পয়গম্বরও হতে পারেন, আলেমও হতে পারেন অথবা বুযুর্গানে দ্বীনও হতে পারেন।

তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক ইরশাদ করছেন যে, এখানে উম্মত দ্বারা ঐ সমস্ত উম্মতই উদ্দেশ্য, যাদের উপর দুনিয়ায় আযাব অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং অর্থ এ দাঁড়ালো যে, যাদের উপর আযাব এসেছিল– তাদেরকে এর পূর্বে আযাবের ভয় দেখাবার জন্য আম্বিয়া, উলামা এবং নেককার লোকগণকে পাঠানো হয়েছিল। যখন তারা তাঁদের কথা শুনল না, তখনই আযাব অবতীর্ণ হল। অপর আয়াতও উক্ত তাফসীরকে আরও শক্তি দান করতঃ বলছে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ـ

অর্থাৎ 'আল্লাহর শান এমন নয় যে, তিনি রাসূল প্রেরণ ব্যতিরেকে কাউকে আযাব প্রদান করবেন।' নতুবা অনেক কাউম এমনও ছিল যে, তাদের কাছে কোন পয়গম্বর পৌঁছেনি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ

অর্থাৎ 'আমি আপনার পূর্বে তাদের নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করিনি।' এ ইতিহাস সবারই জানা রয়েছে যে, হুযুর পাক (দঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর মাঝে ছয়শত বৎসরের ব্যবধান রয়েছে। (বুখারী–১ম খন্ড) এ সময় দুনিয়ায় কোন পয়গম্বর আসেননি। অতএব উক্ত বর্ণনাই যথাযথ।

আয়াতঃ ৬৮

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(পারাঃ ২২, সূরাই য়াসীন, রুকূঃ ১)

অর্থাৎ–'ইয়াসীন, হেকমত ওয়ালা কুরআনের শপথ, আপনি অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।'

এ আয়াতখানাতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। মক্কার কাফিররা বলত যে, আপনি আল্লাহর রাসুল নন। তাদের প্রচারণার জবাবে মহান আল্লাহ ইরশাদ করলেন, হে আমার প্রিয় মাহবুব (দঃ)। কুরআনের শপথ, আপনি আমার প্রিয় রাসূল। উক্ত আয়াতখানাতে তিনটি অংশ আছে।

প্রথমতঃ يٰسٓ দ্বিতীয়তঃ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ আর তৃতীয়তঃ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এই তিনটি অংশেরই পৃথক পৃথক তাৎপর্য বিদ্যমান।

يٰسٓ শব্দটি মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর। এর অন্তর্নিহিত অর্থ আল্লাহ এবং তাঁর মাহবুব (দঃ) ই ভাল জানেন। এতদসত্ত্বেও মুফাসসিরগণ এর কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রথমতঃ এটি প্রিয় নবী (দঃ) এর গোপন নাম মুবারক। অর্থাৎ হে ইয়াসীন। দ্বিতীয়তঃ يا সম্বোধন সূচক অক্ষর, যদ্বারা সাইয়িদুল আলামীন (দঃ)কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে দুনিয়াবাসীর সাইয়িদ। তৃতীয়তঃ এটি সূরারই নাম।

আল্লাহ কুরআন করীমের শপথ করে ইরশাদ করেছেন, যদ্বারা কুরআন মজীদের মর্তবাই ফুটে উঠেছে। কেননা মহান রব যে বস্তুর শপথ করে ইরশাদ করেন, তদ্বারা সে বস্তুর মর্যাদারই প্রকাশ ঘটে। আর আমাদের শপথদ্বারা আমাদের কথারই দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। প্রিয় নবী (দঃ) এর আ'ম রিসালতকে কুরআন শরীফ কুরআনেরই শপথ করে বর্ণনা করেছে। তাছাড়া আর কোন নবীর নবুয়্যতের ঘোষণায় মহান আল্লাহ শপথ করেননি। বস্তুতঃ উক্ত আয়াত দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসাই সুপ্রমাণিত হয়েছে।

আয়াতঃ ৬৯

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا -

(পারাঃ ২৪, সূরা যুমার, রুকূঃ ৬)

অর্থাৎ 'বলুন, হে আমার ঐ সমস্ত বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদের উপর জুলুম করেছ-আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

উক্ত আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতখানার শানে নযুল এই যে, কিছু লোক এসে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে আরয করল, হে আল্লাহর হাবীব! আমরা তো ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা বড় গুনাহগার, আমাদের গুনাহও কি মাফ হবে? তখন উক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ হলো এবং এতে ইরশাদ হলো, হে আমার পিয়ারা হাবীব (দঃ)! আপনি বলে দিন যে, হে আমার ঐ সকল বান্দারা, যারা অন্যায় করেছ, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, বরং ইসলাম গ্রহণ করতঃ রহমতের সমুদ্রে ডুব দিয়ে নাও, এতে গুনাহর সকল ময়লা পরিস্কার হয়ে যাবে।

উক্ত আয়াতে يَاعِبَادِيَ দ্বারা যদি আল্লাহর বান্দা বুঝানো হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ উদ্ধার করার জন্য শর্তারোপের প্রয়োজন হবে। প্রথমতঃ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَاعِبَادِيَ পড়তে হবে। যার অর্থ আল্লাহ ইরশাদ করছেন, হে আমার বান্দারা। অন্যথায় এর সাথে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ এমতাবস্থায় اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ এর হুকুমকেও সীমিত করতঃ মুশরিক এবং কাফিরদেরকে বাদ দিতে হবে। বরং শুধু ঈমানদারগণই অত্র আয়াতের সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় সকলই তো আল্লহর বান্দা, কিন্তু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুশরিকদের শিরকের কোন মার্জনাই তো হতে পারে না। আল্লাহরই ভাষায় اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ অর্থাৎ 'আল্লাহ শিরক মাফ করেন না।'

অথবা يَاعِبَادِيَ দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর বান্দাই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমরা তাঁর গোলাম এতদ্ব্যতীত عبد এর অর্থ عابد অথবা خادم এসে থাকে। অতএব এখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ালো যে, হে আমার মাহবুব (দঃ)! আপনিই বলুন, হে আমার গোলাম সকল। এখন আয়াতের হুকুম হতে কাফিররা এমনিতেই বাদ পড়ে গেল। কেননা একমাত্র মুসলমানরাই তো প্রিয় নবী (দঃ) এর গোলাম এমতাবস্থায় আয়াতের সঠিক অর্থ উদ্ধার করার জন্য আয়াতের সাথে আর বাড়তি বাক্য লাগানোরও প্রয়োজন হলো না। মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভীও উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন يَاعِبَادِيَ দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর বান্দাই বুঝানো হয়েছে। একই ব্যাখ্যা মছনবী শরীফেও এভাবে দেয়া হয়েছে–

بندۂ خود خواند احمد در رشاد بہر جملہ عالم را بخواں قُلْ يَاعِبَادْ

يَاعِبَادِيَ কহ কে হম কো শাহ নে নিজ বন্দা কিয়া পস তুঝ কো কিয়া

অর্থাৎ–হেদায়তের সময় হুযুর আকরম (দঃ) লোকদেরকে স্বীয় বান্দা বলেই ডাক দেন। স্বয়ং রব তায়ালার হুকুমও এই যে, গোটা সৃষ্টিকে আপনি 'ইয়া ইবাদি' (হে আমার বান্দা) বলেই ডাকুন। 'ইয়া ইবাদি' বলে শাহেনশাহ (দঃ) আমাদেরকে স্বীয় বান্দা করে নিয়েছেন, এতে তোমার কি আসে যায়।

মাসয়ালাঃ আবদুন্নবী এবং আবদুর রাসূল জাতীয় নাম রাখা সম্পূর্ণ জায়েয এবং কুরআন দ্বারাই তা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের গোলাম এবং দাসী'। আরবীয়রা সাধারণভাবেই عَبْدِيْ বলে থাকে, যার অর্থ আমার গুলাম। দুররুল মুখতারের লেখকের উসতাদের উসতাদের নাম হচ্ছে আবদুন্নবী খলিলী। (দেখুন উক্ত কিতাবের ভূমিকা যেখানে লেখক তাঁর ইলমী সাজারাহ্ বিবৃত করেছেন) হাদীছ শরীফের মধ্যে যে عَبْدِيْ এবং اَمَتِيْ বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তা ইছতেহবাবী অর্থাৎ না বলাই উত্তম। যেমন ইরশাদ হয়েছে আঙ্গুরকে كرم বলো না, অথচ আঙ্গুরকে كرم বলা ছাবেত। (বুখারী ইত্যাদি)

সাহাবীগণ অসংখ্য বার বলেছেন– كُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ

অর্থাৎ আমি তাঁর গোলাম এবং খাদেম ছিলাম। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমার কিতাব 'জাআল হক' মধ্যে দেখুন। তথায় বিষয়টি এমন যুক্তির সাথে প্রমাণ করেছি যে, যার উত্তর দেয়া বিরোধীদের পক্ষে অসম্ভব।

আর لَا تَقْنَطُوْا দ্বারা বুঝা গেল, খোদার রহমত হতে নিরাশ হওয়া বান্দার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জন্য শোভনীয় নয়, বরঞ্চ আপন গুনাহর কথা স্মরণ করতঃ আল্লাহকে ভয় করবে সাথে সাথে রহমতে ইলাহীর দিকে চেয়ে আশায় বুক বেঁধে থাকবে। ককিব্ ভাষায়–

گنہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا
مگر اے عفو ترے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے

অর্থাৎ 'লক্ষাধিক হলেও আমি আহমদ রেযার গুনাহর কি হিসাব! কেননা হে ক্ষমাকারী! তোমার ক্ষমার তো কোন হিসাব বা গণনা নেই।

আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দা হতেই মাফ করিয়ে নিবেন। যেমন আকাইদ বিষয়ক কিতাবে তা উল্লেখ আছে।

আয়াতঃ ৭০

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(পারাঃ ২৬. সূরা ফাতহ্, রুকূঃ ১)

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই আমি আপানাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে মহান আল্লাহ আপনার ওসীলায় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের পাপ রাশি মাফ করেন'।

এ আয়াতখানা হুযুর পাক (দঃ)এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আয়াতখানার শানে নযূল এই যে, একবার প্রিয় নবী (দঃ) স্বপ্ন মুবারকে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ নিরাপত্তার সাথে পবিত্র মক্কায় আগমন করতঃ কা'বা শরীফের চাবি নিয়ে তওয়াফ এবং উমরা আদায় করলেন। পরে তিনি সাহাবাগণকে এ পবিত্র স্বপ্নের সুসংবাদ জানালে তাঁরা ভীষণ আনন্দিত হলো। অতপর প্রিয় নবী (দঃ) উমরার নিয়াত করলেন, এবং এক হাজার চারিশত সাহাবী সমভিব্যহারে ৬ষ্ঠ হিজরীর ১ম জিলক্বদ পুণ্যভূমি মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। পথে যুলহুলাইফা নামক স্থানে এসে তিনি এহরাম বাঁধলেন। উস্ফান নামক জায়গায় এসে তিনি জানতে পারলেন যে, মক্কার কাফিররা বড় ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে।

যখন মুসলমানগণ হুদায়বিয়া নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কার কাফিরদের নিকট গিয়ে বললো, হুযুর পাক (দঃ) উমরা করার নিয়াতেই তাশরীফ এনেছেন, তাঁর যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছে নেই। এতদসত্ত্বেও মক্কার কাফিররা নিশ্চিত হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তারা অবস্থা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফীকে হুযুর পাক (দঃ) এর দরবারে প্রেরণ করল। ওরওয়া প্রিয় নবী (দঃ)এর দরবারের দৃশ্য আর তাঁর প্রতি সাহাবাগণের কঠিন বিশ্বাস আর আদব দেখে অবাক হয়ে গেল। সে লক্ষ্য করলো– সাহাবীগণ প্রিয় নবীর পবিত্র হাত মুবারকের ধোয়া পানি সংগ্রহ করার জন্য লুটেপুটে পড়ছে। তিনি যখন থুথু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুবারক ফেলেন, সাহাবীগণ তা তুলে নেয়ার চেষ্ঠা করছে, আর যে সেই পবিত্র থুথু সংগ্রহ করতে পারছে, সে বরকতের জন্য দেহ এবং চেহারায় মেখে নিচ্ছে। তাঁর পবিত্র শরীর হতে চুল মাটিতে পড়ে না, একান্ত পড়লেও সাহাবীগণ তা হেফাজত করতঃ প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। যখন হুযুর পাক (দঃ) কথা বলেন, তখন সাহাবীগণ নীরব, নিথর হয়ে থাকেন। একটুও নড়া-চড়া করেন না, এ যেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, আদব আর শৃংখলার এক অপূর্ব সমাবেশ। বলতে হবে, এযেন মর্তে ফেরেশতাদের আগমন। ওরওয়া এ সমুদয় অবস্থা মক্কার কাফিরদের নিকট বিবৃত করে বলল, আমি অনেক শাহেনশাহর দরবার দেখেছি, কিন্তু আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর দরবারের যে মহিমা অবলোকন করেছি, তা আজ পর্যন্ত কোথায়ও আছে বলে শুনি নি। তোমরা তাঁর উপর বিজয়ী হবে না।

কুরাইশরা বলে উঠলো, এ ধরণের কথা বলো না, আমরা এ বৎসর তাঁকে ফিরিয়ে দেব, আগামী বৎসর তিনি আসতে পারেন। হুযুর পাক (দঃ) এর তরফ হতে যে প্রতিনিধিদল মক্কার কাফিরদের সাথে আলোচনা করার জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উছমান (রাঃ) ও ছিলেন। তিনি দশ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে মক্কাবাসী কাফিরদের নিকট গিয়ে তাদেরকে বুঝালেন যে, তোমরা হুযুর পাক (দঃ)কে উমরা করতে বাধা দিও না। কিন্তু তারা আপন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজী হলো না বরং তিন দিন পর্যন্ত হযরত উছমান (রাঃ)কে তারা মক্কায় ধরে রাখল। তারা তাঁকে বলল, আপনি ইচ্ছে করলে একাকী কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতে পারেন। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, হুযুর পাক (দঃ)এর পূর্বে পবিত্র কা'বার তওয়াফ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ দিকে মুসলমানদের মাঝে সংবাদ রটে গেল যে, মক্কার কাফিররা হযরত উছমান (রাঃ)কে শহীদ করে দিয়েছে। এ সংবাদে হুযুর পাক (দঃ) সমস্ত মুসলমান থেকে এ মর্মে বায়য়াত গ্রহণ করলেন যে, যদি যুদ্ধ করতে হয়, তখন আমরা কেউই পিছপা হব না। এই বায়য়াতকে 'বায়য়াতে রেদওয়ান' বলা হয়। যা একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের নীচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্পর্কীয় ঘটনা উপরোক্ত 'সূরা ফাতহ্' এর শেষে আসবে।

শেষ পর্যন্ত এ কথার উপর চুক্তি হল যে, এবার হুযুর পাক (দঃ) ফিরে যাবেন এবং আগামী বৎসরই তিনি উমরা পালন করবেন। চুক্তিনামা শেষ হতে না হতেই উপরোক্ত আয়াত খানা নাযিল হল। এতে ইরশাদ হয়েছে-হে আমার পিয়ারা মাহবুব (দঃ)! আমি আপনাকে বিজয় দান করেছি। কেননা এ সন্ধির কারণেই মক্কা বিজয় ছাড়াও আরও অসংখ্য বিজয় অর্জিত হয়েছিল। এটিই হচ্ছে এ আয়াতের শানে নযূল। এখন এখানে দু'টি বিষয় চিন্তা করার আছে। প্রথমতঃ ফাতহ্ বা বিজয় দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এর মর্মার্থ কি?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক 'ফাত্হ' এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি তো এই যে, ফাত্হ দ্বারা মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ তা উপরে বর্ণিত ঘটনার খেলাফই বলে মনে হচ্ছে। কেননা মক্কাবাসীগণ তো এখনও উমরা পর্যন্ত আদায় করতে দিল না বরং মুসলমানগণকে ফিরে আসতে হল। অথচ فَتَحْنَا হচ্ছে অতীত কাল, যার অর্থ বিজয় দিয়ে দিয়েছেন, অতএব হুদায়বিয়ার সন্ধিই যে ফাত্হ বা বিজয়, তা বললেই উত্তম হবে। কেননা মক্কার কাফিররা সন্ধির পক্ষে ছিল না আর হুযুর পাক (দঃ) ছিলেন সন্ধির পক্ষে। কাফিররা যা চেয়েছে তা হয়নি আর আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে বিধায় এটি ছিল তাঁর জন্য বিজয়।

অথবা এও বলা যেতে পারে যে, এ চুক্তিনামা চরম বিজয়কেই ত্বারান্বিত করেছিল বিধায় বিশেষ অর্থে এটিকেই বিজয় আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা এ চুক্তির পর যেহেতু মক্কা বিজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু আরবীয়দের ব্যবহার অনুযায়ী নিশ্চিত বিজয়কে অতীতকাল দ্বারাই বুঝানো হয়েছে। অথবা এ চুক্তির মাধ্যমে কাফিররা মুসলমানদের একান্ত সান্নিধ্যে এসে ঐ বৎসরই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে বিধায় এটিকে ফাত্হ বলা হয়েছে।

অথবা ফাত্হ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত করে দেয়া। অতএব এখানে বুঝানো হয়েছে যে, হে আমার মাহবুব (দঃ)! আমি আপনার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান হিদায়েতের দ্বার উদঘাটন করে দিয়েছি। যে দ্বার সবার জন্য বন্ধ ছিল। হে হাবীব (দঃ) তা একমাত্র আপনার জন্যই খুলে দেয়া হলো। শাফাআতে কুবরার দরওয়াজা, দীদারে ইলাহীর দরওয়াজা, জান্নাতের দ্বার, মকামে মাহমুদের দ্বার, হাউজে কাওছারের দরওয়াজা, বস্তুতঃ রহমতে ইলাহীর সকল দ্বারই আপনার জন্য খুলে দেয়া হলো।

এ অর্থও হতে পারে যে, এর পূর্বে ইরশাদ হয়েছে عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ۔

অর্থাৎ 'গায়বের চাবিকাঠি মহান আল্লাহরই হাতে তিনি ছাড়া তা আর কেউ-ই জানে না।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ চাবি দ্বারা কারও জন্য গায়বের খাজানা উন্মুক্ত করা হয়েছে, না হয়নি? এ স্থানে বলা হয়েছে اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ অর্থাৎ হাঁ, "আমি আপনার জন্য খুলে দিয়েছি।"

বাকি রইল, দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ ذَنْبِكَ বা 'আপনার গুনাহ্' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সকল মুসলমানদের ঐকমত্য এই যে, নবীগণ গুনাহ্ হতে পবিত্র, আর তাফসীরে আহ্মদিয়ার মধ্যে لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) নবুয়্যতের পূর্বে বা পরে এক মুহূর্তের জন্য গুনাহ্র ইচ্ছাও করেন নি। অতএব এখানে আয়াতের কি অর্থ হবে? মুহাদ্দিছ এবং মুফাসসিরগণ এ আয়াতের বহুবিধ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'মাদারিজুন নবুয়্যাত কিতাবে বলা হয়েছে–এখানে مَا تَقَدَّمَ দ্বারা হযরত আদম (আঃ) এর বিচ্যুতি আর مَا تَأَخَّرَ দ্বারা উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করাকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল বয়ানের লেখক অত্র আয়াতের ব্যাখ্যাতেই বলছেন যে, হযরত আদম (আঃ) প্রিয়নবী (দঃ) এর ওসীলা দিয়ে দুআ করেছেন এবং কবুলও হয়েছে। অনেকে আবার এমনও বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, এখানে ভুল দ্বারা গবেষণালব্ধ ভুলের কথাই বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ বলেছেন যে, এখানে يَعْصِمُ দ্বারা يَحْفَظُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মহান আল্লাহ আপনাকে অতীতেও গুনাহ্ হতে মাহফুজ রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি আপনাকে মাহফুজ রাখবেন। মোট কথা, আপনি সর্বপ্রকার গুনাহ হতে মাহফুজ। অনেকেই বলেছেন, উম্মতের গুনাহ্কেই হুযুর পাক (দঃ) এর শাফায়াতের জিম্মাদারীর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এভাবেই উম্মতের গুনাহ্ সর্বদা নবীগণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। অর্থাৎ গুনাহ্ কখনো গুনাহ্গারের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় আবার কখনো গুনাহ্ মাফ করিয়ে নেয়ার জিম্মাদারের দিকে। যেমন কোন মুকাদ্দমাকে আসামীও বলে থাকে আমার মুকাদ্দমা, আবার উকিল এবং জজ সাহেবও বলে থাকেন আমার মুকাদ্দমা। কিন্তু এ বলার মধ্যে ব্যবধান থাকে। মুজরেম বা দোষীব্যক্তির আমার মুকাদ্দমা বলার অর্থ সে ঐ দোষের মধ্যে বন্দী আর উকিল বা জজের আমার মুকাদ্দমা' বলা অর্থ তিনি দোষী ব্যক্তির জিম্মাদার। সুতরাং গুনাহগারদের গুনাহ্ প্রিয় নবীর দিকে এজন্যই সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কেননা তাঁদের গুনাহ্র শাফাআত তাঁরই মহান জিম্মায় রয়েছে। অথবা ذَنْبِكَ দ্বারা ঐ গুনাহই উদ্দেশ্য, যেগুলোকে প্রিয় নবী (দঃ) গুনাহ্ বলে ধার্য্য করেছেন। কেননা তাঁর আগমন না হলে গুনাহ্ বলে কোন কর্মই থাকত না। অতএব 'আপনার গুনাহ' দ্বারা আপনার 'ধার্যকৃত গুনাহ' বুঝানো হয়েছে। (রুহুল বায়ান) যেমন বলা হয়ে থাকে চুরি, যেনা ইত্যাদি আল্লাহর গুনাহ তার মানে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত গুনাহ্।

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ : تم کہو دامن میں آتم پہ کروڑوں درود

অর্থাৎ–আপনার 'ধার্যকৃত গুনাহর' কাজে পতিত হয়ে আপনারই আশ্রয় তালাশ করছি। আপনি আমাকে আপনার জিম্মায় ডেকে নিন। হে রাসূল! আপনার উপর কোটি কোটি দরুদ।

এ জন্যই অনেক বুযুর্গ বলে থাকেন, হযরত আদম (আঃ) ভুল করেননি বরং ঐ ভুলের কারণেই নাপাক ইনসান, যারা তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠ মুবারকে ছিল, ভূমিষ্ট হয়েছিল, কেননা এই নাপাক ইনসানের জান্নাতে পয়দা হওয়া মহান আল্লাহ্র ইচ্ছে ছিল না। তাই ইরশাদ হলো, হে আদম (আঃ)! জমিনে গিয়ে এদেরকে নিক্ষেপ করে আস, তারপর পুনরায় জান্নাতে তাশরীফ আনয়ন কর। (তাফসীর রুহুল মায়ানী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এবং মিরকাত, মিশ্কাতের ব্যাখ্য গ্রন্থ)। 'ইসমতে আম্বিয়া' বা নবীগণের বেগুনাহ্

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হওয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার 'কহরে কিবরিয়া বর মুনকিরিনে ইসমতে আম্বিয়া' নামক পুস্তকে দেখুন। উক্ত কিতাবে বিরোধীদের আনীত বিভিন্ন আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা এবং উত্তর, 'ইসমতে আম্বিয়া' সম্পর্কিত দলিলাদি সহ আকর্ষণীয়ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ—তাফসীরে রুহুল বায়ানের লেখক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখছেন যে, হুযুর আকরম (দঃ) তিনটি ফাত্হ বা বিজয় প্রদত্ত হয়েছেন। ফাত্হ কারিব,আর তা হচ্ছে তাঁর অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া এবং সকল গুপ্ত রহস্যের উদঘাটন করা। দ্বিতীয়তঃ ফাত্হ মুবিন যার মানে রুহে মুস্তাফা (দঃ) এর দ্বার উন্মুক্ত হওয়া। তৃতীয়তঃ ফাত্হ মতলক বা সাধারণ বিজয়। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর সাহায্যের দ্বার আপন মাহবুব (দঃ) এর জন্য খুলে দেয়া, যেদিকে ইশারা করে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - অর্থাৎ যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়আসবে'।

আয়াতঃ ৭১

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَزِّرُوهُ وَ

تُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا

(পারাঃ ২৬, সূরা ফাত্হ, রুকূঃ ১)

অর্থাৎঃ 'আমি আপনাকে হাজির নাযির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। যাতে তোমরা আল্লাহও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।'

উক্ত আয়াতখানাতেও হুযুর পাক (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। এতে হুযুর আকরম (দঃ) এর অসংখ্য গুণাবলীর বর্ণনা দেয়ার পর মুসলমানদেরকে এ পবিত্র দরবারের সম্মান এবং তা'জিম করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আহযাবের আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি شَاهِدًا এর অর্থ বর্ণনা করে এসেছি। অর্থাৎ شَاهِدًا এর অর্থ হাজির বা অবলোকনকারীও হতে পারে। অথবা গোটা সৃষ্টি দ্রষ্টা, অথবা মি'রাজের রাত্রিতে জান্নাত জাহান্নাম, লাউহ কলমসহ গোটা সৃষ্টি জগতের উপর নযরকারী, شاهد এর অর্থ সাক্ষী বা মাহবুবও হতে পারে।

হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেছেন— أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এতে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইলাহ না হওয়ার সাক্ষ্য রয়েছে। আর তাঁর সাক্ষ্য হচ্ছে মুকাম্মল এবং এ বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষ অবলোকনকারী। অর্থাৎ কারও হতে শুনে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করছেন না। আর নেতিবাচক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা ইতিবাচক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করার চেয়েও কঠিন। যেমন যদি কেউ বলে এই কবিতাটি গুলিস্তাঁর মধ্যে আছে, তখন সে সহজেই গুলিস্তাঁ থেকে তা প্রমান করতে পারে। কিন্তু এই কবিতাটি গুলিস্তাঁর মধ্যে নেই— এমন দাবী করা বড়ই কঠিন, কেননা এ দাবী একমাত্র ঐ ব্যক্তিই করতে পারে, যিনি গুলিস্তাঁ আগাগোড়া দেখেছেন। ঠিক তদ্রুপ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর সাক্ষী একমাত্র ঐ সত্ত্বাই দিতে পারেন, যিনি সৃষ্টির শুরু হতে শেষ অবধি সব কিছুই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফেলেছেন এবং এরপর বলছেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আমার মাহবুব (দঃ) এর তা'জিম এবং সম্মান কর। এই হুকুম শর্তহীন। অর্থাৎ যে ধরণের তা'জিম শরীয়ত সম্মত নয়, যেমন তা'জিমের জন্য সিজদা বা রুকু ইত্যাদি ছাড়া যে কোন ধরণের তা'জিম তুমি কর।যেমন তাঁর শানে কথা বলার সময় তাজিম কর,তাঁর নাম মুবারক মুহাম্বতের সাথে উচ্চারণ কর। তাঁকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র বলা ছাড়া আর সব ধরণের তা'জিম কর। তাঁরচুল মুবারক পোষাক মুবারক,পবিত্র জুতা মুবারক, কোথাও লিখিত তাঁর নাম মুবারক,তাঁর পবিত্র শহর বস্তুতঃ তাঁর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি বস্তুর তা'জিম কর। তোমার হাত পা ইত্যাদি দ্বারাও তাঁর মুহাম্বতের প্রকাশ কর। এমনকি ফকীহ্গণ ফতোয়া দিচ্ছেন যে, যখন রওজা মুবারকের সামনে তুমি সালাম দেয়ার জন্য হাজিরী দেবে, তখন নামাযের হালতের মত হাত বেঁধে বিনম্র হয়ে দাঁড়াও, (দেখুন, আলমগীরী, কিতাবুল হজ্ব, যিয়ারতুন্নবী (দঃ) অধ্যায়) একইভাবে তাঁর সম্মানের জন্য দাঁড়ানো, সাহাবাগণের অনুসরণে তাঁর পবিত্র হাত এবং পা মুবারকে চুমু দেয়া মুস্তাহাব। (দেখুন, মিশকাত কিতাবুল আদব, কিয়াম অধ্যায়, মুসাফাহা ও মুয়ানাকা অধ্যায়)

যে সকল হাদীছে সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ করা হয়েছে, তার ক্ষেত্র ভিন্ন অর্থাৎ যখন কোন প্রভাবশালী লোক বসে থাকে, তখন তার সম্মানের জন্য হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা নাজায়েয। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ 'আজমীদের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। আমার কিতাব 'জাআল হক' এর মধ্যে এ সম্পর্কে সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেখুন। সম্মানের জন্য ওযুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানিও দাঁড়িয়ে পান করা বাঞ্ছনীয়।

হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) যখন প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে আগমন করলেন, তখন প্রিয় নবী (দঃ) আনসারগণকে তাঁদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াবার জন্য হুকুম দিলেন। বস্তুতঃ সম্মানার্থে কিয়াম করা জায়েয এবং হাদীছ হতেই তা সুপ্রমাণিত। একইভাবে মীলাদ মাহফিল করা এবং তাতে প্রিয় নবী (দঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা লগ্নে দাঁড়ানো ও তাঁর তা'জিম করার শামিল। মূলতঃ যেভাবেই প্রিয় নবী (দঃ)কে তা'জিম করা হোক না কেন; তা জায়েয হবে, প্রমাণের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) মদীনা শরীফে কখনো ঘোড়ায় সওয়ার হতেন না। আর পবিত্র মদীনা শরীফের চৌহদ্দীর মধ্যে অনেক আশেক পায়খানা প্রশ্রাবের জন্যও বসতেন না। সাহাবাকেরাম বা তাবেঈনগণ হতে এ ধরণের তা'জিম প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও এটি ইমাম মালেক (রঃ) এর আন্তরিক জযবার বহিঃপ্রকাশ। এবং কেউই তাঁর এ ধরণের তা'জিমকে নাজায়েজও বলেন না। ফল কথা উপরোক্ত আয়াতে যেহেতু প্রিয় নবী (দঃ) এর তা'জিমকে শর্তমুক্ত সাধারণ রাখা হয়েছে, সেহেতু সেই মহান সত্তার তা'জিমকে কোন প্রকারের শর্তারোপ দ্বারা সীমিত করা ভ্রান্তি মাত্র।

তাফসীরে রুহুল বায়ানের লেখক مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ এর ব্যাখ্যায় লিখছেন, আয়াযের পুত্রের নাম ছিল 'মুহাম্মদ'। বাদশাহ তাকে অত্যন্ত আদরের সাথে ডাকতেন। একবার বাদশাহ্ তাকে এভাবে ডাকলেন, হে আয়াযের পুত্র, এদিকে আস। তখন আয়ায আরয করলো, হুযুর! কি কসুর, যে আপনি তাকে নাম ধরে ডাকলেন না। তখন বাদশাহ বললো, আমি তখন বিনা ওযুতে ছিলাম, আর বিনা ওযুতে আমি তার নাম নেই না। কবির ভাষায়–

ہزار بار بشویم دہن بہ مشک وگلاب ۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

অর্থাৎ–'আমি মেশক এবং গোলাপ দিয়ে হাজার বার আমার মুখকে পবিত্র করলাম, তারপরও আপনার পবিত্র নাম মুবারক মুখে নেয়া আদবের সম্পূর্ণ খেলাফ।

এখন বলুন এ ধরণের তাজিমের কি প্রমাণ আছে? অর্থাৎ কিতাবে প্রমানাদি না থাকা সত্ত্বেও আশেকে নবীগণ তা করতেন। একইভাবে মীলাদ মাহফিলও আল্লাহর পিয়ারা হাবীব (দঃ) এর তা'জিমেরই শামিল। মীলাদ সম্পর্কিত সুক্ষ্ম আলোচনা কুরআনের আয়াত, হাদীছ, ইজমা এবং নবীগণের দস্তুর মুবারক সহকারে আমার কিতাব 'জাআল হক' এর মধ্যে রয়েছে।

মাসআলাঃ– হুযুর পাক (দঃ) এর তা'জিম এবং সম্মান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর জুতা মুবারকরে সাথেও বেআদবী করাটা কুফরীর শামিল।

আয়াতঃ ৭২

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

(পারাঃ ২৬, সূরা ফাত্হ, রুকূঃ ১)

অর্থাৎ–'যারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।'

উপরোক্ত আয়াতখানিতে হুযুর পাক (দঃ)এর সবিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। এতে বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। সে সম্পর্কিত বর্ণনা

আমি ইতোপূর্বে দুটি আয়াতে করে এসেছি। যখন হযরত উছমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার গুজব মুসলমানদের মাঝে রটে গেল, তখন হুযুর পাক (দঃ) সাহাবীদের থেকে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন, আর সকলই একে একে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র হাত মুবারকের উপর আপন আপন হাত রেখে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করল। তারপর হুযুর পাক (দঃ) স্বীয় বাঁ হস্ত মুবারকের প্রতি ইশারা করে বললেন, এটি হযরত উছমান (রাঃ) এর হাত। আর ডান হাত মুবারকের দিকে ইশারা করতঃ বললেন, এটি আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর হাত। আর আমি স্বয়ং আমার হাতে হযরত উছমান (রাঃ) এর বায়'আত গ্রহণ করছি। কবির ভাষায়–

خود کردہ خود کردہ گرد خود گل کردہ

অর্থাৎ আপনি নিজে মুবারক পাত্র এবং অন্যদেরকে আপনি মুবারক পাত্র বানানোকারী। এমতাবস্থায়ই আপনি আপনার হাতকে মাটির হাতের বরাবর নির্দিষ্ট করেছেন, অর্থাৎ স্বীয় নূরানী হাতকে উছমান (রাঃ) এর হাত বলেছেন।

সুবহানাল্লাহ! হযরত উছমান (রাঃ) এর কী শান! অন্য কবির ভাষায়–

دستِ حبیبِ خدا جو کہ یداللہ تھا ۔ ہاتھ بنا آپ کا آپ وہ ذی شان ہیں

অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর হাত মুবারক, যা আল্লাহরই হাত ছিল, (হে উছমান (রাঃ)) আপনি এমন সম্মানিত যে, সে হাত মুবারক আপনারও হয়ে গেল।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ– হুযুর পাক (দঃ) এর হাত হচ্ছে হযরত উছমান (রাঃ) এর হাত, আবার প্রিয় নবী (দঃ) এর হাত আল্লাহর হাত, এখন ফল এই দাঁড়ালো যে, হযরত উছমান গনী (রাঃ) এর হাত হচ্ছে মহান আল্লাহরই হাত। আর কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। অতএব আল্লাহর পবিত্র কালামকে আল্লাহর হাত অর্থাৎ হযরত উছমান গণী (রাঃ) একত্রিত এবং সঙ্কলন করেছিলেন। এজন্যেই হযরত উছমান (রাঃ) কে 'জামেউল কুরআন' বা 'কুরআন সংকলনকারী' বলা হয়ে থাকে। মোট কথা এ আয়াতে উক্ত বায়আতের বর্ণনাই এসেছে। সাথে সাথে বায়'আত কারীগণের সর্বোচ্চ মর্যাদাও এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুবা আয়াতের অর্থ এই নয় যে, যারা প্রিয় নবীর হাতে বায়'আত করছে, তারা আসলেই আল্লাহরই হাতে বায়'আত নিয়েছে, আর এমনও নয় যে, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর স্থাপন করা হয়েছিল।

উক্ত আয়াত খানা হ'তে তিনটি মাসয়ালা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমতঃ আল্লাহর মহান দরবারে তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর ঐ মহান নৈকট্য রয়েছে যে, মাহবুব (দঃ) এর আনুগত্য এবং বায়আত আল্লাহরই আনুগত্য এবং বায়'আত' আর তাঁর হাত মুবারক মূলতঃ আল্লাহরই কুদরতীর হাত মুবারক। এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা আমি নবম পারা, সূরা আনফালের وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়াতের ব্যাখ্যায় করে এসেছি!

তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক এ স্থানে লিখছেন, পরোয়ার দেগার আলম হুযুর পাক (দঃ) কে এমন সামগ্রিক গৌরব দান করেছেন, যা আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। আল্লাহর জন্য তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) সব কিছুকেই ত্যাগ করতঃ আল্লাহকেই পেয়েছেন। আর হুযুর আকরম (দঃ) ও হয়েছেন একান্তভাবে আল্লাহর। এ জন্যই কিয়ামতের ময়দানে অন্য সব নবীগণ নাফসী নাফসী বলবেন, কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) বলবেন 'উম্মতি উম্মতি'। কেননা তাঁর মাঝে তো স্বতন্ত্র কোন নাফসের অস্তিত্বও নেই, তিনি তো সম্পূর্ণ কুদরতে ইলাহীর বহিঃপ্রকাশ। মূলতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর মধ্যে রবের কুদরতেরই প্রকাশ ঘটেছে। যদি মহান আল্লাহর সিফাত বুঝতে হয়, তাহলে তাঁর মাহবুব (দঃ) কেই দেখুন। তাই ইরশাদে নবী (দঃ) হচ্ছে– مَنْ رَاٰنِیْ فَقَدْ رَاَی الْحَقَّ অর্থাৎ যে আমাকে দেখেছে, সে মূলতঃ হককেই দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর পবিত্র জীবন মুবারকের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি বন্দেগীরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অথচ অনেক ওলী যখন এ নূরের সামান্যতমও ঝলক লাভ করেছেন তখন এদের মধ্যে মনসুর বলেছেন – اَنَا الْحَقّ হযরত বায়েজীদ বলেছেন سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ আর আবু সাঈদ খাযযার বললেন مَا فِیْ جُبَّتِیْ اِلَّا اللّٰہُ আমার মাঝে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই।

কবির ভাষায়–

سوئے زہوش رفت بیک پرتو صفات ۔ تو عین ذات مے نگری در تبسمے

رفعتِ طور میں لامکانی کہاں ۔ لَنْ تَرَانِیْ کہاں مَنْ رَانِیْ کہاں

جس کا سایہ نہ ہو اُس کا ثانی کہاں ۔ اُس کا اظہار ہی آج کی رات ہے

অর্থাৎ–'হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর নূরের সামান্য তাজল্লি দেখেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন, আর (ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ) !) আপনি আল্লাহর মহান জাতকেই হাসতে হাসতে অবলোকন করেছিলেন।'

'হযরত মুসা (আঃ) এর তুর পর্বতে দীদারে ইলাহীর ঘটনায় 'লা-মাকানী' 'লন তারানী' আর মান রায়ানী' কোন কিছুরই প্রকাশ ঘটেনি (বরঞ্চ এ সমুদয় মিরাজের রাত্রিতেই তো দৃষ্ট হয়)'

–'যে মহান সত্ত্বার ছায়াই নেই, তিনি অদ্বিতীয়। আজকের (মি'রাজের) মহান রজনীতে তাঁরই মর্যাদার প্রকাশ।'

যখন একথা প্রমাণিত হল যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র হাত আল্লাহরই কুদরতীর হাত, তখন বলা যায়, প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র মুখ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুবারক এবং তাঁর প্রত্যেকটি পবিত্র অঙ্গই খোদায়ী শক্তির প্রকাশস্থল। এটিই মূলতঃ ফানা ফিল্লাহর মাকাম। আর এই মর্যাদার অবস্থান করার পর মানুষের মধ্যে আলৌকিক এবং অতি মানবীয় শক্তি সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় বান্দা হতেও খোদায়ী কাজ জাহের হতে থাকে। যেমন হযরত আছেফ মুহূর্তেই বিলকিসের তখত হাজির করেছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিসরে বসেই হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামার সুগন্ধি পেয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের সংস্কার করার পর গোটা দুনিয়ার সমস্ত লোককে হজ্বের দাওয়াত প্রদান করেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই তাঁর দাওয়াতের এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। প্রিয় নবী (দঃ) এর ইশারায় সূর্য পুনরায় উদিত হলো, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো, বৃষ্টি বর্ষিত হলো, এ সমুদয়ই মূলতঃ আল্লাহরই কাজ, যা আল্লাহর মাহবুব বান্দা হতে প্রকাশ পেল।

দ্বিতীয়তঃ এ মহান মর্যাদার উন্নীত হওয়ার পর একজন বান্দা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজের ব্যাপারেও এ দাবী করতে পারে যে, এ কাজ আমিও করতে পারি, অথবা এমনও বলতে পারে যে, গোটা আলম আমার কর্তৃত্বাধীন, যেমন হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) কে বললেন, আমি তোমাকে সন্তান দেব। হযরত ঈসা (আঃ) দাবী করলেন, আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি, অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারি। তাঁদের এ জাতীয় দাবী তাঁরা মূলতঃ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা এবং মেহেরবানীর উপর ভরসা এবং গর্ব করেই বলেন, যেমনিভাবে পুত্র পিতার সম্পদকে স্বীয় সম্পদ বলে দাবী করে থাকে। নমরুদ আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে দাবী করেছিল, اَنَا اُحْیٖ وَاُمِیْتُ অর্থাৎ আমি মারতে পারি, জীবিত করতে পারি। এ দাবীর কারণে সে মরদুদ হয়ে গেল। অথচ হযরত ঈসা (আঃ) اُحْیِ الْمَوْتٰی আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি' দাবী করে আল্লাহর পিয়ারা হলেন। কেননা এ দুয়ের দাবীতে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। যেমন কোন ডাকাত যদি বলে, আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, এমতাবস্থায় ডাকাত দোষী আর প্রধান উজির যদি কাউকে বলে– আমি তোমাকে ফাঁসি দিতে পারি, তাহলে সেটা দোষ নয়।

দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট আয়াত খানি দ্বারা এও বুঝা গেল যে, বায়'আত জরুরী এবং সুন্নাত। প্রথমতঃ আল্লাহর সকল বান্দাই মিছাকের দিবসে বায়'আত করেছিল। আল্লাহ ইরশাদ করছেন اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের রব নই? সবাই বললো, হাঁ। এরপর যেই–ই প্রিয় নবীর (দঃ) দরবারে আসত, বায়আত গ্রহণ করতো – যাকে বায়'আতে ইসলাম বলা হয়, আর হুদায়বিয়ার বায়'আতকে বায়'আতে জিহাদ বলা হয়। অনেক সময় প্রিয় নবী (দঃ) বিশেষ বিশেষ বিষয়েও সাহাবাগণ হতে বায়'আত নিতেন। যেমন কারও হতে এ মর্মে বায়'আত নিয়েছেন যে, সে কারও কাছে হাত পাতবে না।

www.YaNabi.in

বায়'আতের মর্মকথা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতিনিধির হাতে আল্লাহরই সাথে এ মর্মে ওয়াদা করা যে, আমি কৃতজ্ঞ বান্দা থাকব। এবং এতে সে স্বীয় পীরকেই জিম্মাদার নির্ধারণ করে। প্রিয় নবী (দঃ) এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনগণ বায়'আতে খেলাফতও এবং বায়'আতে ইরাদত অর্থাৎ মুরিদ হওয়ার বায়'আত নিতেন, আর এ জন্যই তখন পীর মশায়েখগণের বায়'আতের প্রচলন ছিল না। কেননা সিদ্দীকে আকবর (রাঃ), ফারুকে আজম (রাঃ) এবং অন্যান্য খলীফাগণ নিজেই শায়খ বা মুরশিদ ছিলেন এবং যেহেতু এটি বায়আত খিলাফতও ছিল, সেহেতু প্রত্যেক খলীফার হাতেই ভিন্ন ভিন্নভাবে বায়আত গ্রহণ করতে হতো।

এর পর যখন খিলাফতে রাশেদার জমানা অতীত হয়ে গেল, আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খিলাফতের স্থানে সুলতানাত স্থান পেল, তখন হুকুমতের বায়'আত মুসলিম বাদশাহদের কাছেই হতো, কিন্তু তরিকতের বায়আত মশায়েখদের নিকট হতে লাগলো। মুরিদ ' শব্দের অর্থ যিনি ইচ্ছা করেন। যেহেতু এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছেই করেন, সেহেতু এদেরকেও মুরিদ, বলা হয়। এ শব্দটি কুরআনের এ আয়াত হতেই নেয়া হয়েছে يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ তারা আল্লাহর সন্তুষ্ট চায়, আর তারাই কৃতকার্য।

মাসয়ালাঃ–কোন না কোন মুর্শিদের নিকট বায়আত হওয়া আবশ্যক। মছনবী শরীফে আছে–

پیررا بگزیں کہ بے پیرایں سفر ÷ ہست بس پر آفت وخوف وخطر

অর্থাৎ–ভালভাবে পীর ধর, কেননা পীর ব্যতিরেকে এই সফর ভয়-ভীতি পূর্ণ এবং বিপদসঙ্কুল।

খারফূতী শরীফে আছে, যার কোন পীর নেই শয়তানই তার পীর। কুরআনের ভাষায়– يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ 'কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেককে আপন আপন ইমাম সহ আহ্বান করা হবে। অর্থাৎ হে চিশ্‌তিয়া! হে কাদেরিয়া! হে সোহরওয়ার্দিয়া! হে নক্‌শবন্দিয়া! অথবা, হে হানীফী! হে শাফেয়ী! হে সালেকী! হে হাম্বলী! সবাই চল। আর যার কোন পীর নেই, তাকে হে শয়তানের দল বলে ডাকা হবে। কেননা ইতোপূর্বেই আমি আরয করে এসেছি, যার কোন পীর নেই, একমাত্র শয়তানই তার পীর। (তাফসীরে রুহুল বায়ান, يَوْمَ نَدْعُوْا আয়াতের ব্যাখ্যা।) মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আছে, যার গলায় কারও রশি নেই, আর এ অবস্থায় সে যদি মারা যায়, তাহলে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যতের মৃত্যু।

মানুষের নাফস কুকুরের মত। তার গলদেশে কারও না কারও বেল্ট পরিয়ে দাও, যাতে করে মারা না পড়। পীর মশায়েখগণের শাজরা ঐ বেল্টেরই জিঞ্জির। যার প্রথম কড়া মুরিদের হাতে আর শেষ কড়া প্রিয় নবীর (দঃ) হাতে, উপরন্তু যখন তুমি নবুয়্যতের প্রত্যক্ষ আলো হতে দূরে অবস্থান কর, তখন তুমি ঐ সমস্ত শক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যার মাধ্যমে এ নূর আমাদের নিকট এসেছে। যেমন হুযুর পাক (দঃ) হচ্ছেন রহমতের বৃষ্টি, আর পীর মাশায়েখ আলেমগণ হচ্ছেন এক একটি পুকুরের মত। যারা প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির ভাগী হবে না। তারা যেন এ সমস্ত পুকুরের পানি

www.YaNabi.in

দ্বারাই স্ব স্ব ঈমানের বাগানকে তরতাজা করে।

এ আয়াত হতে এই মাসয়ালাও ছাবেত হচ্ছে যে, বায়আত হওয়ার সময় মুর্শিদের হাতে হাত রাখা সুন্নাত। কেননা হাত মিলানো ওয়াদাকে খাঁটি করার জন্যই হয়ে থাকে। তাছাড়াও এই বস্তুজীবনে কোন কিছু হাত দিয়েই নেয়া হয়। এ জন্যই আমরা দুআর সময় হাত উত্তোলন করে থাকি। মনে হয় যেন আল্লাহ হতে কিছু নিচ্ছি। হুযুর পাক (দঃ) হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) কে মুষ্টি ভরে জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের সাথে হাত মিলানো জায়েয নেই। কেননা এমনটি করা পর্দার খেলাফ। হাঁ স্বীয় মুহ্‌রেমকে (যাকে বিবাহ করা হারাম) মুরিদ করতে হলে হাত মিলানো যেতে পারে। এছাড়াও নারীকে পীর বানানো যাবে না, কেননা পীর হওয়া এক ধরণের ইমামতী, আর নারীর ইমামতী সহী নয়, তাছাড়া নারী পুরুষের ইমামও হতে পারে না।

মাসয়ালাঃ– বায়'আত চার প্রকার। আজকাল যে বায়'আত হচ্ছে তাকে বায়'আতে ইরাদত বলা হয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য 'ফতোয়ায়ে আফ্রিকা' দেখুন।

জরুরী নোটঃ– মুর্শিদের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট দেখতে হবে। প্রথমতঃ তাঁর আকীদা দুরুস্ত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ একেবারে জাহেল হতে পারবে না। তৃতীয়ঃ ফাসিক, ফাজির হতে পারবে না। আর চতুর্থতঃ তাঁর শাজরা প্রিয় নবী (দঃ) পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌছতে হবে। এর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যও যদি পাওয়া না যায়, তবে তার হাতে অবশ্যই মুরিদ হওয়া বাঞ্চনীয় নয়।

কবির ভাষায়

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ÷ بس بہر دستے نباید داد دست

অর্থাৎ–হে বন্ধু! মানব রূপী অনেক শয়তান আছে। অতএব যত্রতত্র (বায়আতের জন্য) হাত দিও না।

তৃতীয়তঃ এ আয়াত দ্বারা এ মাসয়ালাও বুঝা গেল যে, বায়'আতের নিয়ম এই যে, মুরিদ বায়'আত হওয়ার সময় যেন মুর্শিদের হাতে হাত দেয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর ছিল। বুঝা গেল হুযুর পাক (দঃ) হাতে হাত রেখে বায়আত নিয়ে ছিলেন। কিন্তু নারীদের থেকে শুধু কথার মাধ্যমেই বায়আত নিবে। কখনো তাদের হাত ছোঁয়া যাবে না। হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) বলেন, হুযুর পাক (দঃ) কখনো নারীদের হাত ধরে বায়'আত করেননি। বরঞ্চ বেগানা নারীগণকে পীর হতেও পর্দা করতে হবে।

মুরিদ কর্তৃক পীরের হাত ধরা বিদ্যুতের শক্তির মত। হাজার লোকও যদি একে অপরের হাত ধরে রাখে, আর তন্মধ্যে যদি একজনের মধ্যেও বিদ্যুতের শক্তি এসে যায়, তাহলে তা প্রত্যেকের মধ্যেই পৌছে যাবে। ঠিক তদ্রূপ নবুয়াতের নূরের বিদ্যুৎ সাহাবীগণ লাভ করেছেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই শক্তি মশায়েখগণের মাঝে বিরাজ করবে। আর তাঁদের মুরিদগণ মাশায়েখগণের হাতে হাত সোপর্দ করে সে শক্তি নিজের মধ্যেও সংরক্ষণ করতে থাকবে। যদি মহিলারা পর্দার কারণে হাত ধরে বায়'আত করতে না পারে, তখন রুমাল বা চাদরের এক মাথা মুর্শিদ আর অন্য মাথা মহিলার হাতে থাকবে, যাতে করে এভাবে নূরের ফয়েজ মহিলা মুরিদ ও লাভ করে।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাঃ–মুর্শিদ অথবা শায়খের ইনতেকালের পর নারীগণ উক্ত নিয়মেই মুরিদের মর্যাদায় উপনীত হয়। একইভাবে শরীয়তের হুকুম এই যে, মুর্শিদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পর তার স্থলাভিষিক্ত ঐ ব্যক্তিই হবেন, যার মধ্যে ঐ চারটি সিফাত পাওয়া যাবে, যা মুর্শিদের জন্য অপরিহার্য বলা হয়েছে। এখন তিন প্রকারে স্থলাভিষিক্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ পীর জীবদ্দশায় নিজেই কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন। যেমন হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) তাঁর থাকা অবস্থয়ই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কে খলীফা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। অথবা মুর্শিদের ওফাতের পর সাধারণ মুরিদগণ কর্তৃক কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে নেয়া। যেমন সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর খিলাফত, যা সাধারণ মুসলমান কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছিল। নতুবা হুযুর পাক (দঃ) কাউকেও খলীফা নির্ধারিণ করে যাননি। অথবা মুরিদগণ হতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একত্রিত পরামর্শের মাধ্যমেই কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে নেয়া। যেমন হযরত উছমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর খিলাফতের দৃষ্টান্ত, যা বিশিষ্ট সাহাবাদের পরামর্শেই হয়েছিল। এ জাতীয় খিলাফত বর্তমানের জন্যও দলীল।

বর্তমানে প্রচলন হয়ে গিয়েছে যে, পীরের পুত্রই পীর হবে– তাকে মুর্শিদ খিলাফত প্রদান করুক আর নাই করুক। সে খিলাফতের উপযুক্ততা রাখুক আর নাই রাখুক, মুরিদরা তার উপর সন্তুষ্ট থাকুক অথবা না থাকুক। এ প্রচলন নিতান্তই ভুল। কাসীদাহ বুরদাহ্‌র ব্যাখ্যাকার এ ধারা যুক্তির সাথে খন্ডন করেছেন।

তিনি লিখছেন, আজ কাল খিলাফত প্রদান এতটুকু ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পীরের নাবালেগ এবং অযোগ্য পুত্রকে কোন শর্তাবলীর তোয়াক্কা না করেই পীর বানিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্য পথে থাকার তৌফিক দান করুক। আমিন! সাথে সাথে পীর গণের পুত্ররাও এ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, পীরগীরি আমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি। যদি খিলাফত পৈতৃক বিষয় হতো, তাহলে খুলাফায়ে রাশেদীনের আওলাদগণই তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতো।

আয়াতঃ ৭৩

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

(পারাঃ ২৬, সূরা ফাতহ রুকূঃ ৩)

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষ তলে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছিল, আল্লাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতএব তাদিগকে দান করলেন প্রশান্তি আর আসন্ন বিজয়ের পুরস্কার।

এ আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর ইয্যত এবং আজমতের কথাই বর্ণনা করছে। আর যে সকল ভাগ্যবান সাহাবীগণ তাঁর নূরানী হাত মুবারকে বায়আত হয়েছিলেন, তাঁদেরও মর্যাদার বর্ণনা এখানে রয়েছে। যে বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনা আমি ইতোপূর্বে দু'টি আয়াতে বর্ণনা করে এসেছি এবং বায়আতে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ যে পুরস্কার পেয়েছেন, তার বর্ণনাই আয়াতে এসেছে। তাঁরা সেদিন তিন চারটি নেয়ামত অর্জন করে ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা প্রশান্তি নাযিল হওয়া, আসন্ন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিজয়ের সুসংবাদ এবং অসংখ্য গনীমতের মাল। বায়আত গ্রহণ কারী সাহাবীগণের এমনতর পুরস্কার! এখন যে পবিত্র সত্তার ওসীলায় এ সমুদয় পুরস্কার অর্জিত হয়েছে। তাঁর ইয্যত এবং আজমতের বর্ণনা তো চিন্তারও অনেক বাইরে। এখানে এ বিষয়টি বেশ লক্ষ্যণীয় যে বায়'আতে রিদওয়ানের সময় ১৪০০ সাহাবী বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, আর যেহেতু তাঁদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সংবাদ দেয়া হয়েছিল, সেহেতু এ বায়'আতকে বায়'আতে রিদওয়ান' বলা হয়।

জরুরী বিষয়ঃ এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাক উক্ত সাহাবীগণ ব্যতীত অন্যদের উপর রাজী নন। আল্লাহতাআলা সকল সাহাবাগণের উপরই সন্তুষ্ট আর তাঁদের সবারই জন্য তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, ইরশাদ হয়েছে

كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ সকলেরই সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ـ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাদিগের উপর সন্তুষ্ট আর তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট, এই পুরস্কার ওর জন্যই, যে তার রবকে ভয় করে।' এ জন্যই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, সকল আহলে বায়েত, সকল উলামা এবং আওলিয়াগণকে রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা জায়েয। শামী, কিতাবুল কারাহিয়্যাত নতুবা এ স্থানে নির্দিষ্ট কারও প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়।

হেদায়েতঃ–যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষ করে বায়আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীগণকে মন্দ বলবে, অথবা তাদেরকে মুনাফিক বলবে অথবা যে ব্যক্তি বলবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অথবা ফারুকে আজম (রাঃ) অথবা উছমান গনী (রাঃ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছেন, (মায়াজাল্লাহ) সে ব্যক্তি কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। কেননা এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এদের পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহর ইলম ছিল না, এবং এমনিতে আল্লাহ তাঁদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দিয়ে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা 'আলিম' এবং 'খাবির'। সুতরাং তিনি যার উপর সন্তুষ্ট তিনি বস্তুতই জান্নাতী এবং জান্নাতীদের সরদার।

যেই বৃক্ষের নীচে এই ঐতিহাসিক বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটি বাবুল বৃক্ষ ছিল, যাকে আরবিতে 'ছুমুরাহ্' বলা হয়। অথবা সেটি বরই বৃক্ষ ছিল। মোট কথা তা কাঁটাযুক্ত যে কোন বৃক্ষ ছিল। তাফসিরে রুহুল বায়ানের মধ্যে বাবুল বৃক্ষেরই বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহর মহান কুদরতে এই বৃক্ষ পরে গায়ব হয়ে গিয়েছিল, আর লোকেরা অন্য একটি বৃক্ষকে সে ঐতিহাসিক বৃক্ষ ধারণায়, তার যিয়ারত করতো, এবং বরকতের নিয়্যতে এর নীচে বসে নামায আদায় করতো। হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) প্রথমতঃ তাদেরকে বাধা দিয়ে বুঝালেন যে, এটি সেই বৃক্ষ নয়, কিন্তু এরপরও লোকেরা ধোঁকায় আপাতিত হচ্ছে বুঝতে পেরে তিনি তাদেরকে বাঁচাবার জন্য বৃক্ষটি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কেটে ফেলার ব্যবস্থা করলেন।

(দেখুন, মুসলিম ২য় খন্ড, কিতাবুল ইমারাত, বায়আতুর রিদওয়ান অধ্যায়, এবং বুখারী, কিতাবুল মাগাজী, এবঙ রুহুল বায়ানের উক্ত আয়াতে)

কেউ কেউ আওলিয়া কেরামগণের মাযার শরীফ ভেঙ্গে ফেলা এবং তাঁদেরকে অপদস্থ করার ব্যাপারে উক্ত ঘটনাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করে বলে, যেহেতু ফারুকে আজম (রাঃ) উক্ত মুবারক বৃক্ষটি কেটে ফেলেছেন, সেহেতু আমরাও মাযার সমূহ ভাঙ্গছি।

তাফসীর রুহুল বায়ানের লেখক উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখছেন যে, এরা বেদ্বীন এবং তাদের এ ধরণের বক্তব্য কুফরী। একথা ফেরআউনও বলেছিল–

ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ

অর্থাৎ–'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতি পালকের শরণাপন্ন হোক।' যদি হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) এ বৃক্ষ হতে বরকত হাসিল পছন্দ না করেন, তাহলে তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর চুল মুবারক পোষাক শরীফ কেন সংরক্ষণ করেছিলেন? সাহাবাগণ সেগুলোর যিয়ারত করতো। উপরন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর রওজা মুবারক তিনি নিজেই কেন তৈরী করেছিলেন? মুসলিম মিল্লাতের সমস্ত উলামাগণ মদীনা শরীফ যান, কিন্তু কেউ এই পবিত্র রওজা মুবারকের ইমারতের বিরোধীতা তো করেন নি। আওলিয়াগণের মাযার এবং এর উপর ইমারত তৈরী সম্পর্কিত কুরআন হাদীছের দলিল, ফকীহবৃন্দের ভাষ্য বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি এবং এর অকাট্য উত্তর সহ বিস্তারিত আলোচনা আমার কিতাব 'জাআল হক' এর মধ্যে দেখুন।

তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। হুযুর পাক (দঃ) উক্ত বায়আত গ্রহণকারী সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা গোটা দুনিয়াবাসীর চেয়ে উত্তম। তারপর ইরশাদ করলেন, এই পবিত্র বায়আতের মধ্যে হযরত খিজির (আঃ)ও শরীক ছিলেন। কেননা তিনি স্বীয় যুগে নবী ছিলেন আর সাহাবীগণ নবী হতে আফজল হতে পারেন না। অতএব স্বীকার করতেহবে, হযরত খিজির (আঃ) ও উক্ত বায়য়াতে শরীক ছিলেন, কেননা তিনি তো জমিনে আছেন এবং জীবিতই রয়েছেন।

আয়াতঃ ৭৪

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ۙ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۔

www.YaNabi.in

(পারাঃ ২৬, সূরা ফাতহ, রুকুঃ ৪)

অর্থাৎ "তিনি ঐ মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর তাঁকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহর করুণা এবং সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন।

এ আয়াত খানাতেও হুযুর পাক (দঃ) এর সুমহান না'ত এবং সম্মানিত সাহাবাগণের গুণগান আলোচিত হয়েছে। আয়াত খানাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ দ্বিতীয়তঃ هُوَ الَّذِىْٓ এবং তৃতীয়তঃ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ তাল্লাহ অআলা هُوَ الَّذِىْٓ দ্বারা নিজস্ব পরিচিত রেখেছেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ দ্বারা আপন মাহবুব (দঃ) আর هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ দ্বারা সাহাবা কেরামের পরিচয় প্রদান করেছেন। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, রাব্বুল আলামীন তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) এর মাধ্যমে স্বীয় পরিচয় রেখেছেন, আর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে মাহবুব (দঃ) এর পরিচয় রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে– هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! যদি আল্লাহ তাআলাকে জানতে চাও, তাহলে এভাবেই জান যে, তিনি তো ঐ সত্তা, যিনি এমন মহান রাসূলকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। বিষয়টি এভাবেও বুঝানো যেতে পারে। একজন প্রথম শ্রেণীর প্রকৌশলী বলে যে, 'আমি তো সেই–ই, যে অমুক দালান তৈরী করেছি। অথবা একজন যোগ্য শিক্ষকও বলে থাকে, আমি সেই–ই, যে অমুক শাগরিদকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছি। অর্থাৎ যদি আমার জ্ঞানের যোগ্যতা দেখতে চাও, তাহলে আমার অমুক ছাত্রকেই দেখ। সেই আমার জ্ঞান গরিমার নমুনা। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলাও তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কে নিয়ে গর্বভরে বলছেন, যদি আমার কুদরত, আমার জ্ঞান আমার দয়া এবং সাখাওয়াৎ বস্তুতঃ যদি আমার সমুদয় সিফাত দেখতে চাও, তাহলে আমার মাহবুব (দঃ) কেই দেখ। তিনি আমারই পবিত্র সত্তার প্রকাশ। এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় বেশ ব্যাপকতা বিদ্যমান।

অথবা এভাবেও বুঝা যেতে পারে সূর্যকে কোন চক্ষু অবলোকন করতে পারে না। কিন্তু যদি রংগীন শিশার মাঝে সূর্যের আলোকচ্ছটা নেয়া হয় এবং শিশার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় তবে সূর্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। প্রিয় নবী (দঃ) এর সত্তা ও আল্লাহর কুদরত দর্শনের যথাযথ শিশা তা দেখা মানে মহান আল্লাহর সিফাতকেই দেখা।

بِالْهُدٰى আয়াতাংশের দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝানো যেতে পারে। একটি এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) কে হেদায়েত দিয়েই পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ অন্যান্যরা তো মাতা পিতা, উসতাদ, পীর মশায়েখ এবং সাথীদের থেকে হেদায়েত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পেয়ে থাকে। কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) দুনিয়ার কারও নিকট হতে হেদায়েত গ্রহণ করেননি। বরং আল্লাহ তাআলাই তাঁকে পূর্ণ হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর এজন্যই হুযুর পাক (দঃ) দুনিয়ায় তাশরীফ এনেই সিজদা করেছিলেন। (রুহুল বায়ান, উক্ত আয়াত) সর্বদা ধাত্রী হালীমার একটি স্তনই চুষতেন, অন্যটি দুধভাইদের জন্য রেখে দিতেন। নবুয়্যতের প্রকাশের পূর্বেও তিনি নামায পড়তেন। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের হেদায়েত ও তাঁরই পবিত্র হাতে অর্থাৎ যারাই হোদায়ত প্রাপ্ত হবে, তা তাঁরই মাধ্যমে হবে। হুযুরকে হেদায়েতের আলোকবর্তিকা করে পাঠানো হয়েছে। আর হক দ্বীন দ্বারা সত্য দ্বীন অথবা স্থায়ী দ্বীনই বুঝানো হয়েছে। নতুবা পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীন যদিও বা হক ছিল কিন্তু স্থায়ী ছিল না। তাই রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর দ্বীন হক এবং স্থায়ী; যা কোন দিন রহিত হওয়ার নয়।

এরপর ইরশাদ হয়েছে, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল,' রাসূল তো অন্যান্য নবীগণও ছিলেন, কিন্তু এখানে প্রিয় নবী (দঃ) কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে তাফসীরে রুহুল বায়ানের লেখকের মতানুযায়ী কয়েকটি কারণ নিহিত আছে। প্রথমতঃ অন্য সকল নবীগণ তো দুনিয়ায় আগমন করে রাসূল হয়েছেন, আর হুযুর আকরম (দঃ) রুহের জগতেও আল্লাহর রাসূল ছিলেন। মোট কথা, যখন হতে রবের রবুবিয়্যতের প্রকাশ, তখন হতেই প্রিয় নবী (দঃ) এর রিসালতেরও ঘোষণা।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নবীগণের নবুয়াত তো দুনিয়ার কিছু সময়ের জন্যই ছিল, কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) এর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত বরঞ্চ জান্নাতেও জারী থাকবে। কেননা জান্নাতের প্রতিটি পাতায় পাতায় লিখা রয়েছে

তৃতীয়তঃ অন্যান্যনবীগণ তো বিশেষ বিশেষ মু'জিযা সহকারে এসেছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) ছিলেন সমস্ত মুজিযার আধার 'মুহাম্মদ' শব্দটির সূক্ষ্ম আলোচনা আমি مَا كَانَ مُحَمَّدٌ আয়াতে আরয করে এসেছি।

এখানে আরও কিছু কথা জেনে নিন। সকল সৃষ্টি নূরনবী (দঃ) এর নূর হতেই সৃষ্ট। কেননা সমস্ত বস্তুর আবজদ্ হিসাব হচ্ছে ৯২, আর 'মুহাম্মদ' শব্দের আবজদ সংখ্যাও ৯২, গুরুনানক তা প্রমাণ এভাবে করছেন–

نام لیو جس اچھر کو تو کر دچو گنا ۔ دو ملاؤ پچگن کرو کاٹو بیس بنا

نانک بچے تو نو گنے دو اس میں اور ملا ۔ اس برہر کے نام سے نام محمد بنا

অর্থাৎ–প্রথমে কোন বস্তুর আবজদ সংখ্যা বের কর, তারপর তা চারগুণ কর, কেননা খলীফা চার জন। ঐ চারগুণের সাথে দুই যোগ করে পাঁচ দ্বারা পূরণ কর। কেননা পাঁচ পবিত্র পঞ্জতনের সংখ্যা। তারপর যে ফলাফল হবে, তা হতে তিনবার কুড়ি (মোট ষাট) বাদ দাও। বাকি সংখ্যার সাথে দুই যোগ করে নয় দ্বারা পূরণ করে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবার দুই যোগ কর। এখন ফলাফল হবে ৯২।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোন বস্তুর আবজদ সংখ্যা তিন। তাকে চারগুণ করলে বার হবে, তার সাথে দুই যোগ করলে চৌদ্দ হবে, এরপর চৌদ্দকে পাঁচগুণ করলে সত্তর হবে। এই সত্তর হতে কুড়ি কুড়ি করে তিনবার বিয়োগ করলে বাকি থাকবে দশ। এখন এই দশকে নয়গুণ করলে নব্বই হবে, তার সাথে দুই যোগ করলে ফলাফর দাঁড়াবে ৯২। প্রত্যেক জায়গায়ই এই একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

হুযুর আকরম (দঃ) এর দু'টি জাতি বা সত্ত্বাগত নাম আছে, একটি 'আহমদ', অর্থাৎ যিনি রবের যথাযথ প্রশংসা করেন। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদ অর্থাৎ স্বয়ং রব যার প্রশংসা করেন এবং গোটা সৃষ্টি দ্বারা যাঁর প্রশংসা করান।

তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে, মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে হুযুর আকরম (দঃ) এর চরম তা'জিম প্রকাশ পায়। এবং এর উপর সমস্ত উম্মতের আমলও রয়েছে।

যদিওবা হুযুর আকরম (দঃ) এর অসংখ্য সিফাত আছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মহান রব তাআলা এখানে তাঁকে রিসালতের গুণ দ্বারাই স্মরণ করেছেন। এবং কালেমার মধ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে। এর দু'টি কারণ আছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক (দঃ) স্রষ্টার সাথেও সম্পর্ক রাখেন এবং সৃষ্টির সাথেও সম্পর্ক রাখেন। রাসূল বিশেষণের মধ্যে এদু'টি সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ রাসূল হচ্ছেন, যিনি স্রষ্টা হতে সৃষ্টির নিকট প্রেরিত। যদিও বা নবীর মধ্যেও এ'দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু তাঁরা শুধুমাত্র বার্তাবাহক, আর রাসূল শব্দের মধ্যে বার্তা, হেদায়েত এবং পুরস্কার আনয়নকারী প্রত্যেক কিছুর প্রতিই ইশারা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুটি বিবাদমান জাতিকে একত্রীকরণকারী রাসূলই হয়ে থাকেন, যেমন যদি ডাক অফিস না থাকে, তাহলে দুটি দেশ অথবা দু'টি শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একইভাবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে হুযুর পাক (দঃ)ই সম্পর্ক সৃষ্টি করেন, কেননা তাঁর মাধ্যম ব্যতিরেকে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্ক থাকার নয়। হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহর রাসূল আল্লাহর নিয়ামতসমূহ তিনি আমাদের নিকট পৌছান, এবং আমাদেরও রাসূল, অর্থাৎ আমাদের দরখাস্ত মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করেন এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমতা করিয়ে নেন। যে বলবে, আমি নিজেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছব সে মূলতঃ প্রিয় নবী (দঃ) এর রিসালতেরই অস্বীকারকারী যদি আমরা নিজেরাই খোদায়ী দরবার পর্যন্ত সরাসরি পৌছতে পারতাম, তাহলে আবার রাসূলের কি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ যখন মহান কুদরতের অধিকারী হয়েও মাধ্যম ছাড়া আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না, তখন আমরা মুখাপেক্ষী এবং দুর্বল হয়ে মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কিভাবে রাখব আর এজন্যই ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'তারা যদি স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচারী হয়। তাহলে যেন আপনার নিকট আসে।'

এ আয়াত (ايات) এর মধ্যে চারটি সিফাত বর্ণিত হয়েছে। হুযুর পাক (দঃ) এর সাথে থাকা, কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর হওয়া, পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়া, এবং রুকু সিজদা বেশী করা অর্থাৎ আবেদ হওয়া। সাহাবাগণ আল্লাহর একান্ত রহমতে উক্ত চারটি গুণের আধার। হাঁ, চারজন খলিফা প্রত্যেকের মধ্যে উক্ত চারটি গুণের এক একটি পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণতা সহকারে রয়েছে। যেমন হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর মধ্যে হুযুর পাক (দঃ) এর একান্ত সাথী হওয়া, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর চরিত্রে কাফিরদের ব্যাপারে কঠোরতা হযরত উছমান গনী (রাঃ) এর মধ্যে নমনীয়তা এবং মাওলা আলী (কঃ) এর মাঝে ইবাদত রিয়াযত এর সিফাত বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। যেন উনারা হচ্ছেন নবুয়্যতের আলোর এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত দর্পণ। যদি নূরে নবুয়্যত যিয়ারত করার বাসনা জাগে, তাহলে উক্ত স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জল দর্পনেই তা পূর্ণ করতে হবে। যারা এ দর্পন হতে পৃথক তারা মূলতঃ নূরে মুস্তাফা (দঃ) হতেই বহুদূরে অবস্থান করছে। কেননা এমন তো কিছুতেই হতে পারে না যে, মহান আল্লাহ বেঈমান ব্যক্তিকে তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সাথী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করবেন! (নাউযুবিল্লাহ) উপরন্তু ফুলের সংস্পর্শে মাটি ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায়। সূর্য যে দুর্গন্ধ জমিনের উপর স্বীয় আলো ফেল্‌লে তাও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব এটা কিভাবে হতে পারে যে, যিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর সুহবতে থাকবেন, তিনিও সুগন্ধি লাভ করবেন না। এবং দো-জাহানের সূর্য নূরনবীর সংস্পর্শে দুর্গন্ধমুক্ত হবেন না। আল্লাহ মাফ করুক যদি সাহাবাগণ দ্বীনদার না হয়ে থাকেন, তাহলে কুরআন, হাদীছ এবং দ্বীনের মহান তাবলীগ কি তাঁদের মতো বেদ্বীন লোকদের মাধ্যমেই প্রচারিত হলো! বরং যে মহান চক্ষু ঈমানের সাথে একবারও প্রিয় নবী (দঃ)কে অবলোকন করেছে। তাঁর মর্যাদা দুনিয়ার অন্য সব গাউছ কুতুবের চেয়েও অনেক বেশী। এখন যে পবিত্র সত্ত্বাগণ প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথে ছায়ার মত জীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের মহান অবস্থান কত উর্ধে হতে পারে। কবির ভাষায়-

خوشا وہ وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا

অর্থাৎ- এ সময়টি কত আনন্দের যেটি শুধু মাহবুব (দঃ) এর দীদারেই কেটেছে, আর যে সময়টি মদীনা তৈয়্যবাতে কেটেছে, তাও না কত আনন্দের।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) প্রিয় নবী (দঃ) এর এমন সাথী ছিলেন যে, দুনিয়ার আগমনের পূর্বে রুহের জগতের সাথী, শৈশব কালীন সাথী, যৌবনের সাথী, ঘরে বাইরে বস্তুতঃ সর্বস্থানেই তিনি আল্লাহর নবীর পার্শ্বে ছিলেন। অন্যান্য সমাহাবীগণ তো হিজরত আগে পরে করেছে। কিন্তু সিদ্দীক আকবর (রাঃ) প্রিয় নবী (দঃ) এর হিজরতের সাথী, গর্তের সাথী ছিলেন। যেটি কুরআনের ভাষায়-

ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- 'সে ছিল দু'জনের একজন যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সংগীকে বলেছিল, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। কুরআন করিম সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর সাহাবিয়্যতকে 'গর্তের সঙ্গী' হিসাবে আলোচনা করেছে। আজকাল উর্দু ভাষায়ও বলা হয়। অমুক তো আমার 'গর্তের সাথী, এজন্য বলা হয়, কেননা তিনি হিজরতের পথে গর্তের মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথী হওয়ার হক যথার্থভাবেই আদায় করেছেন।

তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাতেরও সাথী এ অর্থে যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাতের পরে তাঁর বয়স যখন কত বৎসর হয়েছিল। তখনই তাঁর ওফাত হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি হুযুর পাক (দঃ) হতে বয়সে দু'বৎসরের অধিক ছোট ছিলেন। এ সময়টুকু পূর্ণ করে ঠিক ৬৩ বৎসর বয়সেই তিনিও বিদায় নিয়েছিলেন।

আর ওফাতের কারণও দু'জনেরই অভিন্ন ছিল, প্রিয় নবী (দঃ) এর ওফাত বিষের প্রতিক্রিয়ায় হয়েছিল যা একজন ইয়াহুদী নারী খায়বরে তাঁর খাদ্যে প্রয়োগ করেছিল। আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও ঐ বিষের প্রতিক্রিয়াতেই ইনতেকাল করেছিলেন। যা গর্তের সাথী থাকা অবস্থায় সাপে কাটার কারণে তার শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

সহী রেওয়ায়েতে আছে, হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর ঘরে বাতির তৈল ছিল না, একইভাবে হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর ঘরে না কাফনের কাপড় ছিল, না তা ক্রয় করার মত পয়সা ছিল। তাঁকে আপন ব্যবহৃত বস্ত্র ধুয়েই কাফন পরানো হয়েছিল। (দেখুন, আসামডির রেজাল) এরপর ওফাতের পরও প্রিয় নবী (দঃ) এরই পার্শ্বে শুয়ে আছেন, কিয়ামত পর্যন্তই থাকবেন।

কবির ভাষায়

آن امنّ الناس بر مولائے ما آن کلیم اول سینائے ما

অর্থাৎ আমাদের মাওলা হুযুর আকরম (দঃ) এর নিকট তিনি (সিদ্দীকে আকবর রাঃ) বড়ই আমানতদার। তিনি আমাদের সীনা পর্বতের প্রথম কালিমুল্লাহ'।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কাফিরদের ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, হাদীছে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, 'হে উমর! যে রাস্তার শয়তান তোমার আগমন লক্ষ্য করে, শয়তান সে রাস্তা ছেড়ে দেয়। বদরের যুদ্ধে যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ) এর রায় ছিল যে, তাদেরকে কতল করা হোক। কুরআনও তার রায়কেই করেছিল শক্তিশালী। মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার ব্যাপারেও তাঁর রায় ছিল, এর জানাযাও পড়া যাবে না এবং তার কবরেও যাওয়া যাবে না। কুরআনও হযরত উমর (রাঃ) এর রায়কে সমর্থন দিয়েছেন। এখনও যে ব্যক্তি স্বীয় বুকের উপর আঙ্গুল দ্বারা ইয়া উমর' লিখে নিদ্রা যাবে, সে ব্যক্তি নিদ্রায় শয়তানী স্বপ্ন এবং স্বপ্নদোষ হতে মাহফুজ থাকবে।

হযরত উছমান গনী (রাঃ) কুরআন সংকলন করতঃ মুসলিম মিল্লাতের উপর বিরাট ইহসান করে গিয়েছেন। মদীনা শরীফে পানির ভীষণ সঙ্কট ছিল। সুপেয় পানির মাত্র একটি কুপই ছিল। মালিক চড়া দামে সে পানি বিক্রি করতো। উছমান (রাঃ) কুপটি ক্রয় করতঃ সাধারণ্যের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত হাজীগণ এ কুপের পানি পান করে পিপাসা মিটাবে। তাই তিনি হচ্ছেন 'হাজিদের ছাকী' বা পানি পান করানোকারী। কুপটির নাম হচ্ছে 'বিরে রদমা'। সকলের প্রতি এত সহানুভূতিশীল ছিলেন যে, মদীনায় তিনি শাহাদতকে কবুল করে নিয়েছেন, তারপরও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রক্তপাতের পথ বেছে নেননি, নিজের একটি গুলামকেও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন নি। তিনি স্বীয় জামানায় লোকদেরকে বিত্তশালী বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আর হযরত আলী (রাঃ) এমন মর্যাদার আবেদ এবং জাহেদ ছিলেন যে, তাঁর জন্যও পবিত্র কা'বা ঘরে হয়েছিল। আমি তাই আরয করেছিলাম–

کسے را میسر نہ شد ایں سعادت ؛ بکعبہ ولادت بہ مسجد شہادت

بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش ؛ کہ وہ اسلام کا کعبہ تھا یہ ایمان کا کعبہ

অর্থাৎ– 'পবিত্র কা'বার জন্ম আর পবিত্র মসজিদে শাহাদত লাভ করার মত সৌভাগ্য (হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া) আর কেউ হাসিল করেন নি।

'আল্লাহর পবিত্র ঘর তাঁর জন্মস্থান এজন্যই হয়েছিল যে, আল্লাহর ঘর তো ছিল ইসলামের কা'বা, আর তিনি হচ্ছেন ঈমানের কা'বা।'

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন শরীয়ত এবং তরীকতের ভাণ্ডার। তিনিই ওলীগণকে বেলায়েত বন্টন করেন। তিনিই প্রিয় নবী (দঃ) এর বংশীয় সিলসিলার মূল। হুযুর আকরম (দঃ) তাঁরই ঘরে আর তিনি হুযুর আকরম (দঃ) এর ঘরে লালিত পালিত হয়েছিলেন। সমগ্র ওলী জগত হযরত আলী (রাঃ) এর জন্য কুরবান, কেননা বেলায়তের সামগ্রী তাঁরই মহান হাতে লাভ করা হয়। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইহসানকারীর উপর কুরবান থাকে। একটি কুকুরও স্বীয় মালিকের পশ্চাতে লেজ নাড়ে। কবির ভাষায়–

ہو چشتی قادری یا نقشبندی سہروردی ہو ؛ ولایت کا انہی کے ہاتھ سے سب کو ملا ٹکڑا

অর্থাৎ–'চিশ্‌তি, কাদেরী, নক্‌শবন্দী এবং সুহরাওয়ারদী প্রত্যেকেই তাঁরই হাত হতে বেলায়তের অংশ অর্জন করেছিলে।' বস্তুতঃ এরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধ। আর আল্লাহতাআলা এখানে সাহাবাগণকে বাগানের সাথে তুলনা না করে ক্ষেতের সাথে তুলনা করেছেন। এতেও তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ চাষাবাদের উপরই বেঁচে থাকা নির্ভর করে, বাগানের উপর নয়। কেননা ফল মজার জন্যই খাওয়া হয়। অথচ ক্ষেত হতে উৎপন্ন ফসল দ্বারা মানুষ তার ক্ষিদে মিটায়। তদ্রুপ গোটা জাহান তার ঈমানী জীবনে সাহাবাগণের প্রতিই মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয়তঃ বাগানের উপর মালিক সর্বদা দৃষ্টি রাখেনা, শুধুমাত্র ফলের মৌসুমেই মালিক বাগানের যত্ন নেয়, কিন্তু ফসলের ক্ষেতের প্রতি সব সময়ই যত্ন নিতে হয়। তদ্রুপ সাহাবাগণ এমন এক জামাআত, যাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি প্রতিনিয়তই বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ ক্ষেত কর্তন করার পরও বাড়তেই থাকে। তদ্রুপ সাহাবাগণ দ্বীনের জন্য শহীদই হচ্ছেন। অথচ তারপরও বাড়ছেন। ফাসিক ইয়াযীদ কারবালার প্রান্তরে একজন আবেদ রক্ষকে ব্যতীত আর সবাইকে শহীদ করে দিয়েছিল। এরপরও এখনও অসংখ্য 'সাইয়িদ' রয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আয়তঃ ৭৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

(পারাঃ ২৬ সূরা হুজরাত, রুকূ১)

অর্থাৎ–"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল হতে কোন বিষয়ে তোমরা অগ্রণী হয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং জানেন। হে মু'মিনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না, এবং পরস্পর যেভাবে উচ্চ আওয়াজে কথা বল, তদ্রুপ উঁচু আওয়াজে তাঁর সাথে কথা বলো না, কারণ এতে করে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।"

উক্ত আয়াতখানাও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এখানে মুসলমানদেরকে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যদিওবা এখন আর এ ধরণের আদব সম্ভব নয়, তবুও দুটি কারণে উক্ত আয়াতখানার হুকুম জারী রয়েছে। প্রথমতঃ যাতে করে মুসলমানগণ রিসালতের ঐ মহান দরবারের আয়াতে বর্ণিত আদব সম্পর্কে আকীদা পোষণ করে। আর দ্বিতীয়তঃ তাঁর ওফাতের পরও উক্ত আদব রক্ষা করার বিধান জারী রয়েছে। অর্থাৎ যে-ই এই পবিত্র দরবারে উপস্থিত হবে, সে যেন আদবের উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী কোন বিষয়েই স্বীয় রায়কে যেন প্রিয় নবী (দঃ) এর হুকুমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব না দেয়।

উক্ত আয়াতের তিনটি বিষয় হতে মুসলমানদের বারণ করা হয়েছে।

(১) আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল হতে অগ্রণী হয়ো না।

(২) নবী (দঃ) এর কণ্ঠস্বরের উপর স্বীয় কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।

(৩) তাঁর মহান দরবারে উঁচু আওয়াজে কথা বলো না।

উপরোক্ত আয়াত দুটির শানে নযুল ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম আয়াত لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এর শানে নযুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ এবং হাসান বলছেন, কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আযহার দিবসে প্রিয় নবী (দঃ) এর পূর্বেই কুরবানী করে নিত। এখানে তা বারণ করে বলা হয়েছে, আমার মাহবুব (দঃ) এর অগ্রণী হয়ো না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কিছু লোক রমজানের পূর্বের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সন্দেহের দিনটিতেও রোযা রেখে দিত, এখানে তা নিষেধ করে বলা হয়েছে, যদি শা'বানের ২৯ তারিখে মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায়, অথচ চাঁদ উঠা না উঠার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তারপরও রোযা রাখা সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিষেধ।

হযরত কাতাদাহ হতে বর্ণিত, অনেকেই বলতো, আহা, যদি এ ধরণের আয়াত আসতো, যদি এ জাতীয় কোন আহকাম নাযিল হতো। এ ধরণের কথাবার্তা হতে বিরত থাকার জন্য উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

হযরত হাসান হতে বর্ণিত, বাহির হতে আগত অনেক ব্যক্তি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে অধিক প্রশ্ন করতো। তা নিষেধ করেই আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছে। (রুহুল বায়ান, তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান)

মোট কথা, আয়াতখানার নাযিল হওয়ার কারণ যা-ই হোক না কেন, কিন্তু এই হুকুম সাধারণ যে, কথাবার্তা বা কাজ, কোন বিষয়েই প্রিয় নবী (দঃ)এর অগ্রনী হওয়া যাবে না। যদি রাস্তায় প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথে হাঁট তাঁর আগে আগে হাঁটা যাবে না, বরং খাদেমের মতই পশ্চাতে থাকবে, হাঁ প্রয়োজনে অনুমতি সাপেক্ষে অগ্রণী হতে পার। যদি আমার মাহবুব (দঃ) এর সাথে খেতে বস, তাহলে তাঁর পূর্বেই শুরু করা নাজায়েয। একইভাবে স্বীয় আকল এবং রায়কে হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র রায়ের উপর শ্রেষ্টত্ব দেয়াও হারাম।

মিশকাত শরীফের 'মা আলাল মামুম' অধ্যায়ে আছে, ওফাতকালীন রোগের সময় হুযুর পাক (দঃ) হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) কে ইমামতি করার হুকুম প্রদান করেছিলেন। একদিন তাঁর ইমামতির অবস্থায় হুযুর পাক (দঃ) তাশরীফ আনলেন, তখন সিদ্দীক আকবর (রাঃ) ইমামতি ছেড়ে মুকতাদি হয়ে গেলেন, আর হুযুরআকরম (দঃ) হলেন ইমাম।

এ দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো, হুযুর পাক (দঃ) এর বর্তমানে অন্য কারও ইমাম হওয়ার ইখতিয়ার নেই। কারও ইমামতির মাঝেও যদি প্রিয় (দঃ) তাশরীফ আনয়ন করেন, তাহলে প্রথমোক্ত ইমামের ইমামতি রহিত হয়ে যাবে। কেননা এটিও প্রিয় নবী (দঃ) এর অগ্রণী হওয়ার শামিল। হাঁ, এমতাবস্থায় যদি হুযুর আকরম (দঃ) অনুমতি প্রদান করে বলেন, তুমি ইমামতিতে থাক, তাহলে তাঁর অনুমতিতে ইমাম থাকা জায়েয আছে। যেমন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর বেলায় এমনটি হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ একথাও বুঝা গেল যে, নামাযের ভিতরেই হুযুর আকরম (দঃ) এর খেয়াল আনা এবং তাঁকে আদব দেখানো নামাযকে নষ্ট করে না, উপরন্তু তা নামাযকে পূর্ণই করে। এখানে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আয়াতখানাতে আল্লাহ এবং রাসুল (দঃ) উভয়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রহী হয়ো না। অথচ আল্লাহ তায়ালার অগ্রণী হওয়াতো সম্ভবই নয়। কেননা তিনি তো কাল এবং স্থানের উর্ধে। আর অগ্রণী হওয়ার জন্য তো কাল এবং স্থানের প্রয়োজন। অতএব বুঝা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গেল, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) থেকে অগ্রণী হয়োনা। কেননা তাঁর সাথে বেআদবী মূলতঃ আল্লাহর সাথেই বেআদবীর শামিল। কবির ভাষায়-

جو ہو مردود اس در کا وہ مردود خدا ٹھہرے

অর্থাৎ যে প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবার হতে বিতাড়িত, সে আল্লাহর দরবার হতেও বিতাড়িত।

জরুরী নোটঃ এ আয়াত হতে তাফসীর রুহুল বায়ানের মুসান্নিফ এ কথা প্রমাণ করেছেন- পীর মশায়েখ এবং উলামাদের আগে চলা, কথা বার্তায় তাঁদের অগ্রণী হওয়া রহমত খোদা হতে মাহরুম হওয়ার কারণ। হযরত আবু দরদা (রাঃ) ইরশাদ করেন- একবার আমি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর অগ্রে চলছিলাম, হুযুর আকরম (দঃ) তা দেখে বললেন, হে আবু দরদা! তুমি কি তাঁর অগ্রে হাঁটছ, যে তোমার থেকে বরং সবার থেকেই শ্রেষ্ট। (রুহুল বায়ান)

আয়াতে দ্বিতীয় হুকুম ছিল لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অর্থাৎ স্বীয় আওয়াজকে প্রিয় নবী (দঃ) এর আওয়াজ মুবারক হতে উঁচু করো না। এর শানে নযুল এই যে, একবার হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হুযুর পাক (দঃ)এর খেদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর হাবীর (দঃ) আকরা' বিন হাবেছকে তাঁর কাউমের প্রধান বানিয়ে দেয়া হোক। আর হযরত ফারুক আজম (রাঃ) কা'কা' ইবনে মা'বদকে প্রধান করার জন্য আরয করলেন। এ কথাবার্তার মধ্যে উভয়ের কন্ঠস্বর একটু উঁচু হয়ে গেল। তখন এ আয়াতখানি নাযিল হল। এরপর হতে এদু'জন এত আস্তে কথা বলতেন যে, হুযুর পাক (দঃ) কে কয়েকবার জিজ্ঞেস করতে হতো, কি বলছেন? (রুহুল বায়ান)

তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে বলা হয়েছে, উক্ত আয়াতখানি হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাঁর শ্রবণশক্তি কম থাকার কারণে কন্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো। কিন্তু কারণ যা-ই হোক না কেন, কুরআন এ মহান রিসালতের দরবারের আদব এভাবে শিক্ষা দিলেন যে, এখানে কন্ঠস্বর উঁচু করা যাবে না। এখনও হাজীদের জন্য এ হুকুম রয়েছে, যখন রওজা পাকে হাজির হবে, দূরে দাঁড়িয়ে বিনমস্বরে সালাম পেশ করতে হবে। এমনকি অনেক ফকীহ এ হুকুমও দিয়েছেন, যখন পবিত্র হাদীছ শরীফের আলোচনা হবে, তখন অন্যান্যরা সেখানে উঁচু কণ্ঠে কথা বলতে পারবে না। কেননা যদিও বা অন্য কেউ পাঠ করছেন, কিন্তু কালাম তো প্রিয় নবী (দঃ) এর। (রুহুল বায়ান)

তৃতীয় হুকুম এই যে, لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ (الآية)

অর্থাৎ পরস্পর যেভাবে উঁচু আওয়াজে কথা বল, তদ্রুপ উঁচু আওয়াজে তাঁর সাথে কথা বলো না। যদ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) এর নাম মুবারক ধরে অথবা বশর,ভাই, বাবা বা চাচা হিসাবে আহ্বান করা সম্পূর্ণ হারাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) হুযুর পাক (দঃ) এর চাচা ছিলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ছিলেন বিবি, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) শশুর ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রেওয়ায়েত করার সময় তাঁরা এভাবে বলেন না যে, আমার ভাতিজা, আমার জামাতা বা আমার স্বামী ইরশাদ করেছেন। বরং তাঁরা বলেন, রাসুলুল্লাহ (দঃ)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইরশাদ করেছেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমি إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আয়াতের মধ্যে করে এসেছি। বস্তুতঃ এ আয়াতখানিও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসায় ভরপুর।

আয়াতঃ ৭৬

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى ۝

(পারাঃ২৭, সূরা নাজম, রুকূঃ ১)

অর্থাৎ-'ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র পিয়ারা মুহাম্মদ (দঃ) এর শপথ! যখন তিনি মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত অথবা বিপথগামী নন, আর তিনি মনগড়া কোন কথাও বলেন না। এটি তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'

উক্ত আয়াতখানাও প্রিয় নবী (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসায় ভরপুর। এখানে কয়েকটি শব্দ চিন্তার দাবী রাখে। প্রথমতঃ وَالنَّجْمِ দ্বিতীয়তঃ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ আর তৃতীয়তঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

وَالنَّجْمِ এবং هَوٰى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে,? এতে মুফাস্সিরগণের বেশ মতানৈক্য আছে। نَجْم আরবী পরিভাষায় তারকাকেও বলা হয়, অথবা ঐ লতাজাতীয় বৃক্ষকেও বলা হয়, যা জমিনে বিছানো থাকে, যেমন লাউ গাছ। কেউবা বলেছেন نَجْم দ্বারা আকাশের নক্ষত্র 'ছিরিয়্যা' কেই বুঝানো হয়েছে, ইত্যাদি। এবং هَوٰى এর অর্থ হচ্ছে অস্তমিত হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। আর যেভাবে রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার অন্যান্য বস্তুর শপথ করেছেন - যেমন আনজির ফলের কসম, তূর পর্বতের কসম, তদ্রুপ এটিও সে ধরণেরই কসম।

কেউ লতা জাতীয় মাটিতে বিছানো বৃক্ষকে نَجْم বলেছেন। আর অনেকেরই মতামত এই যে, نَجْم দ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র জাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা তারকা দ্বারা পথহারা মুসাফির সমুদ্র বা বনে পথের সন্ধান লাভ করে। (পূর্বে পথ নির্ণয়ক যন্ত্র ছিল না। আর তখন মানুষ তারকা দ্বারাই পথ নির্ণয় করে নিত) তদ্রুপ প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান জাত মুবারকও সৃষ্টির জন্য হাদী বা পথ প্রদর্শক স্বরূপ هَوٰى দ্বারা মি'রাজ হতে প্রত্যাবর্তনই বুঝানো হয়েছে। যাওয়ার পরই তো প্রত্যাবর্তন হয়ে থাকে। অতএব আসমান পর্যন্ত প্রিয় নবী (দঃ) এর শারিরীক মি'রাজ সুপ্রমাণিত হল।

আবার কেউ এ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, نَجْم দ্বারা মহিমান্বিত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাহাবাগণকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অথবা পীর মশায়েখ উলামাগণকেও বুঝানো যেতে পারে। কেননা সাহাবাগণের শানেই ইরশাদ হয়েছে أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ তারকার মত। এবং هَوٰى দ্বারা তাঁদের ওফাতের পর কবরে দাফন করাকেই বুঝানো হয়েছে। (রুহুল বায়ান) অতএব সাহাবায়ে কেরাম এবং উলামায়ে দ্বীনের কবরের শপথ করা হয়েছে। যদ্বারা বুঝা গেল, এই কবর সমূহ খুবই সম্মানিত। যেমন فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ দ্বারা অনেকেই সাহাবা, উলামা এবং অওলিয়াগণের কবরকেই গ্রহণ করেছেন।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى দ্বারা হুযুর পাক (দঃ)এর যাবতীয় গুণাহ হতে পবিত্র হওয়ার এবং মানবীয় দুর্বলতা হতে মুক্ত হওয়ার বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে। আমি আমার কিতাব 'কহরে কিবরিয়া বর্ মুনকিরিনে ইসমতে আম্বিয়া' এর মধ্যে এ সম্পর্কিত মাসয়ালার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অন্য সব নবীগণ নুবুয়্যতের পর হতে গুনাহ থেকে পবিত্র। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) নবুয়্যত প্রকাশের পূর্ব বা পরে কখনো গুণাহর এতটুকু ইচ্ছাও করেননি। উক্ত আয়াতের সাথে এ সত্যরই প্রমান বিদ্যমান। وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى এর মধ্যে ضَالًّا এর অর্থ গুমরাহী নয়। যেমন তা আমি 'কহরে কিবরিয়া' রিসালার মধ্যে তাহ্কীক করেছি। আর এ কিতাবের وَالضُّحٰى এর অধ্যায়েও এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

স্মরণ রাখতে হবে, مَا ضَلَّ হচ্ছে মাজি মাতলাকের (সাধারণ অতীত) সিগা। যেখানে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনটারই শর্ত নেই, যদ্বারা বুঝা গেল নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বাপর কখনো তাঁর থেকে এতটুকু গুনাহ নিঃসৃত হয়নি।

তারপর وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছে- আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) মনগড়া কোন কথাও বলেন না, তিনি যা-ই বলেন, তা খোদায়ী ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আয়াতের দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমতঃ হুযুর পাক (দঃ) নিজেকে তাওহীদের সমুদ্রে এমনভাবে বিলীন করে দিয়েছেন যে, যেই কথা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়, মুখ মুবারক হয় মাহবুব (দঃ) এর আর কালাম হয় রাব্বুল আলামীনের। এ সম্পর্কিত আলোচনা আমি وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ আয়াতের আলোকে করে এসেছি। অথবা এমন অর্থও হতে পারে, তাঁর মুখ মুবারক হতে যা নিঃসৃত হয়, তা হয়ত কুরআন করীম নতুবা হাদীছ শরীফ। আর উভয়টিই ওহী। কুরআন শরীফ হচ্ছে ওহী জলী, যা নামাযে তেলাওয়াত করা জায়েয। আর হাদীছে শরীফ হচ্ছে ওহীয়ে খফী। তিলাওয়াত ছাড়া কালামে ইলাহির বাকি সমস্ত আহ্কাম হাদীছের উপরও প্রযোজ্য। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যাও আমি করে এসেছি।

অবশ্য এক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন রয়েছে। একটি তো এ যে, অনেক ক্ষেত্রে হুযুর পাক (দঃ) কোন ফয়সালা প্রদান করার পর হুকমে ইলাহী সে ফয়সালার বিপক্ষে নাযিল হয়েছে। যেমন বদরের বন্দীদের ব্যাপারে হয়েছে। দ্বিতীয় প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

كَلَامِيْ لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللّٰهِ অর্থাৎ আমার কালাম আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। (মিশকাত মুসলিম) মুহাদ্দিছগণ এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনএ স্থানে আমার কালাম' দ্বারা ঐ সমস্ত কালামকেই বুঝানো হয়েছে। যা একান্ত তাঁর নিজস্ব। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, যখন হুযুর পাক (দঃ) এর সকল কালামই ওহী ইলাহী, তখন আবার এধরণের ব্যাখ্য কেন আসবে? এদু'টি প্রশ্নের উত্তর আমি আমার 'কহ্‌রে কিবরিয়া' রিসালায় বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করেছি। সেখান থেকেই তা জেনে নেয়া বাঞ্চনীয়।

আয়াতঃ ৭৭

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝

(পারাঃ ২৭, সূরা নাজম, রুকুঃ ১)

অর্থাৎঃ 'যা তিনি দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। তিনি যা দেখেছেন, তোমরা কি তার সাথে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে? অবশ্যই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার পার্শ্বে।'

এ আয়াতখানিও হুযুর পাক (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত। এখানে মি'রাজের রাত্রিতে হুযুর পাক (দঃ) যা কিছু দেখেছেন, তারই বর্ণনা এসেছে। পূর্বের আয়াতে তো ইরশাদ হয়েছিল, আমার মাহবুব (দঃ) এর মুখ মুবারকে আমারই কালাম উচ্চারিত হয়। আর অত্র আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, তাঁর চক্ষু মুবারক আমাকে দেখেছে। বস্তুতঃ এই আয়াতে মি'রাজেরই বর্ণনা এসেছে।

এই আয়াতের মর্মার্থ নিয়ে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। وَلَقَدْ رَاٰهُ এর মাঝে ٥ সর্বনাম দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? অর্থাৎ আল্লাহর মাহবুব (দঃ) আল্লাহকে দেখেছেন। কিন্তু অনেকের মত হচ্ছে, তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ) কেই দেখেছেন। অর্থাৎ আর কোন পয়গম্বর হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে তাঁর আসল সুরতে দেখেনি। শুধুমাত্র আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) ই দু'বার তাঁকে তাঁর আপন সুরতে দেখেছেন। এছাড়া অন্যান্য সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) মানব সুরতেই আগমন করতেন। উক্ত আয়াতে মূলতঃ একথারই বর্ণনা এসেছে।

আর অনেকই এ মত পেশ করেছেন যে, হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহকেই দেখেছেন, এরা আবার দুভাগে বিভক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অন্তরের চোখে রাসূল (দঃ) আল্লাহকে দেখেছেন বলে মত ব্যক্ত করেছেন, (মুসলিম) আর অন্য দিকে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হযরত হাসান এবং ইকরামা প্রমুখ বাহ্যিক চোখেই রাসূল (দঃ) আল্লাহর দীদার করেছেন বলে মত পোষণ করেছেন। (খাযায়েনুল ইরফান) তাফসীরে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রুহুল বায়ানের লেখক বর্ণনা করেন, হুযুর পাক (দঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)কে স্বীয় কালাম দ্বারা আর আমাকে আপন দীদার দ্বারা মহিমান্বিত করেছেন।

আহ্‌লুস সুন্নাতের আকীদাএই যে, হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহ তাআালাকে বাহ্যিক চোখে দেখেছেন। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) শপথ করে বলছেন, মি'রাজের রাত্রে আল্লাহর পিয়ারা মাহবুব (দঃ) আল্লাহর দীদার হাসিল করেছেন। হযরত ইমাম আহমদ্ ইবনে হাম্বল (রঃ) ইরশাদ করেন-হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহকে দেখেছেন-আল্লাহকে দেখেছেন- আল্লাহকে দেখেছেন- এভাবে বলতে বলতে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসল। (রুহুল বায়ান উক্ত আয়াত) মিশকাত শরীফের 'আল মাসাজিদ' অধ্যায়ে আছে-হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন- رَاَيْتُ رَبِّيْ فِيْ اَحْسَنِ صُوَرٍ ۝

অর্থাৎ 'আমি আমার রবকে সুন্দর সুরতে দেখেছি'। মিরকাতের মধ্যে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আছে-একথা পরিষ্কার, হুযুর আকরম (দঃ) চর্মচক্ষুতেই জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহকে দেখেছেন-এমতই অধিক শুদ্ধ। এখানে স্বপ্নে দীদারের পক্ষে কোন দলিলই নেই।

হযরত ওয়াকি (রাঃ) হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুযুর পাক (দঃ) মহান রবকে দু'বার দেখেছেন। (রুহুল বায়ান, عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى আয়াতের ব্যাখ্যা) বস্তুতঃ এমতের পক্ষেই সিদ্ধান্ত যে, হুযুর পাক (দঃ) আল্লাহকে দেখেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেফা শরীফ এবং মাওয়াহেবে লুদুনিয়ার মধ্যে দেখুন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) অবশ্য এ মতের বিরোধীতা করে বলছেন। আল্লাহ ইরশাদ করছে- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ তাঁকে কোন চক্ষু দেখতে পাবে না।' অতএব দীদারে ইলাহী কিভাবে সম্ভব? কিন্তু দীদারে ইলাহীর সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যদের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) স্বীয় ইজতিহাদ প্রসূত চিন্তা হতেই এমন মত ব্যক্ত করেছেন, নতুবা তিনি কোন রেওয়ায়েত পেশ করেন নি। অথচ হযরত ইব্‌নে আরাস (রাঃ) এর বর্ণনা মওজুদ রয়েছে। আর রেওয়ায়েৎ থাকা অবস্থায় ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত এখানে আয়াতের অর্থও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এ বস্তু জগতে কেউ চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পারবে না। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে তো জগতই ছিল ভিন্ন। আর কিয়ামতে এবং বেহেশ্‌তে সকল মুসলমানই দীদারে ইলাহী হাসিল করবেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) শারিরীক মি'রাজকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই মত কেউই মেনে নেননি। কেননা তাঁর মতামতের ভিত্তি ছিল আপন ইজতিহাদ। তিনি ইরশাদ করেন, যে রাত্রে প্রিয় নবী (দঃ) এর মি'রাজ হয়েছে, সে রাত্রে তো তিনি আমার ঘরেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর শরীর তো গায়ব হয়নি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অতএব শারীরিক মি'রাজ কখন হলো? কিন্তু এ কথা এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই শারীরিক মি'রাজ যখন হয়েছিল, তখন তো হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে প্রিয় নবী (দঃ) এর বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং মি'রাজ হযরত উম্মেহানী বিনতে আবু তালিবের ঘর হতেই হয়েছিল।

তাফসীর রুহুল বায়ানের মধ্যে عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মোট ৩৪ বার প্রিয় নবী (দঃ) এর মি'রাজ হয়েছিল। তন্মধ্যে একবারই জাগ্রত অবস্থায় শারীরিকভাবে। আর বাকি সব নিদ্রিত অবস্থায় রুহানী ভাবে।

আয়াতঃ ৭৮

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

(পারাঃ ২৭, সূরা কমর, রুকুঃ ১)

অর্থাৎ– কিয়ামত অতি আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে।

এই আয়াতখানাতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসাই বিদ্যমান।

এখানে হুজুর আকরম (দঃ) এর দু'টি সিফাতের বর্ণনা রয়েছে। একটি হচ্ছে কিয়ামত আসন্ন হওয়া, আর অন্যটি চন্দ্র নিদীর্ণ হওয়া। কিয়ামত আসন্ন হওয়ার অর্থতো এই যে, অন্য সকল নবীগণের আমলে কোন না কোন নূতন নবীর আগমণের অপেক্ষা থাকতো। কিন্তু এখন আল্লাহর শেষ নবী হুযুর পাক (দঃ) তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, এখন শুধু মাত্র কিয়ামতেরই অপেক্ষায় থাকতে হবে। অথবা কিয়ামত আসন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রিয় নবী (দঃ) এর হুকুমত জারী থাকবে, কখনো তাঁর দ্বীন বা তাঁর কুরআন রহিত হবে না। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেন –

اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ অর্থাৎ আমি এবং কিয়ামত এই দুই আঙ্গুলের মত মিলিত। তার মানে আমি এবং কিয়ামতের মধ্যখানে আর কোন নূতন নবী নেই। (বুখারী, কিতাবুর রেকাক, কাউলুন্নবী বুয়িহুত্ অধ্যায়) কিয়ামত পর্যন্ত হুযুর পাক (দঃ) এরই নবুয়্যতের জমানা। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার ঘটনা খরপুতী (রাঃ) শরহে কসিদাহ বুরদার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আবু জাহল ইয়ামনের অধিপতি হাবীব ইবনে মালিকের নিকট পত্র লিখল যে, তোমার দ্বীন মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে, অতত্রব তাড়া তাড়ি এসো। হাবীব এ সংবাদ শুনেই মক্কা মুকাররমায় আগমন করলো। আবু জাহল তার নিকট হুযুর পাক (দঃ) এর সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা প্রদান করলো। এতে আবু জাহলের উদ্দেশ্য ছিল এমন যে, মক্কাবাসীর উপর হাবীবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অতত্রব সে যেন লোকদেরকে এই দ্বীন কবুল না করার জন্য বলে দেয়। কিন্তু হাবীব বললো, উভয় তরফের বক্তব্য শুনেই তিনি ফয়সলা প্রদান করবেন। তিনি বললেন, আমি হুযুর পাক (দঃ) এর কালামও শুনতে চাই। তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারে পয়গাম পাঠিয়ে আরয করলেন – আমি ইয়ামন হতে এসেছি, আপনার দীদার চাই।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর পাক (দঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মজলিসে তাশরীফ আনয়ন করবেন। প্রিয় নবী (দঃ) এর আগমনের সাথে সাথেই গোটা মজলিস বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশ ধারণ করলো, আর কেউই তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করার মতো সাহস সঞ্চার করতে পারছিল না। শেষ অবধি হুযুর আকরম (দঃ) নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানতে চাচ্ছ? হাবীব সাহস সঞ্চার করে আরয করল, হুযুর নবুয়্যতের দাবী করেছেন এবং নবুয়্যতের জন্য মু'জিযা অত্যাবশ্যক। প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, তুমি যা চাও, তাই–ই দেখাব। হাবীব আরয করল, আমি আসমানী মুজিযা দেখতে চাই। এবং এও জানতে চাই, এখন আমার অন্তরে কি ইচ্ছে রয়েছে? ইরশাদ করলেন– চল, সাফা পর্বতে তাশরীফ নিয়ে প্রিয় (দঃ) চন্দ্রকে ইশারা করলেন, আর তৎক্ষণাতই তা দ্বিখন্ডিত হয়ে দু'দিকে পড়ে গেল। কবির ভাষায়–

سورج اُلٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

অর্থাৎ– তাঁর ইশারায় অস্তমিত সূর্য উদিত হলো। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো, অন্ধ নজদীরা আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর মহান শক্তি দেখে নাও।

এরপর হুযুর পাক (দঃ) বললেন– হে হাবীব, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও উত্তর দিচ্ছি। তোমার এক কন্যা আছে, যে রোগগ্রস্থা, যার হাত ও পায়ে দুর্বলতা রয়েছে। তুমি মেয়েটির সুস্থতার জন্য উদগ্রীব রয়েছ। হাঁ, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। একথা শুনেই হাবীব ইবনে মালিক সহসাই ঘোষনা করে বললো,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ঘরে পৌছতে পৌছতে তাঁর রাত্রি হয়ে গেল। দরওয়াজায় আওয়াজ দেয়া মাত্রই তার যে মেয়েটি মাটি হতে উঠতেও পারত না , সে এসে দরওয়াজা খুলে দিল। আর সেও পিতাকে দেখে বলে উঠল,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হাবীব জিজ্ঞেস করল, হে আমার কন্যা, তুমি এই কালেমা কিভাবে শিখলে। সে বলতে লাগলো

اک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں
دکھلا کے پھبن، وہ سُنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن
وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے تو دل اُن کے ساتھ رواں ہوا
نہ وہ دل رہا، نہ وہ دلربا، رہی زندگی سو وبال ہے

অর্থাৎ– গতরাত্রির ঘটনা, আমার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টি, উজ্জল জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহ, মদীনার পবিত্র চন্দ্র, তাঁর আপন সৌন্দর্য দেখিয়ে, আমাকে হিদায়েতের বাণী শুনিয়ে, আমার দেহমন সবকিছুতে ফুঁ দিয়ে চলে গেল। আমার নূতন সজীব অন্তরও তাঁর সাথে রওয়ানা হলো, এখন সে অন্তরও নেই আর অন্তর হরণকারীও নেই। বরঞ্চ তাঁর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিরাগ বেদনায় আমার এজীবন বড়ই কষ্টদায়ক।

কন্যা বলল, আমি স্বপ্নে চন্দ্রের মত সুন্দর এক পবিত্র সত্ত্বা দেখলাম। যিনি আমাকে বললেন, তোমার পিতা তো মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহন করেছে, তুমিও এখানে কালেমা পড়ে নাও, সুস্থ হয়ে যাবে। ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া মাত্রই আমার মুখে কালেমা জারি ছিল, আর আমার হাত পাও ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ।

প্রায় সকল বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং মুফাস্‌সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রিয় নবী (দঃ) এর জমানায়ই সংঘটিত হয়েছিল। আর যারা মনে করে এই ঘটনা কিয়ামতেই সংগঠিত হবে, তারা বদমাযহাবী। হযরত মূসা (আঃ) এর জন্য নীল দরিয়া দ্বিখন্ডিত হয়েছিল, আর হুযুর পাক (দঃ) এর ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। যদ্বারা বুঝা গেল– হুযুর পাক (দঃ) কে অন্যান্য নবীগণ হতে অনেক বেশী মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে।

আয়াতঃ ৭৯

اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(পারাঃ ২৭ঃ সূরা রাহমান, রুকূঃ১)

অর্থাৎ– 'মহান রহমান তাঁর প্রিয় বান্দাকে কুরআন শিখিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদ (দঃ) কে পয়দা করেছেন। আর (সংঘটিত এবং সংঘটিতব্য) সকল কিছুর বিস্তারিত বর্ণনাও তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন'।

উক্ত আয়াতখানাতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর সুস্পষ্ট প্রশংসা রয়েছে। এটির নাযিল হওয়ার পেছনে দু'টি কারণ বিদ্যমান।

প্রথমতঃ এই যে, যখন اُسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ অর্থাৎ-'রহমানকে সিজদা কর' আয়াতখানি অবতীর্ণ হলো, তখন মক্কার কাফিররা বলল, আমরাই তো 'রহমান'। তখন উক্ত আয়াতখানি নাযিল হল, এতে বলা হল, তোমরা জান না, 'রহমান' কে? 'রহমান' তো ঐ মহান সত্ত্বা, যিনি তাঁর মাহবুব (দঃ) কে কুরআন শিখিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মক্কার কাফিররা এ কথাও বলে বেড়াত যে, কেউ না কেউ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কে কুরআন শিখায়। তখন এ আয়াত খানি নাযিল করে বলা হল, মানুষ নয়, বরঞ্চ মানুষের স্রষ্টা রহমানই তাঁকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেন, (খাযেন)। এখানে আয়াত দ্বারা কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি কি শিক্ষা দিয়েছেন, বুঝা গেলেও কাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়। এক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরগণের ভাষা এই যে, হাঁ তাঁকেই শিখিয়েছেন, যাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফায়দাঃ উপরোক্ত বর্ণনা হতে হুযুর পাক (দঃ) এর 'ইল্‌ম' এর মাসয়ালাও পরিস্কার হয়ে গেল। কেননা যদি ছাত্রের মধ্যে ইল্‌ম –এর দুর্বলতা থেকে থাকে তা তিনটি কারণেই হতে পারে। হয়তঃ শিক্ষক অযোগ্য বা কৃপণ, অথবা যে কিতাব পড়ানো হচ্ছে, তা জ্ঞানের আধার হিসেবে অপরিপূর্ণ অথবা ছাত্রই অযোগ্য। এছাড়া আর চতুর্থ কোন কারণই থাকতে পারে না। এখন আসুন, এখানে শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহতায়ালা, ছাত্র তাঁর মাহবুব (দঃ) আর কিতাব হচ্ছে সকল জ্ঞানের আধার এবং উৎস পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন। এরপরও হুযুর পাক (দঃ) এর ইল্‌ম কেন পরিপক্ক হবে না! এতিনটির মধ্যে কে অযোগ্য? যখন আল্লাহ হচ্ছেন কামিল উসতাদ্-মাহবুব (দঃ) হচ্ছেন কামিল শাগরেদ, আর কিতাব হচ্ছে কামিল কুরআন, তখন ইল্‌ম কেন নাকামিল হবে।

দ্বিতীয় ফায়েদাঃ– উক্ত আয়াত হতে একথাও বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) সকল পয়গম্বর এবং সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। কেননা কুরআন থেকে আমরা জানি, হযরত আদম (আঃ) কে সকল বস্তুর নাম শিখানো হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) কে যুদ্ধের পোষাক বানানো শিখানো হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) কে ইল্‌মে ত্বীব বা ডাক্তারী বিদ্যা প্রদান করে বলা হয়েছে– وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ– তাঁকে কিতাব এবং হিক্‌মত শিক্ষা দেয়া দেয়া হয়েছে। হযরত খিজির (আঃ) কে ইল্‌মে লুদুনী প্রদান করে বলা হয়েছে وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا অর্থাৎ আমি তাঁকে আমা হতে ইল্‌ম দান করেছি।' হযরত ইউসুফ (আঃ) কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করে ইরশাদ হল, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ অর্থাৎ তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন।' কিন্তু মাহবুব (দঃ) কে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা উপরোক্ত সকল জ্ঞান হতে উত্তম। এছাড়াও তাঁকে পূর্বাপর সকল ঘটনারও জ্ঞান প্রদান করে ইরশাদ হয়েছে। وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ অর্থাৎ আপনাকে জানানো হয়েছে, যা আপনি জানতেন না।'

তৃতীয় ফায়েদাঃ এ আয়াত দ্বারা এ তথ্যও বুঝা গেল, হুযুর আকরম (দঃ) কোন তৃতীয় মাধ্যম ব্যতিরেকেই আল্লাহর শাগরিদ। হযরত জিব্রাইল (আঃ) মাধ্যম নন, বরঞ্চ তিনি হাবীব এবং মাহবুব (দঃ) এর মধ্যকার কাছেদ মাত্র। তিনি কুরআন শরীফ নিয়ে আসতেন সত্য, কিন্তু নিজেও গোপন তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। তাফসীর রুহুল বায়ানের লিখক كٓهٰيٰعٓصٓ এর ব্যাখ্যায় লিখেন, যখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) পড়লেন ك হুযুর (দঃ) বললেন, হাঁ আমি বুঝতে পেরেছি। তারপর আরয করল ه হুযুর (দঃ) বললেন, বুঝতে পেরেছি। আরয করলেন ي হুযুর বললেন, বুঝে নিয়েছি। আরয হল ع ইরশাদ করলেন, বুঝেছি। তারপর আরয হল ص হুযুর (দঃ) আবার বললেন, হাঁ আমি বুঝেছি। হযরত জিব্রাইল আমিন (আঃ) হয়রান হয়ে আরয করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(দঃ)। কিন্তু আমিতো কিছুই বুঝলাম না। আপনি কি বুঝলেন। কবির ভাষায়–

میانِ عاشق ومعشوق رمز ے ست ۔ کراماً کاتبیں راھم خبر نیست

অর্থাৎ– 'আশেক এবং মা'শুকের মধ্যকার গোপন তথ্য 'কেরামুন কাতেবীন' পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারেন না।'

চতুর্থ ফায়েদাঃ উক্ত আয়াত হতে এ ফায়েদাও অর্জিত হল, আমরা এখানে বুঝতে পারলাম না যে আল্লাহ তাআলা আপন মাহবুব (দঃ) কে কোন সময় শিক্ষা দিয়েছেন। হাঁ 'রোজে আজলে' শিক্ষা দেয়াটাই সুস্পষ্ট। অথবা 'তখন' শিক্ষা দিলেও তার প্রকাশ 'এখন' হয়েছে (রুহুল বায়ান)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ এর মধ্যে 'ইন্সান' দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর মহান সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা মাতলাক দ্বারা মুকাম্মল বা পরিপূর্ণ অংশই বুঝানো হয়ে থাকে। আর عَلَّمَهُ الْبَيَانَ এর মধ্যে 'বায়ান দ্বারা مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ অর্থাৎ পূর্বাপর সকল ঘটনাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, মহান আল্লাহ তাঁর মাহবুব (দঃ) কে সৃষ্টি করে তাঁকে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেছেন। (খাযেন, খাযায়েনুল ইরফান) অতএব উক্ত আয়াতের প্রতিটি শব্দই প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

আয়াতঃ ৮০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ

(পারাঃ ২৭ঃ সূরা, হাদীদ, রুকুঃ৪)

অর্থাৎ–'হে ঈমানদারগণ। আল্লাহকে ভয় কর, এবং তার রাসুলের উপর ঈমান আনয়ন কর। তিনি তোমাদেরকে স্বীয় রহমতে দ্বিগুন পুরস্কার দান করবেন'।

উক্ত আয়াতখানাতেও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা বিদ্যমান। এখানে ঈমানদারগণ দ্বারা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান– যারা পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করেছিল, তাদেরকেই সম্বোধন করতঃ হুকুম প্রদান করা হচ্ছে যে, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা আমার মাহবুব (দঃ) এর উপর ঈমান আনয়ন কর। যদি তোমরা তা কর, তাহলে তোমরা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুন ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। একটি তো নিজ নিজ পয়গম্বরের উপর ঈমান আনয়ন করার কারণে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে আখেরী নবী (দঃ) এর উপর ঈমান আনার কারণে। হাদীছ শরীফে আছে– তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুন ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। প্রথমতঃ যার নিকট বাঁদী ছিল, আর সে তাকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করে আজাদ করতঃ বিবাহ করে নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে গোলাম তার মাওলার খেদমত এবং রব তাআলার আনুগত্য বজায় রাখে। তৃতীয়তঃ ঐ সমস্ত আহলে কিতাব যারা প্রথমে আপন নবীর উপর ঈমান এনেছিল এবং পরবর্তীতে হুযুর আকরম (দঃ) এর উপরও ঈমান আনয়ন করেছে। এরা দু'টি ছওয়াবের ভাগী হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ কিন্তু এতে তাদের মর্যাদা সাহাবায়ে কেরাম বা আহলে বায়ত হতে বেড়ে যাবে না। যদিও বা সাহাবাগণের ছওয়াব একটি আর তাদের দুটি। কেননা অন্যান্যদের লক্ষ ছওয়াবও পূন্যাত্মা সাহাবাগণের একটি ছওয়াবের সমান হতে পারে না।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, সাহাবাগণের সামান্য খয়রাতও অন্যান্যদের পর্বত সম সোনা খয়রাত করার চেয়েও বেশী মূল্যবান। উপরন্তু ছওয়াব বেশী হওয়া এক কথা, আর বিশেষ মর্যাদায় অভিসিক্ত হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। যদি বাদশাহ তার কোন সিপাহীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বড় ধরণের কোন পুরস্কারও দিয়ে দেন, আর যদিও বা প্রধান মন্ত্রীকে কোন পুরস্কার নাই বা দেন, কিন্তু তারপরও প্রধানমন্ত্রীর যে মর্যাদা রয়েছে, তা কোন দিনও পুরস্কার প্রাপ্ত ঐ সিপাহীর হবে না।

আয়াতঃ ৮১

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۝

(পারাঃ২৮ঃ সূরা মুজাদিলা, রুকুঃ২)

অর্থাৎ "আপনি পাবেন না, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন গোষ্ঠী, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচারীকে ভালবাসে– হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র"।

এই আয়াতখানাতেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা বিদ্যমান। সাথে সাথে এতে সত্যিকার মুসলমানের পরিচয়ও অঙ্কন করা হয়েছে। এতে সত্যিকার মুসলমানের চরিত্র এটিই বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন খাঁটি মু'মিন আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব (দঃ) এর দুশমনের সাথে মুহাব্বত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, তা সে তাঁর যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। যদ্বারা বুঝা গেল, যদিওবা মাতা পিতার যথেষ্ট হক রয়েছে, কিন্তু প্রিয় নবী (দঃ) এর মুহাব্বতের প্রশ্নে আর কারও কোন রকমের হক নেই। যেমন হুযুর আকরম (দঃ) এর আদেশ হচ্ছে দাঁড়ি রাখা। এ মহান আদেশের সম্মুখে মাতা পিতা বন্ধু বান্ধবের অনিচ্ছাকে মূল্য দেয়া জায়েয নেই। নামায পড়া এবং রোযা রাখা আল্লাহতাআলার হুকুম। এক্ষেত্রে মাতার নিষেধ অবশ্যই অলঙ্গণীয়। কেননা আল্লাহ এবং তাঁর হাবীব (দঃ) এর হুকই সর্বাগ্রে মান্য। একই ভাবে যদি কারও মাতা পিতা, ভাই বেটা কাফির থাকে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণভাবেই হারাম।

পূণ্যাত্মা সাহাবাগণের মহান জীবনই এই আয়াতের ব্যাখ্যা। যেমন হযরত আবু উবায়দাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে আপন পিতা জাররাহকে কতল করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর আপন সন্তান আব্দুর রহমানকে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যিনি তখন কাফির ছিলেন, মুকাবিলার জন্য আহ্বান করে বললেন, আস আজকে পিতা পুত্রের মধ্যে দুই হাত হয়ে যাক। কিন্তু দয়াল নবী (দঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বারণ করলেন। হযরত মাছআব ইবনে আমীর (রাঃ) স্বীয় কাফির ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আমীরকে কতল করলেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হামজা (রাঃ)। স্ব স্ব আত্মীয় রবিয়ার পুত্র উতবা এবং শাইবাকে বদরের যুদ্ধে কতল করেছিলেন। মূলতঃ আল্লাহ এবং রাসূল (দঃ) এর উপর ঈমান স্থাপনকারীর সামনে আত্মীয়তার সম্পর্কের কি মূল্য? (রুহুল বায়ান, খাযায়েনুল ইরফান)

মসয়ালাঃ এ আয়াত হতে বুঝা গেল, আল্লাহতাআলা এবং মাহবুব (দঃ) এর শানে বেয়াদবীকারীর সাথে উঠা বসা এবং মুহাব্বত রাখা হারাম। আর তা রাখা মূলতঃ বেঈমান হওয়ারই আলামত। নেক সন্তান কোন দিনও তার পিতার দুশমনের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে পারে না। যদি কেউ কারও মাতাকে গালি দেয়, তখন পুত্র তার সাথে কথা বলাও পসন্দ করে না। অতএব যে পবিত্র সত্ত্বার উপর মাতা পিতা এবং উভয় জাহানই কুরবান, তার শানে কুমন্তব্য কারীর সাথে উঠা বসা করা এবং মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখা একজন খাঁটি ঈমানদার কি করে পসন্দ করতে পারে! এ থেকে বিশেষতঃ ঐসমস্ত লোকদেরই শিক্ষা নেয়া উচিৎ, যারা প্রত্যেক দল এবং গোষ্ঠীর বৈঠকে অংশগ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচার তাওফিক দান করুক।

تا توانی دُور شو از یارِ بد ؛ یارِ بد، بدتر بود از مارِ بد

مارِ بد تنہا ہمیں بر جاں زند ؛ یارِ بد بر دین و بر ایماں زند

অর্থাৎ 'যতটুকু সম্ভব খারাপ সুহবত হতে দূরে থাক। খারাপ বন্ধু বা খারাপ সুহবত বিষাক্ত সাপ হতেও মারাত্মক। কেননা বিষাক্ত সাপ তো শুধু প্রাণের উপরই ছোবল মারে, কিন্তু খারাপ বন্ধু দ্বীন এবং ঈমানের উপর ছোবল হেনে থাকে'।

একজন ধনশালী ব্যক্তি যদি ডাকাতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে একদিন ডাকাত তার ধন নষ্ট করে দিবে। ঠিক তদ্রুপ ঈমানের দৌলতের অধিকারী যদি বেঈমানের সাথে মুহাব্বত রাখে, তহলে সে একদিন তার ঈমানই নষ্ট করে দিবে। বাতিলের সুহবতে পড়ে বদ মাযহাব হয়ে গিয়েছে, আজকাল এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

আয়াতঃ ৮২

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۝

(পারাঃ ২৮, সূরা হাশর, রুকুঃ১)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ– রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর। আর যা বারণ করেছেন, তা হতে বিরত থাক।

উক্ত আয়াত খানাও হুযুর আকরাম (দঃ) এর প্রশংসা দ্বারা সমৃদ্ধ। অর্থাৎ প্রিয় নবী (দঃ) সমস্ত মুসলমানগণের মালিক এবং তারা তাঁর একান্ত বান্দা। যদ্বারা বুঝা গেল– ঐ ব্যক্তিই সত্যিকার ঈমানদার; যে প্রিয় নবী (দঃ) যাবতীয় আদেশ নিষেধ বিনা দ্বিধায় কবুল করে নিবে। চাই সেই হুকুম তার বিবেচনায় যৌক্তিক হোক আর নাইবা হোক। অথবা তদ্বারা তার জাগতিক স্বার্থ সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকুক আর নাইবা থাকুক।

যেমন হুযুর আকরম (দঃ) সুদ খেতে নিষেধ করেছেন। অথচ বাহ্যিক বিবেচনায় এর মাঝে জাগতিক স্বার্থ জড়িত । এতদসত্ত্বেও ঈমানী দাবী এই যে সুদের উপর নবুয়তি নিষেধাজ্ঞা শুনা মাত্রই নিজ হাতে তা দূরে সরিয়ে দাও। কেননা এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর হুকুমের সম্মুখে মস্তক অবনত করার মধ্যেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ।

একথা স্মরণ রাখতে হবে। হুযুর আকরম (দঃ) যে কাজ নিজে করেছেন, অথবা তিনি যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, অথবা কাউকে কোন কাজ করতে দেখেও তিনি তা করতে বারণ করেননি, এ জাতীয় সকল কাজই مَا اٰتٰكُمْ এর মধ্যে শামিল রয়েছে। হ্যাঁ প্রথমটিকে সুন্নতে ফেলী, দ্বিতীয়টিকে সুন্নতে কাউলী আর তৃতীয়টিকে সুন্নাতে চাকুতী বলে। সাথে সাথে এ সত্যও মনে রাখা রাখা বাঞ্চনীয় এটি এককভাবে একমাত্র প্রিয় নবী (দঃ) এর শান যে, শুধু মাত্র তাঁরই প্রত্যেকটি হুকুম এবং কাজ অনুসরনীয়, এছাড়া আর কারও এ মর্যাদা নেই। কেননা প্রিয় নবী (দঃ) এর সমস্ত হুকুম এবং কাজ আল্লাহর পক্ষ হতেই অবতীর্ণ, অথচ আমাদের কাজে এবং চিন্তার মধ্যে শয়তানের প্রভাবও থেকে থাকে। কিন্তু রিসালতের এই পবিত্র দরবারে না আছে শয়তানের অবাঞ্ছিত গমন আর না রয়েছে নফ্ছেআম্মারার এতটুকু প্রভাব প্রতিপত্তি যেমন স্বর্ণ খণি হতে একমাত্র স্বর্ণই পাওয়া যায়। আমের বৃক্ষ হতে শুধু আমই মিলে, ঠিক তদ্রুপ প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র মূখ মুবারক হতে শুধুমাত্র হকেরই বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। অতএব বিনা বিবেচনায় তাঁর প্রত্যেকটি কাউল এবং ফেল মুবারকের অনুকরণ করা চাই। অথচ অন্যান্য লোকদের আমল এবং কাউলের অনুকরণের ক্ষেত্রে শরীয়'তের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে।

আয়াতঃ ৮৩

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۝ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

(পারাঃ ২৮, সূরা সফ্‌রুকু)

অর্থাৎ 'ঐ মহান সত্ত্বা, যিনি আপন রাসুলকে হিদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি তা অন্য সকল দ্বীনের উপর জয়ী করে দেন। যদিওবা মুশরিকরা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা অপসন্দ করে।

উক্ত আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এতে ইসলামের জয়ী হওয়ার সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে। এখানে هُوَ الَّذِيْ এর মধ্যে নিহিত সূক্ষ তত্ত্ব আমি সূরা ফাত্হর শেষান্তে বর্ণনা করে এসেছি। কিন্তু এ জায়গায় এ কথাই বলা হয়েছে যে, রাবতাআলা ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি ইসলামকে অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর জয়ী রাখবেন। আর আল্লাহ তাআলা তা পরিপূর্ণ করে দেখিয়েছেনও। এখনও তা বিশ্ববাসীর সম্মুখে একেবারে সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ যখন মক্কা মুকাররমায় ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছিল, তখন ইসলামের উপর অনেক ঝড় তুফান এসেছিল, এমনকি স্বয়ং ইসলামের প্রচারক আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এবং মুসলমানগণকে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা মুকাররমাও ছাড়তে হল। কিন্তু এতকিছুর পরও ইসলামই জয়ী থাকল। আর তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট আরবীয়গণ প্রিয় নবী (দঃ) এর তেইশ বৎসরের

নবুয়্যতী শিক্ষার মহিমায় বিশ্বের উৎকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হল। এ শিক্ষার বরকতেই অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের উসতাদ হয়ে গেল। চোর পরবর্তীতে সম্পদের সংরক্ষণকারী হয়ে গেল, অপসংস্কৃতির পূজারী অসভ্যরা দুনিয়াকে সভ্যতা শিক্ষাদানকারী হয়ে গেল, শরাব পানকারী শরাব ছেড়ে খোদা প্রেমের শরাবে মত্ত হয়ে গেল, সৃষ্টির পূজারী হয়ে গেল স্রষ্টার পূজারী। আরও কত জন যে কত মহাজন হয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই।

দুনিয়ার জিন্দেগীর অতি সামান্য সময়ে, নিতান্তই খালি হাতে প্রিয় নবী (দঃ) মুসলিম জাতিকে যে স্থানে উপবিষ্ট করেছেন, তা অন্য আর কোন জাতি-স্রষ্টার মধ্যে দেখা যায় না। তিনিই এ জাতিকে বিশ্ব ক্ষমতার সার্বিক মালিক বানিয়েছেন। হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত তারা গোটা দুনিয়ার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে শাসন করেছে। আল্লাহর একান্ত মহিমায় আল্লাহর মাহবুব (দঃ)এর গোলামগণ দুনিয়ার এই সংঘাতময় লগ্নেও সম্মান এবং মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও বা বাহ্যতঃ ধন সম্পদ জ্ঞান বিজ্ঞান ইয়্যত সুলতানাত ইত্যাদি সার্বিক ব্যাপারেই মুসলিম জাতিকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশ পেছনে মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মুসলমানরাই এখনও জয়ী। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আমি পেশ করছি।

আমরা যদি মসজিদ, মন্দির আর গির্জার তুলনামূলক অবস্থা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখি, মসজিদ দৈনিক পাঁচবার সরগরম হয়। গির্জা সপ্তায় মাত্র রবিবার দিন একবার, আর মন্দিরে দৈনিক সন্ধ্যার পর একবার নাম মাত্র ঘন্টা বাজানো হয়। কুরআন শরীফ তেলাওয়াৎ, সংকলন ইত্যাদি সব দিক হতেই জের-জবর সহ সংরক্ষিত, অথচ ইন্‌জিল তৌরাত এবং বেদের মৌলিকত্ব দুনিয়া হতে বিলুপ্ত। সামান্য মূল্য নিয়ে যে ইনজিল ক্রয় বিক্রয় হয়, তা মূল ইন্‌জিল কিতাব নয়, বরঞ্চ ইন্‌জিলের রূপান্তর মাত্র; মূল ইন্‌জিল কিতাব বিলুপ্ত।

এই পবিত্র কুরআনের যত গবেষণামূলক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে, এবং এই কুরআনের উপর যে ব্যাপক চর্চা এবং এর যত পাঠক পাঠিকা আছে, তা আর কোন গ্রন্থ বা কিতাবের নেই। প্রত্যেক এলাকায়ই কুরআনের হাফেজ পাওয়া যায়। যদি কোন সমাবেশে কেউ একটি আয়াতের একটি জবরও পরিবর্তন করে পড়ে, তখন সাথে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাথেই লোকেরা তাকে ধরে বসে। এছাড়া আর কোন কিতাবের কোন হাফেজ নেই। বর্তমানে পৃথিবীতে ভিন্ন জাতির শাসন চলছে। কিন্তু যেহেতু কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু রাষ্ট্রীয় কোন উদ্যোগ ব্যতিরেকেই পৃথিবীর প্রত্যেক জায়গাতেই আরবী জানা লোক বর্তমান রয়েছে।

প্রিয় নবী (দঃ) এর জীবন মুবারকের প্রত্যেকটি অবস্থা - যেমন তাঁর পারিবারিক সামাজিক আচরণ, উঠা বসা, চলা ফেরা হাসি কান্না, কথাবার্তা, তাঁর সম্পূর্ণ শরীর মুবারকের বর্ণনা এমনকি দাড়ি মুবারকের মধ্যে কয়টি দাড়ি হয়েছিল, এসব কিছুরই বিস্তারিত বর্ণনা সহ তাঁর পবিত্র জীবনালেখ্য যেভাবে সংরক্ষিত, তা অন্য আর কোন ধর্মের প্রবর্তকের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। হাদীছ শরীফ তো হুযুর আকরম (দঃ)এর জীবন বিশ্লেষণ মাত্র। কোন বাদশাহ, কোন মাশুক, কোন বীর, বস্তুতঃ দুনিয়ার আর কোন মহিমান্বিত ব্যক্তির জীবনও এভাবে সংরক্ষিত হয়নি।

মুসলমানরা গরু এবং ছাগলের গোশ্ত খায়। আর ইয়াহুদী খৃষ্টান হিন্দু সহ অন্য সব জাতি ভক্ষণ করে শুকরের মাংস। কিন্তু গরু বকরীর গোশ্তের মধ্যে যে বরকত রয়েছে, তা শুকরের মাংসের মধ্যে নেই। বলুন তো, হিন্দুস্থানে গরুবকরীর গোশ্তের কয়টি বাজার আছে, আর শুকরের মাংসের কয়টি? উপরন্তু অন্য জাতিরাও ধীরে ধীরে ইসলামী বিধি বিধান অনুসরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। একসময় অন্যান্যরা অভিযোগ করে বলতো, ইসলামে একজন পুরুষের চারজন মহিলা বিবাহ করার বৈধতা ঠিক হয়নি। কিন্তু যখন মহিলারা সংখ্যায় বেশী হয়ে গেল, উপরন্তু যুদ্ধে এবং বিভিন্ন ভাবে পুরুষরা মারা যেতে লাগল, তখন তারা এই চারটি বিবাহের বৈধতার ভেদ বুঝতে পারল।

বিষয়বস্তু বেড়ে যাবে। নতুবা আমি ইসলামের এক একটি বিধি বিধান ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতাম যে, ইসলামী হুকুম আহকামই মানবীয়। বস্তুতঃ মুসলিম জাতির দ্বীনি বিজয়এখনও বিদ্যমান আছে। অবশ্য এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যে, মুসলিম জাতি নিজেদেরই কর্মকাণ্ডের কারণে বর্তমানে লজ্জিত, লাঞ্ছিত এবং বিত্তহারা রিক্তহস্ত। এ অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, ইসলাম নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামের রজ্জু শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরার তওফিক দান করুন।

আয়াতঃ ৮৪

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(পারাঃ ২৮, সূরা মুনাফিকুন রুকুঃ ১)

অর্থাৎ-'মর্যাদা তো আল্লাহরই, এবং তাঁর রাসূলের ও মুমিনদিগের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না'।

উক্ত আয়াতখানাতেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা বিদ্যমান। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর সুমহান মর্যাদার বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর ওসীলায় মুমিনগণের মর্যাদার প্রকাশ ঘটেছে। আয়াতখানার শানে নযুল এই যে, হুযুর আকরম (দঃ) মরিসী'র

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যুদ্ধ হতে ফিরে এসে যখন একটি কূপের নিকট অবস্থান করছিলেন, সেখানে হযরত উমর (রাঃ) এর খাদেম জাহ্জাহা গাফ্ফারী এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর বন্ধু জাহান্নামী সেনান ইবনে ওয়াবর এর মধ্যে সংঘাত হয়ে গেল। এ সময় মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার বন্ধু সেনানের পক্ষপাতিত্ব করে হুযুর আকরম (দঃ) এর মহান শানে কটাক্ষ করে বলল, আমরা মদীনায় গিয়ে অপদস্থ মুহাজিবীনদেরকে বহিষ্কার করে দিব। এবং সে স্বীয় কাউমকে বলতে লাগল, যদি তোমরা এই মক্কাবাসীদেরকে তোমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য না দাও, তাহলে তারা তোমাদের ঘাড়েই সওয়ার হয়ে বসবে। অতএব তোমরা তাদেরকে কোন প্রকারের সুযোগ সুবিধে দিও না। এতে এরা মদীনা হতে পালিয়ে যাবে। হযরত ইবনে আরকম (রাঃ) এ কথা শুনে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এই মুনাফিককে বললেন, বরঞ্চ তুমিই অপদস্থ। হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র মাথায় তো মি'রাজের মর্যাদামণ্ডিত তাজই শোভিত। মহান আল্লাহ তাঁকে মর্যাদা এবং শক্তি প্রদান করে মহিমান্বিত করেছেন। তখন ইবনে উবাই মুনাফিক বলল, চুপ থাক, আমি তো নিতান্ত খেলাচ্ছলেই এ কথাগুলো বলেছিলাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকম (রাঃ) এ কথাগুলো হুযুর আকরম (দঃ) এর দরবারে গিয়ে আরয করলেন। হুযুর আরকম (দঃ) তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিককে ডেকে সব কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে কসম খেয়ে বলল, আমি এগুলো কিছুই বলিনি। তার কাউম আরয করে বলল, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বৃদ্ধ লোক, সে কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারে না। বরঞ্চ যায়েদ ইবনে আরকমই ধোঁকায় পতিত হয়েছে। তখন ইবনে উবাই মিথ্যাবাদী আর হযরত যায়দ ইবনে আরকম (রাঃ) কে সত্যপন্থী আখ্যায়িত করে এই আয়াতখানি নাযিল হল।

তাফসীর রুহুল বায়ানের লিখক এ স্থানে লিখছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের পুত্র একজন মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর নামও ছিল আবদুল্লাহ। যখন তিনি শুনলেন, তাঁর পিতা প্রিয় (দঃ) এর শানে কটাক্ষ করে কথা বলছে, তখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ফটকে তাঁর পিতাকে আটক করে তলোয়ার বের করলেন এবং তাকে মদীনায় প্রবেশ করতে না দিয়ে বললেন, আপনি স্বীকার করুন আল্লাহ ইযযত ওয়ালা আর তার মাহবুব (দঃ) ও ইযযত ওয়ালা, নতুবা এখনই আপনার ঘাড় ফেলে দিব। প্রাণের ভয়ে তাকে তা মানতেই হল। এ সমুদয় ঘটনা হুযুর আকরম (দঃ) শুনে তাঁর জন্য দুআ করলেন।

বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) এর মর্যাদার উপর মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি মান-ইযযত সকল কিছুই কুরবানী করাই ছিল সাহাবাগণের নীতি। এবং তাঁদের দৃষ্টিতে হুযুর আকরম (দঃ) এর হকের সম্মুখে আর অন্য কারও হকের প্রশ্নই আসতে পারেনা।

উক্ত আয়াতে আল্লাহতাআলা এবং তাঁর মাহবুব (দঃ) আর তাঁর ওসীলায় মুসলমানদের জন্যই ইযযত সুপ্রমাণিত হয়েছে। এখানে ইযযতের অর্থ শক্তি এবং বিজয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আর বস্তুতঃই বিজয় একমাত্র আল্লাহ তাঁর মাহবুব এবং মুসলমানদের জন্যই আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেও। আল্লাহর ইযযতের ব্যাখ্যা এই যে, দুনিয়ায় এতটুকু একটি কাজও তার ইচ্ছে ব্যতিরেকে ঘটবে না। তিনিই মর্যাদাবান এবং অসীম কুদরতের অধিকারী। সর্বত্র তারই নিরংকুশ আধিপত্য। তিনিই সবার অধিপতি আর সাহায্যকারী। তিনি যাকে ইযযত প্রদান করবেন, তাকে কেউ-ই বেইযযতী করতে পারবেনা। আর যাকে তিনি বেইযযতী করবেন, তাকে কেউ-ই ইযযত প্রদান করতে পারবে না। আদি হতে সেই মহান সত্ত্বার আজমত ছিল, এবং অনন্তকাল থাকবে। অন্য সবাই অস্থায়ী, একমাত্র তিনিই চিরস্থায়ী। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি বেনায়াজ-অমুখাপেক্ষী।

হুযুর আকরম (দঃ) এর ইযযতের ব্যাখ্যা এই যে, তাঁর শুভ খাতেমা নিশ্চিত। রব তাআলা তাঁকে ইযযত দান করেছেন, শাফাআতের অধিকারী করেছেন, তাঁর দ্বীনকে অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেছেন, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বের আয়াতে করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। তিনি সৃষ্টির কারও মুখাপেক্ষী নন, বরঞ্চ গোটা সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাঁকে সম্মান করা আল্লাহকেই সম্মান করার শামিল। আর তাঁকে কটাক্ষ করা আল্লাহকেই কটাক্ষ করার নামান্তর। তাঁর আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর বিরোধিতা মূলতঃ আল্লাহরই বিরোধিতা। তাঁর পবিত্র সত্ত্বাতে আল্লাহরই মহান সত্ত্বা বিকশিত। সকল গুণাহগারকে তাঁরই রিসালতের দরবারে ওসীলা নেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার সকল বস্তুর উপর তাঁরই হুকুমত। জীব জন্তু, পাথর বৃক্ষ সবকিছুই তাঁকে সালাম পেশ করছে। আর জ্বিন, ইনসান, ফেরেশতারা তাঁরই দুআর মুখাপেক্ষী। দুনিয়ার সকল রাজা বাদশাহ্ তাঁরই নবুয়্যতের দরওয়াজার ভিখারী, জিব্রাইল আমীন (আঃ) তাঁর দরবারের খাদেম। মহান আরশে আ'লা হচ্ছে তাঁর উদয় স্থল আর ফরশ হচ্ছে তাঁর দারুল হুকুমত। কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেকেরই তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি থাকবে তাঁরই পবিত্র হাত মুবারকের প্রতি নিবদ্ধ। বস্তুতঃ আমার এমন কি সাধ্য আছে যে, এই পবিত্র সত্ত্বার মহান ইযযতের এতটুকু বর্ণনাও দিতে পারব। শুধু এতটুকুই বলব। তাঁকে ঐ সুউচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে- যা একমাত্র প্রদানকারী আল্লাহই জানেন আর ইযযতের অধিকারী মাহবুব (দঃ)ই জানেন। আমি এতটুকুন বলেই ইতি টানতে চাই। بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎ-ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! মহান আল্লাহর পরেই আপনার সুউচ্চ অবস্থান।

'মাওয়াহেবে লুদুনিয়া' কিতাবে আছে, একজন মুসলমান যে নেক কাজই করুক না কেন, তার একটি ছওয়াব নেককারের জন্য, দুটো ছওয়াব তার মুর্শিদের জন্য, চারটি ছওয়াব তার মুর্শিদের মুর্শিদের জন্য, আটটি ছওয়াব তার পরের মুর্শিদের জন্য, এভাবে উপরের দিকে সিলসিলা অতিক্রম করে যতই অগ্রসর হবে, ছওয়াবও তত বেড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এই একটি মাত্র নেক ছওয়াব অফুরন্ত আধিক্য নিয়ে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র দরবারে পৌছে। এটি তো একজন মাত্র উম্মতের একটি মাত্র নেক কাজের ব্যাখ্যা। এখন হিসেব করুন, দৈনিক কত অগণিত উম্মত কত অগণিত নেক

www.YaNabi.in

কাজ করছে, আর তার ছওয়াব কি হারে দরবারে রিসালতে পৌঁছে যাচ্ছে। এটি মূলতঃ পরিসংখ্যানের উর্ধে। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে- مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ

(মিশকাত, কিতাবুল ইলম) অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের পথ দেখাবে, সেও পুণ্যকারীর সমান ছওয়াব লাভ করবে'। আর গোটা জাহানের রাহবর বা পথপ্রদর্শক তো হুযুর পাক (দঃ)। যে কেউ-ই কোন নেক কাজ করে বা কিয়ামত পর্যন্ত করবে, সে প্রিয় নবী (দঃ) এরই রাহবরী পেয়ে করবে। এখন হুযুর আকরম (দঃ) এর ছওয়াবের কি পরিসংখ্যান!

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ-শাতরান্‌জের (এক জাতীয় খেলা) আবিষ্কারক তার এই শাতরান্‌জ খেলা নিয়ে বাদশাহ্‌র দরবারে গেল, বাদশাহ্ তাকে বললো, তুমি এর উপর পুরস্কার চাও। সে বলল, আমার শাতরন্‌জের ঘরগুলোকে চাল দ্বারা এভাবে ভরে দিন যেন প্রত্যেকটি পরবর্তী ঘরে পূর্ববর্তী ঘর হতে দ্বিগুণ চাল হয়। অর্থাৎ প্রথম ঘরে একটি চাল, দ্বিতীয় ঘরে দুটি, তৃতীয় ঘরে চারটি, চতুর্থ ঘরে আটটি, পঞ্চম ঘরে ষোল এভাবে। বাদশাহ্ বিষয়টি বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, যাও তো দেখি, এ হিসেব কে করবে, বরঞ্চ আমার বাবুর্চীখানা হতে দুবেগ চাল নিয়ে নাও। কিন্তু সে বলল, বাদশাহ্ নামদার! আমাকে আমার হিসেবে অনুযায়ীই দিন। হিসেব করে দেখা গেল যে, গোটা জার্মিনেও এতগুলো চাল উৎপন্ন হয় না। যে পরিমাণ সে চেয়েছে। কেননা শাতরন্‌জের ৬৪টি ঘর থাকে এবং ৮টি চালে ১রত্তি, ৮রত্তিতে ১মাসা, ১২ মাসায় ১ তোলা, আর ৮০ তোলায় ১ সের হয়। এবার হিসেবে দেখা যায়, ২৪ ঘর পর্যন্ত ১ মণ চাল প্রয়োজন। এভাবে বাকি প্রত্যেক ঘরপিছু দ্বিগুণ করে শেষ পর্যন্ত চালের পরিমাণ এতটুকু হলো যে, যদি সে চালের মূল্য বাবদ স্বর্ণ দেয়া হয়, আর যদি চাল ১ টাকায় চার সের পাওয়া যায়, এবং স্বর্ণের তোলা যদি ২৫ টাকা হয়, তখন স্বর্ণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটি মণ। এবার চালের হিসেব করে দেখুন!

এই তো ছিল শাতরন্‌জের ৬৪টি ঘরের হিসেব, যেটি তৎসময়কার বাদশাহ্ আদায় করতে পারেনি। কিন্তু আমার আকা মাওলা (দঃ) এর দরবারে উম্মতের আমল যখন পৌঁছে, তা দ্বিগুণ চারগুণ, আটগুণ হয়ে হতে হতে এ পরিমাণ হয়ে যায় যে, যেখানে সংখ্যাও কাজে আসে না। কিন্তু হিসেব বাড়ছে তো, এতে কি আসে যায়! প্রদানকারী তো মহান আল্লাহ। তাঁর খযীনায় কিসের সংকট আছে! এটিও হুযুর আকরম (দঃ)এর সুমহান মর্যাদার একটি দিক। ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ আপনার জন্য রয়েছে অপরিসীম ছওয়াব'।

মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদা এই যে, তারা জাহান্নামের স্থায়ী আযাব হতে মুক্ত। তারা তাদের রব তাআলার সত্যিকার অনুগত বান্দাহ্। দ্বীনি দৃষ্টিকোণ হতে অন্যান্য কাউম তাদের সামনে কিছুই নয়, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যদি তারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়, তাহলে তখত-তাজ তাদেরই জন্যে। কুরআনের

www.YaNabi.in

ভাষায়- وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ 'তোমরাই জয়ী, যদি খাঁটি মুসলমান হয়ে থাক'।

কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের দ্বীন বাকি থাকবে, তাঁদের কিতাব 'কুরআনুল করীম, মাহফুজ। তাঁদের মাঝে আওলিয়া, উলামা, গাউছ, কুতুব সর্বত্রই মওজুদ। কিয়ামতের ময়দানে ওযুর চিহ্ন দ্বারা তাঁদের হাত পা মুখ পূর্ণিমার চন্দ্রের মত ঝলমল করবে। অন্য সকল উম্মতের আগেই তারা জান্নাতী হবে। তাঁরা অর্ধেক জান্নাতের মালিক, আর অন্য সব উম্মত একত্রিতভাবে বাকি অর্ধেকের। পূর্ববর্তী আয়াতে আমি বিভিন্নভাবে মুসলমানদের মর্যাদা এবং তাঁদের দ্বীনের জয়জয়কার বর্ণনা করে এসেছি। এখানে আর একটি কথা বুঝে নিন, বায়তুল মুকাদ্দস হচ্ছে ঈসায়ী, ইয়াহুদী এবং অন্য সব কিতাবীদের সম্মিলিত কিবলা, কিন্তু পবিত্র কা'বা শুধুমাত্র মুসলিমদেরই কিবলা। হজ্ব কা'বারই হয়, বায়তুল মুকাদ্দসের নয়। কা'বা মুয়াজ্জমায় যে ধুমধাম, তা বায়তুল মুকাদ্দসে নেই। বায়তুল মুকাদ্দস তৈরী করেছে জ্বিনরা, তৈরী করিয়েছেন হযরত সুলায়মান (আঃ)। কিন্তু কা'বা মুয়াজ্জমা তৈরী করিয়েছেন স্বয়ং রব তাআলা, নক্‌শা বানিয়েছেন হযরত জিব্রাইল আমীন (আঃ) ইমারত তৈরী করেছেন হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ)। এতে সহযোগীতা করেছেন হযরত ইসমাইল জবিহুল্লাহ (আঃ), আর তা আবাদ করেছেন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)।

বায়তুল মুকাদ্দসে অসংখ্য নবী আরাম করছেন। কিন্তু মদীনাতুল মুনাওয়ারায় শুধু সাইয়্যেদুল আম্বিয়া (দঃ) আরাম করছেন। মদীনা শরীফে যত যিয়ারতকারীর ভীড় হয়, বায়তুল মুকাদ্দসে তার এক দশমাংশও হয়না। বস্তুতঃ দ্বীনি-দুনিয়াবী প্রত্যেক দিক হতেই আল্লাহ মুসলমানদেরকেই ইয্যত দান করেছেন। বিত্তশালী হওয়া না হওয়া, বা বাদশাহ হওয়া না হওয়ার উপর ইয্যত নির্ভর করে না। এগুলো তো অস্থায়ী মর্যাদা।

হিদায়েতঃ উক্ত আয়াতে তিন সত্ত্বার জন্য ইয্যত ছাবেত করা হয়েছে। আল্লাহ, রাসুল এবং সকল মুসলমানদের জন্য। কিন্তু অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ সমস্ত ইয্যত আল্লাহর জন্য' এর উত্তর এই যে, স্বত্তাগত এবং কাদিমী ইয্যত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কিন্তু খোদা প্রদত্ত ইয্যত নবীগণ, ওলীগণ এবং সকল মুসলমানের জন্যই ছাবেত আছে। অথবা এর অর্থ এই যে, সবার ইয্যত মূলতঃ আল্লাহরই ইয্যত।

আয়াতঃ ৮৫

نٓ ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝

(পারাঃ ২৯, সূরা কলম, রুকূঃ১)

অর্থাৎ-'নূন, কলম এবং তার লিপিবদ্ধ বিষয়ের শপথ! আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন। আর আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার'।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখানে ষোলটি আয়াত হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা এবং আজমতের খজিনা স্বরূপ। উক্ত আয়াতসমূহের এক একটি অক্ষরে প্রিয় নবী (দঃ)এর তা'রিফের ফুল প্রস্ফুটিত। এই আয়াতগুলোতে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে হবে।

(১) উক্ত আয়াতসমূহের অবতীর্ন হওয়ার কারণ। (২) নুন এবং 'কলম' দ্বারা কিবুঝানো হয়েছে। ,(৩) এখানে কয় প্রকারের প্রশংসা নিঃসৃত হচ্ছে।

(১) মক্কার মুশরিকরা, বিশেষ করে ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা হুযুরআকরম (দঃ) কে 'মাজনুন' বা উম্মাদ বলতো। তদ্বারা হুযুর পাক (দঃ) অন্তরে আঘাত পেয়েছিলেন। অতএব রব তাআলা শপথ করে তাঁর মাহবুবে পাক (দঃ) এর সুউচ্চ ফযীলত এবং অপপ্রচারকারীদের হীন চরিত্রের বর্ণনা দিলেন, যাতে করে মাহবুব (দঃ) এ পবিত্র ক্বালব শান্তি পায়। ইরশাদে বারী তাআলা হলো, নুন-এর শপথ, কলমের শপথ, এবং এটির লিখিত বিষয়ের শপথ! হে আমার মাহবুব! আপনি উম্মাদ নন। বরঞ্চ আপনার সমালোচনাকারীই বদ-জাত, বেঈমান, অপবিত্র অন্তর, চোগলখোর জারজ সন্তান ইত্যাদিইত্যাদি।

(২) নুন-শব্দের মধ্যে বিভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে। (১) এটি উক্ত সূরারই পবিত্র নাম। (২)মহান আল্লাহর নাম (৩) এটি নূর এবং নাছেরের প্রথম অক্ষরদ্বয় এবং আল্লাহর নাম মুবারক। (৪) ن : ر : ح : م মিলিতভাবে রহমান হয়। অতএব এটি আল্লাহ পাকের নাম সমূহের একটি অংশ। এ-অর্থে রব তাআলা স্বীয় সত্তারই শপথ করেছেন। (৫) অথবা এখানে নুন হুযুর পাক (দঃ)এর নাম মুবারক। (৬) অথবা নূন-হচ্ছে 'নূর' এর প্রথম অক্ষর। আর 'নূর' হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র নাম। যেমন- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ 'তোমাদের নিকট নূর এসেছে আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে। আর এ অর্থে এখানে হুযুর আকরম (দঃ) এরই শপথ। (৭) অথবা নূন-এর অর্থ মাছ। আরবী ভাষায় মাছকে 'নূন' বলা হয়। এখানে মাছ দ্বারা ঐ মাছটিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেটির পেটে হযরত ইউনুস (আঃ) ছিলেন। অথবা ঐমাছ, যেটি জান্নাতীগণের প্রথম খাদ্য হবে। অথবা ঐ মাছটিকে বুঝানো হয়েছে; যার উপর জমিনেরঅবস্থান।(রুহুলবায়ান,তাফসিরেআজিজী)

(১) وَالْقَلَمِ কলম দ্বারা সাধারণ কলমই উদ্দেশ্য,কেননা তদ্বারা ইল্ম লিখা হয়। এ জন্যই এর মর্যাদা, এবং তার শপথ করা হয়েছে। (২) অথবা ঐ কলম বুঝানো হয়েছে, যেটি লাউহে মাহফুজে সমস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছে। (৩) অথবা ঐ কলমের কথাই বলা হয়েছে, যেটি দ্বারা ফেরেশতা মায়ের পেটের সন্তানের তাক্দির লিখে থাকে। অথবা যে কলম দ্বারা ফেরেশতা মানুষের আমল নামা লিপিবদ্ধ করে, সেটিই এখানে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ সমুদয় অর্থে নুন এবং কলমের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বুঝা যায় না। আর এ জন্যই অনেক মুফাসসির বলছেন, এখানে কলমও হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম মুবারক, কেননা এক হাদীছে আছে-

اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ 'আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন'। আবার অন্য হাদীছে রয়েছে-

اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ 'আল্লাহ প্রথম আমার নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন'। এই দু'টি হাদীছ শরীফকেই এমন ভাবে সান্নিবেশিত করা হয়েছে যে, কলম এবং নূর উভয়টি দ্বারাই হাকিকতে মুহাম্মদী (দঃ) বুঝানো হয়েছে। হুযুর পাক (দঃ) কে 'কলম এ জন্য বলা হয়, যেমন লিখার পূর্বে কলমের অস্তিত, ঠিক তেমনি সৃষ্টির পূর্বে হুযুর পাক (দঃ) এর অবস্থান। এবং যেভাবে কলমে ইলাহীর বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ঠিক তেমনি হুযুর পাক (দঃ) এর বিধানও দুনিয়ায় কেউ পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহর কলম। আবার কেউ কেউ বলেছেন এখানে নুন দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর ওষ্ঠ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুবারক এবং কলম দ্বারা তাঁর জবান মুবারকই বুঝানো হয়েছে। যেভাবে কলম দোয়াতেরই সাহায্যে লিখে, ঠিক তদ্রূপ প্রিয় নবী (দঃ) এর জবান মুবারক তাঁর পবিত্র ওষ্টের সাহায্যেই কথা বলে থাকে। অর্থাৎ কিছু অক্ষর জবান হতে আর কিছু ওষ্ট পাক হতে আদায় হয়। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি অক্ষরই আল্লাহর ওহী। এটি হচ্ছে তাঁর পবিত্র জবান মুবারকের চালিকাশক্তি وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۔

'এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না, এটি তো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়'। স্মর্তব্য যে মানুষের ঠোঁট এবং দোয়াত-এই তিনটিরই বাহ্যিক গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ,অতএব হুযুর (দঃ) এর জিহ্বা মুবারক আল্লাহর দোয়াত, হুযুর (দঃ) এর ঠোঁট মুবারক স্রষ্টার কলম এবং হুযুর (দঃ) এর কালাম রব তাআলার ফরমান।

وَمَا يَسْطُرُوْنَ 'ঐ বিষয়ের শপথ, যা কলম লিপিবদ্ধ করে'। এখানেও বিবিধ মত রয়েছে-কারও মতে ঐ সমস্ত লোকদের কথাই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা দ্বীনি ইল্ম লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ হে আমার পিয়ারা নবী! আপনার পবিত্র জবান এবং জিহ্বা এবং আপনার ঐ সমস্ত মহান কালামের শপথ, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ লিখতে পড়তে থাকবে। বস্তুতঃ এ পবিত্র কালামের (কথা) উপর কুরবান, কেননা পৃথিবীর অন্যান্য বাদশাহ্গণ স্বীয় নাম স্বর্ণ চাদির উপর খোদাই করেছে। এরপরও তা নিহিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ শাহেনশাহ কত মহান শানের অধিকারী, যিনি আরবের মরুদ্যানে কিছু আকর্ষণীয় কথা বার্তা শুনিয়েছেন। আর তা, না প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ মিটাতে পেরেছে, না কালের আবর্তনে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, অথবা না কোন বস্তুবাদী শক্তি তাতে এতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছে। বরঞ্চ তাঁর পবিত্র নাম মুবারক সৃষ্টির যুগের পাতায়, মস্তিক সমূহে, সহিফা সমূহে, নিথর পাথরে এমন ভাবে খোদিত রয়েছে যে, মিটে নাই, আর মিটবেও না। অথবা

وَمَا يَسْطُرُوْنَ দ্বারা ফেরেশ্তাগণের তাহরিরই (লিপি) বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা হুযুর আকরম (দঃ) এর বাণী সমূহ এবং তাঁর পবিত্র আমল তাহরির বা লিপিবদ্ধ করেন। বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি শব্দই হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র প্রশংসা।

এরপর ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব (দঃ)! আপনি আপনার রবের একান্ত অনুগ্রহ 'মাজনুন' নন। 'মাজনুন' শব্দের অর্থ উম্মাদ অথবা লুক্কায়িত। প্রথম অর্থ একেবারে পরিকার অর্থাৎ উম্মাদনা।

আপনাকে কক্ষনো স্পর্শ করতে পারবে না। কেননা নবীগণের আকল গোটা সৃষ্টি হতেও অধিক। আর হুযুর পাক (দঃ) এর আকল শরীফ তো সকল নবীগণ হতেও অধিক। যদি বাদশাহর উজির উম্মাদ হয়ে যান তাহলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা বিগড়ে যাবে। সুতরাং রব তাআলার মাহবুব (দঃ) এর উপর যদি এ অবস্থা আবর্তিত হয় তাহলে এই সৃষ্টি কিভাবে কায়েম থাকবে। হুযুর আকরম (দঃ) এর সাথে তো রব তাআলাও কথা বলেন, তাঁর ফেরেশ্তারাও। মানব এবং জ্বিনও তাঁর দরবারে আরয পেশ করে। এমনকি প্রাণীকূল এবং উদ্ভিদেরাও। তিনি জমিনবাসীদের ফরিয়াদ পূরণকারী, আরশবাসীর আশার স্থল। সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, স্রষ্টার মহান দৃষ্টি তাঁর উপর। তিনি স্রষ্টার রহমত সৃষ্টিতে পৌছান। আবার সৃষ্টির অভাব এবং বিভিন্ন হাজত স্রষ্টার দরবারে আরয করেন। যে মহান জাত মুবারকের উপর এতগুলো দায় দায়িত্ব তিনি আবার কি করে উম্মাদ হতে পারেন। আর যদি মাজনুন দ্বারা 'মাসতুর' বা লুক্কায়িত বুঝানো হয়ে থাকে, তখন অর্থ দাঁড়াবে, হে মাহবুব (দঃ)! আপনি লুক্কায়িত নন। অর্থাৎ কোন গায়েব, পূর্বাপর ঘটনাবলী, সৃষ্টির কণা অনুকণা কোন কিছুই আপনার দৃষ্টি হতে লুক্কায়িত নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(রুহুল বায়ান) অথবা এই অর্থ যে, রবতাআলা আপনার থেকে লুকায়িত নন। অথবা আপনি সৃষ্টি হতে গোপন নন, বরঞ্চ মুসলমানরা আপনাকে জানে। কাফিররা আপনাকে চিনে। বরঞ্চ চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ লতা পাথর, আরশী, ফরশী সবাই আপনাকে মেনে চলছে।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ এখানে 'আজর' এবং 'মামনূন' এর মধ্যে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। 'আজর' এর অর্থ শাফায়াত এবং 'মামনূন' এর অর্থ 'মুনকাতি' বা শেষ। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে- আপনার শাফায়াত কক্ষনো শেষ হবে না। সৃষ্টির গোড়া হতে শেষ অবধি সকলের মুসীবত আপনার ওসীলাতেই দূর হয়েছে এবং হবে। হযরত আদম (আঃ) এর তওবা আপনার ওসীলাতেই কবুল হয়েছে। আপনার ওসীলাতেই হযরত নূহ (আঃ) এর নৌকা পার পেয়েছে। আপনার বরকতে হযরত খলীল (আঃ) এর জন্য আগুন বাগানে পরিণত হয়েছে। আপনার ওসীলাতেই হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এর জীবন হেফাজত হয়েছে। এখনও আপনার ওসীলাতে দুনিয়ায় রহমত আসছে। বালাসমূহ দূর হচ্ছে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

'আপনার বর্তমানে আল্লাহ তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করবেন না'। রুহ কবজ এর সময় আপনিই সাহায্যকারী, কবরে আপনাকে চিনার উপরেই মৃতব্যক্তির কামিয়াবী নির্ভর। হাশরে শাফায়াতের আশ্রয়স্থল আপনিই, জান্নাতেও আপনার ধুমধাম আর জাহান্নামেও আপনার ওসীলায় গুণাহ্গার উম্মতের আযাব থেমে যায়। বস্তুতঃ আপনিই বর আর গোটা সৃষ্টি বরযাত্রী।

অথবা 'আজর' এর অর্থ ছওয়াব' এবং 'মামনূন' এর অর্থ 'বন্ধ'। অর্থাৎ হে মাহবুব! আপনার ছওয়াব কক্ষনো বন্ধ হবে না। কেননা আপনার উম্মত কিয়ামত পর্যন্তই থাকবে। তাদের নেকসমূহ থাকবে, যা হাজারগুণ বৃদ্ধি পাবে ও আপনি পেতে থাকবেন। অথবা 'আজর' এর অর্থ ছওয়াব আর 'মামনূন'-এর অর্থ অনুগ্রহ দেখানো। অর্থাৎ হে আমার মাহবুব (দঃ)! আপনার ছওয়াব প্রাপ্তি, এটি আপনার উপর আমার কোন বান্দার অনুগ্রহ নয়। কেননা অন্যরা তো ইলম, ঈমান, রিযক, ইয্যত, আওলাদ ইত্যাদি কারও না কারও ওসীলায় প্রাপ্ত হয়। অতএব তারাও কারও না কারও নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকে। কিন্তু মাহবুব আমার! গোটা সৃষ্টিতে আপনিই একক ঐ পবিত্র সত্তা, যার ওসীলায় সৃষ্টির সবাই স্রষ্টার দৌলত প্রাপ্ত হয়। সবাই আপনার মুখাপেক্ষী। আর আপনি আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী নন। সবার উপর আপনারই অনুগ্রহ, আপনার উপর তাদের কারও অনুগ্রহ নয়। লোকেরা বলে, হযরত হালীমা হুযুর আকরম (দঃ) কে লালন পালন করেছেন, কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর রবের কসম! বস্তুতঃ হযরত হালীমাকেই হুযুর (দঃ) লালন পালন করেছেন। কেননা তাঁর আগমনের পরই হযরত হালীমার জীবন নির্বাহ পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাঁর ক্ষুধা দূর হয়েছে। কবির ভাষায়-

بنی سعد کا دشت رشک چمن ہے گل ہاشمی چن کے لائی حلیمہ

অর্থাৎ-'বনি সা'দের বাগান আজকে সবার জন্য ঈর্ষার কারণ, কেননা মা হালীমা তথায় হাশেমীয় ফুল বেছে এনেছেন'।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূফী সাধকগণের কেউ কেউ বলেন-হকতালার মহান জাতই হুযুর আকরম (দঃ) এর জন্য 'আজর' বা প্রতিদান।

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এ আয়াতের আলাদা তাফসীর আমি পরে করব। এই পর্যন্ত হুযুর আকরম (দঃ) এর ফজিলত বর্ণনা করতঃ তাঁকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। এখন খোদায়ী গজবের দৃষ্টি ঐ বদ বখতের উপর-যে এমনতম খবিছ কথা বলেছিল যে, আপনি উম্মাদ। তাদের অসংখ্য দোষ বর্ণনা করার পর তাদের নেতা ওলিদের নির্দিষ্ট দশটি দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تُطِعْ ... অর্থাৎ-"আর অনুসরণ করো না তার-যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট বলিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণের কাজে বাধা প্রদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ট, রুঢ় স্বভাব এবং তদুপরি জারজ সন্তান সে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। তার নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হলে, এটিতো পূর্বের রূপকথা মাত্র। আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দেব"।

ওলিদ যখন এ আয়াতখানি শুনে, তখন সে তলোয়ার নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগল, মুহাম্মদ (দঃ) আমার দশটি দোষ বর্ণনা করেছে। নয়টি আমার মধ্যে আছে, আমি তা জানি। আর বাকি একটি আমি জানি না। তা তুমিই জান একমাত্র। বল আমি হালাল সন্তান না জারজ সন্তান? সত্য বল, নতুবা গর্দান উড়িয়ে দেব। কেননা মুহাম্মদ (দঃ) কক্ষনো মিথ্যা বলেন না। তখন তার মাতা বলল, তুমি জারজ তোমার পিতা উকবা ছিল নপুংসক অথচ ধনী। তার এই সম্পদ অন্যরা ভক্ষণ করার আশংকা আমি করতাম। সুতরাং আমি এক রাখালের সাথে যেনা করেছি। আর তুমি তারই অবৈধ সন্তান। (রুহুল বায়ান ইত্যাদি সকল তাফসীর) বুঝা গেল হুযুর আকরম (দঃ) এর শানে কটু মন্তব্য করা জারজ সন্তানদেরই চরিত্র।

আয়াতঃ ৮৬

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

(পারাঃ ২৯, সূরা কলম, রুকূঃ১)

অর্থাৎ- 'এবং অবশ্যই আমি সুমহান চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী'।

এই আয়াতখানাতেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ না'ত বিদ্যমান। এতে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র আখলাক মুবারককে 'আজিম' বা সুমহান বলা হয়েছে। আদতকে আরবী ভাষায় 'খুলক' বলা হয়। যার কারণে কোন প্রকারের কষ্ট ছাড়াই নিজের থেকেই ভাল কাজ নিঃসৃত হয়। অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে আপনি যত রকমের উত্তম কাজ আনজাম দিচ্ছেন, এটি তো আপনার আদত মুবারক। এতে আপনার কোন প্রকারের কষ্ট হয় না। এটিই কুরআনুল করীমে এভাবে ইরশাদ হয়েছে

وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

'এবং চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্য কষ্টদায়ক কোন কাজ আমাকে করতে হয় না'।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আর 'আজিম' বলে একথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি কেউ হুযুর আকরম (দঃ) এর আখলাক এবং গুণাবলী নিরুপণ করতে চায় তা সে পারবে না। কেননা দুনিয়ার নিয়ামত তো অতি সামান্য। قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ 'আপনি বলুন দুনিয়ার লাভ অতি সামান্য'। কিন্তু এরপরও তা কেউই গুণে পড়ে শেষ করতে পারে না। অতএব যে নিয়ামতকে পরোয়ারদেগার 'আজিম' বলেছেন, তা আবার কে নিরুপণ করবে!

তাফসীর রুহুল বায়ানের লিখক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-হুযুর আকরম (দঃ) কে হযরত নুহ (আঃ) এর শুকরিয়া, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর খলিলিয়ৎ, হযরত মূসা (আঃ) এর ইখলাস, হযরত ইসমাইল (আঃ) এর সত্যবাদিতা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং হযরত আয়ুব (আঃ) এর সবর, হযরত দাউদ (আঃ) এর ইসতেগফার, হযরত সুলায়মান (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর নম্রতা বস্তুতঃ সমস্ত নবীগণের আখলাক তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। এইজন্যই ইরশাদ হয়েছে- فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'তিনি তাঁদেরই পথে চলেছেন'। অর্থাৎ সকল নবীগণের সমস্ত গুণাবলী একত্রিত ভাবে হুযুর আকরম (দঃ) এর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)কে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর পাক (দঃ) এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, কুরআনই তাঁর চরিত্র। এর দু'টি অর্থ, একটি এই যে, কুরআনুল করীমের উপর আমলই হচ্ছে তাঁর পবিত্র জিন্দেগী। এজন্যই অনেকেই বলেন, যে ব্যক্তি হুযুর আকরম (দঃ) এর দীদারের আশা রাখে, সে যেন কুরআনুল করীম দেখে। কেননা মহান কিতাব কুরআনই হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র জিন্দেগীর নীরব ছবি। অথবা এভাবেই বল। কুরআন হচ্ছে খোদায়ী ফরমান, আর তিনি হচ্ছেন তার বাস্তবতা। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর ফরমানের অন্য অর্থ এও হতে পারে, যেভাবে কুরআনুল করীম একটি সীমাহীন দরিয়া, হুযুর আকরম (দঃ) এর সুমহান আখলাক ও তেমনি অসীম।

তাফসীরে রুহুল বায়ানের মুসান্নিফ ইরশাদ করছেন, অনেকেই বলেন, একমাত্র রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত এবং সৃষ্টি হতে উদাসীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র চরিত্র। উক্ত তাফসীরের এই একই জায়গায় আরও রয়েছে যে, মে'রাজের রজনীতে রাব্বুল আলামিন হুযুর আকরম (দঃ) এর সামনে চাবিকাঠি পেশ করেছেন, তিনি কবুল করেননি। সমস্ত ফেরেশ্‌তা জান্নাত এবং তথাকার নিয়ামত সমূহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টি দেননি। বরঞ্চ মহান রব তাআলাকেই একমাত্র কবুল করেছেন। আর এজন্যই মহান আল্লাহও ইরশাদ করেছেন। অর্থাৎ আমার মাহবুবের দৃষ্টি আপন রব হতে অন্য দিকে সরেনি مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মুসলমানদের উত্তম এবং পবিত্র চরিত্র গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়, কেননা এটি জান্নাতীর নিশানা। এবং খারাপ চরিত্র হতে বাঁচতে হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কেননা এটি জাহান্নামে নিয়ে যাবার কারণ। এখন আমাদের চরিত্র কিরূপ হতে হবে, তা সংক্ষেপে আরয করছি।

আল্লাহর ভাষায়- اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কাফিরদের উপর কঠিন এবং পরস্পরের প্রতি করুণাময়'। যদি কেউ তোমার ব্যক্তিগত অসুবিধে ঘটায়। তাকে ক্ষমা করে দাও, কিন্তু যদি কেউ দ্বীনের ক্ষতিসাধন করার চক্রান্ত করে, তুমিও তার পেছনে লেগে যাও।

হুযুর আকরম (দঃ) তায়েফে তাবলীগে দ্বীনের জন্য তাশরীফ নিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁর সাথে বহু বেয়াদবী করেছে। এমনকি তাঁকে আহত করে দিয়েছে। হযরত জিব্রাইল আমীন (আঃ) এসে আরয করলেন, হুযুর! আপনি বদদুআ করুন। এখনই তাদেরকে হালাক করে দেয়া হবে। কিন্তু তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই পাথর বর্ষণকারীদের উপর তোমার রহমতের ফুল বর্ষণ কর। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! এরা তো এখন ঈমান আনবে না। ইরশাদ করলেন, আশা করছি তাদের সন্তানেরা ঈমান আনবে।

এটা তো ব্যক্তিগত মুয়ামেলায় হুযুর আকরম (দঃ) এর করুণার দৃষ্টান্ত। কিন্তু একবার একজন নারী চুরি করেছিল। হুযুর পাক (দঃ) তার হস্ত কর্তনের আদেশ প্রদান করলেন। লোকেরা ক্ষমার সুপরিশ করলো। তিনি বললেন, এটি তো খোদায়ী শাস্তি, ক্ষমা হতে পারে না। এমনিই হচ্ছে আখলাকে মুহাম্মদী (দঃ) এর নমুনা। আজ মুসলমানরা মনে করছে বদমাযহাবীদের সাথে নম্রতা আর মুসলমানেদের সাথে শত্রু তাই হচ্ছে আখলাক। যদি বদমাযহাবীদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা ইসলামী চরিত্র হয়, তাহলে জিহাদের বিধান কার বিরুদ্ধে'। সাপ মেরে ফেলা এবং ক্ষেত হতে আগাছা বের করে ফেলাই উত্তম।

আয়াতঃ ৮৭

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ۝

(পারাঃ ২৯, সূরা জ্বিন, রুকূঃ২)

অর্থাৎ-'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞানের উপর জ্ঞাত করেন না'।

এ আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ)এর না'ত সম্বলিত এবং তাঁর ইলমে গায়েবকেই প্রকাশ করছে। এতে ইরশাদ হয়েছে যে, পরোয়ারদেগারে আলম গায়েবের উপর পরিজ্ঞাতা এবং তিনি তাঁর বিশেষ পয়গম্বর ছাড়া আর কাউকে তাঁর খাস গায়েবের উপর শক্তি দান করেন না।

এ আয়াতখানিতে দু'টি দিক আলোচনার দাবী রাখে। একটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার খাস গায়েব আর দ্বীতিয়টি হচ্ছে গায়েবের উপর অন্য কাউকে জ্ঞাত করানো। গায়েব ঐ বিষয়, যা চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আর না আকলেও তা সহজে ধরা পড়ে। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এখন আমাদের জন্য বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদির ইলম ইলমে গায়েব নয়। কেননা আমরা আজকে তা গিয়ে দেখে আসতে পারি। এছাড়াও অসংখ্য লোক আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছে যে, এগুলো দুনিয়ায় দু'টি শহর, অতএব তা গায়েব নয়। গায়েব দু'ধরণের। একটি হচ্ছে যা দলীল দ্বারা জানা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর সিফাত বা গুণাবলী। দ্বিতীয় যেগুলো দলীল দ্বারা জানা সম্ভব নয়। প্রথম প্রকারের গায়েব রাসূলগণ ছাড়া অন্যরাও প্রাপ্ত হতে পারেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ 'তারা গায়েবের উপর ঈমান আনে। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব আল্লাহর-যেটিকে غَيْبِهٖ স্বীয় গায়েব বলা হয়েছে। এই প্রকারের গায়েব রাসূলগণ ছাড়া আর কাউকে প্রদান করা হবে না। হাঁ যাকে হুযুর আকরম (দঃ) স্বীয় অনুগ্রহে অবগত করাবেন, একমাত্র সেই হুযুর (দঃ) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে। এটিই হচ্ছে এখানে আয়াতের সারমর্ম অর্থাৎ পরোয়ারদেগারে আলম স্বীয় গায়েবের উপর বিশেষ রাসূল ছাড়া আর অন্য কাউকে শক্তি প্রদান করেন না। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী (দঃ)কে স্বীয় বিশেষ ইলমে গায়েব প্রদান করেছেন (তাফসীরে কবির, বায়যাবী রুহুল বায়ান)

এখন যে সমস্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ গায়েব জানে না, তা মূল এবং জাতি বা সত্তাগত ইলমের সাথেই সম্পৃক্ত। এখানে ইলমে জাতিকে রহিত করা হয়েছে, আর ইলমে আতায়ী (প্রদত্ত ইলম) ছাবেত করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল করীমের অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا 'সমস্ত ইযযত একমাত্র আল্লাহর জন্য'। আবার এও ইরশাদ হচ্ছে- فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ 'ইযযত আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনগণের জন্য। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ 'আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম নেই। অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে- فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا 'যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন হাকিম নিযুক্ত করবে'।

এখন এ আয়াতগুলোর অর্থ এই যে, মূল ইযযত এবং হুকুমত শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য, কিন্তু আল্লাহতাআলার প্রদান করার কারণে মুসলমানগণ ইযযতও পেয়েছে আর হুকুমতও লাভ করেছে। এভাবে ইলমে গায়েবও। হুযুর পাক (দঃ) কে কতটুকু ইলমে গায়েব প্রদান করা হয়েছে, তা তো একমাত্র প্রদানকারী আল্লাহ এবং গ্রহণকারী মাহবুব (দঃ)ই জানেন লাউহে মাহফুজে সকল مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা ঘটেছে বা ঘটবে) এর ইলম বিদ্যমান। কিন্তু এই লাউহে মাহফুজের ইলমও তো প্রিয় নবী (দঃ) এর ইলমের মহাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র ফোঁটা মাত্র। কসিদায়ে বুরদাহ'র মধ্যে আছে- وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ-লাউহে এবং কলমের ইলমও আপনার ইলমের মধ্যে শামিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাঁ বিভিন্ন রেওয়ায়েত হতে যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই যে, আদি অন্তের সকল কণা অনুকণার ইলম প্রিয় নবী (দঃ) কে দেয়া হয়েছে। আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত তাঁকে দেখানো হয়েছে। একটি পাখীর ডানার নড়াচড়ার ইলমও তিনি প্রদত্ত হয়েছেন। এসম্পর্কীয় বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার কিতাব জাআল হক -এর মধ্যে দেখুন। অন্য জায়গায় এধরণের বিশ্লেষণ তত সহজভাবে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার ইলমে গায়েব হুযুর আকরম (দঃ)কে প্রদান করা হয়েছে। তিনি যদি কারও উপর বিশেষ দৃষ্টি করেন, তার জন্যও আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) ইরশাদ করেন-

نَظَرْتُ إِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا ÷ كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ

অর্থাৎ- আমি স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি তাকালাম, তা আমার কাছে সরিষার দানার মত দৃষ্ট হলো।

বস্তুতঃ হুযুর পাক (দঃ) এর প্রত্যেকটি সিফাতই মহান।

আয়াতঃ ৮৮

(পারাঃ ২৯, সূরা মুযযাম্মিল, রুকুঃ ১) يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

অর্থাৎ-'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর। কিছু অংশ ব্যতীত!

এই আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর না'ত। এ আয়াতে মাহবুব (দঃ) এবং তাঁর ওসীলায় সমস্ত উম্মতদেরকে তাহাজ্জুদের নামায এবং তারতিবের সাথে কুরআনুল করীম তেলাওয়াৎ করার হুকুম প্রদান করা হচ্ছে, কিন্তু এ সম্বোধন বড়ই মধুর। ইরশাদ হয়েছে-হে বস্ত্র আবৃত মাহবুব (দঃ)। যদ্বারা বুঝা গেল, মাহবুব (দঃ) এর প্রত্যেকটি অবস্থায়ই আল্লাহর নিকট একান্ত প্রিয়।

এ আয়াতখানার শানে নযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত বিবৃত হয়েছে। প্রথমতঃ ওহী নাযিলের প্রথম পর্যায়ে হুযুর আকরম (দঃ) কালামে ইলাহীর বিশেষ প্রভাবে স্বীয় বস্ত্র মুবারকে আবৃত হয়ে যেতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্য এক মত এই যে, একদিন হুযুর আকরম (দঃ) স্বীয় চাদর শরীফে আবৃত হয়ে আরাম করছিলেন। এসময়ই তাঁকে এসম্বোধন করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এআয়াতের অর্থ হচ্ছে- হে নবুয়্যতের চাদরে আবৃতকারী।

রুহুল বায়ানের মধ্যে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে। এক রাত্রিতে হুযুর পাক (দঃ) চাদর আবৃত হয়ে আরাম করছিলেন। এমন সময় আল্লাহতাআলার ইচ্ছে হল, তাঁর মাহবুব (দঃ) এ সময় যেন তাঁর দরবারে মুনাজাত এবং গোপন ও একান্ত কথাবার্তা বলেন। অতএব সম্বোধন করে আহ্বান করলেন, হে আরাম গ্রহণকারী মাহবুব! এ মুহূর্তে আমার সাথে কথাবার্তা বলুন, বস্তুতঃ যে ধরণের ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন এখানে এ আয়াত হতে মাহবুব (দঃ) এর মহান শানই প্রকাশ পাচ্ছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসয়ালাঃ- ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থায় তাহাজ্জুদের নামায ওয়াজিব ছিল। কারও মতে ফরয। পরে এ অপরিহার্যতা রহিত হয়ে গেছে। এবং তা ঐ আয়াত খানা দ্বারাই হয়েছে। যেটি অত্র সূরায় পরে রয়েছে-

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (খাযায়েনুল ইরফান, আহমদী) এখন তাহাজ্জুদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আলাল কেফায়াহ। অর্থাৎ বস্তির একজনও যদি পড়ে তাহলে ঐ বস্তির সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথায় সবাই সুন্নাত বর্জনকারীর অন্তর্ভূক্ত হবে।

মাসয়ালাঃ- কেউ ইশার নামায পড়ে শুয়ে পুনরায় যখন আবার জাগরিত হবে তখনই তার জন্য তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত আরম্ভ হবে। কেননা এটিই তার জন্য তাহাজ্জুদের সময়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি ঠান্ডার মৌসুমে রাত্রি ৮টায় ইশার নামায পড়ে শুয়ে যায়, এবং নয়টায় তার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন এটিই তার জন্যতাহাজ্জুদের সময়। আর কোন ব্যক্তি সারা রাত্রিই জাগ্রত ছিল, তার জন্য তাহাজ্জুদের সময় আসেনি, কেননা তাহাজ্জুদের জন্য নিদ্রা গিয়ে জাগরিত হওয়া শর্ত। আর তাহাজ্জুদের মুস্তাহাব সময় হচ্ছে রাত্রির শেষ ষষ্ঠাংশ। এনামায কমপক্ষে দু'রাকাআ'ত এবং বেশীর পক্ষে বার রাকাআত। যদি প্রত্যেক রাকাআতে তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়া হয়, তবে প্রত্যেক রাকাআতেই এক খতম কুরআনের ছওয়াব দেয়া হবে।

আয়াতঃ ৮৯

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

(পারাঃ ২৯, সূরা মুযযাম্মিল, রুকূঃ১)

অর্থাৎ-নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের উপর হাজির-নাজির যেমন আমি ফেরাউনের প্রতিও রাসূল প্রেরণ করেছি।

এ আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর না'ত সমৃদ্ধ। এতে কাফির এবঙ মুসলমানগণের প্রতি সম্বোধন হচ্ছে যে, হে লোকেরা! এই মহান পরগম্বর যিনি তোমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন, তিনি তোমাদের থেকে এবং তোমাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বেখবর নন বরঞ্চ তোমাদেরকে এবং তোমাদের ঈমান এবং কুফর সম্পর্কেও তিনি জানেন। কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রত্যেকটি অবস্থার উপর তিনি ওয়াকেফহাল। এ জন্যই তিনি তোমাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর দরবারের সাক্ষী দিবেন। অর্থাৎ মুমিনের ঈমান এবং কাফিরের কুফর তিনি জাহের করবেন। এদ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর ইলমে গায়েব ছাবেত হয়েছে। এবং তথায়ই তাঁর হাজির নাজির হওয়াও ছাবেত হয়ে গেল। কেননা সাক্ষী দেখা বিষয়ের উপরই হতে হয়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) যখন কিয়ামতের ময়দানে অন্য সকল নবীগণের পক্ষে সাক্ষী দিবে, তখন হুযুর আকরম (দঃ) উম্মতের পক্ষে সাক্ষী প্রদান করবেন। এ বিষয়ে এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাজির-নাজির হওয়ার পূর্ণ আলোচনা আমার কিতাব "জাআল হক" এর মধ্যে দেখুন।

আয়াতঃ ৯০

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

(পারাঃ২৯, সূরা মুযযাম্মিল রুকূঃ২)

অর্থাৎ-নিশ্চয়ই আপনার রব জানেন যে, আপনি জাগ্রত থাকেন। কখনও রাত্রি প্রায় দুই তৃতীয়াংশ,কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ এবং আপনার সাথে যারা আছে, তাদিগের একটি দলও। এবং আল্লাহই দিন ও রাত্রির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসেব রাখতে পার না, অতএব আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব এখন কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু পড়।

উক্ত আয়াতখানি হুযুর আকরম (দঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। এটির শানে নযুল এই যে, যখন মুসলমানদের উপর তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল তখন হুযুর আকরম (দঃ) এবংসাহাবীগণ নামাযে এতক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেত এবং ফেটে তা হতে রক্ত প্রবাহিত হতো তাঁদের ধারণা এই ছিল যে, নামাযে তাহাজ্জুদ ওয়াজিবের মান হতে যেন নিম্নের না হয়, বরঞ্চ এর চেয়ে বেশী হলেই কিছু আসে যায় না। যেহেতু ঐ যুগে ঘড়ি ছিল না, সেহেতু মুসলমানগণ রাত্রির সময়ের সঠিক অনুমান করতে পারতেন না। নামায পড়তে পড়তে অনেক সময় ভোর হয়ে যেত। এক বৎসর পর্যন্ত এই হুকুম ফরয ছিল। এক বৎসর পর এই আয়াতখানি নাযিল হলো এবং তদ্বারা তাহাজ্জুদ ফরয হওয়াকে রহিত করা হল। এখন এই তাহাজ্জুদের ফরয হওয়া রহিত করার কারণ কি ছিল। হুযুর আকরম (দঃ) এবং সাহাবীগণের কষ্টকে লাঘব করা। যদ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সন্তুষ্টি বিধান

এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাঁর জন্য শরিয়তের বিধানেও বিবেচনা করা হত। মূল তাহাজ্জুদ হুযুর আকরম (দঃ) এর উপর বরাবরই ফরয থাকল। কিন্তু রাত্রির জাগরণে কোন প্রকারের শর্ত থাকল না বরঞ্চ অর্ধেক রাত এক তৃতীয়াংশ অথবা যতক্ষণ আপনার ইচ্ছা হয়, জাগরিত হন। হাঁ, উম্মতের জন্য তা আর ফরয থাকল না।

মাসয়ালাঃ- খতমে শবিনা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ'র নামাযে এক রাত্রিতে পূর্ণ কুরআন শেষ করা জায়েয, যদি আদায়কারীর উপর বোঝা না হয়। তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে যে, চার ব্যক্তি এক রাকায়াতে পূর্ণ কুরআন শেষ করেছে। তাঁরা হচ্ছেন হযরত উছমান ইবনে আফফান, তামীমে দারী, সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং ইমামে আজম আবু হানীফা (রঃ)। হামসা ইবনে মিনহাল এক মাসে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নব্বই খতম করতেন। আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ এক দিনে চার খতম করেছেন। আর তাহাবী শরীফ, প্রথম খন্ড'জমউস সুয়ার ফি রাকাআতিন্' অধ্যায়ে আছে, হযরত তামীমে দারী, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রাঃ) এক রাকাআতে কুরআনুল করীম খতম করেছেন। সম্ভবতঃ রদ্দুল মুখতার এর ভূমিকায় আছে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) রমযান শরীফে ৬১ বার পবিত্র কুরআন খতম করতেন। ইমাম নববী (রঃ) তাঁর কিতাবুল আযকার কিতাবু তিলাওয়াতিল কুরআন এর মধ্যে লিখছেন, অনেক ব্যক্তিই এক রাকায়াতে কুরআনুল করীম খতম করেছেন। তন্মধ্যে হযরত উছমান ইবনে আফফান, তামীমে দারী এবং ছাঈদ ইব্নে জুবাইরও ছিলেন।

উপরোক্ত দলীলাদি দ্বারা খত্মে শবিনা ছাবেত হয়েছে। কিন্তু এতে দুটো বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। একটি এই যে, তিলাওয়াৎকারীর তিলাওয়াৎ শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং প্রত্যেকটি অক্ষর যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। শুধু يَعْلَمُوْنَ এবং تَعْلَمُوْنَ এর পাঠক হলে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণকারীকেও আগ্রহ সহকারে শুনতে হবে। এমনটি হলে হবে না যে, লোকেরা বসে বসে তন্দ্রা যাচ্ছে, যখনই রুকুর সময় হল, তড়িৎ উঠে তাকবীর বলে শরীক হয়ে গেল। উক্ত দু'টিই নিষেধ। (যে সমস্ত হাদীছে কুরআনুলকরীম তাড়াতাড়ি পড়ার নিষেধ এসেছে, তদ্বারা উক্ত ব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে। আর যাঁরা এক রাকাআতেই পবিত্র কুরআন খতম করেছেন, তাঁরা এত দ্রুততা সত্ত্বেও বুঝে বুঝেই তা পড়তেন।

আয়াতঃ ৯১

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

(পারাঃ ২৯, সূরা মুদ্দাছছির, রুকুঃ ১)

অর্থাৎ-'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্ক বাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুণ। আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।'

এই আয়াতখানাও মাহবুবে পাক (দঃ) এর প্রশংসা সমৃদ্ধ। এটির শানে নযুল এ যে, হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেন, একদিন আমি হেরা পর্বতে ছিলাম, হঠাৎ আমি একটি আওয়াজ শুনলাম يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি আল্লাহর রাসুল। আমি চতুর্দিকে কাউকে দেখলাম না। উপরের দিকে তাকিয়ে হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে কুরসীর উপর আহ্বানরত আসীন দেখলাম, যিনি হেরা পর্বতে ওহী নিয়ে এসেছিলেন।এরপর আমি শংকিত হয়ে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর নিকট এসে বললাম, আমাকে চাদর দ্বারা জড়িয়ে দাও যখন জড়িয়ে দেয়া হল, তখন উক্ত ওহী আসল। হে বস্ত্রাবৃত মাহবুব! উঠুন, কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ুন, দ্বীনের তাবলীগ করুন, তাকবীর পড়ুন এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিচ্ছন্ন রাখুন। যেভাবে মুয্যাম্মিল' এর মধ্যে মুহাব্বত এবং অনুগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঠিক একইভাবে 'মুদ্দাছছির' এর মাঝেও পরোয়ারদেগারে আলমের একান্ত অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। এ আয়াত দ্বারা ছাবেত হচ্ছে, নামাযের মধ্যে তাকবির তাহরিমা ফরয। এবং বস্ত্র পবিত্র রাখার অর্থ এই যে, যদি কখনও বস্ত্রে নাপাকি লেগে যায়, তাহলে তা ধুয়ে ফেল। কেননা অহেতুক অপবিত্র বস্ত্র পরিধান নিষেধ। নামাযের বাইরেও লোকদের পাক পবিত্র থাকা বাঞ্চনীয়। অথবা অর্থ এই যে, লুঙ্গি কোর্তা পায়জামা এতটুকু নীচে পরিধান করো না, যাতে ময়লাবৃত হয়। বরঞ্চ সুন্নাত এই যে, লুঙ্গি বা পায়জামা হাঁটু এবং গোড়ালীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌছাবে। একান্ত চাইলে গোড়ালীর উপর পর্যন্ত লটকাতে পারে। কিন্তু নারীরা পেটিকোট বা পায়জামা এত নীচে পরিধান করতে হবে, যাতে পায়ের গোড়ালীও আবৃত হয়ে যায়।

আয়াতঃ ৯২

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

(পারাঃ ২৯, সূরা কিয়ামত, রুকুঃ ১)

অর্থাৎ-"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার নিমিত্তে আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ এবং পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। অতএব আমি যখন তা পাঠ করি, আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যা আপনার উপর প্রকাশ করার দায়িত্ব আমারই"। এই আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর না'ত সম্বলিত। আয়াতখানার শানে নযুল এই যে, হুযুর পাক (দঃ) এর উপর যখন জিব্রাইল আমীন (আঃ) পবিত্র কুরআন নিয়ে আসতেন, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) থেকে শ্রবণ করার সময় তিনি নিজেও তা পড়তেন। যাতে কুরআনের প্রতিটি শব্দ তাঁর ভালভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। কিন্তু একই সাথে শুনা এবং পড়া একটু কষ্টকর ছিল। মাহবুব (দঃ) এর এই কষ্ট রবতায়ালার পছন্দ হল না। ইরশাদ হল, হে মাহবুব (দঃ)! আপনি শ্রবণ করার সাথে সাথে পড়ারও ইচ্ছে করবেন না, আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি মাত্র একবার শুনিয়েই এই পূর্ণ কুরআন আপনাকে মুখস্থও করিয়ে দেয়া হবে। এখানে দু'ভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রশংসা ছাবেত হচ্ছে। একটি তো এই যে, মাহবুব (দঃ) এর সামান্যতম কষ্টও আল্লাহর নিকট বাঞ্চনীয় নয়। আর দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে তিন শ্রেণীর লোক কুরআনুল করীম শিক্ষার জন্য কষ্ট করছে এবং নিজেদের জীবনও এতে কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রথমতঃ হাফিজরা হিফ্জের মধ্যে ভীষণ পরিশ্রম করছে। দ্বিতীয়তঃ ক্বারীগণ কিরাত শিক্ষার মাঝে পরিশ্রম করছে আর তৃতীয়তঃ আলিমগণ, যারা কুরআনুল করীমের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির শিক্ষা অর্জনে জীবন অতিবাহিত করে দেয়। এরা উস্তাদগণ হতেও পৃথক পৃথকভাবে ইল্ম অর্জন করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সাথে ওয়াদা করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 'আপনার সিনা মুবারকে তা সংরক্ষণ করার জিম্মা আমারই'। অর্থাৎ আমি আপনাকে কুরআনের হাফিজ বানিয়ে দেব। আর এটির কিরাত শিক্ষাদানও আমার দায়িত্বে। অতঃপর আপনার নিকট এর বিষদ ব্যাখ্যা প্রদানও আমার জিম্মায়। অতএব এই তিন প্রকারের ইল্‌ম যা অর্জনে লোকেরা অপরিসীম পরিশ্রম করে এবং এর জন্য জীবন ব্যয় করে দেয়, তা আপনাকে এতটুকু পরিশ্রম ছাড়াই প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও অন্যরা তো উস্তাদদের নিকট হতে শিখবে। আপনাকে এসব কিছু আমি শিখিয়ে দেব। হুযুর আকরম (দঃ)এ মর্যাদা কত সুমহান।

মাসয়ালাঃ একাধিক ব্যক্তির সমস্বরে কুরআনুল করীমের তেলাওয়াৎ করা নিষেধ। (শামী) সকলকে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। অথবা একব্যক্তি পড়বে এবং অন্যান্যরা শুনবে।

আয়াতঃ ৯৩

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۝ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى ۔

(পারাঃ ৩০, সূরা আবাসা, রুকূঃ১)

অর্থাৎ–'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর নিকট এক অন্ধ লোক হাজির হয়েছিল। আর আপনি কিভাবে জানবেন–হয়ত সে পরিশুদ্ধ হত'।

এটি তো ঐ আয়াতখানিই, যেটি সম্পর্কে লোকেরা বলে থাকে যে, তা প্রিয় নবী (দঃ) এর সমালোচনার্থে নাযিল হয়েছে। কিন্তু ঈমানী দৃষ্টিতে এখানেও মাহবুব (দঃ) এর মহান মর্যাদাই দৃষ্ট হয়। সুবহানাল্লাহ! সর্বপ্রথম এর শানে নযুল জানা জরুরী, এরপর দেখতে হবে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য কি?

এ আয়াতখানির শানে নযুল এই যে, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আবু জাহ্‌ল, উৎবা, শাইবা প্রমুখদের ইচ্ছে এই ছিল যে, হুযুর আকরম (দঃ) তাদের জন্য পৃথক ওয়াজের মজলিস যেন কায়েম করেন, এবং সেথায় যেন কোন দরিদ্র সাহাবী না আসতে পারে। হুযুর আকরম (দঃ) তাদের হিদায়েতের মহৎ উদ্দেশ্য তা কবুল করে নিলেন, যাতে করে ইসলামের ব্যাপক প্রচার হতে পারে। এহিসেবে তিনি একটি তাবলিগী মাজলিস কায়েম করলেন, যেথায় এসমস্ত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছিল এবং হুযুর আকরম (দঃ) ওয়াজ করছিলেন। আল্লাহর শান, ইতোমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে এক অন্ধ সাহাবী রিসালতের দরবারে হাজির হল। অন্ধ হওয়ার কারণে সে মজলিস সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারল না, এবং উচ্চস্বরে আরয করে বলল, হে আল্লাহর হাবীব (দঃ)! রবতায়ালা যা কিছু আপনাকে শিখিয়েছেন, তা আমাকেও শিক্ষা দিন। এমতাবস্থায় তাঁর উপস্থিতি, ওয়াজের মাঝখানে উচ্চস্বরে কথা বলা হুযুর আকরম (দঃ) এর নিকট অপছন্দ অনুভূত হলো। এদিকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ প্রস্থান করলো এবং হুযুর পাক (দঃ) ও কোন উত্তর না দিয়ে আপন ঘরে তাশরীফ আনলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গৃহে যাওয়া মাত্রই এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হল। এতে হুযুর আকরম (দঃ)কে তাঁর চেহারা মুবারক মলিন করার জন্য শেকায়েত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কুরআনে পাকের বর্ণনা ভঙ্গি লক্ষ্যণীয়। প্রত্যক্ষভাবে একথা বলা হয়নি যে, আপনি চেহারা মুবারক মলিন করেছেন, বরঞ্চ পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, তিনি চেহারা মুবারক মলিন করেছেন। অর্থাৎ আমার এক মাহবুব আছেন, যিনি আজ আপন এক খাদেমের ব্যাপারে নারায হয়েছেন। কিন্তু হে মাহবুব (দঃ) তাবলীগে দ্বীনের ব্যাপারে আপনি এত কেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, একান্ত আপন গোলামের আগমণে আপনার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। কিছু লোক এটিকে প্রিয় নবী (দঃ)এর উপর রবতায়ালার নারাযী মনে করে নিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! কিন্তু খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নারাযী আসে কোন ভুলের উপর। বল দেখি, এখানে হুযুর পাক (দঃ) কি ভুল করেছেন যে, রবতায়ালা নারায হবেন। নাউযুবিল্লাহ! কেননা তিনি তো তাবলীগে দ্বীনের কাজই আন্‌জাম দিচ্ছিলেন, যা ফরয ছিল, আর ফরয আদায় করা কি নারাযীর কারণ হতে পারে! কক্ষণো নয়। বরঞ্চ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম হতেই তিনটি ভুল নিঃসৃত হয়েছিল। কথার মাঝখানে কথার অবতারণা, উচ্চস্বরে সম্বোধন করা এবং মাহবুব (দঃ)এর পবিত্র কালামের মধ্যখানে বিচ্ছিন্নতা আনা। যদি আয়াতখানি উক্ত ঘটনার সমালোচনায়ই হয়, তাহলে তা আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমেরই হবে, হুযুর পাক (দঃ)এর নয়।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ)এর 'মাদারিজুন নবুয়্যত' কিভাবে, এছাড়া মাছনবী শরীফে ইরশাদ হচ্ছে যে, মূলতঃ এটি মাহবুবে খোদা (দঃ)এর একান্ত গোলামের তরফদারী মাত্র। অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ)! যেহেতু (ইবনে মাকতুম) আপনার একান্ত খাদেম, সেহেতু আমার দরবারে তার সমস্ত ভুল মাফ হিসেবেই বিবেচিত। আর এজন্যই এখানে বলা হয়েছে اَعْمٰى অর্থাৎ যে আপনার প্রেমে এত বেশী বিভোর যে, সে কথাবার্তার শালীনতা এবং দুনিয়াবী নিয়ম নীতি হতে একেবারেই উদাসীন। অতএব আমি সুপারিশ করছি যে, এ জাতীয় আশেকদের ত্রুটি বিচ্যুতি আপনিও ক্ষমা করে দিবেন। অতএব এটি তো এক আশেকের জন্যই সুপারিশ, কখনো মাহবুব (দঃ) এর সমালোচনা নয়। অন্যথায় আপত্তি উত্থাপনের অবকাশ থাকবে যে, কুরআন হাকিমও অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনা করে থাকে। এখন আলোচনা হতে বুঝা গেল, উক্ত আয়াতখানা মাহবুবে খোদা (দঃ) এর মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করেছে। কেননা তাঁর ওসীলায় তাঁর গোলামদের ভুল ত্রুটি পর্যন্ত মাফ করে দেয়া হয়। আর মাহবুব (দঃ) কেও তার উপর রাযী করিয়ে বলা হল, সে তো আপনারই গোলাম। আর শত্রুদের জন্য বলা হল মহান আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না, কেননা আপনি তাদের মাঝে রয়েছেন। وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

এই আয়াতখানা নাযিল হওয়ার পর হুযুর আকরম (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রাঃ)কে ইয্‌যত করতেন। এবং যেহেতু বাহ্যিক অর্থে এ আয়াত দ্বারা সামালোচনাই বুঝা যাচ্ছে, সেহেতু হুযুর পাক (দঃ) হযরত আবদুল্লাহকে দেখলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলতেন, সে তো ঐ ব্যক্তিই যার ব্যাপারে রবতায়ালা আমার সমালোচনা করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে, এতাব,' 'আযাব' এবং 'একাব' এর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'এতাব' শব্দের ব্যবহার হয় মাহবুব এবং অনুগত বান্দাদের শানে, 'আযাব' নাফরমান বান্দাদের জন্য আর 'একাব' ব্যবহৃত হয় দুশমনের জন্য। প্রেমমাখা শেকায়েতকেও 'এতাব' বলা হয। যার অর্থ অনুযোগ।

জরুরী হিদায়েতঃ–তাফসীরে রুহুল বায়ানের লিখক عَبَسَ وَتَوَلّٰى এর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেন– হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর জামানার এক ইমাম প্রত্যেক নামাযেই এই সূরাটিই সর্বদা পড়তো। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এ সম্পর্কে অবগত হলে সে ইমামকে ডেকে কতল করিয়ে দিলেন। কেননা প্রত্যেক নামাযে (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) এই সূরা পড়ার কারণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঐ ইমাম মুনাফিক – এবং তাঁর অন্তরে হুযুর পাক (দঃ) সম্পর্কে শত্রুতা রয়েছে। এজন্যই সে প্রত্যেক নামাযে এই সূরা পড়তো, যেটি বাহ্যিকভাবে সমালোচনার্থেই অনুধাবিত হচ্ছে।

এ ঘটনা হতে দু'টো মাসয়ালা ছাবেত হচ্ছে। একটি তো এই যে, খারাপ নিয়্যতে পবিত্র কুরআন পড়া কুফরী। অনেক, লোক প্রত্যেক স্থানে এ আয়াত পড়ে قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (বলুন আমি তোমাদের মত মানুষ) যদিও বা কুরআনেরই আয়াত পড়ছে, কিন্তু এদ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) এর অবমাননা করাই তাদের নিয়্যত হয়ে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে তারা সে সমস্ত আয়াত সব জায়গায় কেন পড়ে না? হাদীছ শরীফে খারেজীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এক কাউম এমন হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআনুল হাকীম তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। কুরআন তাদের উপর লা'নত করবে, এরা মূলতঃ ওদেরই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ অনেক আয়া'ত অনেক আয়াত হতে শ্রেষ্ঠ। একজন সাহাবী প্রত্যেক নামাযেই قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়ত। হুযুর আকরম (দঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তা করছ? সাহাবী আরয করল, কেননা এতে আমার রবের সিফাত বিদ্যমান। আর এজন্য উক্ত সূরাটি আমার খুব প্রিয়। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করলেন, তাকে বলে দাও যে, রবতায়ালা তাকে মুহাব্বত করেন। (মিশাকাত, ফজায়েলুল কুরআন অধ্যায়) তাফসীরে রুহুল বায়ানের মুসান্নিফ পঞ্চম পারার وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন– জাত এবং সিফাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহ ঐ সকল আয়াত হতে আফজল, যেগুলোতে অন্য বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। অতএব সূরা ইখলাস, সূরা লাহাব হতে আফজল। কেননা সূরা ইখলাসের মধ্যে বিবৃত বিষয়ও বেহতর এবং যাঁর সম্পর্কে বিবৃত হচ্ছে, তিনিও বেহতর। কিন্তু সূরা লাহাবের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিবৃত বিষয় তো বেহতর কিন্তু যার সম্পর্কে বিবৃত হচ্ছে অর্থাৎ আবু লাহাব, সে বেহতর নয়। অতএব সূরা ইখলাস দু'টি কারণে উৎকৃষ্ট, আর সূরা লাহাব মাত্র একটি কারণে। আমার এই বিশ্লেষণ হতে এ কথা নিশ্চয়ই বুঝা গেল, যে সমস্ত আয়াতে হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ঐ সমস্ত আয়াত হতে আফজল, যেগুলোকে অনেকেই ক্রোধ সম্বলিত আয়াত মনে করে।

আয়াতঃ ৯৪

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۔

(পারাঃ৩০, সূরা বালাদ, রুকূঃ১)

অর্থাৎ–এই শহরের শপথ করছি, কেননা হে মাহবুব! আপনি এই শহরে অবস্থান করছেন আপনার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর শপথ এবং তাঁর আওলাদের শপথ। (অর্থাৎ আপনার)

এই আয়াতখানাতে হুযুর আকরম (দঃ) এর উজ্জ্বল প্রশংসা বিদ্যমান। এতে ইরশাদ হয়েছে, হুযুর পাক (দঃ) এর সাথে যার সম্পর্ক হয়ে যাবে, সে মর্যাদামন্ডিত। এই আয়াতখানি হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব! এই মক্কা মুকাররমার কসম, কিন্তু কসম করার কি কারণ? কেননা আপনি তথায় অবস্থান করছেন। যদ্বারা বুঝা গেল, হে আমার পিয়ারা মাহবুব! মক্কা শরীফের এই মর্যাদা আপনারই সাথে সম্পৃক্ততার কারণে হাসিল হয়েছে।

মক্কা মুয়াজ্জমার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ এই যে, হযরত খলীল (আঃ) তা নির্মাণ করেছেন, এবং এর জন্য দুআ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইসমাইল (আঃ) তথায় লালিত–পালিত হয়েছেন, তৃতীয়তঃ সেখানে আল্লাহর পবিত্র ঘর মওজুদ, যেটি গোটা দুনিয়ার কেবলা এবঙ বায়তুল মামুরের মুকাবেল অবস্থানে অবস্থিত। আর চতুর্থতঃ নবী আখেরুজ্জমান (দঃ) এর অবস্থানের জায়গাও এটি। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য তো মক্কা মুকাররমার হিজরতের পরেও বাকী আছে, কিন্তু চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বাকি নেই। অতএব আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, এই পবিত্র শহরের কসম করা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়, বরঞ্চ তথায় আপনার নূরানী কদমের বরকতের কারণেই।

মাসয়ালাঃ– ফকীহ্‌গণ এই বিষয়ে ঐকমত্য যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর রওজা মুবারকের ঐ অংশ যেটি পবিত্র শরীর মুবারকের সাথে সম্পৃক্ত, তা খানায়ে কা'বা এবং আরশে আজমের চেয়েও উৎকৃষ্ট। শামী, কিতাবুল হজ্ব এবং মাদারেজ ইত্যাদি দেখুন। এ বিষয়েও ঐকমত্য রয়েছে যে,খানায়ে কা'বা মদীনা মুনাওয়ারার বস্তি হতে আফজল। হ্যাঁ মক্কার শহর মদীনার শহর হতে আফজল কিনা, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে মক্কা মুকাররমার শহর আফজল। কেননা সেখানে হজ্ব হয়। সেখানে প্রত্যেকটি নেক আমলের ছওয়াব এক লক্ষ ছওয়াবের বরাবর। আর মদীনা পাকে প্রত্যেকটি নেক আমলের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজারের বরাবর। এছাড়াও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত খলীল (আঃ) তা আবাদ করেছেন এবং দুআ করেছেন। কিন্তু হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) ইরশাদ করেন, মদীনা পাকের শহর মক্কা মুয়াজ্জমা হতে আফজল। 'নাসিমুর রিয়াজ' শরহে শেফা কাযী আয়াযের মধ্যে এসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) তাঁর দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন দলীল উপস্থাপন করেছেন। একটি তো এ আয়াত لَآ اُقْسِمُ যদ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পাক (দঃ) যেথায় অবস্থান করছেন, সেইটি আফজল। অতএব হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমা আফজল ছিল আর হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারা আফজল। দ্বিতীয়তঃ মক্কা শরীফে মর্তবাসীরা হজ্ব করে আর মদীনা শরীফে আরশবাসী ফেরেশতাগণের হজ্ব হয়। অর্থাৎ সকাল বেলায় সত্তর হাজার এবং সন্ধ্যায় সত্তর হাজার ফেরেশতা রওযা পাকে তাশরীফ আনে এবং রওজা মুবারক ঘিরে দরুদ সালাম পেশ করতে থাকে। (মিশকাত বাবুল কারামত) এরপর মক্কা মুকাররমায় হজ্ব তো গোটা বৎসরে মাত্র একবার হয়, কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দিনই সকাল হতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত হজ্ব করেন। মক্কা মুকাররমায় প্রত্যেক নেকীতে একলক্ষ সওয়াব আবার প্রত্যেক গুণাহও এক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মক্কা শরীফ জামাল এবং জালাল এর স্থান। কিন্তু মদীনা পাকে শুধুই জামাল। অর্থাৎ নেকীর পরিমাণ তো পঞ্চাশ হাজারের বরাবর কিন্তু গুণাহ এখানে শুধুমাত্র একটিরই বরাবর। তাও সে গুণাহ যদি বাকি থেকে থাকে আশা করা যায়, হুযুর আকরম (দঃ) এর শাফায়াতে তাও মাফ হয়ে যাবে। আ'লা হযরত খুবই চমৎকার বলেছেন–

عاصی بھی ہیں چھپتے یہ طیبہ ہے زاہدو ۔ مکّہ نہیں کہ جائے جہاں خیر و شر کی ہے

شانِ جمالِ طیبۂ جاناں ہے محض نفع ۔ وسعتِ جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے

অর্থাৎ–'হে আশেকগণ! এটি মদীনা, যেখানে গুণাহ্গাররাও খোশহাল, এটি মক্কা নয় যে, ভাল-মন্দ যাছাই-বাচাই হবে। মক্কার জালালিয়্যতের প্রশস্ততায় লাভ-ক্ষতি উভয়টিই আছে। আর মদীনা তৈয়্যবায় জামালিয়্যতের শানে আছে শুধু লাভই আর লাভ'।

আর যে বলা হয়েছে– মক্কা মুকাররমায় প্রত্যেক নেকীর ছওয়াব এক লক্ষের বরাবর আর মদীনা মুনাওয়ারায় পঞ্চাশ হাজারের বরাবর, তা তো ছিল ছওয়াবের ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি কবুলিয়্যতের মর্তবা দেখা হয়, তাহলে মদীনা শরীফের এক একটি রাকাআত মক্কা মুকাররমার অসংখ্য পঞ্চাশ হাজার রাকাআতের বরাবর হবে। মক্কা শরীফকে খলীলুল্লাহ (আঃ) আবাদ করেছেন, কিন্তু মদীনা শরীফকে আবাদ করেছেন হাবীবুল্লাহ (দঃ)। মক্কা শরীফের জন্য খলীলুল্লাহ দুআ করেছেন আর মদীনা শরীফের জন্যে হাবীবুল্লাহ (দঃ) দুআ করে বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মদীনা পাকে মক্কা শরীফ হতে দ্বিগুণ রহমত এবং বরকত নাযিল কর। নিঃসন্দেহে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মক্কা শরীফে আছে খানায়ে কা'বা মাকামে ইব্রাহীম, আবে যমযম, আরাফাত, মিনা ইত্যাদি, কিন্তু পবিত্র ভূমি মদীনায় ঐ মহান সত্তা আরাম করছেন, উক্ত সমুদয় রহমত এবং নেয়ামত যাঁর ওসীলাতেই প্রদত্ত। কবির ভাষায়–

ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منیٰ ۔ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

অর্থাৎ– 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি না হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কোথেকে হতো, খানায়ে কা'বা বা মিনাই বা কোথকে হতো! হে লাউলাকওয়ালা! সবকিছু আপনি হতেই সৃষ্টি'।

যদি মদীনা পাকের এই মহান সত্তা না হত, তবে না খলীলুল্লাহ হত, না কা'বা, না আরাফাত আর না মিনা। এই তো ছিল ইমামগণের মতানৈক্য। এর ফয়সালা কিভাবে সম্ভব। এক্ষেত্রে চমৎকার ফয়সালা আ'লা হযরত (রাঃ) এর ভাষায়–

طیبہ نہ سہی افضل مکّہ ہی بڑا زاہد ۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

অর্থাৎ– হাঁ আমি মানলাম শরীয়তের দৃষ্টিতে মদীনা নয়। বরঞ্চ মক্কাই আফজল, কিন্তু আমার সাথে বাড়াবাড়ি করো না। আমার নিকট মদীনাই আফজল, কারণ আমি ইশকের পূজারী'। অন্য জায়গায় বলছেন–

کعبہ دولہن ہے روضۂ اطہر نئی دولہن ۔ یہ رشکِ آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے

دونوں بنیں اینلی سنجیلی دولہن مگر ۔ چوپی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے

سرسبز وصل یہ ہے سیہ پوش ہجر وہ ۔ ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے

অর্থাৎ– কা'বা শরীফ সজ্জিত, কিন্তু রওজা মুবারক তথা মদীনা শরীফ নতুন সাজে সজ্জিত, এটি সূর্য্যের জন্য ঈর্ষা, আর ওটি চন্দ্রের জন্য। উভয়ই সাজ-সজ্জায় সজ্জিত সত্য, কিন্তু যে প্রিয়ের সুহবতে রয়েছে, সেই অধিক সোহাগের ভাগী। মদীনা শরীফ সদা সবুজ-সতেজ, আর মক্কা শরীফ কালো গিলাফে প্রিয়ের বিরাগ ব্যাথায় শোকাভিভূত, বাহ্যিক চেহারা দ্বারাই অন্তরের অবস্থা ধরা পড়ে।

কা'বা মুয়াজ্জমায় সবকিছুই কালো রঙের–কা'বা শরীফের পাথর, গিলাফ, সনগে আসওয়াদ বা কাল পাথর বস্তুতঃ তথাকার সবকিছুই কাল রঙের, অপরদিকে মদীনা পাকের সবকিছু সবুজ-শ্যামল। মদীনা শরীফের গোটা জমিন সবুজ, রওজা পাকের রং সবুজ, গিলাফ সবুজ। কালো রং হয় বিচ্ছেদ বেদনার আর সবুজ রং মিলন আনন্দের। মদীনা মুনাওয়ারায় মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সাথে মিলনের আনন্দ আর মক্কা মুয়াজ্জমায় বিচ্ছেদের বেদনা। আশেকের ভাষায়–

گفت معشوقے بعاشق اے فتی ۔ تو بغیریت دیدۂ بس شہر ہا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

پس کدامی لال بنا با خوشتر است ؛ گفت آں شہرے کہ دروی دلبر است

অর্থাৎ-'কোন মাশুক তার আশেককে জিজ্ঞেস করলো, তুমি জল স্থল অনেক জায়গা সফর করেছ, বল দেখি, তন্মধ্যে কোন শহর উৎকৃষ্ট? উত্তরে সে বলল, ঐ শহরই উৎকৃষ্ট, যেখানে স্বীয় মাহবুব রয়েছে'।

ডক্টর ইকবাল চমৎকার বলেছেন-

خاکِ طیبہ از دو عالم خوشتر است ؛ اے خنک شہرے کہ دروے دلبر است

অর্থাৎ-' মদীনা পাকের পবিত্র মাটি উভয় জাহান হতে আফযল, কেননা এখানে মাহবুবে খোদা (দঃ) সমাসীন'। যদিওবা কাশ্মীর এবং প্যারিস বড়ই সুন্দর স্থান, কিন্তু রব তায়ালার বিশেষ কুদরতীর দৃষ্টি যে জমিনের উপর পতিত তা হচ্ছে মদীনা মুনাওয়ারা। লক্ষ কাশ্মীরও এ পবিত্র স্থানের উপর কুরবান।

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ আ'লা হযরত (রঃ) একটি ছন্দ রচনা করেছেন-

غور سے سُن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا ؛ میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

অর্থাৎ-'হে রেযা! তুমি ভালভাবে শুনে দেখ, কা'বা হতে প্রতিনিয়ত এই আহ্বানই ভেসে আসছে, আমার চোখেই আমার প্রিয়ের রওজা মুবারক দেখ'।

এর মর্মার্থ এই যে, খানায়ে কা'বার 'মিজাবে রহমত' হুযুর আকরম (দঃ) এর রওজা মুবারকের বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। যদি কারও দোকান গলীর ভিতরে হয়, তখন সে সড়কের মুখে সাইনবোর্ড লাগিয়ে লিখে দেয় যে, অমুক দ্রব্যাদির দোকান সামনে রয়েছে, ওদিকে যান। খানায়ে কা'বার 'মিজাবে রহমত' ও তদ্রুপ পথ প্রদর্শন করে বলছে, হে আশেক সাহেবান! হজ্ব তো করেছ, কিন্তু সে হজ্বকে কবুল করার জন্য শফিউল মুযনিবিনের দরবারে চলে যাও, তিনি সবুজ উজ্জল গম্বুজের ছায়াতলে আরাম করছেন।

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বায়ানে লিখা হয়েছে। এখানে والد দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ولد দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) কেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ পিতা এবং ঐ আওলাদের কসম। এও বলা হয়েছে, والد দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) এবং দ্বারা ولد তাঁর উম্মতগণই উদ্দেশ্য। যেমন হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে- হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের জন্য তোমাদের পিতার ন্যায়। এ জন্যই তাঁর পবিত্রা বিবিগণ উম্মতের জন্য মাতা স্বরূপ, অতএব হতে পারে, والد দ্বারা হুযুর আকরম (দঃ) আর وما ولد দ্বারা আহলে বায়াতগণকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি আওলাদগণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তদ্বারা হুযুর পাক (দঃ) এর নছবের মর্যাদা সুপ্রমাণিত হল। হাদীছ শরীফে আছে, কিয়ামত দিবসে কোন নছব বা অন্য কোন ধরণের সম্পর্ক কাজে আসবে না, শুধুমাত্র আমার নছব বা আমার সাথে সম্পর্কই কাজে আসবে। (দেখুন, শামী, প্রথম খণ্ড, মৃত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যক্তির গোছলের অধ্যায়) আর এ-জন্যই হযরত ফারুক আজম (রাঃ) হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছুম (রাঃ) কে বিবাহ করেছেন, যাতে করে হুযুর আকরম (দঃ)এর সাথে তাঁর দু'ধরণের আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে যায়। এক তো তিনি হুযুর পাক (দঃ)-এর শশুর, আর দ্বিতীয়তঃ এখন তিনি হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ)-এর জামাতা। এখন বাকি রইলো, কারা হুযুর পাক (দঃ)এর আওলাদ এবং তাঁরা কত শ্রেণীর। দরুদ শরীফের মধ্যে আওলাদ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হচ্ছে- এসমুদয় বিষয় আমার ফতোয়ার কিতাবে দেখুন।

আয়াতঃ ৯৫

وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ

(পারাঃ ৩০, সূরা দুহা, রুকুঃ১)

অর্থাৎ-'পূর্বাহ্নের শপথ এবং রজনীর শপথ, যখন তা হয় নিঝুম, আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি বা আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় হতে শ্রেয়। অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমনতর অনুগ্রহ দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন'।

উক্ত পূর্ণ সূরাটিই মাহবুবে খোদা (দঃ) এর প্রশংসা ভাণ্ডার। যদি এর তাফসীর করা হয়, তাহলে বিশাল দফতর হয়ে যাবে। সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আরয করছি। হুযুর আকরম (দঃ) তা কবুল করিয়ে দিক আমিন।

এই সূরার শানে নযুল এই যে, একসময় কিছু দিনের জন্য ওহী আসা বন্ধ ছিল। তখন মক্কার কাফিররা ঠাট্টা স্বরূপ বলতে লাগল যে, মাহবুব (দঃ) কে তাঁর রব ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপর নারায হয়ে গিয়েছেন। এ সমস্ত বেদ্বীনের এজাতীয় উক্তির প্রতি উত্তরে এই সূরাখানি অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে রবতায়ালা শপথ করে ইরশাদ করেছেন, আমি আমার মাহবুব (দঃ) কে ছেড়ে দিইনি। আর না আমি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখানে মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, মন্তব্য করেছিল কাফিররা, আর উত্তর প্রদান করা হলো হুযুর পাক (দঃ) কে সম্বোধন করে। অর্থাৎ হে আমার প্রিয় নবী (দঃ)! অমুক অমুক জিনিষের শপথ, আপনার রব না আপনাকে ছেড়েছেন, আর না আপনাকে মন্দ জেনেছেন, প্রথমতঃ এটিই তো এখানে একটি মহান প্রশংসা।

এখন চাশ্‌ত এবং রাত্রি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এতে তাফসীর বিশারদগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। একটি তো এই যে, চাশ্‌ত বা পূর্বাহ্ন দ্বারা ঐ সময়টিই উদ্দেশ্য, যখন হযরত মূসা (আঃ) মু'জিযার মাধ্যমে জাদুকরদের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং কুরআনুল করীমের ভাষায়-

'যে দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে'। আর রজনী দ্বারা মে'রাজের রজনীই বুঝানো হয়েছে। অতএব এখন অর্থ এই দাঁড়ালো যে, এই চাশত এবং মে'রাজ রজনীর শপথ। দ্বিতীয় মত এই যে, 'দুহা' (চাশত) দ্বারা তাঁর নূরানী চেহারা মুবারক এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'লাইল' (রাত) দ্বারা জুলফ মুবারকই (চেহারা মুবারকের দু'দিকে ঝুলন্ত চুল মুবারক) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনার নূরানী চেহারার শপথ, যা আলোকবর্তীকা স্বরূপ এবং আপনার ঐ নূরানী জুলফ মুবারকের শপথ! যা কখনও কখনও সূর্যের উপর রহমতের বৃষ্টি স্বরূপ আপতিত হয়। অর্থাৎ আপনার পবিত্র চেহারার উপর আপনার জুলফ ঝুলে পড়ে। (রুহুল বয়ান, খাজায়িনুল ইরফান) আপনার রব আপনাকে ছাড়েননি এবং আপনার উপর নারাজও হননি। কেননা আপনি তো আমার মাহবুব,আর এমন কি হতে পারে যে, মাহবুবকে ত্যাগ করা যায়।

মাসয়ালাঃ চাশতের নামায সুন্নাত। সূর্যের তেজ বাড়ার পর এর সময় শুরু হয় এবং অস্তমিত হওয়ার লগ্নে শেষ হয়ে যায়। এ নামায দু'রাকায়াত অথবা একই সালামে চার রাকায়াত। আপনার পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় হতে উত্তম, এর দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি তো এই যে, দুনিয়া হতে আখেরাত আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ। কেননা এখানে তো আপনার অনেক দুষ্ট সমালোচক আছে, কিন্তু সেখানে কোন কুমন্তব্যকারী হবে না। সবার উর্ধে আপনার ইয্যতের প্রকাশ ঘটবে। হাউজে কাউছার, শাফায়াত, মাকামে মাহমূদ বস্তুতঃ আপনার সমস্ত কামালাত সেদিনই প্রকাশ করা হবে। আর এছাড়া এ অর্থও হতে পারে, আপনার প্রত্যেকটি পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় হতে আফজল। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আপনার তরক্কী হচ্ছে, আপনার আজমত এবং ইয্যত বেড়েই চলেছে,এভাবে আপনার রব আপনাকে এত দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। বস্তুতঃ এআয়াতখানিতে ঐ সমস্ত নেয়ামাতের বর্ণনাই এসেছে,যা দীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রদান করা হবে। তাঁর বাহ্যিক হায়াতে বিভিন্ন দেশ বিজয়, সাহাবাগণের জামানায় বিজয়সমূহ, বিশ্বের আনাচে কানাচে ইসলামের সম্প্রসারণ, অন্য সব উম্মতের উপর তাঁর উম্মতগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর মু'জিযাতসমূহের প্রকাশ, একইভাবে আখেরাতে তাঁর শাফায়াত, হাউজে কাউছার ইত্যাদির মালিক হওয়া, এসমুদয় নিয়ামতই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে, একবার হুযুর আকরম (দঃ) কেঁদে কেঁদে উম্মতের জন্য দুআ করছিলেন, হযরত জিব্রীল আমীন (আঃ) কে হুকুম প্রদান করা হলো, আমার মাহবুব (দঃ) কে জিজ্ঞাসা কর, এত কান্নার কারণ কি? হযরত জিব্রাইল আমিন (আঃ) এসে আরয করলে প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করলেন, উম্মতের চিন্তায় আমি কাঁদছি। রবতায়ালা ইরশাদ করলেন, জিব্রাইল তুমি আমার মাহবুব (দঃ) কে বলে দাও, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব। অর্থাৎ এত অধিক ক্ষমা করব যে, আপনি রাজী হয়ে যাবেন।

অন্য একটি হাদীছ আছে,হুযুর আকরম (দঃ) এ আয়াতখানি শুনে বললেন, আমার একটি উম্মত জাহান্নামে থাকলেও আমি সন্তুষ্ট হব না। (তাফসীরে খাজায়িনুল ইরফান)

সুক্ষ তত্ত্বঃ আল্লাহর সকল বান্দা আল্লাহকে রাজী করতে হাজার চেষ্টা করে, কিন্তু মাহবুবে খোদা–এর শান এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর আকরম (দঃ) এর সম্মানিত মাতা–পিতার জন্য ক্ষমাও এই নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে। কেননা এমনটিতো হতে পারে না যে,সন্তান জান্নাতে থাকবে আর মাতা–পিতা থাকবে জাহান্নামে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আমি لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতের মধ্যে করে এসেছি।

আয়াতঃ ৯৬

(পারাঃ ৩০ সূরা দুহা) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

অর্থাৎ–'এবং আমি আপনাকে আমার ভালবাসায় বিভোর পেয়েছি। অতএব আপনাকে আমার দিকে পথ দেখিয়েছি'।

উল্লেখ্য যে, এর পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى 'আমি কি আপনাকে 'ইয়াতিম' পাইনি, এরপর আপনাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। এর একটি অর্থ এই বর্ণনা করা হয়েছে, হুযুর পাক (দঃ)এর পবিত্র বিলাদতের (জন্ম) পূর্বেই তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইন্তিকাল করেছিলেন, এবং তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব আবু তালেবের উপর বর্তায়। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আমি তাঁকে 'দুররে ইয়াতিম' অর্থাৎ মূল্যবান মুতি রূপে পেয়েছি, অতএব তাঁকে আমার নিকটতম স্থান এনায়েত করেছি। কেননা মূল্যবান মুতি তো নিকটেই রাখা হয়।

এখন এরপর উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে, আমি আপনাকে ضَآلّ (দাল) পেয়েছি। এর অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এর অর্থ গুমরাহ হতেই পারে না। আমার কিতাব 'কাহরে কিবরিয়া বর মুনকিরীনে ইসমতে আম্বিয়া' দেখুন। এতে শব্দটির কয়েকটি অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এক অর্থ তো এই যে, আপনি আমার প্রেমে এত অধিক আগুয়ান বা বিভোর ছিলেন যে, আপনি নিজের অবস্থান এবং স্বীয় সত্তার খোঁজ পর্যন্ত রাখেননি। অতএব আমি আপনাকে আরও তরককী দিয়ে ছুলুকের পর্যায়ে অর্থাৎ আমার অতি নিকটে নিয়ে এসেছি। বুঝা গেল, জযবার স্তর হতে ছুলুকের স্তর আরও উন্নীত।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইগণকে যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইরশাদ করলেন, আমি ইউসুফ (আঃ) এর সুগন্ধি পাচ্ছি। তখন তারা আরয করল تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ অর্থাৎও খোদার কসম! আপনি তো পূর্বের স্নেহেই বিভোর আছেন। এখানেও ضَلَال এর অর্থ গুমরাহী হতে পারে না। বরঞ্চ প্রেমে বিভোর থাকা। এখানেও এই একই অর্থ বাঞ্চনীয়। অথবা অন্য অর্থ এই যে, এক সময় আপনি এত কামালাতের অধিকারী ছিলেন না। আপনাকে পূর্বাপর সমস্ত ইলম প্রদান করা হয়েছে এবং সমস্ত অজানা বিষয়ের উপর আপনাকে পরিজ্ঞাতা বানানো হয়েছে এবং অদৃশ্যের সমস্ত ইলম আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (রুহুল বায়ান, খাজায়েনুল ইরফান)। তৃতীয়তঃ ضَلَال ঐ পানিকে বলা হয়, যা দুধের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়, অতএব অর্থ এই নিরূপিত হলো যে, আপনি কাফিরদের দ্বারা পূর্ণ বেষ্টিত ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি আপনাকে বিজয়ী করেছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চতুর্থতঃ আরবী ভাষায় ضَالّ ঐ বৃক্ষকে বলা হয়-যেটি ময়দানে একক এবং বেশ উচুঁ হয়, যেটিকে লোকেরা দূরবর্তী হতে দেখে সঠিক রাস্তা নিরূপন করে। অতএব অর্থ এই দাঁড়ালো যে, আমি আপনাকে মূলকে আরবে বে-মেছাল এবং একক গুণে গুণান্বিত পেয়েছি। অতএব আপনার মাধ্যমে পথহারা লোকদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছি। এখানে هُدَىٰ এর মাফউল হচ্ছে কাউম। (মাদারিজুন নবুয়্যাৎ, ১ম, খন্ড, তৃতীয় অধ্যায়)

পঞ্চমতঃ একবার হুযুর আকরম (দঃ) তাঁরপবিত্র শৈশবকালে হযরত হালীমা হতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক তালাশের পর আবু জাহল তাঁকে পেয়ে হযরত আবুল মুত্তালেবের নিকট পৌছিয়ে দেন। অতএব অর্থ এই দাঁড়ালো যে, আমি আপনাকে আপনার শৈশবে হারিয়ে যাওয়া অবস্থায় পেয়েছি। অতএব লোকদেরকে আপনার নিকট পৌছার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি।

ষষ্ঠ অর্থ এই যে, আমি আপনাকে পথহারাদের মধ্যে পেয়েছি। অর্থাৎ যে কাউমের মাঝে আপনি লালিত পালিত হয়েছেন, তাঁদের মাঝে এখনও নবুয়্যতের নূর পৌছেনি। কিন্তু এই কাউমের মাঝেই আমি আপনাকে হেদায়েতের উপর রেখেছি নতুবা জাহেলদের মাঝে আলেম কিভাবে সম্ভব, অর্থাৎ আমি যদি আপনাকে মা'সূম (বে-গুনাহ্) না বানাতাম তাহলে কিভাবে আপনি হেদায়েতের উপর অধিষ্ঠিত থাকতেন। (রুহুল বায়ান, মাদারেজ)।

সপ্তমতঃ মেরাজের রাত্রিতে আমি আপনাকে আমার সিফাতের উপর অনবগত পেয়েছি, অতএব আপনাকে আমি আমার এসমস্ত সিফাত সম্পর্কে অবগত করিয়েছি যাতে করে আপনি তদ্বারা আমার দরবারে আমার প্রশংসা করেন। (মাদারেজ)। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য অর্থ রয়েছে।

মাসয়ালাঃ নবীগণ গুমরাহী এবং কুফরী হতে সর্বদা মা'সুম । যে কেউ তাঁদেরকে নবুয়্যতের পূর্বে বা পরে এক মুহূর্তের জন্যও কাফির বা গুমরাহ মনে করবে, সে নিজেই বে-দ্বীন হয়ে যাবে। হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টির সাথে সাথেই আরশের উপর লিখিত কালেমায়ে তায়্যেবাহ্ পড়ে নিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) পয়দা হয়েই বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর বান্দা, নবী এবং আল্লাহ হতে কিতাব প্রাপ্ত। আমি আমার মাতার আনুগত্যকারী এবং নামায কায়েমকারী।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুখে ভাষা ফুটতেই তিনি তাঁর মাতা, চাচা এবং আপন কাউমকে তাওহিদের সবক প্রদান করেছেন। যখন এসকল নবীগণ তাঁদের শিশু অবস্থা হতেই আরেফবিল্লাহ্, সুতরাং তাঁদের পবিত্র জীবনের কোন্ অংশটি আবার গুমরাহীর হতে পারে!

একইভাবে হুযুর আকরম (দঃ) পৃথিবীতে তাশরীফ এনেই সিজদা করেছিলেন। স্বীয় উম্মতের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছেন এবং এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমি দুনিয়ায় আসার পূর্ব হতেই নবী ছিলাম। এরপর আবার গুমরাহী কিভাবে?

রব তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۔

'আপনার মাহবুব বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামী ও নয়।' অতএব এখানেও ضَالّ এর এ অর্থই করতে হবে যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। বস্তুতঃ সূরা দুহা শরীফ পুরোটাই হুযুর আকরম (দঃ) এর সর্বোচ্চ প্রশংসা সম্বলিত।

আয়াতঃ ৯৭

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

(পারাঃ ৩০, সূরা ইন্‌শিরাহ্, আয়াতঃ ১,–৩)

অর্থাৎ 'আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি এবং আপনার উপর হতে ভার অপসারণ করেছি। যা ছিল আপনার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক।'

এপূর্ণ সূরাটিই হুযুর আকরম (দঃ) এর সর্বোচ্চ প্রশংসার ফুলঝুড়ি। প্রথমতঃ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনার বক্ষ মুবারক উন্মুক্ত করে দিয়েছি। তাঁর পবিত্র বক্ষ উন্মুক্ত করণের কয়েকটি ব্যাখ্যাই মুফাস্‌সিরগণ প্রদান করেছেন। একটি তো এই যে, তদ্বারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হযরত জিব্রাইল আমিন (আঃ) তিনবার তাঁর পবিত্র বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন। এবং তাঁর দিল (আত্মা) মুবারককে বের করতঃ যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেছেন। প্রথমতঃ দুধুমা হযরত হালীমার ঘরে লালনপালন সময়ে পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হয়। এ সম্পর্কিত পূর্ণ ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থে দেখুন। দ্বিতীয়তঃ ওহীর সূচনায় আর তৃতীয়তঃ মে'রাজের রাত্রিতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বক্ষ হতে নাভি মুবারক পর্যন্ত স্থান বিদীর্ণ করেছেন, হযরত মিকাঈল (আঃ) যমযমের এক পাত্র পানি নিয়ে আসলে, জিব্রাইল আমিন (আঃ) তদ্বারা তাঁর পবিত্র আত্মাকে ধৌত করেন। এরপর দ্বিতীয় পাত্র আনীত হয়, যেটি মা'রেফাত, হেকমত এবং ঈমানী নূর দ্বারা পূর্ণ ছিল এবং তা তাঁর ক্বালব মুবারকের উপর ঢেলে দেয়া হয়। কিন্তু এই বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনায় তাঁর এতটুকু কষ্ট হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ বক্ষ প্রশস্ত করণের অর্থ হচ্ছে তাঁর বক্ষকে সম্প্রসারণ করা যাতে করে এই পবিত্র বক্ষ নূরে নবুয়্যত, আসরারে ইলাহী এবং ইলমে গায়বের প্রভাব বহন করতে সক্ষম হয়। নতুবা প্রত্যেক ক্বালবের মধ্যে এই ধারণ ক্ষমতা নেই। এমনকি এই বক্ষ মুবারক আলমে গায়ব এবং আলমে শাহাদতেরও ধারক বাহক।

তৃতীয়তঃ তাঁর বক্ষ মুবারককে এত বেশী প্রশস্ত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থেকেও আল্লাহ হতে গাফেল হয় না, আবার আল্লাহ সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বেখবর হতে দেন না। অর্থাৎ একই সময়ে তিনি আল্লাহর সাথে পূর্ণ সম্পর্ক রেখে আবার দুনিয়া সম্পর্কেও বেখবর হন না। নতুবা দুনিয়াদারীর দ্বারা লোকেরা তো দ্বীন হতে উদাসীন হয়ে যায়। আবার দ্বীনদার দুনিয়ার মোটেও খবর রাখে না, কিন্তু হুযুর পাক (দঃ) এর ক্বালবের এমন শান যে, তা প্রত্যেক দিকেই সজাগ থাকে। কবির ভাষায়–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِدھر اللہ ہے واصل اُدھر دنیا میں ہیں شاغل
خواص اُس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدّد کا

অর্থাৎ- 'এদিকে তিনি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আবার ওদিকে দুনিয়ার দিকেও মাশগুল। বস্তুতঃ তশদিদ যেমন দু'দিককে মিলানোর মাধ্যম, ঠিক তদ্রূপ তিনিও স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে মিলন সেতু।'

বর্তমানে নূরানী রওজা পাকেও কিসুমহান অবস্থা! প্রত্যহ আশেকদের লক্ষ কোটি দরুদ পাকের প্রতি নজর রাখা আবার ফেরেশতাগণের দরুদ সালামের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, সমস্ত উম্মতের ভালমন্দ আমল উপস্থাপন এবং তাদের জন্য শাফায়াত করা, আবার রব তাআলার সাথেও বিশেষ কথাবার্তা, একই সাথে সমগ্র সৃষ্টিতে মহান স্রষ্টার নেয়ামত বন্টনের কাজ আনজাম দেয়া। যেমন ইরশাদ হয়েছে

اَللّٰهُ مُعْطِیْ وَاَنَا قَاسِمٌ 'আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী'। বস্তুতঃ তিনি একটি সত্ত্বাই মাত্র কিন্তু তাঁর ফিকির বা চিন্তা সমগ্র বিশ্ব জুড়েই ব্যাপৃত।

আর ভার হালকা করনের অর্থ হচ্ছে, প্রথমে প্রথমে আপনার ক্বালব মুবারক গুনাহগার উম্মতের চিন্তায় সদাসর্বদা চিন্তিত থাকত। এরপর মহান রব তাআলা তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সাথে উম্মতের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। অনেক তাফসীরকার বলেছেন যে, মক্কা শরীফের শিরক এবং প্রতিমা পূজা তাঁর পবিত্র অন্তরে অত্যাধিক কষ্ট পৌঁছাত এবং প্রথমতঃ তা নিবারণ করার বাহ্যিক শক্তিও ছিল না। পরে তাঁকে শক্তি প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি সমগ্র আরব হতে প্রতিমা পূজা উৎখাত করেছেন এবং খানায়ে কা'বা শরীফকে প্রতিমার অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেছেন, সাথে সাথে প্রতিমা পূজারীদেরকে খোদার পূজারী বানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতঃ ৯৮

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

(পারাঃ ৩০ সূরা ইনশিরাহ আয়াতঃ ৪)

অর্থাৎ- 'আমি আপনার জন্য আপনার যিকরকে বুলন্দ করেছি।

এই আয়াতখানা তো বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু এর প্রত্যেকটি শব্দে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর যে সর্বোচ্চ প্রশংসা বিদ্যমান। এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। শুধু চার ভাবে এই প্রশংসার বর্ণনা প্রদান করছি। অর্থাৎ রাফআতের অর্থ, আল্লাহ তাআলা এই রাফআত বা বুলন্দীকে স্বীয় সত্ত্বার দিকে সম্পৃক্ত করে কেন বলেছেন যে, আমি আপনার যিকরকে বুলন্দ করেছি, এবং لَكَ অর্থাৎ 'আপনার জন্য' কথাটি কেন ব্যবহার করেছেন, আর হুযুর আকরম (দঃ) এর যিকর এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

(১) রাফআতের অর্থ হচ্ছে বুলন্দ। এখন رَفَعْنَا এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'আমি আপনার চর্চা উচু করেছি'। এখানে এই উচুঁ শব্দের মধ্যে বহু অর্থের অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক মহান ব্যক্তির চর্চা তো জমিনে, কিন্তু মাহবুব (দঃ) এর চর্চা জমীনে আসমানে এবং জান্নাতেও। কবির ভাষায়-

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

অর্থাৎঃ 'মর্তবাসী আপনার শান-শওকতের আর কি ইবা জানবে, মহান আরশের উপর আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদার ঝান্ডা উড়ছে।'

কবির দৃষ্টি অন্য সবার থেকে উর্ধে উড্ডয়ন করে। কিন্তু যেথায় কবির দৃষ্টিও পৌঁছা অসম্ভব, সেথায়ই হুযুর পাক (দঃ) এর সর্বোচ্চ অবস্থান। হযরত হাসান এর ভাষায়-

مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِیْ بَلْ مَدَحْتُ مَقَالَتِیْ بِمُحَمَّدٍ

অর্থাৎঃ 'আমি আমার কথা দ্বারা মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রশংসা করিনি, বরঞ্চ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা দ্বারা আমি আমার কথাকেই প্রশংসিত করেছি'। দ্বিতীয়তঃ যেখানে রব তাআলার পবিত্র নাম। সেখানে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর নাম পাকও। কালেমা, আযান, নামায, তাশাহুদ, খুৎবা ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁর নাম মুবারক। তৃতীয়তঃ পবিত্র কুরআনুল করীমে অন্যান্য নবীগণের আলোচনা তাঁদের পবিত্র নাম দ্বারা করা হয়েছে, অথচ সাইয়্যেদুল আম্বিয়া (দঃ) এর চর্চা এবং তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে অত্যন্ত উত্তম সিফাত দ্বারা।

চতুর্থতঃ মহান মহান ব্যক্তিগণ দুনিয়া হতে এমনভাবে বিদায় নিয়েছেন যে, সাথে সাথে তাঁদের নামও মিটে গিয়েছে। কিন্তু মিটেনি মাহবুবে খোদা (দঃ) এর চর্চা। লোকেরা তাঁর সুমহান চর্চা বন্ধ করার বহু চেষ্টা করেছে। তাঁর চর্চাকে তারা বিদয়াত আখ্যায়িত করেছে, শিরকের ফতোয়া আরোপ করেছে, কিন্তু তারা নিজেরাই মিটে গিয়েছে, হুযুর পাক (দঃ) এর চর্চাকে মিটাতে পারেনি, রব তায়ালা তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন-

رونقت را روز روز افزوں کنم ✤ نام تو بر نقرہ و بر زر زنم
منبر و محراب سازم بہر تو ✤ از محبت قہر من در قہر تو
چاکرانت بلکہا گیرند و جاہ ✤ دین تو باقی و زاہی تباہ
تا قیامت باقیش داریم ما ✤ تو مترس از نسخ دین اے مصطفٰے
من ترا در ہر دو عالم حافظم ✤ طاعنانرا از حدیثت دافعم

অর্থঃ-ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ), আমি দিনের পর দিন আপনার নামের ডঙ্কা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাজাতেই থাকবো আমি আপনার জন্যই মিম্বর মেহরাব তৈরী করিয়েছি। আপনার অসন্তুষ্টিতে আমারও অসন্তুষ্টি। আপনার গোলামই ক্ষমতা এবং মর্যাদার অধিকারী হবে এবং আমি আপনার দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখবো,অতএব হে আমার হাবীব! (দঃ) আপনি আপনার দ্বীন মুছে যাওয়ার অহেতুক ভয় করবেন না। আমি আপনাকে উভয় জাহানে হেফাজত করবো। যারা আপনার বিদ্রুপকারী আমি তাদেরকে প্রথম থেকেই দমন করে দেব।

পঞ্চমতঃ সকল ফেরেশতা এবং নবীগণ দ্বারা তাঁর উপর দরুদ সালাম পড়ানো হয়েছে। আর ষষ্ঠতঃ মিছাকের দিন সকল নবীগণই তাঁর কালেমা পড়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) আর মাহবুব (দঃ) এর বুলন্দীকে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, কেউ ইয্যত লাভ করে বংশীয় কারণে, কেউ ধনদৌলত দ্বারা, কেউ কোন ইয্যত পায় অন্য কারও দ্বারা,কিন্তু আমাদের মাহবুব (দঃ) কারও ওসীলায় ইয্যতপ্রাপ্ত হননি, বরঞ্চ অন্য সবাই তাঁর থেকেই ইয্যত প্রাপ্ত হয়েছে। আর তাঁকে ইয্যত প্রদান করেছেন তাঁরই রব। এজন্যই তাঁর পবিত্র জন্ম শুক্রবার,শনিবার,রবিবার বা মঙ্গলবারে হয়নি। কেননা শুক্রবার তো ইসলামের একটি পবিত্র দিন। শনিবার ইয়াহুদীদের জন্য আর রবিবার খৃষ্টানদের এবং মঙ্গলবার মুশরিকদের জন্য পবিত্র দিন। বরঞ্চ সোমবারেই তাঁর জন্ম হয়েছে, যাতে এ দিনটি তাঁর দ্বারা মর্যাদামন্ডিত হয়।

একইভাবে রমযান বা কোন প্রসিদ্ধ মাসে তাঁর জন্ম হয়নি। বরঞ্চ রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছে, যাতে করে এই মাস হুযুর পাক (দঃ) দ্বারা ইয্যত প্রাপ্ত হয়। অথবা তাঁর জন্ম বায়তুল মুকাদ্দসেও হয়নি, আর নতুবা কেউ বলতো এটি তো নবীগণের শহর, এবং এ স্থানে জন্ম হওয়ার কারণেই তাঁর ইয্যত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কোন সবুজ শ্যামল অঞ্চলেও তিনি তাশরীফ আনেননি, যেথায় কেউ কমপক্ষে ভ্রমনের জন্য হলেও বেড়াতে যাবে। বরঞ্চ মক্কা মুকাররমার মত একটি বালুকাময় ধূসর এলাকা তাঁর জন্মের জন্য নির্দিষ্ট করা হল। এরপর মক্কা শরীফেও তাঁকে রাখা হয়নি, যেন কেউ হজ্বের ওসীলায় তাঁর যিয়ারত না করে, বরঞ্চ তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় রাখা হয়েছে। তাঁর মানে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর যিয়ারতের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক সফর কর। কাবা শরীফের দিকে নামায এজন্য যে, মাহবুব (দঃ) এটিকে কিবলা বানিয়ে দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা আমি অন্যত্র করে এসেছি। এ জন্যই প্রথমতঃ বায়তুল মুকাদ্দসকে কিবলা বানানো হয়েছিল এবং তারপর কা'বা শরীফকে। কেননা প্রথম হতেই যদি কা'বা মুয়াজ্জামা কিবলা হত, তাহলে মাহবুবে খোদা (দঃ) এর এই শান প্রকাশিত হত না।

বাস্তব কথা এই যে, দুনিয়া আখেরাত জান্নাত জাহান্নাম মুমিন কাফির এমনকি শয়তানকেও তাঁরই উচ্চ মর্যাদার বর্ণনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণ তো তার স্তুতি বর্ণনা করবে আর কাফিররা তার চর্চা রুখবার অপচেষ্টা করবে, এতে তাঁর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সর্বোচ্চ চর্চা আরও প্রকাশিত প্রচারিত হবে। জান্নাতের মধ্যে তাঁর অনুসারীগণ যাবে, আর জাহান্নামে তাঁর শত্রুদেরকে ভর্তি করা হবে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে ইলম,আদব, নৈকট্য ইত্যাদিসব কিছু দান করে একটি মাত্র সিজদার ইনকারের কারণে অভিশপ্ত করেছেন, তাঁকে উচ্চস্থান দান করে আবার নীচে নিক্ষেপ করেছেন। যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আলেম, সুফী, মাশায়েখ আবেদ এবঙ আরেফগণ শিক্ষা অর্জন করতে পারে যে, এই মহান দরবারের সাথে বেআদবীর কারণে কৃত সমস্ত ইবাদত ফ্রোক হয়ে যায়। হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করা মূলতঃ নূরে মুহাম্মদী (দঃ) কেই সিজদা করার নামান্তর।

মানুষেরা নিজেদের তৈরী জিনিষ পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর তৈরী বস্তু কারও পরিবর্তনের দ্বারাও পরিবর্তন হয় না। একটি বাতি মানুষ নিভাতে পারে, যেহেতু মানুষেরাই তা জ্বালিয়েছে, কিন্তু চন্দ্র সূর্য কারও ফুৎকারে নির্বাপিত হয় না। কেননা এগুলো রব তায়ালাই রওশন করেছেন। আল্লাহতায়ালা এখানে তাঁর মাহবুব (দঃ) এর মর্যাদাগত বুলন্দীকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করে এ কথাই ব্যক্ত করেছেন যে, আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদা কোন সৃষ্টির পক্ষ হতে নয়, বরঞ্চ তা আমারই নিয়ামত। অতএব কেউ আপনাকে খাটো করতে পারবে না। বরঞ্চ যে আপনাকে খাটো করতে চেষ্টা করবে, সে নিজেই অপদস্থ হয়ে যাবে। আর যে আপনার চর্চা করবে, দুনিয়ায় তার চর্চা বুলন্দ হয়ে যাবে। وَرَفَعْنَا শব্দটিকে অতীত কাল হিসাবে ব্যবহার করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আপনার এ মর্যাদা আজকের নয়, বরঞ্চ অনেক পূর্বের। উপরন্তু সাধারণ অতীতকাল ব্যবহার করে ইরশাদ করা হয়েছে, আপনার সর্বোচ্চ মর্যাদা নিকট বা দূরবর্তী অতীতের শর্ত হতেও মুক্ত। প্রত্যেক যুগেই আপনার শান-মানমর্যাদা সর্বোচ্চই ছিল। বাস্তব সত্য তো এই যে, এই অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উল্লেখ শুধুমাত্র বিষয়টি বুঝাবার সুবিধের জন্য নতুবা যখন থেকে তাঁর মর্যাদা, তখন তো অতীত ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই ছিল না। অর্থাৎ কাল সৃষ্টির অনেক পূর্ব হতেই তিনি মর্যাদামন্ডিত।

(৩) لَكَ এজন্য বাড়ানো হয়েছে, যদ্বারা একথা প্রমাণিত যে, মর্যাদা প্রদান করা না করা হুযুর পাক (দঃ) এর ইচ্ছাধীন। তিনিই যাকে ইচ্ছে, মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আর যাকে তিনি বঞ্চিত করবেন, সে মূলত উভয় জাহানে কোথাও আশ্রয় পাবে না। এর কয়েকটি উদাহরণও রয়েছে।

প্রথমতঃ মানুষ সর্বত্রই তো সফর করে। কিন্তু তদ্বারা তার কোনও ইয্যত অর্জিত হয় না। কিন্তু যখনই সে হজ্বের জন্য সফর করবে, তাঁর হাজী হওয়ার মর্যাদা হাসিল হবে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, বোম্বাই হতে যে জাহাজ হাজীগণকে নিয়ে আরব যায়, তা দেখার জন্য প্রেমিকগণের এত বেশী ভীড় হয় এবং আল্লাহ আকবর! তাদের এত বেশী ইয্যত যে, লন্ডন বা প্যারিসগামী জাহাজেরও ঐ ইয্যত নেই। আবু জাহল, আবু লাহাব এভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নাম তাদের পিতাগণ অন্য কিছুই রেখেছিল, কিন্তু সরকার দো আলম (দঃ) তাদেরকে ভিন্ন খেতাবে আহবান করেছেন আর তাই পিতামাতার দেয়া নাম লুপ্ত হয়ে গিয়ে এ নামই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যেটি হুযুর পাক (দঃ) প্রদান করেছেন। পৃথিবীতে অনেক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পিতামাতাই অতীত হয়েছে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ এবং হযরত আমিনা খাতুন এমনকি তাঁদের গোটা খান্দানের নাম এতটুকু প্রসিদ্ধি পেয়েছে, যা অন্য কোন পিতামাতার অর্জিত হয়নি। দুনিয়ায় অসংখ্য নবী এবং অসংখ্য সহিফা এসেছে, কিন্তু ঐ সমস্ত পয়গম্বর এবং ঐ সমস্ত কিতাব দুনিয়ায় মশহুর হয়েছে, যাঁদেরকে হুযুর আকরম (দঃ) মশহুর করিয়েছেন।

হযরত মরিয়ম (আঃ) কে ইয়াহুদীরা অপবাদ দিয়েছিল, কিন্তু আমার প্রিয় নবী (দঃ) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এখন গোটা জগৎ তাঁর নির্মলতার খুৎবা পাঠ করছে। বস্তুতঃ যে তাঁর হয়ে গিয়েছে, সেই-ই মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব যে এই মহান নূরাণী সত্তার স্তুতি বর্ণনা রুদ্ধ করতে চায়, সে মূলতঃ মহান রবের সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কবির ভাষায়-

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

অর্থাৎ-'যদি তাদের আকল থাকতো, তাহলে খোদা তাআলার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো না। কারণ তারা তো মাহবুবে খোদা (দঃ)এর শান কমাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত, অথচ মাহবুবের সম্মান বাড়ানোই আল্লাহর ইচ্ছে'।

আয়াতঃ ৯৯

(পারাঃ ৩০, সূরা আসর, আয়াতঃ১,২) وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝

অর্থাৎ-'এই মাহবুবের জামানার কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'।

এই আয়াতখানাতেও হুযুর আকরম (দঃ)এ সুস্পষ্ট প্রশংসা বিদ্যমান। এতে 'আসর'এর শপথ করা হয়েছে। মুফাস্সিরগণ 'আসর' এর বিবিধ অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি তো এই যে, তদ্বারা আসরের নামাযের সময় বুঝানো হয়েছে।অর্থাৎ রব্বুল ইযযত আসরের নামায অথবা আসরের নামাযের সময়ের শপথ করেছেন। যদ্বারা একথাটিই বুঝা গেল যে, সকল নামাযের মাঝে আসরের নামাযের উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। এটিকে 'সালাতুল ওসতা'ও বলা হয়। 'আসর' এর দ্বিতীয় অর্থে শুধুমাত্র সাধারণভাবে কালকেই বুঝানো হয়েছে। আর তৃতীয় হুযুর পাক (দঃ) এর জমানার শপথ, বুঝা গেল, রব তায়ালা তাঁর আবাসভূমি, তাঁর পবিত্র বয়সকাল এবং তাঁর পবিত্র জমানারই শপথ করেছেন।

স্মর্তব্য যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর জমানা দ্বারা, হয়ত তাঁর বাহ্যিক হায়াত মুবারকের জামানা অথবা তাঁর নবুয়্যতের জামানাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাঁর মহান নবুয়্যতের জামানা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। কেননা তাঁর দ্বীন তো রহিত হবে না। এজন্যই তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি এবং কিয়ামত দু'টি আঙ্গুলের মত মিলিত। (মিশকাত)। জনৈক মৌলভী সাহেব দিল্লীর জামে মসজিদে 'ফাতিহা' দিচ্ছিলেন। কোন একজন আপত্তি করলো, মিঠাইর উপর 'ফাতিহা' দেয়া বিদয়াত। তিনি বললেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিদয়াত কাকে বলে? আপত্তিকারী বললো, যেটি হুযুর আকরম (দঃ) এর জামানায় ছিল না। সেটি বিদয়াত। মৌলভী সাহেব বললেন, এখন কি তোমার বাবার জামানা নাকি? এখনও তো হুযুর আকরম (দঃ) এর জামানা। বরঞ্চ বাস্তব কথা এই যে, আদি অন্ত সম্পূর্ণই হুযুর পাক (দঃ) এরই জামানা।

আয়াতঃ ১০০

(পারাঃ ৩০, সূরা কাউছার, আয়াতঃ ১) اِنَّا اَعْطَیْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

অর্থাৎ-'হে মাহবুব! আমি আপনাকে অসংখ্য সৌন্দর্য প্রদান করেছি'।

এই আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা সম্বলিত। এটির শানে নুযূল এই যে, হুজুর পাক (দঃ) এর পুত্র হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত কাসেমের ইন্তেকাল হলে আস ইবনে ওয়ায়েল স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো, আমি এখন ঐ 'আবতার'-এর নিকট হতেই আসছি। (যার বংশ শেষ হয়ে যায়, তাকে আরবে 'আবতার' বলা হয়)।

এই অভিশপ্ত ব্যক্তির উক্ত মন্তব্য হুযুর আকরম (দঃ) শুনতে পেয়ে বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হন। মাহবুব (দঃ) এর মনের ব্যথা দূর করার জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব (দঃ)! কোন শত্রুর অহেতুক কথাবার্তার কারণে আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন। আমি তো আপনাকে 'কাউছার' প্রদান করেছি। এতে বুঝা গেল, দরবারে ইলাহীর মধ্যে হুযুর আকরম (দঃ) এর মর্যাদা এমন যে, যদি কেউ তাঁর মনে কষ্ট পৌছাবার অপপ্রয়াস করে- স্বয়ং রবতায়ালা তা খণ্ড করেন।

'কাউছার' শব্দের বিবিধ অর্থ রয়েছে। 'কাউছার'-এর এক অর্থ অধিক সৌন্দর্য এবং অধিক চর্চা, অতএব এখানে 'কাউছার'-এর অর্থ হচ্ছে, কাফিররা ধারণা করে নিয়েছে, আপনার সন্তান দ্বারা আপনার নামের চর্চা হচ্ছে, এখন যখন সন্তান নেই, আর তাই তাঁর নামের চর্চাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা ভ্রান্তি মাত্র। মূলতঃ ঐ ব্যক্তির চর্চাই জারী থাকে, যার চর্চা আমি জারী রাখি, আর আমি তো আপনার চর্চা কিয়ামত পর্যন্তই জারী রেখেছি।

স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বিষয়বস্তু সমূহকে অত্যন্ত তুচ্ছ আখ্যায়িত করে বলেছেন- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ 'আপনি বলুন এই দুনিয়াবী লাভ তো অতি কম'। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) কে যা প্রদান করা হয়েছে, তা كَثِیْر (বেশী) নয়, اَكْثَر ও (অধিক) নয়, আবার كُلّ ও (অত্যাধিক) নয়, বরঞ্চ তা كَوْثَر অর্থাৎ'খুব অধিক'। আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য বলেছেন وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ - 'তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ' হুযুর আকরম (দঃ)এর শানে বলেছেন وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا 'আপনার উপর রয়েছে আল্লাহর মহান অনুগ্রহ'। অন্যভাবে ইরশাদ হচ্ছে اِنَّكَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী'। বুঝা গেল, আল্লাহ এবং তাঁর মাহবুব (দঃ) এর সুমহান মর্যাদা পর্যন্ত কারও চিন্তাশক্তি পৌছা সম্ভব নয়। একইভাবে আল্লাহতায়ালা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর পাক (দঃ) কে যা দিয়েছেন, তা সবার ধারণারও অনেক উর্ধে।

দেখুন, এই তেরশত বৎসরের মধ্যে কত সন্তান ওয়ালা, তখত-তাজওয়ালা কত রাজা এবং প্রজা অতীত হয়েছে, কারও নাম নিশান নেই। কিন্তু অম্লান রয়েছে মাহবুব খোদা (দঃ) এরই নাম, অথবা যাকে মাহবুব (দঃ) মহিমান্বিত করেছেন তার নাম। কবির ভাষায়-

نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ ہی جفا ہ جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی کربلا

অর্থাৎ-অত্যাচারী যিয়াদও বেঁচে নেই অথবা প্রতাপশালী ইয়াযিদও নেই। বেঁচে থাকলে হযরত হুসাইন (রাঃ) আছেন- যাঁকে কারবালা অমর করে রেখেছে।

অথবা كوثر এর অর্থ 'অধিক'। অর্থাৎ যদিও আপনার পুত্র সন্তান কেউ জীবিত নেই, কিন্তু আপনার কন্যা হযরত ফাতিমা যুহুরা (রাঃ) হতে আপনার বংশ কিয়ামত পর্যন্তই বেঁচে থাকবে। এখনও দেখুন আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে আওলাদে রাসূল (দঃ) সর্বত্রই রয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তই তাঁরা থাকবেন ইনশাআল্লাহ!

এর তৃতীয় অর্থ 'হাউজে কাউছার'। হাদীছে পাকে এই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আমি আপনাকে হাউজে কাউছার প্রদান করেছি, যেটির পানি মধু হতে অধিক মিষ্টি এবং দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র হবে। যে কেউ একবার এই পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। মিরকাত শরীফে আছে, প্রত্যেক নবীকেই হাউজ দান করা হবে। কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) কে যে হাউজ প্রদান করা হয়েছে, সেটির নাম 'হাউজে কাউছার', যেটি সর্ববৃহৎ এবং এটির পানি সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়েসুস্বাদু।

অথবা 'কাউছার' দ্বারা ব্যাপ্তত সৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিই তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। যে সৃষ্টির স্রষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ, সে সৃষ্টির মালিক হচ্ছেন প্রিয় নবী(দঃ)।

خالقِ کُل نے آپ کو مالکِ کُل بنا دیا ہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضۂ اختیار میں

অর্থাৎ-'সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আপনাকে সমগ্র সৃষ্টির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। উভয় জাহানই আপনার আয়ত্বাধীন এবং আপনার ইচ্ছাধীন'।

অথবা 'কাউছার' দ্বারা উম্মতের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। অতএব অর্থ এই দাঁড়ালো যে, যদিওবা বাহ্যিকভাবে আপনার সন্তানের ওফাত হয়েছে, কিন্তু আপনার রূহানী উম্মত এত অধিক হবে যে, আর কারও তা হবে না। জান্নাতের অর্ধেক উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) হবে, আর বাকি অর্ধেক হবে অন্যান্য নবীগণের উম্মত।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এখানে 'কাউছার' দ্বারা হাউজে কাউছারই বুঝানো হয়ে থাকে, তবে এই সূরা আবার উক্ত কাফির এর বক্তব্যের খণ্ডনে কিভাবে হলো, কেননা সে তো বলছিল, আপনার সন্তান বাকি রইলো না। অথচ বলা হলো,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমি আপনাকে 'কাউছার' প্রদান করেছি। এর অর্থ এই যে, আজকে উক্ত কাফির এবং অন্যান্যরা যত ইচ্ছা আপনার দুর্নাম করুক, কিন্তু যেদিন আপনি হাউজে কাউছারে আসীন হবেন, তখন এরাই আবার আপনার প্রশংসাকারী হয়ে যাবে, যদিওবা সে মুহূর্তে তা আর কাজে আসবে না। অর্থাৎ যারা আজকে এজাতীয় অনর্থক মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে, কাল তারাই আবার আপনার স্তুতি বর্ণনাকারী হয়ে যাবে।

টীকাঃ-এই সূরার শেষে ইরশাদ হয়েছে إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই আবতার অর্থাৎ তারই বংশ শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আস ইব্নে ওয়ায়েল যে এ মন্তব্য করেছে, তার তো সন্তান ছিল, অতএব সে কি করে 'আবতার' হলো? উত্তর এই যে, এখানে 'আবতার' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে সকল সৌন্দর্য্য হতে বঞ্চিত অথবা অর্থ এই যে, তার সন্তানদেরকে ইমানের হেদায়েত প্রদান করা হবে। যদ্বারা পিতা এবঙ পুত্রের মাঝে দ্বীনি মতানৈক্য সৃষ্টি হবে, আর দ্বীনি মতানৈক্য মূলতঃ মৃত্যুরই শামিল।এ জন্যই মুসলামানদের মিরাছ, জানাযা, দাফন, কাফন তার কাফির পিতা অথবা কাফির পুত্র করতে পারে না। বাস্তবিকই তার পুত্র হযরত আমর ইবনে আস একজন সম্মানিত সাহাবী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই সূরাখানি হুযুর আকরম (দঃ) এর সুমহান প্রশংসা।

নোটঃ- সূরা লাহাব এবং সূরা ইখলাসের আলোচনা আমি এই কিতাবের ভূমিকায় করে এসেছি। সেখান হতে তা দেখে নেয়া বাঞ্চনীয়।

আয়াতঃ ১০১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ০

এর মধ্যেও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা বিদ্যমান।

এই দু'টো সূরার শানে নযুল এই যে, লুবাইদ ইবনে আ'সিম নামক এক ইয়াহুদী এবং তার মেয়েরা হুযুর আকরম (দঃ)এর উপর খুব খারাপ যাদু করেছিল। এর প্রভাব হুযুর পাক (দঃ) এর পবিত্র শরীর এবং বাহ্যিক অংগ মুবারক সমূহের উপর পতিত হলো। কিন্তু তাঁর দিল, আকল এবং ইতেকাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহে কোনই প্রভাব পড়লো না। কিছুদিন পর হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাশরীফ আনলেন এবং আরয করলেন-আপনার উপর এক ইয়াহুদী যাদু করেছে, এবং যাদুর উপাদান অমুক কূপে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। হুযুর আকরম (দঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ) কে উক্ত কূপের নিকট পাঠালেন। তিনি কূপের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করে পাথরটি উঠালেন। তখন এই পাথরের নীচে কাঁচা খেজুরের ছড়ার থলি, সেই থলিতে হুযুর আকরম (দঃ) এর চিরুণী হতে নেয়া চুল মুবারক, চিরুনীর কয়েকটি দাঁত এবং একটি পাতলা সূতা যার মধ্যে এগারটি গিরা, এ ছাড়াও একটি মোমের পুতুল, যেটিতে এগারটি সূঁচ বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেল, এগুলো হুযুর আকরম (দঃ) এর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দরবারে নিয়ে আসা হলো, তখন এই দু'টি সূরা অবতীর্ণ হল। সূরায়ে ফালাকের মধ্যে পাঁচ আয়াত এবং সূরা নাসএর মধ্যে ছয়টি আয়াত সহ মোট এগার আয়াতের এক একটি আয়াতের তিলাওয়াতের সাথে সাথেই এক একটি গিরা খুলে যেতে লাগলো। পূর্ণ দু'টো সূরা তেলাওয়াতের পর সব কয়টি গিরাই খুলে গেল এবং হুযুর আকরম (দঃ) পূর্ণ সুস্থতা লাভ করলেন। (খাযায়েনুল ইরফান) এখন এদ্বারা নিম্নের মাসয়ালাগুলো ছাবেত হচ্ছে।

(১) হুযুর আকরম (দঃ) এর সর্বোচ্চ শান দরবারের ইলাহীর মধ্যে এত বেশী যে, কোন চিকিৎসা অথবা প্রয়োজনের সময় তাঁর কোন ডাক্তার অথবা হাকিমের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ রব্বুল আলাদীনই তাঁর যাবতীয় প্রয়োজনীয়তার জিম্মাদার। তিনি গোটা জগতেরই চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসক আবার কে হবে। বরঞ্চ সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি রবতায়ালা ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী নন।

(২) রাব্বুল আলামীন হুযুর আকরম (দঃ) কে দ্বীনি ইল্‌ম ছাড়াও শরীর বিদ্যাসহ সার্বিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। এ জন্যই হুযুর আকরম (দঃ) নিজের কোন রোগের জন্য অথবা চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের জন্য কোন চিকিৎসকের কাছে গিয়েছেন, এমন প্রমাণ নেই। হাদীছের কিতাবে যেখানে দুআর পরিচ্ছেদ রয়েছে, সেখানে আবার চিকিৎসার পরিচ্ছেদও আছে। এ সমস্ত পরিচ্ছেদে হুযুর আকরম (দঃ) এর বাতানো দাওয়াসমূহের কথাই বর্ণিত হয়েছে। জ্বরের সময়, সর্দি লাগলে, অথবা অমুক অমুক রোগে অমুক অমুক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, স্থান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের অত্র এলাকার জন্য অনেক ওষুধ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, মোট কথা হুযুর পাক (দঃ) না কারও নিকট হতে চিকিৎসা বিদ্যা শিখেছেন, আর না কারও নিকট হতে তা'লিম হাসিল করেছেন। এরপরও তিনি সকল ওষুধের নাম, ব্যবহার বিধি, এর উপকারিতা সহ সবকিছু এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে সিনা এবং আফ্‌লাতুন এর চিকিৎসা শাস্ত্র ও তাঁর সম্মুখে কুরবান।

(৩) এ সূরাদ্বয় হতে একথাও বুঝা গেল যে, নবীগণের দিল এবং আকলের উপর যাদুর প্রতিক্রিয়া হয় না। হাঁ শরীর পাকের উপর হয়ে যায়। এবং এটিও নবুয়্যতের মর্যাদার খেলাফ নয়। বরঞ্চ তা'লোয়ার, বিষ, এবং বিষযুক্ত জীবের প্রতিক্রিয়াও তাঁদের শরীর মুবারকে পতিত হয়। একইভাবে খাদ্য, পানি, ওষুধ ইত্যাদিও তাঁদের মধ্যে উপকার পৌঁছায়। যাদুর কুদরতী প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পাওয়া নবুয়্যতের মহান মর্যাদার জন্য হানিকর নয়।

অনেকেই বলে থাকে, হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠির মুকাবিলায় যাদু পরাজিত হয়েছিল, অথচ প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর কেন প্রতিক্রিয়া হলো? তিনি তো হযরত মূসা (আঃ) হতে আফযল। এর উত্তর এই যে, ওখানে যাদু মুজি'যার মুকাবিলা করছিল। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)এর মুজি'যায় লাঠি জয়ী হলো। কিন্তু এখানে কোন মু'জিযার মুকাবিলা ছিল না। উপরন্তু ঐ যাদুও হযরত মূসা (আঃ)এর খেয়ালের উপর প্রভাব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফেলেছিল। يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ - 'যাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হলো তাদের রশিও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৪) এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রোগ যাদু ,বদ দৃষ্টি ইত্যাদি দূর করার জন্য দুআ এবং কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে ঝাড় ফুঁক করা জায়েয। একইভাবে তাবিজ ইত্যাদিও জায়েয। (দেখুন শামী ৫ম খন্ড) হ্যাঁ, যে সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শিরকী কালাম রয়েছে, অথবা অন্য কোন ভাষা, যেগুলোর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই যে, এতে শিরক আছে কি নেই, এগুলো দ্বারা ব্যবস্থা করানো হারাম। একইভাবে তা'বিজে রক্ত দ্বারা কুরআনের আয়াত লিখা বা তরতীবের খেলাফ আয়াত লিখা অথবা তা'বিজ লিখে তা পা কিংবা জুতার মধ্যে বাঁধা, অথবা তা'বিজে জুতা পাড়ানো সম্পূর্ণ হারাম, কারণ এতে আয়াত শরীফের অবমাননা হয়।

মাসয়ালাঃ তা'বিজ লিখে অথবা ঝাড়ফুঁক দিয়ে শ্রমের বিনিময় নেয়া জায়েয, যদিও বা কুরআনুল করীমের আয়াত লিখে দেয়া হয় অথবা কুরআনের সূরা পড়ে ফুঁ দেয়া হয়। এটি তো এক ধরণের চিকিৎসা। (দেখুন মিশ্‌কাত এবং শামী ১ম খণ্ড ইত্যাদি) বস্তুতঃ এই দুটো সূরাও হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসা সম্বলিত।

আয়াতঃ ১০২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ-'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক'।

এই সূরাটির মধ্যে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং বান্দাদেরকে দুআ তা'লিম দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে হুযুর আকরম (দঃ)এর সর্বোচ্চ প্রশংসা বিদ্যমান। কেননা–

الحمد এর মধ্যে যদি الف و لام কে استغراقی ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ দুনিয়ায় যে কেউ, যে কারও, যে কোন সময় যে কোন নেয়ামতের উপর প্রশংসা করবে, তা মূলতঃ আল্লাহরই প্রশংসা হবে। যার মধ্যেই যে সৌন্দর্য রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহরই প্রদত্ত। সৃষ্ট বস্তুর প্রশংসা মূলতঃ স্রষ্টারই প্রশংসা।

দ্বিতীয় অর্থ এমনও হতে পারে যে, এটি একান্ত আল্লাহরই প্রশংসা এখানে الف و لام হলেই এঅর্থ হবে। হুযুর আকরম (দঃ) আল্লাহর যে প্রশংসা আদায় করবেন বা তাঁর শিখানো নিয়মে যে আল্লাহর প্রশংসা করবেন। আল্লাহর উত্তম প্রশংসা এর চেয়ে উত্তমভাবে আরকে করতে পারবে অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহর প্রশংসা করুক না কেন, কিন্তু মাকবুল প্রশংসা ঐটিই, যেটি তাঁর মাহবুব (দঃ) করেন অথবা তাঁর বাতানো পদ্ধতিতে যে করে থাকে। (রুহুল বায়ান)।

এজন্যই আজকে যদি সকল কাফিররা গোটা জীবন আল্লাহর প্রশংসা করে, তা কক্ষনো কবুল হবে না। কেননা তারা মাকবুল প্রশংসা আদায় করেনি, যেটি হুযুর আকরম (দঃ) এর বাতানো প্রশংসা। আর এজন্যই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর প্রশংসার ঝাণ্ডা তাঁর মাহবুব (দঃ) কে প্রদান করা হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শাফায়াতের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রবতাআলা তাঁর খাস খাস হামৃদ আমাকে অবগত করাবেন, যদ্বারা আমি হামৃদে ইলাহী আদায় করবো। বস্তুতঃ দুনিয়ায়ও তাঁর হামৃদ মাকবুল এবং আখেরাতেও। আর এজন্যই হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম মুবারক হচ্ছে 'আহমদ'। অর্থাৎ স্বীয় রবের অত্যাধিক প্রশংসাকারী। এবং রব তাআলার মহান নাম হচ্ছে 'মাহমুদ' (প্রশংসিত) অর্থাৎ মাহবুবের মাহমুদ।

অথবা এই আয়াতের অর্থ , আল্লাহর কৃত প্রশংসাই পরিপূর্ণ প্রশংসা। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি মিলিতভাবেও মাহবুব (দঃ) এর যথার্থ প্রশংসা আদায় করতে পারবে না। বরঞ্চ মাহবুব (দঃ) এর যথার্থ প্রশংসা ঐটিই, যেটি তাঁর রব করেছেন। এজন্যই হুযুর আকরম (দঃ) এর নাম মুবারক হচ্ছে 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ প্রশংসিত। কিন্তু কে করলেন এ প্রশংসা? আল্লাহই করেছেন। আর মহান রবতাআলার নাম পাক হচ্ছে 'হামেদ' অর্থাৎ প্রশংসাকারী। কিন্তু কার প্রশংসা? তাঁর মুহাম্মদ (দঃ) এর।

এখন এআয়াত দ্বারা মাহবুবে খোদা (দঃ) এর যে সর্বোচ্চ প্রশংসা ছাবেত হয়েছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এভাবে এসূরার প্রত্যেকটি আয়াত হতেই হুযুর আকরম (দঃ) এর প্রশংসাই প্রকাশ হচ্ছে।

আয়াতঃ ১০৩

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

অর্থাৎ-'আমাদেরকে সরল পথে রাখ, তাদের পথ- যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ'।

এই আয়াতখানাও হুযুর আকরম (দঃ) এর স্পষ্ট প্রশংসা সম্বলিত। এতে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এই দুআ চাও যে, হে খোদা! আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালাও, এটি ওদের পথ, যাদের উপর তুমি ইহ্সান করেছ।

সরল –সঠিক পথ হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। আর হুযুর আকরম (দঃ) এর আনুগত্যের নামই হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। পরে এর ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি ঐ রাস্তাই যাঁরা তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আর যাঁকে আল্লাহ সবচেয়ে অধিক ইনআম দান করেছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর মাহবুব (দঃ)। অতএব রব তাআলা মুসলমানদেরকেও এই তা'লিম দিচ্ছেন যে, তোমরা আমার নিকট এই দরখাস্ত কর যে, হে খোদা! আমাদেরকে তোমার হাবীব (দঃ) এর কদম অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান কর, এবং এরই উপর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং এরই উপর আমাদের খাতেমাও (মৃত্যু) নসীব কর। আমিন, আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

পরিশেষে বলবো অন্যরা তো আপন আপন রচনাবলী কোন বাদশাহ, নওয়াব বা কোন বিত্তশালীর দরবারে পেশ করে বস্তুবাদী পুরস্কারের আকাংখী হয়, কিন্তু অধম ফকির স্বীয় এই সাধারণ লিখাটুকু তার উভয় জাহানের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সত্যিকার শাহেনশাহ্ অসহায়ের সহায়, মাহবুবে রাব্বুল আলামীন, শফিউল মুযনিবিন, আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান দরবার মুবারকে পেশ করছি, এবং কবুলের দিকে চেয়ে থেকে আরয করছি–

تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہیں نہ ہمارے آپ ہی اک آسرا ہیں

اگر میرا نہیں از در جمن بنما دردیگر نہ کجا نالم کرا خوانم اغثنی یا رسول اللہ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (দঃ) আমরা আপনার দরবারের অসংখ্য ফাকর, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। যদি আপনি আমাকে আপনার দরওয়াজা থেকে তাড়িয়ে দেন, তাহলে আমাকে অন্য পথ দেখিয়ে দিন, আমি কোথায় কাঁদবো, কাকে ডাকবো (আমার তো কেউই নেই, অতএব) আমাকে সাহায্য করুন।

স্বর্তব্য যে, পাঠকগণ এমনটি বুঝে নিবেন না, কুরআন শরীফ হতে আমার আলোচিত শুধুমাত্র এই আয়াত গুলোই হুযুর আকরম (দঃ)এর শান সম্বলিত। বরঞ্চ আমি তো ভূমিকায় বলেই এসেছি, কুরআনুল করীমের প্রত্যেকটি আয়াতই হুযুর আকরম (দঃ)এর না'ত।

এই আয়াতগুলো ছাড়াও প্রত্যক্ষ প্রশংসা সম্বলিত আরও অসংখ্য আয়াত আছে। যেমন এভাবে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۔ একইভাবে اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ ইত্যাদি। আরও অনেক না'ত বিজড়িত আয়াত রয়েছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ততার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি শুধু আলোচ্য আয়াতগুলোর উপর নির্ভর করেছি।

আমি এই কিতাবখানি ১৩৬১ হিজরী সালের জমাদিউল উলার মাঝামাঝি সময়ে আরম্ভ করে ১৩৬১ সালের ৩রা শা'বান, পবিত্র সোমবার দিনে শেষ করেছি।

রাব্বুল আলামীন এ কিতাবখানিকে আমার জন্য এবং আমার মুহতারাম বুযর্গ, হারমাইন শরীফাঈনের হাজী, শরিয়ত এবং তরিকতের আধার, হযরত আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী সাহেব কিব্লাহ্র জন্য আখেরাতের সম্পদ করে দিন। এবং আল্লাহ তাআলা হাজী সাহেবকে দ্বীনের, এর চেয়েও বৃহৎ খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অধম আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সংযোজন

আমার একান্ত ইচ্ছে এই ছিল যে, কিতাবখানা হুযুর আকরম (দঃ) এর বিশেষ খাদেম আল্লাহর ওলীগণের উত্তম বর্ণনার মধ্যে শেষ করব। কেননা খাদেমের প্রশংসা মূলতঃ সুলতানেরই প্রশংসার শামিল। উলামায়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিত্রের আলোচনা হুযুর আকরম (দঃ) এর না'ত বর্ণনা করার মাধ্যমই, কেননা তাঁরা প্রিয় নবী (দঃ) এর ওসীলায়ই এই মহান মর্যাদা অর্জন করেছেন। মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত, এর প্রত্যেকটি কণা-অনুকণার মর্তবা, সেখানকার গ্রাম এবং বাজারের তারিফ, এমনকি প্রিয় নবী (দঃ) এর দরবারের জীবজন্তুর তা'রিফও বাস্তবিকই তাঁরই তা'রিফ, কেননা সাইয়্যিদুল কাওনাইন (দঃ) এর দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই এই সবকিছুই মর্যাদামণ্ডিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণে কাগজের স্বল্পতার কারণে আমার এই আকাংখা পূরণ হয়নি, এখন দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিষয়বস্তু সংযোজন করছি, আল্লাহ তাআলা কবুল করতঃ এটিকে আমার গুণাহর কাফ্ফারা বানিয়ে দিক। আমীন।।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۔ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(পারাঃ ১১, সূরা ইউনুস, রুকুঃ ৬)

অর্থাৎ- 'জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান স্থাপন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, পার্থিব জীবনে এবং পারলৌকিক জীবনে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহা সাফল্য।'

উক্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ দু'চারটি কথা আরয করা হচ্ছে-

দুনিয়ার জন্য ওলীগণের কি প্রয়োজন?

ইহ জগতে যেমনিভাবে একে অপরের মুখাপেক্ষী-কেউ ফয়েজ গ্রহণ করে, কেউ বিতরণ করে। সূর্য এবং বৃষ্টি ফয়েজ প্রদানকারী আর জমিন এবং তথাকার প্রত্যেকটি তরুতাজা ক্ষেত ও বাগানসমূহ ফয়েজ গ্রহণকারী, একইভাবে রূহানী জগতেও সম্মানিত নবীগণ এবং তাঁদের মাধ্যমে উলামা মাশায়েখ এবং ওলীগণ ফয়েজ প্রদানকারী আর সমগ্র পৃথিবী তাঁদের মুখাপেক্ষী। মাওলানা রুমীর ভাষায়-

چو دانش ہست محتاج الیہ ۔ زاں سبب فرمود حق صَلُّوْا عَلَيْهِ

অর্থাৎ-যেহেতু সবাই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আপনার পবিত্র সত্তার মুখাপেক্ষী, সেহেতু মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন তাঁরই উপর দরুদ পাঠ কর।

যেমনিভাবে দুনিয়ার জন্য সূর্য এবং বৃষ্টির সবসময়ই প্রয়োজন, একইভাবে ওলী এবং আলিমগণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর তাই হুযুর আকরম (দঃ) উলামায়ে দ্বীনকে নবুয়্যতের বৃষ্টির পুকুর বলেছেন। (মিশকাত, কিতাবুল ইল্‌ম) রহমত প্রদানকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ, বন্টনকারী হচ্ছেন মাহবুবে খোদা (দঃ)

اَللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا قَاسِمٌ - 'আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী' আর ওলী এবং আলিমগণ হচ্ছেন এই বন্টনের মাধ্যম।

হাদীছ শরীফের মধ্যে চল্লিশ জন আবদাল সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হবে। এবং তাঁদেরই ওসীলায় শামবাসীদের উপর হতে আযাব দূর হবে। (মিশকাত) আলেমে দ্বীন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, পানির মাছ পর্যন্ত তাঁদের হায়াতের জন্য দুআ করে (মিশকাত, কিতাবুল ইল্‌ম) মিরকাত শরীফ এর ব্যাখ্যা রয়েছে, তারা জানে বৃষ্টি এবং সমুদ্রের পানি প্রবাহ তাঁদেরই ওসীলায় বিদ্যমান।

রবতাআলা পর্যন্ত হুযুর আকরম (দঃ) এর ওসীলায় এবং হুযুর (দঃ) পর্যন্ত ওলী এবং আলেমগণের ওসীলায় পৌছতে হয়। সাহাবাগাণ প্রিয় (দঃ) এর বক্ষ মুবারক হতে সরাসারি নুরে নবুয়াত হাসিল করেছেন। পরবর্তীগণ সাহাবাগণের পবিত্র সিনা হতে আর আমাদের জন্য ওলীগণের সীনা মুবারকই এমন স্বচ্ছ আয়না, যা হতে আলো ধারন করে তারা গোটা জগৎকে আলোকিত করছে। এ জন্যই প্রদীপের আশ্রয়ে এসে দ্বীপ্তি অর্জন করার জন্য বায়আত করা হয়।

নবীগণ জাহের এবং বাতেন চরিত্রকে ইসলাহ করার জন্য তাশরীফ এনেছেন। নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার পর এ পবিত্র কাজ দু'গোষ্টির উপর অর্পিত হয়েছে। জাহেরী ইসলাহর দায়িত্ব আলিমগণের উপর আর বাতেনী ইসলাহর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ওলীগণের উপর। যেহেতু হুযুর আকরম (দঃ) এর নবুয়্যৎ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে, সেহেতু তাঁর প্রত্যেকটি কাজও আনজাম পেতে হবে, আর এই দু'শ্রেণীর প্রিয় বান্দাগণের দুনিয়ায় অবস্থানের মধ্যে দিয়েই তার সুষ্ঠ আনজাম দেয়া সম্ভব। নামাযের মধ্যে শরীর পবিত্র করানো, কিবলাহ মুখী হয়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা, এবং নামাযের প্রত্যেকটি আরকান আহকাম সঠিক এবং শুদ্ধভাবে পালন করিয়ে দেয়া আলিমগণের দায়িত্ব, কিন্তু নামাযের মধ্যে আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা, স্রষ্ঠার প্রতি ধ্যান এবং প্রদর্শনীভাব হতে তার মনকে পবিত্রকরণ ওলীগণের মাধ্যমেই হবে। বস্তুতই আলিমগণ নামায আদায়ের শর্ত পূরণ করিয়ে দেন আর ওলীগণ কবুল হয়ার শর্তাদি পূর্ণ করিয়ে দেন।

কুরআনুল করীম এবং কা'বা শরীফের যিয়ারতকারী সাহাবী নয়, কিন্তু যে ইখলাসের সাথে প্রিয় নবী (দঃ)কে দেখেছে, সে সাহাবী। বুঝা গেল আমলের চেয়ে সুহবতই অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঘটনাঃ— জনৈক বাদশাহ চীন এবং রুমী কারিগরদেরকে বললেন যে, তোমরা আপন আপন দক্ষতা প্রদর্শন কর। তাদের জন্য একটা কামরা নির্দিষ্ট করতঃ মাঝখানে পর্দা দিয়ে দেয়া হলো। এরপর বলা হলো, একটি দেয়ালে তোমরা তোমাদের কৃতিত্ব দেখাও এবং অন্য দেয়ালে অন্যরা। চীনা কারিগররা তাদের দেয়ালে চিত্রাঙ্কন করে সেটিকে একেবারে বাগান বানিয়ে ফেলল। আর অন্য দিকে রুমী শিল্পীরা তাদের দেয়ালকে ঘষে-মেজে একেবারে ছবি ধারণকারী স্বচ্ছ আয়না বানিয়ে ফেলল। উভয় শিল্পী গোষ্ঠী এরপর বাদশাহকে পরিদর্শন করার জন্য আহ্বান করলেন। বাদশাহ এসে বললেন, অন্তরায় সৃষ্টিকারী এই পর্দা সরিয়ে তুলনা করে দেখাও। যখনই পর্দা সরিয়ে ফেলা হলো এবং উভয় দেয়াল মুখোমুখি হলো, তখন চীনা শিল্পীদের শিল্পকর্ম রুমী শিল্পীদের দেয়ালে ফুটে উঠলো। কেননা সেটি ছিল প্রতিচ্ছবি ধারণকারী স্বচ্ছ আয়না। তদ্রুপ মানুষ একটি কামরার মত। এর দুটি দেয়াল আছে। কালেব এবং কালব। শরীয়তের আলেমগণ কালেবের উপর শরীয়তের চিত্র অঙ্কন করেন, আর তরিকতের পীরগণ মুরাকাবা এবং তরীকতের বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালবের পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করেন। কিন্তু এ উভয়ের মাঝে রয়েছে নিঃশ্বাসের পর্দা। যখনই হায়াতের পরিসমাপ্তি ঘটলো, এবং বাহ্যিক জিন্দেগীর পর্দা উঠে গেল, এসময় কালেবের সমস্ত নকশা পরিচ্ছন্ন কালবের উপর ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ। কবরে কালবেরই পরীক্ষা হবে। যে মাহবুবকে বাহ্যিক জীবনে দেখেনি, আজকে তাঁর পরিচয় করানো হবে, যদি কাল্‌ব পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে সহজেই তাঁকে চিনে নিবে। কবির ভাষায়–

روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں ٭ سنتا ہوں تجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں

অর্থাৎ–'আমার রূহ মৃত্যুর অপেক্ষায় কেন পেরেশান থাকবে না, শুনেছি মাহবুবে খোদা (দঃ) আমাকে দেখার জন্য কবরে তাশরীফ আনবেন।

(৫) দ্বীনের আলেমগণ হতে ঈমান হাসিল হয়। কিন্তু ওলীগণই সে ঈমানের হেফাজত করেন। এ জন্যই ওলীগণ হলেন আলিমগণের শাগরেদ, অথচ আলেমগণ আবার ওলীগণ হতে বায়য়াত করেন। এরা উভয়ই মূলতঃ আমল এবং ঈমানের দু'টো বাহু। যেভাবে পাখী তার দু'টি ডানা ছাড়া উড়তে পারে না, ঠিক তদ্রুপ আমাদের আমলও উক্ত দুটি জামায়াতের সাহায্য ব্যতিরেকে রাব্বুল আলামীনের দরবার পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এরা উভয় মূলতঃ জিন্দেগীর গাড়ীর দু'টি চাকা।

(৬) যেভাবে দেহে ব্যাধি এবং লোহার মধ্যে মরিচা আসতেই থাকে, ঠিক তদ্রুপ দিলের উপর গাফলতের মরিচা আসতে থাকে। দেহের ব্যাধি দূর করার জন্য ডাক্তার সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে দিলের ব্যাধি সারাবার জন্যও ঈমানী ডাক্তার রয়েছে। মাওলানা রূমী বলেন–

چند خوانی حکمت یونانیاں ٭ حکمت ایمانیاں را ہم بخواں

অর্থাৎ–ইউনানী হেকমত আর কত পড়বে, এবার কিছু ঈমানী হিকমতও পড়।

www.YaNabi.in

লোহার মরিচা দূর করার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন। এভাবে কালবের মরিচা দূর করার জন্য প্রয়োজন ওলীগণের সুহবত, ইবাদত এবং রিয়াজত। কিন্তু ওলীগণের সুহবতই অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করে। কুরআনুল করীমের তেলাওয়াত কালবের মরিচাকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে। (মিশকাত) অথচ আল্লাহ ওয়ালাগণের নেক দৃষ্টি মূহুর্তে মানুষের অন্তরাত্মায় আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। মাওলানা রুমী বলেন–

یک زمانہ صحبتے با اولیاء ٭ بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

অর্থাৎ 'শত বছরের খাটি ইবাদতের চেয়ে ওলীগণের সাথে কিছুক্ষণের ছোহবত অনেক উত্তম।'

অন্য কবির ভাষায়–

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

অর্থাৎ –'আল্লাহর ওলীদের নেক দৃষ্টিতে তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়'।

ঘটনাঃ হযরত গাউছে পাক (রাঃ) এর ঘরে এক চোর চুরি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করছে। কিন্তু সে কিছুই খুজে পেল না। তখন গাউছে পাক (রাঃ) স্বীয় খাদেমকে বললেন, চোর আমার ঘর হতে খালি ফিরে যাচ্ছে, এটা আমার দরবারের শান নয়। খাদেম আরয করলো, তাহলে তাকে কি দেয়া যেতে পারে? ইরশাদ হলো, তাকে এমন জিনিস দিয়ে দাও, যা উভয় জাহানে তার কাজে আসবে। আমি কি আর বলবো, অমুক জায়গার কুতুব ইনতেকাল হয়েছে। একেই তথাকার কুতুব নিয়োজিত করে পাঠিয়ে দাও। দেখুন, এসেছে সে চোর হিসেবে, আর গিয়েছে কুতুব হয়ে (হে বাগদাদের শাহেনশাহ! আমরা চোরদের উপরও একটু সুনজর দিন।

একদিন গাউছ পাক (রাঃ) জঙ্গল দিয়ে একাকী যাচ্ছিলেন, তাঁর পরনে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ। এক ডাকাত তা ছিনিয়ে নেয়ার বদ খেয়ালে তাঁর জামার আস্তিন ধরলেন, তিনি সাথে সাথে আরয করলেন, মাওলা! সে তো আব্দুল কাদিরের আস্তিন ধরেছে, কিয়ামত পর্যন্ত সে যেন আর না ছুটে। খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ (রঃ) এক কুম্ভকারের ভিটিতে গেলেন, সেখানে মাটির থালা তৈরী হচ্ছিল, তিনি এসে এর উপর নজর দিলে নার (অগ্নি) তো নুর হয়ে গেলই, উপরন্তু মাটির থালার উপর আল্লাহ আল্লাহ নামের নক্‌শা অঙ্কিত হয়ে গেল। কুম্ভকার এমতাবস্থায় বিস্মিত হয়ে বলল–

اے شاہِ نقشبند تو نقشے مرا ببند ٭ نقشے چناں بہ بند کہ گویند نقشبند

অর্থাৎ–হে নক্‌শবন্দের বাদশাহ! আপনি আমার কালবে (কালিমার) এমন নক্‌শা এঁকে দিন, যেমনিভাবে লোকেরা আপনাকে নক্‌শবন্দ ডেকে থাকে।

(৭) দুনিয়ায় একজন মুসাফিরের জন্য যেমন রাহ্‌বার বা পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়, ভিন্‌দেশে রাহ্‌বার ব্যতিরেকে চলা সম্ভব নয়, তদ্রুপ আখেরাতের মুসাফিরের জন্যও রাহ্‌বরে তরিকত' প্রয়োজন। নুতবা রাস্তা থেকেও শুধু রাস্তাতেই উদাসীনভাবে ঘুরবে। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

پیر را بگزیں کہ بے پیر ایں سفر ٭ ہست بس پُر آفت وخوف وخطر

www.YaNabi.in

چوں گرفتی پیر سیں تسلیم شو ؛ ہمچو موسیٰ زیر حکم خضرو

گرچہ کشتی بشکند تو دم مزن ؛ گرچہ طفلے را کشد تو مو مکن

অর্থাৎ–"ভালভাবে পীর ধর, কেননা পীর ব্যতিরেকে এই সফর ভয়ভীতি পূর্ণ এবং বিপদ সংকুল। আর পীর ধরার পর তুমি তাঁর নিকট নিজকে সোপর্দ করে দাও। হযরত মুসা (আঃ) এর মত হযরত খিজির (আঃ) এর হুকুমের অধীনে চল। যদিওবা পীর হযরত খিজির (আঃ) এ মত নৌকাকে ভেঙ্গে ফেলে, তুমি আওয়াজ করো না। বে-গুণাহ শিশুকে কতল করে ফেললেও তুমি নড়াচড়া করো না।"

তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

অর্থাৎ– 'তার নৈকট্য লাভে ওসীলা অন্বেষন কর।'

(৮) দুনিয়ার মানুষেরা অর্জন করার জন্যই এসেছে। ঈমান এবং আমলই হচ্ছে তার অর্জিত সম্পদ। যেটিকে আখিরাতে পাঠাতে হবে। পথে নফ্স এবং শয়তান ডাকাতি করে থাকে। অতএব ঈমান আমলের এই মূল্যবান সম্পদ কারও নিরাপত্তায় থাকা বাঞ্চনীয়। আর এই নিরাপত্তা বিধানকারীগণের জামায়াত হচ্ছে আওলিয়ায়ে কেরাম। বীমা কোম্পানীর জিম্মায় মাল হেফাজত থাকে আর তরিকতের মাশয়েখগণের নেক দৃষ্টিতে ঈমানের সম্পদ মাহফুজ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আলা হযরত (রঃ) বড়ই চমৎকার ইরশাদ করেছেন–

دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزدِ رجیم ؛ الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

تو جو للکار دے آتا ہوا الٹا پھر جائے ؛ تو جو چمکا دے ہر پھر کے ہو تیرا تیرا

অর্থাৎ– হে আমার মুর্শিদ! আমার অন্তরে তোমার নাম খোদিত। ঈমান-চোর শয়তান তোমার নামের ডঙ্কা দেখে আমা হতে উল্টা ফিরে গেল। তোমার ধমকিতে চক্রান্তবাজ শয়তান পালিয়ে যায়, আর তুমি যাকে চমকিয়ে দাও, তার আর ভয় নেই সে তো তোমারই।

(৯) নাফস হচ্ছে কুকুর, তার গলায় কোন শায়খের বেল্ট বেঁধে দাও, যাতে পথভ্রষ্ট না হয়। ওলীর আনুগত্য হচ্ছে নফ্সের বেল্ট, তাঁর প্রদত্ত শাজরাহ্ হচ্ছে নাফসের জিঞ্জির, যেটির প্রথম কড়া নাফসের গলায় আর শেষ কড়া হুযুর আকরম (দঃ) এর পবিত্র হাতে। এই বেল্ট এবং শিকল বাঁধা থাকলে নাফস কক্ষনো গুমরাহ্ হবে না ইনশাআল্লাহ। তাই আলা হযরত (রঃ) ইরশাদ করেছেন।–

تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت ؛ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ؛ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا

অর্থাৎ–ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনার মহান দরবারের কুত্তার সাথেই আমার

www.YaNabi.in

সম্পর্ক, আমার গলায় আপনার দরবারের বেল্ট লাগানো, কিয়ামতেও যেন এই বেল্ট থাকে, কেননা এই বেল্ট লাগানো গোলামের কোন ভয় নেই।

(১০) ইঞ্জিন এটা দেখেনা যে, আমার পেছনে তৃতীয় শ্রেণীর বগী রয়েছে, না দ্বিতীয় শ্রেণীর, না ইন্টার, না মালগাড়ী সে তো তার শক্তি অনুযায়ী সবকিছুই টেনে নিয়ে যাবে, শুধু শর্ত এই যে, তার সাথে কঠিন শিকলে আবদ্ধ থাকতে হবে। ইসলাম হচ্ছে রেল লাইনের মত, বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান মূলতঃ বিভিন্ন বগী, ওলীগণ এর শক্ত শিকল, আর হুযুর আকরম (দঃ) হচ্ছেন সবার রাহবর। যদি এই সিলসিলা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে অবশ্যই আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাব, নতুবা পৌছতে পারব না।

বিলায়তের স্তর

বিলায়তের অনেক স্তর রয়েছে–আছে বিভিন্ন মর্যাদা। অনেক বুযুর্গ ইশ্কে ইলাহীর মাঝে স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যাদেরকে তরিকতের পরিভাষায় 'মাজযুব' বলা হয়। এদের কাজ কর্মে শরিয়তের বিধান জারি থাকে না, কেননা তারা তো স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। হযরত মনসুর (রঃ) اَنَا الْحَقّ বলার পরও তিনি মুমিন রয়েছেন, কেননা তিনি এরই মধ্যে আমিত্বকে বিলুপ্ত করেছেন। অপরদিকে ফেরাউন اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি বড় খোদা' বলে কাফির হয়েছে, কেননা সে আমিত্বের মাঝে থেকেই খোদা বলেছে। বস্তুতঃ এমন বিশেষ হালতে এ সব বুযুর্গগণ মহান আল্লাহর সিফাতেরই প্রকাশস্থল হয়ে যান। অর্থাৎ মুখ হয় তাঁদের আর কথা হয় রব তাআলারই। মাওলানা রুমীর (রঃ) ভাষায়–

گفتہ او گفتہ اللہ بود ؛ گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

چوں رواباشد انا اللہ از درخت ؛ کے روا نبود کہ گوید نیک بخت

অর্থাৎ–'তাদের কথা আল্লাহরই কথা যদিওবা তা আল্লাহর বান্দার কণ্ঠে ধ্বনিত।' -'যখন হযরত মুসা (আঃ) এর জন্য বৃক্ষ হতে 'আমি খোদা' আওয়াজ নিঃসৃত হওয়া জায়েয হতে পারলো, তখন পূণ্যময় পীর যদি কিছু বলে, তা কেন না জায়েযহবে।

সুক্ষ্ম তত্ত্বঃ– সুফীগণ ফনা ফিল্লাহর এক বিশেষ স্তরে পৌছে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে اَنَا اللّٰهُ বলতে পারে। কিন্তু কেউ ফানা ফির্‌রাসুল হয়ে اَنَا مُحَمَّدٌ বলতে পারে না। কেননা ওটি মাকামে নাজ (ফখর) আর এটি মাকামে নেয়াজ, (বিনম্রতা)

কবির ভাষায়– با خدا دیوانہ و با مصطفےٰ ہوشیار باش

অর্থাৎ 'আল্লাহর সাথে দেওয়ানা, কিন্তু আল্লাহর মাহবুব (দঃ) এর সাথে সাবধান থাক'। এক্ষেত্রে ডক্টর ইকবালের বক্তব্য চমৎকার–

ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر ؛ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ– আসমানের নীচে আদবের এমন একটি স্থান আছে, যেটি আরশ হতেও নাজুক। (অর্থাৎ মাহবুব খোদা (দঃ) এর দরবার) এ দরবারে হযরত জুনাইদ বাগদাদী এবং হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রঃ)ও নিজেদের নিঃশ্বাদ বন্ধ করে আসে (যাতে তাদের নিঃশ্বাসের বাতাস রওজা শরীফে না লাগে) কয়লা আগুনে পুড়ে এমন হল যে, তা হতেও আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হতে লাগলো। নিম্নের কবিতাংশটিতে এ কথাই বলা হয়েছে–

بندہ از بندگی خدا گوید ۔ نہ تواند کہ مصطفےٰ گوید

قطرہ در آب رفت آب شود ۔ نہ تواند کہ دُرِّ ناب شود

অর্থাৎ–বান্দা বান্দেগীর দ্বারা 'আনাল হক্ব' বা আমি খোদা বলে (যেমন হযরত মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন) কিন্তু বান্দা নিজেকে, 'আমি রাসুলুল্লাহ' বলতে পারে না। পানির ফোঁটা যখন নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন সেটি পানির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু সেটি নিজেকে মুক্তি বানিয়ে দিতে পারে না।'

বিলায়তের অন্য স্তরে যারা রয়েছেন তাঁদের বিশেষ মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে কবি বলেন–

ع اُدھر اللہ سے واصل ادھر دنیا میں شاغل

অর্থাৎ– 'এরা একদিকে আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন, আবার অন্যদিকে দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত'। বিলায়তের চরম শীর্ষে উন্নীত হয়েও যাঁরা অত্যন্ত স্বাভাবিক থাকেন, তাঁদেরকে সালেক বলা হয়। স্মরণ থাকতে হবে যে, সম্মানিত নবীগণ সিফাতে ইলাহীর প্রকাশস্থল আর ওলীগণ হচ্ছেন নবীগণের সিফাতের প্রকাশস্থল, সিফাতে ইলাহীর যেহেতু বিভিন্ন স্তর সেজন্য নবীগণের হালাতেরও বিভিন্ন স্তর আর তাই সুফীগণের শানেরও বিভিন্ন স্তর। বেলায়তে ঈসায়ীর যিনি অধিকারী তিনি দুনিয়া বিমুখ হন, বেলায়তে সুলায়মানীর অধিকারী তখত–তাজের অধিকারী হন, বেলায়তে নুহীর মধ্যে জালালিয়্যত, বিলায়তে ইব্রাহিমীর মধ্যে জামালিয়াত, আর যিনি বেলায়তে মুস্তফবী (দঃ) হাসিল করেন, তিনি সার্বিক সিফাতের অধিকারী হন। এজন্যই বলা হয় যে, মাজযুবগণের বিলায়ত হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ সিফাতে ইলাহীর একটুখানি ঝলক দেখেই তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যদিকে সালেক গণের বিলায়ত সম্পৃক্ত থাকে হুজুর আকরম (দঃ) এর নুরানী কদম মুবারকের সাথে। কবির ভাষায়–

موسیٰ زہوش رفت بیک پرتو صفات ۔ تو عین ذات بے نگری در تجلّی

অর্থাৎ–ইহা রাসুলাল্লাহ! (দঃ) 'হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর সামান্য সিফাত দেখেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন, আর আপনি আল্লাহ তাআলার পবিত্র জাতকে হাসতে হাসতে দেখেছেন'। হযরত গাউছে পাক (রাঃ) এর নিম্নের কবিতাংশটির মধ্যেও একই কথা ধ্বনিত হয়েছে –

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَاِنِّيْ ۔ عَلٰى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ–সমস্ত ওলীগণের অবস্থান আমার কদমতলে আর আমি হচ্ছি পূর্ণিমার চাঁদ নবী পাক (দঃ) এর নূরানী কদম মুবারকের নীচে। হুযুর আকরম (দঃ) বদরের যুদ্ধে হযরত সিদ্দীক আকবরকে (রাঃ) বলেছিলেন যে, তোমার মেছাল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মত, এবং হযরত ফারুক আজম (রাঃ) কে বললেন, তোমার মেছাল হযরত নুহ (আঃ) এর মত। এই হাদীছ শরীফখানা বেলায়ত বন্টনের মূল কথা।

ওলীর পরিচয়

বাস্তব কথা এই যে, ওলীগণের পরিচয় বড়ই কঠিন। হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ ওলীগণ রহমতে ইলাহীর বর। যেখানে তার মুহরেম ব্যতিরেকে আর কারও পৌছা সম্ভব নয়। এজন্য বলা হয় 'ওলীকে ওলীই চিনে। শায়খ আবুল আব্বাস বলেন, আল্লাহকে চেনা সহজ, কিন্তু ওলী চেনা বড়ই কঠিন। কেননা রব তাআলা তো স্বীয় জাত সিফাতের দিক হতে মাখলুক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহান এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টিই স্রষ্টার সাক্ষী। কিন্তু ওলীগণ তো আকার আকৃতি কাজ–কর্মে একদম আমাদের মত। (রুহুল বায়ান, উক্ত আয়াত) শরীয়ত হচ্ছে জাহের আর তরিকত হচ্ছে বাতেন, ঘরের সৌন্দর্য দরওয়াজায়, আর মূর্তির সৌন্দর্য কোথায়।

মাওলানা রুমী (রঃ) বলেন–

بر دہانش قفل در دل رازہا ۔ لب خموش و دل پر از آوازہا

অর্থাৎ– 'ওলীগণ কথা কম বলেন, কিন্তু তাঁদের অন্তর ভেদসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁদের ঠোঁট বন্ধ, কিন্তু অন্তর (যিকরুল্লাহর) আওয়াজে ভরপুর'। অনেক আল্লাহর ওলী নিজস্ব যে মর্যাদা বর্ণনা করেন, তা তাঁদের অনিচ্ছাকৃত বিশেষ অবস্থার বর্হিপ্রকাশ।

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এই বিশেষ অবস্থার প্রতিধ্বনি মাত্র।

আর أَيُّكُمْ مِّثْلِيْ এর মধ্যে রয়েছে শরীয়তের প্রকাশ। কবির ভাষায়,

لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا ۔ منزل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے

نہ حلیہ بھید کھولا ہے یہ نہ مقام چوں و چرا ہے یہ

تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تری بکریاں جو چرا گئے

অর্থাৎ–মানবীয় লেবাসে এসেছেন বিধায় দুনিয়াবাসী তাঁকে (তাদের ন্যায়) মানুষ ধরে নিয়েছে। মানব সুরত আবৃত হয়ে তিনি এসেছেন সত্য, কিন্তু নূরেই তাঁর বহিপ্রকাশ। না হালিমা তাঁর ভেদ প্রকাশ করেছেন, আর না এটি বাদানুবাদের মাকাম, তুমি খোদাকেই জিজ্ঞাসা কর, তাঁর আসল সত্ত্বা কি?

মিশকাত শরীফ, 'ফজলুল ফুকারা' অধ্যায়ে আছে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক আলুথালু চুলওয়ালা হিজিবিজি অবস্থার উম্মত থাকবে, যাদেরকে লোকেরা তাদের দরওয়াজা হতে হটিয়ে দিবে। কিন্তু এ সমস্ত উম্মতের অবস্থা এমন যে, তাঁরা যদি আল্লাহর কসম খেয়ে কিছু বলেই ফেলে, তখন তা পূরণ করা হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

خاکساران جہاں را بحقارت منگر ۔ تو چہ دانی کہ دریں دیرے باشد

অর্থাৎ-'দরবেশগণকে হাসি-ঠাট্টার দৃষ্টিতে দেখো না। কেননা তুমি কি জান, এতে অনেক বিপদও আসতে পারে।'

লোকেরা আপন আপন ইচ্ছেয় ওলীর আলামত নির্ধারণ করে। অনেকের মতে, যে কারামত প্রদর্শন করে, সেই ওলী। কিন্তু এধারণা একেবারে ভুল। কেননা অলৌকিকতা চার প্রকার রয়েছে। মু'জিযা, এরহাছ, কারামত এবং ইসতাদরাজ। মু'জিযা ঐ অত্যাশ্চর্য মহান কাজকেই বলে, যেটি নবুয়্যতের দাবীদারের হাতে নবুয়্যতের দাবীর সত্যতা নিরূপণের জন্য নিঃসৃত হয়। যেমন হযরত মূসা কালিমুল্লাহর লাঠি মুবারক, হযরত ঈসা (আঃ) এর 'ফুঁ'। 'এরহাছ' ঐ অত্যাশ্চর্য ঘটনা, যা নবীর নবুয়্যতের দাবীর পূর্বে তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়। যেমন হযরত হালীমার ঘরে হুযুর আকরম (দঃ) এর বারাকাত। 'কারামত ঐ অত্যাশ্চর্য ঘটনাসমূহ, যেগুলো নবীর উম্মতের ওলী হতে প্রকাশ হয়। যেমন হযরত গাউছে পাক (রাঃ), সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা আজমীরী (রঃ), হযরত খাজা নকশবন্দ (রঃ) এর কারামত সমূহ। আর 'ইসতেদরাজ' ঐ সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা সমূহকে বলা হয়, যেগুলো কাফির হতে নিঃসৃত হয়। শয়তানও বহু অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখায়। হিন্দু সন্যাসীও অনেক আজব কাজ করে দেখায়। দাজ্জাল তো গজবই আপতিত করে দেখাবে। মৃতকে জীবিত করবে। বৃষ্টি বর্ষণ করাবে। যদি অবাক কাণ্ড প্রদর্শনের উপরই বিলায়তের ভিত্তি হয়, তবে শয়তান এবং দাজ্জালকেও ওলী বলতে হবে। সুফীগণ বলেন, যদি বাতাসে উড়া বিলায়তের প্রমাণ হয়, তবে শয়তান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ওলী।

আবার অনেকেরই ধারণা ওলী ঐ ব্যক্তি-যে দুনিয়াত্যাগী, যে ঘরসংসার রাখে না। লোকেরা মনে করে, যে ধন সম্পদ অর্জন করে সে আবার কিভাবে ওলী হতে পারে! কিন্তু এধারণাও ভ্রান্তি মাত্র। হযরত সুলায়মান (আঃ) হযরত উছমান গণী (রাঃ), হযরত গাউছে পাক (রাঃ) ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) মাওলানা রুম- এরা প্রত্যেকেই বিত্তশালী ছিলেন, তারা ওলী ছিলেন না? বরঞ্চ তাঁরা তো ওলী তৈরী করতেন। অনেক হিন্দু সন্যাসী কাফির দুনিয়াত্যাগী, তাই বলে কি তারা ওলী? কক্ষনো নয়। আবার কেউ মনে করে, ওলী সেই, যে মুর্খ-বর্তমানে লোকেরা পাগল এবং দেওয়ানাকে ওলী মনে করে। এটিও ভুল। আমি প্রথমেই বলে এসেছি 'মাজযুব' হতে 'ছালেক' আফজল', কেননা 'মাজযুব' হতে ফায়েজ জারী হয় না। কিন্তু ছালেক ফয়েজ দান করেন। 'মাজযুব' দুর্বল, কেননা সে এতটুকু ঝলক সহ্য করতে পারেনি। আর 'ছালেক' হচ্ছেন সবল। সুফীগণ বলেন-

تو سنسار میں ایسا ہو رہ جوں مرغابی ساگر میں ۔ راہ پہ اپنے ایسی جانا جو پنہاری گاگر میں

অর্থাৎ-তুমি এই দুনিয়ার সংসারে এমনভাবে থাক, যেমন সমুদ্রপাখী সমুদ্রে। রাস্তা চলতে এমন সাবধানে চল, যেমন পানির কলসী বাহক।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেখুন সমুদ্র পাখী সমুদ্রে সাঁতার কাটে এবং বাতাসে সাঁতার কাটে পাখী। নারীরা যখন পানি ভরে নেয়, তখন একটা কলসী তার মাথায়, দুটি বগলে, এরপরও সে তার সঙ্গীনীদের সাথে কথা বলতে বলতে রাস্তা ঠিক রেখে ঠিক ঠিকই চলে যায়। কামিল তিনিই, যাঁর মাথার উপর শরীয়ত বগলে তরীকত, চলার পথে দুনিয়ারী বিষয়াদি, এসবগুলো ঠিক ঠাক রেখে সে রাহে খোদা অতিক্রম করে। মসজিদে সে নামাযী, ময়দানে গাজী, কোর্ট-কাছারীতে কাজী- একই সাথে তিনি আবার পুরো দুনিয়াদার। বস্তুতঃ একজন কামিল বান্দা মসজিদে এলে মুকাররবিন ফেরেশতার পূর্ণ নমুনা আবার বাজার বা কর্মস্থলে এলে দায়িত্ববান ফেরেশতার মতই কার্য সমাধা করেন।

আবার অনেকেই অহেতুক বেলায়তের দাবী করেন। কিন্তু তারা না নামায পড়ে, না রোযা রাখে অথচ কামালিয়্যত জাহের করার জন্য বলে বেড়ায়, আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফে নামায পড়ি। আশ্চার্য! তারা নামায তো পড়ে বায়তুল্লাহ শরীফে, অথচ রুটি নাজারানা গ্রহণঃসময় মুরিদের ঘরে। এরা সম্পূর্ণ শয়তান। যখন পর্যন্ত বিবেক এবং হুঁশ কায়েম থাকবে, ততক্ষণ আহকামে শরীয়ত মাফ নেই। এদের সম্পর্কেই বলা হয়-

کار شیطاں می کند نامش ولی ۔ گر ولی ایں است لعنت بر ولی

অর্থাৎ-'শয়তানের মত কাজ, অথচ নাম হচ্ছে ওলী। এজাতীয় ওলীর উপর অভিসম্পাত।'

ওলীর সঠিক পরিচয়

আমি প্রথমেই আরয করে এসেছি যে, ওলীগণের বিভিন্ন মর্তবা রয়েছে, এবং তাঁরা বিভিন্ন নবীর সিফাতের প্রকাশস্থল। এজন্য তাঁদের শানও ভিন্ন ভিন্ন। সবার মাঝে অভিন্ন আলামত অনুসন্ধান করা ভুল। একটি সরকারের নানা প্রশাসনিক বিভাগ থাকে, প্রত্যেক বিভাগের ইউনিফর্মও আলাদা। পুলিশের, সেনাবাহিনীর, রেলওয়ে প্রত্যেকরই জন্য স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের একই ধরণের ইউনিফর্ম প্রত্যাশা করা বাঞ্চনীয় নয়। কুরআন এবং হাদীছের ভিতর এঁদের বিভিন্ন আলামত ইরশাদ হয়েছে। সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেন ঐ ব্যক্তি ওলী, যাঁকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ আসে। (খাযেন) অনেক ওলী এমন রয়েছেন, তাঁরা যে জায়গায় অবস্থান করেন, তথাকার জীবজন্তু বরঞ্চ ঘরবাড়ী পর্যন্ত যিকিরকারী হয়ে যায়।

(২) হযরত আলী (রাঃ) ইরশাদ করেন, 'ওলী ঐ ব্যক্তি যাঁর চেহারা শুষ্ক, চক্ষু ভিজা আর পেট ভুখা। (রুহুল বায়ান)

عاشقاں راشش نشاں است اے پسر ۔ آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر

گر ترا پرسند سہ دیگر کدام ۔ کم خورد و کم گفتن و خفتن حرام

অর্থাৎ- 'হে বৎস! আশেকগণের ছয়টি চিহ্ন রয়েছে। আফসোসের নিঃশ্বাস, শুকনো রং এবং চোখে পানি। যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বাকি তিনটি কি,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহলে বলে দাও কম খাওয়া, কম কথা বলা এবং নিজের উপর নিদ্রা হারাম করে নেয়া'।

(৩) অনেক ওলী বলেন, ওলীর পরিচয় এই যে, তাঁরা দুনিয়া হতে বেপরওয়া, আর মাওলার ধ্যানে বিভোর। অনেকেই বলেছেন, ওরাই ওলী- যাঁরা শরীয়তের ফরয সমূহ আদায় করেন, রব তাআলার আনুগত্যে মগ্ন থাকেন, তাঁদের অন্তর আল্লাহর জালালিয়্যতের নূরের মা'রেফাতে ডুবন্ত, তারা যখন দেখেন, কুদরতের নিদর্শন সমূহ দেখেন, শুনলে আল্লাহর কালামই শুনেন, বললে আল্লাহর হামদের সাথেই বলেন, বস্তুতঃ তাঁরা প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহর অনুগত এবং তাঁরা যিকরুল্লাহতে ক্লান্ত হন না। (খাযায়িনুল ইরফান)

(৪) আবার অনেকে বলেছেন যে, ওলী তাঁরা- যাঁরা হক আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাঁদের কাজ সমূহ শরীয়ত সম্মত। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-ওলী সেই, যে আল্লাহর জন্যই মুহাব্বত এবং আদাওয়াত (শত্রুতা) রাখে। কুরআনুল করীম ওলীর বিভিন্ন পরিচয় পেশ করেছে। সূরা ফাতহ-এর শেষে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ۞ অর্থাৎ আমার নবীর সাথী (আওলিয়া) যারা, তাঁদের মধ্যে এই আলামত সমূহ বিদ্যমান- কাফিরের ব্যাপারে কঠিন, মু'মিনের ব্যাপারে নমনীয়, রুকু এবং সিজদায় পতিত, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির আকাংখী আর তাদের ললাটে বিদ্যমান সিজদার নূরানী চিহ্ন। এই আয়াতের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে, ওলী ঐ ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে এবং পরহেযগার বনেছে। কোথাও ইরশাদ হয়েছে-ওলী ঐ ব্যক্তি, যে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে। মোট কথা, এই সমুদয় আলোচনার উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও কথা অনেকটা কাছাকাছি। কেননা প্রত্যেকেই ওলীর এক একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ যিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন, তাঁর মধ্যে মূলতঃ এসবগুলো গুণই এক সাথে পাওয়া যায়।

এ সমস্ত আলামত হতে বুঝা গেল যে, ওলীর জন্য ঈমান এবং পরহেযগারী একান্তই জরুরী। অতএব কোন বদমাজহাব হিন্দু-ঈসায়ী, কাদিয়ানী, রাফেজী, দেওবন্দী ওহাবী যতই ইবাদত করুক না কেন ওলী হতে পারবে না, কেননা তাদের তো ঈমানই নেই। ভেবে দেখুন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ছাড়া আর কোন দলের মধ্যে আল্লাহর ওলী হয়নি। আজমীর, দিল্লী, পাকপটন, বাগদাদ সর্বত্রই আহলে সুন্নাতেরই জয় জয়কার। দেওবন্দী, রাফেজী ইত্যাদি কারও কোথাও কোন ক্ষমতা নেই। চিশতী, কাদেরী, নকশবন্দী, সুহরাওয়াদী এরা সবাই সুন্নী। দেওবন্দ, ইরান, কাদিয়ান, নাজদের মধ্যে কি কারও উরস হয়? এসমস্ত জায়গা হতে কি রুহানী ফয়েজ প্রবাহিত হয়? কখনো নয়। আর বদআমল ফাসিক ফাজের যদি বাতাসেও উড়ে তারপর ও সে ওলী নয়। যখন পর্যন্ত হুঁশ ঠিক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের অনুবর্তন করা ওয়াজিব। শরীয়ত হচ্ছে তরীকতের কষ্টি পাথর, অথবা তরীকত হচ্ছে সমুদ্র আর শরীয়ত এর নৌকা।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

میندار سعدی کہ راہِ صفا ۔ تواں رفت جز در پئے مصطفٰے

অর্থাৎ- 'হে সাদী! তুমি এমনটি মনে করো না যে, হুযুর আকরম (দঃ) এর অনুবর্তন ব্যতিরেকে সত্যপথে চলা সম্ভব।

আল্লাহর ওলীগণের মর্যাদাগত স্তরঃ

আল্লাহর ওলীগণের মর্যাদা অসীম। তন্মধ্যে কিছু কষ্ট দ্বারা অর্জিত হয়। যেমন- ঈমান পরহেযগারী ইত্যাদি। আর কিছু শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই পাওয়া যায়-যেমন ইরফান, বিশেষ নৈকট্য, মাকবুলিয়াত এবং পানাহ্। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে- আমার সাহাবীর এক মুষ্টি রুটি দান করা অন্যদের এক পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ দান করার চেয়েও উত্তম। (মিশকাত, ফাজায়েলে সাহাবা অধ্যায়)। মূলতঃ মাকবুলিয়্যত হচ্ছে আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। কোন গাউছ, কুতুবও একজন সাহাবীর মর্যাদায় উপনীত হতে পারেনা।

বিলায়তের তিন অবস্থা। প্রকৃতিগত, প্রদানকৃত এবং অর্জনকৃত। যারা জন্মগতভাবে ওলী, তাঁরা প্রকৃতিগত বিলায়ত প্রাপ্ত। যেমন গাউছে পাক (রাঃ) হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রাঃ), হযরত গাউছ পাক (রাঃ) তাঁর শিশুকালেও রমযান মাসে মায়ের দুধ পান করেননি। তাঁর দুধ পান করা না করা চন্দ্র দেখা যাওয়া না যাওয়ারই একটি আলামত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় এসেই স্বীয় মাতার পবিত্রতা এবং স্বীয় নবুয়্যতের সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। বুঝা গেল, তিনি জন্মগতভাবেই ওলী। সকল নবী তো আবার ওলীও হয়ে থাকেন। অতএব এটি প্রকৃতিগত বেলায়েত। প্রদানকৃত বেলায়ত কোন আল্লাহর ওলীর নেক নজর দ্বারা অর্জিত হয়। আমি এর পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। হযরত গাউছে পাক (রাঃ) চোরকে ওলীতে পরিণত করেছেন। এটি প্রদানকৃত বেলায়ত। যে যাদুকর হযরত মূসা (আঃ) এর মুকাবিলার জন্য এসেছিল, সে মুকাবিলার ময়দানে আসার পূর্বে কুফরী এবং ফিসকের মধ্যে ডুবন্ত ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর নেক নজরের ফয়েজে সে মুহূর্তে মুমিন সাহাবী, ধৈর্য ধারণকারী এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করলো। কিমীয়া তামাকে স্বর্ণ বানিয়ে দেয়। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর সুদৃষ্টি এই গুণাহ্গারকে কিমীয়াই বানিয়ে দিয়েছে। এটি হচ্ছে প্রদানকৃত বিলায়েত। বরঞ্চ হযরত হারুন (আঃ) এর নবুয়্যতও প্রদানকৃত, যেটি হযরত মূসা (আঃ) এর দুআয় তিনি অর্জন করেছিলেন। আর যেটি মেহনত এবং ইবাদত দ্বারা অর্জিত হয়, তা হচ্ছে অর্জনকৃত বিলায়েত কিন্তু এ ধরণের বিলায়েত হতে প্রদানকৃত এবং প্রকৃতিগত বিলায়েত অনেক উত্তম। যেমন চেরাগ এবং বাতি হতে চন্দ্র, সূর্য উত্তম। কেননা চন্দ্র সূর্য্যের সাথে বান্দার কোন কাজ সম্পৃক্ত নেই কিন্তু চেরাগের সাথে বান্দার কাজ সম্পৃক্ত।

মিশকাত শরীফের 'যিকরুল ইয়ামন ওয়াশ শাম' অধ্যায়ে আছে, হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, শামের মধ্যে সর্বদা চল্লিশ জন আবদাল অবস্থান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবেন। যাঁদের ওসীলায় মর্তবাসীদের জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতে' আছে, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা তিন শতজন ওলী হযরত আদম (আঃ) এর নক্‌শে কদমের উপর থাকবে, চল্লিশ জন হযরত মুসা (আঃ) এর, এবং সাতজন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নক্‌শে কদমের উপর থাকবে। আর পাঁচজন ওলী এমন থাকবে, যাদের কালব হযরত জিব্রাইল এর সাথে, তিনজনের হযরত মিকাইলের কালবের সাথে এবং একজন হযরত ইস্রাফিল (আঃ) এর কালবের দিকে সম্পৃক্ত থাকবে। এই একজনের ইন্তিকালে উপরের তিনজন হতে একজন তথায় কায়েম হবে। আর তিনজনের শূন্যতা পাঁচজন হতে, পাঁচজনের শুন্যতা সাতজন হতে। সাত জনের শুন্যতা চল্লিশজন হতে এবং চল্লিশজনের শূন্যতা তিনশ হতে পূর্ণ করা হবে। আর তিন শতের শূন্যতা সাধারণ মুসলমান হতে পূর্ণ করে দেয়া হয়।

আবু উছমান মাগরিবী ইরশাদ করেন, আবদাল হচ্ছেন চল্লিশজন। আমিন সাতজন, খলিফা তিনজন, আর কুতুবে আলম একজন। এই কুতুবে আলমকে উক্ত তিনজন খলিফা ছাড়া আর কেউই চিনে না। হযরত শায়খ মহীউদ্দীন ইব্‌নে আরবী (রাঃ) ইরশাদ করেন যে, কুতুবের দ্বারাই আলম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাঁর দু'জন উজির থাকেন, ডান এবং বাম। ডানের উজীর রুহের জগত আর বামের উজির শরীর জগত হেফাজত করেন। এদের অধীনে আবার চারজন 'আওতাদ' আছেন, যাঁরা পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণের হেফাজতে নিয়োজিত। উপরন্তু সাতজন আবদাল 'আকালিমে সাবয়ে' বা সাত বিলায়েতের সংরক্ষণকারী হিসেবে নিয়োজিত। তাফাসীরে রুহুল বায়ানের লেখক ৬ষ্ট পারায় সূরা মায়েদার وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا (এবং তাদের মধ্যে হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, কুতুবের ওফাতের পর তাঁর বাম উজির তদস্থলে আসীন হন, এবং ডান উজির বাম উজিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, আর নীচ হতে কাউকে তরক্কী দিয়ে ডান উজির বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এই সিলসিলায় বাম হতে ডান আফজল। এই সূফীয়ানা সূক্ষতত্ত্বেরই প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে এই আয়াতে– فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ (যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান, আর যারা বাম দিকে থাকবে, কত হতভাগ্য তারা) সূফীগণের মতে এখানে উভয় ما নাফিয়া বা নাসুচক। বাম উজির 'জালালী' এবং 'আহলে ফানা'র অন্তভূক্ত। আর ডান উজির 'জামালী' এবং 'আহলে বাকা'র অন্তভূক্ত। (রুহুল বায়ান)। এতক্ষণ ঐ সমস্ত ওলীগণের সংখ্যাই বিবৃত হয়েছে, যারা 'আহলে খেদমত' এবং যাদেরকে 'তাকবিনী' বা জন্মগত' ওলী বলা হয়। এদের দায়িত্বেই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা অর্পিত। এরপর অন্য ওলীগণের সংখ্যা নিরুপণ অসম্ভব। সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেন–যেখানে চল্লিশজন মুত্তাকী মুসলমান জমায়েত হবে, সেখানে অবশ্যই একজন ওলী থাকবেন। এজন্যই জানাযার নামাযে চল্লিশজন মুসলমানের অংশগ্রহণের চেষ্টা করা হয়। এঁদেরকে 'তাশরিয়ী' বা চেষ্টালব্ধ ওলী বলা হয়। আবার এঁদের মাঝে কোন কোন ওলী নিজের বিলায়েত সম্পর্কেই অনবগত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহর ওলীগণের ফজিলতঃ

আল্লাহর ওলীগণের ফজিলত অসীম, তন্মধ্যে কিছু আরয করছি।

(১) আকাশের অস্তিত্ব চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির দ্বারা আর জমিনের অস্তিত্ব ওলীগণের দ্বারা। (২) জাহেরী নূর চন্দ্র সূর্য হতে আর বাতেনী নূর ওলীগণ হতে। (৩) কুরআনুল করীম তাঁদের মহান ফজিলত বর্ণনা করেছে। কোথাও ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহর প্রেমের খঞ্জরের তলে যাঁরা প্রাণ দিয়েছে– তাঁদেরকে মৃত বলো না। কোথাও ইরশাদ হয়েছে, তাঁদেরকে মৃত চিন্তাও করো না। তাঁরা স্বীয় রবের দরবারে হায়াত প্রাপ্ত, এবং তাঁরা বরাবর রিযিকও পেয়ে থাকেন। আবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এভাবেও ইরশাদ হয়েছে, এদের কোন চিন্তা নেই, পেরেশানী নেই আর দুনিয়ায় তাঁদের জন্য রয়েছে অসংখ্য সুসংবাদ। (৪) যেমন নৌকা মাঝি ব্যতিরেকে চলতে পারে না। তেমনি হায়াতের নৌকারও ওলী ব্যতিরেকে আসল লক্ষ্যস্থলে পৌছা সম্ভব নয়। (৫) যেমনিভাবে শরীর এবং তার বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার সম্পর্ক শিরা উপশিরার মাধ্যমেই ঠিক থাকে, যদি এগুলো মাঝখানে না হতো, তাহলে শরীর এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো। ঠিক তেমনি ওলীগণের মাধ্যমেই নবী এবং তাঁর উম্মতগণের মধ্যকার সম্পর্ক কায়েম থাকে, যদি তারা না হতেন, তাহলে উম্মত তার পয়গম্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (৬) ওলীগণ হুযুর আকরম (দঃ)এ জ্বলন্ত মু'জিযা। তাঁদের কামালাত দ্বারা প্রিয় নবী (দঃ) এর কামালাতই উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ যখন শাহেনশাহের গোলামদের মধ্যে এমন কুদরত এবং শক্তি তখন সেই সুলতানে কাওনাইন (দঃ) এর কুদরত কত মহান হবে?

কবির ভাষায়– مصطفےٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ–'হে মহান! আপনার শাওকতের উপর অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক'।

(৭) 'পাওয়ার হাউস' হতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তার এবং খুটির মাধ্যমে তা শহর, নগর এবং গ্রাম পর্যন্ত পৌছে যায়। আবার বিভিন্ন বাতি হতে বিভিন্ন রকমের আলো হাসিল হয়। এই বিদ্যুৎ দ্বারাই বিভিন্ন ইঞ্জিন চলে এবং বড় বড় কাজ সম্পাদন করা হয়। ঠিক তদ্রুপ মদীনা মুনাওয়ারা হচ্ছে ঈমানী পাওয়ার হাউস, যেখানে ঈমানের বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, এবং চারটি সিলসিলা যেমন চিশতী, কাদেরী, নক্‌শবন্দী ও সুহরাওয়াদী ইত্যাদি ঐ বিদ্যুতের তার। প্রত্যেক সিলসিলার পীর মাশায়েখ হচ্ছেন এই তারের খুটি আর ওলীগণ হচ্ছেন বিভিন্ন রং এর বাতি। চিশ্‌তী, কাদেরী, নকশবন্দী এবং সুহরাওয়াদীর মধ্যে একই বিদ্যুৎ প্রবাহিত। কিন্তু তাদের বিভিন্ন পথ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাতির কারণেই হয়। আবার তাঁদের কেউ অতি প্রখর, কেউ হালকা, কেউ মনোরম। বিদ্যুতের খুটি উপড়ানোকারী বা তার নষ্টকারী হুকুমতের দৃষ্টিতে যেমন দোষী, তেমন আল্লাহর ওলীগণের বিরোধীতাকারী ও হুকুমতে ইলাহীর বিরোধীতাকারী।

(৮) বনে জঙ্গলে পড়ে থাকা হালকা পাতাগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু তা যখন কোন পাথর বা ভারী জিনিষের নীচে চেপে রাখা হয়, তখন তা বাতাস হতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাহফুজ থাকে। দুনিয়ার মানুষের জঙ্গলের ন্যায় আর মানুষের দিল হালকা পাতা। এখানকার বিপদআপদ মসিবত এবং বিভিন্ন খারাপ সুহবত হচ্ছে বিভিন্ন বাতাস। আমাদের দিলের কোন ঠিক নেই, তাকে কোন সময় কোন বাতাস তার স্বস্থান হতে সরিয়ে দেয়, অথবা কোন ঢেউ তাকে ভাসিয়ে দেয়। অতএব দিলকে কোন ওলীর আয়ত্বাধীন রাখা অত্যাবশ্যক। কেননা ওলীগণ হচ্ছেন ধারণ করে রাখা পাথরের মতই। আ'লা হযরত আহমদ বেয়া খাঁ (রাঃ) বড়ই চমৎকার বলেছেন–

دل بے خوف ہے پتا سا اڑا جاتا ہے پر پہلہ ہلکا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا

অর্থাৎ–'অজানা ভয়ে আমার দিল পাতার ন্যায় উড়ো উড়ো।
যদিও আমার আমলনামা হালকা কিন্তু আপনার উপর ভরসা তো ভারী'।

(৯) যেমন পাহাড়ের কারণেই জমিনের স্থায়িত্ব। যদি পাহাড়ের পেরেক না হতো তাহলে জমিন ঠিক থাকতে পারতো না। ঠিক তদ্রূপ পৃথিবীর টিকে থাকাও ওলীগণের ওসীলায়। তাঁরা হচ্ছেন পৃথিবীর জন্য পেরেক স্বরূপ। এজন্যই ওলীগণের এক দলকে 'আওতাদ' বা পৃথিবীর স্তম্ভ' বলা হয়।

(১০) দুনিয়ার আর সব কিছুই মৃত্যুর সাথে সাথেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ওলীগণের সাথে সম্পর্ক এখানে এবং কবর হাশর সর্বত্রই কাজ আসবে। রুহুল বায়ানের লিখক বলেন, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেককে তাদের সিলসিলার সম্পর্ক ধরে আহ্বান করা হবে। রব তাআলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

'আমি সেদিন প্রত্যেককে তাদের ইমামের সাথে ডাকবো'। যেমন এভাবে ডাকা হবে–হে কাদেরীসকল! হে চিশ্‌তী সকল! হে নকশবন্দী সকল! হে সুহরাওয়াদীরা! চল। অথবা হে হানাফীরা! হে শাফেয়ীরা! এবং অন্যান্যরা, চল। দুনিয়ায় যার পীর নেই, তার পীর শয়তান। অতএব তাকে বলা হবে হে শয়তানী গোষ্ঠী! আস। (রুহুল বায়ান, শরহে কাসিদা খারপুতী)। এভাবে কিয়ামতের ময়দানে বিভিন্ন ঝাণ্ডা বিভিন্ন ইমামগণের হাতে থাকবে। আর প্রত্যেক গোষ্ঠী আপন আপন ইমামের ঝাণ্ডাতলে অবস্থান করবে। সবরের ঝাণ্ডা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর হাতে থাকবে, আর সাবেরীন বা ধৈর্যশীলগণ তাঁর ঝান্ডাতলে, দানের ঝাণ্ডা হযরত উছমান (রাঃ) এর হাতে, এবং শুকরিয়া আদায়কারীরা তাঁর সাথে, হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে থাকবে বীরত্বের ঝান্ডা, সেখানে সমবেত হবে গাজী এবং বীরগণ।

বস্তুতঃ কিয়ামত দিবস অত্যন্ত আনন্দের দিবস হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের মউত নসীব করুক। আমীন। কবির ভাষায়–

فقط اتنا سبب ہے اعتقاد یوم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔

অর্থাৎ– মাহবুবে খোদা (দঃ) এর সর্বোচ্চ শান প্রদর্শনই হচ্ছে হাশরের ময়দানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র ভেদ।

আল্লাহর ওলীগণ হচ্ছেন হুযুর আকরম (দঃ) এর জ্বলন্ত মুজিযা এবং তাঁরা হচ্ছেন ইসলামের সত্যতার বাস্তব প্রমাণ। ইসলামে ৭৩টি ফিরকাহ্ রয়েছে, তন্মধ্যে আহ্‌লে সুন্নাত ছাড়া আর কোন ফিরকার মধ্যে ওলী নেই। কোন কাদিয়ানী,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেওবন্দী, ওহাবী বা শিয়া ওলী নয়। কেননা এ যাবতীয় ফিরকাহ্ বাতিল। দেখুন হযরত মূসা (আঃ) এর দ্বীন যতক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ওলীর আগমণ সেখানে হয়েছে। আসহাবে কাহাফ, আসেফ ইবণে বরখিয়া, হযরত মরিয়ম (আঃ) এই দ্বীনেরই ওলী। কিন্তু যখন এই দ্বীন রহিত হয়েছে, তখন হতে আর কোন ইয়াহুদী ইস্রায়ীলী ওলী হয়নি, কোন ফিরকার মধ্যে আলেম থাকা ঐ ফিরকার সত্যতার প্রমান নয়, কিন্তু আল্লাহর ওলী থাকা সেই ফিরকার হকের প্রমাণ। কেননা আলেমগণ শুনে বলেন, আর ওলীগণ দেখে বলেন।

আয়াতের তাফসীরঃ –

এ সমস্ত আলোচনা ভূমিকা স্বরূপ করা হয়েছে এখন اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ আয়াতখানার তাফসীর পড়ুন এবং স্বীয় ঈমান তাজা করুন। যদি কোন বিষয়ের অস্বীকারের অবকাশ থাকে, সেখানে আরবী ভাষায় اَلَآ-ক اِنَّ-ক قَدْ-ক ইত্যাদি হরফে তানবিহ্ বা সাবধান সূচক অক্ষর ব্যবহৃত হয়। যেহেতু রব তাআলার ইল্‌ম ছিল যে, ওলীগণের ফজায়েল কামালাত, তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের ক্ষমতা এবং ইখতিয়ার এবং তাঁদের জীবন চরিত্রের অস্বীকারকারী অনেক লোক থাকবে, সেহেতু বিষয়টিকে দুটি হরফে তাকিদ দ্বারা আরম্ভ করেছেন। اَلَآ এবং اِنَّ এর অর্থ সাবধান এবং নিশ্চয়ই। এখানে আওলিয়া ওলীর বহুবচন। ওলীর বিবিধ অর্থ রয়েছে। নিকট, বন্ধু, সাহায্যকারী, এখানে ওলীর এই সব অর্থই হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকটতম বান্দা, আল্লাহর বন্ধু অথবা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী। আল্লাহর বন্ধুগণকেই আল্লাহর ওলী বলা হয়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা বেছে নিয়েছেন। আর যাদেরকে শয়তান বা আমাদের নফস বেছে নিয়েছে তারা শয়তানের ওলী, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওলী অথবা তারা শয়তানের দল। কুরআনুল করীম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বন্ধু হওয়ার শক্ত সমালোচনা করেছে, এবং তাদের মান্যকারীদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর পক্ষে আল্লাহর ওলীগণের উত্তম চরিত্র বর্ণনা করেছে। উক্ত আয়াত খানাতে আল্লাহর ওলীর প্রশংসাই বিবৃত হয়েছে। এ জন্যই বলা হয়েছে আওলিয়াউল্লাহ', যাতে করে 'আওলিয়াউশ শয়তান' বাদ পড়ে যায়। এর পর ইরশাদ হচ্ছে– لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(তাঁদের জন্য নেই কোন চিন্তা বা পেরেশানী',)

ভবিষ্যতের ক্ষতির আশংকাকে বলা হয় 'খাউফ্' (ভয়)আর অতীতের ক্ষতির চিন্তাকে বলা হয় 'হুজ্‌ন', (পেরেশানী) অর্থাৎ ওলীদের জন্য না ভবিষ্যতের ক্ষতির চিন্তা আছে, আর না অতীতের জন্য পেরেশানী। তাঁরা এই উভয় মসিবত হতে মুক্ত। অনেক লোক আপত্তি করে যে, ওলীগণ কি করে চিন্তামুক্ত হতে পারে? 'খাউফ' তো ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান তো ভয় এবং আশার মধ্যেই নিহিত। রব তাআলার ভয়, কিয়ামতের ভয়, মন্দ পরিণতির আশংকা প্রত্যেকেরই আছে।

ঘটনাঃ মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে ফিক্‌হে আকবর' এর মধ্যে লিখেন, হযরত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বায়েজিদ বুস্তামী (রাঃ) কে এক তেলী মেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার দাঁড়ী উত্তম না আমার বলদের লেজ উত্তম। তিনি উত্তরে বললেন, যদি আমার উত্তম মৃত্যু হয়, তাহলে আমার দাঁড়ী তোমার বলদের লেজ হতে অনেক উত্তম। আর যদি মৃত্যুর সময় আমি ঈমান হারিয়ে ফেলি; তাহলে তোমার বলদের লেজ আমার দাঁড়ি হতে অনেক উত্তম, কেননা তখন আমার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য, কিন্তু তোমার বলদের জন্য নয়। দেখুন, হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (র:) হচ্ছেন সুলতানুল আরেফীন। এতদসত্ত্বেও তাঁর এত ভয়। অতএব আয়াতের কি অর্থ?

এই আপত্তির কয়েক ধরণের উত্তর আছে, একটি এই যে, 'খাউফ' দু'ধরণের। একটি ক্ষতিকারক ভয়, অন্যটি উপকারী। এখানে ক্ষতিকারক ভয়কেই 'নফি' (না) করা হয়েছে, উপকারী ভয়কে নয়। এজন্য عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে لَهُمْ বলা হয়নি।

কেননা خَوْف ক্ষতির অর্থে ব্যবহার হয়। তাছাড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহর ভয়কে خَشْيَة বলা হয়, যেমন

لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

(তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে।) অথবা

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

(নিশ্চয়ই আলেমগণই আল্লাহকে অধিক ভয় করে।') আর ক্ষতিকারক ভয় ওটি, যেটি মানুষকে আল্লাহ হতে গাফেল করে দেয়। যদি কেউ ঠান্ডার ভয় অথবা বৃহৎ কোন ক্ষতির ভয়ে নামায আদায় না করে বা মসজিদে না যায়, অথবা রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি হতে দূরে থাকে, চাকরীর ভয়ে যদি কেউ দাঁড়ি না রাখে এগুলো হচ্ছে ক্ষতিকারক ভয়। আয়াতে এ জাতীয় ভয়কেই বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওলীগণ এ ধরণের অপবিত্র ভয় হতে মুক্ত। তাঁরা কাকে ভয় করবে, গোটা দুনিয়া তো তাঁদেরকেই ভয় করছে। ওলীগণ তো বাঘের উপর সওয়ার হন। তাঁদের নাম শুনে জ্বিন এবং শয়তান পালিয়ে যায়। হুযুর আকরম (দঃ)এর গোলাম হযরত সফিনা (রাঃ) কে বাঘ তার আগে আগে অনুগত কুকুরের ন্যায় চলে পথ বাতিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং দুনিয়ার সব কিছুই যখন তাঁদের ভয়ে কম্পবান, তখন তাঁরা আবার কার ভয়ে ভীত হবেন! ওলীগণ সত্যের উচ্চারণে কাউকে ভয় পান না। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানি (র:) আকবরের বানোয়াট দ্বীনে ইলাহীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিলিন। এতে তিনি সমকালীন বাদশাহকে মোটেই ভয় করেননি। বরঞ্চ শেষ পর্যন্ত সবাই তাঁরই মুরিদ হয়ে গিয়েছে।

অথবা ওলীগণ দুনিয়ায় এমন কোন কাজ করেন না, যাতে করে পরিণতিতে তাদেরকে চিন্তিত হতে হয়, কেননা তাঁদের প্রত্যেকটি সময় আল্লাহর স্মরণেই কেটে যায়, রক্তারক্তি বা নাজায়েয কাজ করার তাঁদের কোন অবকাশই থাকে না। অতএব তাঁদের আবার চিন্তা কিসের?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বিতীয়তঃ উত্তর এই যে, এ আয়াতখানা কিয়ামত দিবসের সাথেই সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এদিন প্রত্যেকেই হিসাব নিকাশের খটকা, পুলসিরাত, জাহান্নাম এবং গজবে ইলাহীর ভয়ে ভীত থাকবে। কিন্তু ওলীগণ এ দুটি হতে মুক্ত। সূফীগণ ইরশাদ করেন যে, এখানে আল্লাহর ওলী বলা হয়েছে, আল্লাহর নবীগণ বলা হয়নি। কেননা এদিন ওলীগণ ব্যতিরেকে আর সবাই আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে, সাধারণ মুসলমান এবং নবীগণও। প্রত্যেকের নিকট স্বীয় জানের ভয় আর নবীগণের নিকট জাহানের ভয়। তাঁদের জাহান্নামী উম্মতের জন্য পেরেশানী আর বাকি উম্মতের ব্যাপারে ভয়। জন্যই ঐদিন নবীগণ পুলসিরাতের উপর বলতে থাকবেন–

رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ـ 'হে আমার রব! বাঁচাও, বাঁচাও।'

কিন্তু ওলীগণের নিকট নিজের জন্য চিন্তা এবং পেরেশানী নেই'। আর না অন্যের জন্য। কেননা তাঁরা তো শাফায়াতের জিম্মাদার নন। (রুহুল বায়ান, উক্ত আয়াত) হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের ওলীগণের উপর অন্যান্য নবীগণ লোভী হবেন। এ কথার অর্থওএই যে, যেমন বাদ্দাহ্ তার দায়িত্বপূর্ণ ব্যস্ত জীবনে কোন দরিদ্র মুক্ত প্রজার জীবনের উপর লোভী হয়ে বলে যে, তার জীবন কত না আজাদ- নবীগণও এ ধরণেরই লোভ করবেন। উপরন্তু ওলীগণের নিকট তাঁদের হিসাব নিকাশেরও ভয় নেই। কেননা কিয়ামতে আমরা তো হিসাব দিতে যাব, আর তাঁরা হিসাব নিতে যাবেন স্বীয় রব হতে। যখন 'আমিন' মালিকের আমানাত হতে আরও অধিক মালিকের কাজ করেছে, তখন সে তার থেকেই হিসাব নেয়। আর যদি সে বরাবর বা কম ব্যয় করে, তবে সে মালিককে হিসাব দেয়। যাদের উপর চল্লিশাংশ যাকাত; পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি ফরয ছিল, যদি সে ততটুকু বা তার চেয়ে কম আদায় করে, তবে সে রব তাআলাকে হিসাব প্রদান করবে। কিন্তু সিদ্দীক ফারুক এবং তাঁদের অনুসারী যাঁরা, সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দিয়েছিলেন এবং স্বীয় জিন্দেগীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাঁরই আনুগত্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তাঁরা তো নিজেদের হিসাব বুঝে নিবেন, তাঁদের জন্য হিসাবের দিন হবে বড়ই আনন্দের দিন। এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে–

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

বস্তুতঃ ওলীগণ হুযুর আকরম (দঃ) এর রহমতের ছায়াতলে এমনভাবে আরাম করবেন যে, কিয়ামতের বিভিন্ন ফেতনার খবরই তাঁরা রাখবেন না। কবির ভাষায়–

ڈھونڈھی کریں صدر قیامت کے سپاہی ۔۔ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو

অর্থাৎ–কিয়ামতের ময়দানের সিপাহী যতই তালাশ করুক না কেন, যে আপনার আশ্রয় নিয়েছে, তাকে তারা কিভাবে পাবে?

কিন্তু হুযুর আকরম (দঃ) গোটা আলমের হিসাবের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন। একবার হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামতে আপনাকে কোথায় অনুসন্ধান করতে হবে, ইরশাদ করলেন, মিজানে, পুলসিরাতে অথবা কাউছারে। কখনো তিনি সিজদায় কেঁদে কেঁদে শাফায়াত করছেন, কখনো পুলসিরাতে আপতিতদের সামাল দিচ্ছেন, কখনো বা গুণাহগারদের হালকা পাল্লা ভারী করে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দিচ্ছেন। কেউ তাঁর হাত ধরে পার পেয়ে গেছে আর কেউ অসহায় চিৎকার করছে, হুযুর! একটু আমার দিকে আসুন, নতুবা আমি জহান্নামে চলে যাচ্ছি। কে-উ তাঁর পথ পানে চেয়ে আছে। কাউকে ফেরেশতারা জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে আর সে রাহমাতুল আলামীনের আগমনের আসায় বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। বস্তুতঃ এক প্রাণ, কিন্তু চিন্তা জাহানের।

মাওলানা হাসান রেজা খাঁ (র'ঃ) এভাবে কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করেছেন–

'কেউ মিজানে, কেউ কাউছারে, কেউ সিরাতে তাঁকে ডাকতে থাকবে। কারও আমল মাপবার সময় তিনি পার্শ্বে থাকবেন, আর কেউবা আশায় তাঁর আগমনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কোন দিক থেকে আওয়াজ আসবে, ওগো রহমতের ভাণ্ডার! এদিকে আসুন, নতুবা তো মুহূর্তে এই অসহায়দের ফায়সালা হয়ে যাচ্ছে। কাউকে ফেরেশতারা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, আর সে শুধু প্রিয় নবীর আশায় ফিরে ফিরে তাকাবে বার বার। মা তার সন্তানকে যেভাবে খোঁজ করে বেড়ায়, আল্লাহর কসম! আপনারও তদ্রূপ অবস্থা হবে'।

এটি তো প্রিয় নবী (দঃ) এর কিয়ামত দিবসের অবস্থা, দুনিয়ায়ও তাঁর অনুগ্রহের এমতাবস্থা যে, সমস্ত গুণাহগার সারা রাত শুয়ে থাকে, আর তিনি তাদের জন্য বিনিদ্র রজনী কান্নাকাটি করে কাটান। এক এক রাকাআতে এই আয়াত পড়তে পড়তে তিনি ভোর করে দেন– إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার গুণাহগার উম্মতকে আযাব দাও, সে তো তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাহলে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

কিয়ামতে আমাদের পিতামাতা আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু উম্মতের ভরসা- যাঁর উপর পৃথিবীর সমস্ত পিতামাতা কুরবান, তিনি উম্মতের চিন্তায় পেরেশান থাকবেন। ওলীগণ গুণাহগারদেরকে তাঁর মহান দরবারে সোপর্দ করে চিন্তা মুক্ত হয়ে গেছে। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে– أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ আয়াতে ওলীর দুটি পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা সঠিক মু'মিন আর সঠিক পরহেজগার। ঈমান এবং তাকওয়ার তিনটি স্তর আছে। এ জন্য বিলায়তেরও তিনটি স্তর। বিলায়তে আম বা সাধারণ বিলায়ত, বিলায়তে খাস বা বিশেষ বিলায়ত, বিলায়তে আখাস্সুল খাস বা অতি বিশেষ বিলায়ত। হুযুর আকরম (দঃ) কে যথাযথ বিশ্বাস সহকারে মানাই হচ্ছে ঈমানের মূল কথা। এতে সমস্ত কথাই এসে পড়েছে। যে হুযুর আকরম (দঃ) কে সঠিক ভাবে মেনে নিয়েছে, সে রব তাআলা, কুরআন, কিয়ামত, জান্নাত জাহান্নাম সবকিছুই মেনে নিয়েছে।

আবার ইয়াকিন বা বিশ্বাসের তিনটি পর্যায় আছে। ইলমুল ইয়াকিন, আইনুল ইয়াকিন এবং হাক্কুল ইয়াকিন। শুনে বিশ্বাস করাকে ইলমুল ইয়াকিন বলা হয়। দেখে বিশ্বাস করাকে আইনুল ইয়াকিন আর তন্মধ্যে ফানাহ্ হয়ে যাওয়াকে হাক্কুল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইয়াকিন বলে। কেউ শুনে ইয়াকিন করেছে যে, আগুন গরম, কোন সময় তা দেখেনি। সে ইলমুল ইয়াকিনের পর্যায়ে রয়েছে। আর এক ব্যক্তি আগুনের পার্শ্বে বসে তার উত্তাপ অনুভব করে ইয়াকিন করেছে। সে আইনুল ইয়াকিনের পর্যায়ে রয়েছে।

আর তৃতীয় ব্যক্তি নিজেকে নিক্ষেপ করা ফানা ফিননার হয়ে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করেছে, সে হাক্কুল ইয়াকিনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রথম ইয়াকিন তো সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই রয়েছে, এটির উপরই ঈমান নির্ভর করছে এবং এটিই ঈমানের প্রথম স্তর। দ্বিতীয় ইয়াকিন বিশেষ বান্দাগণের। যেমন এই ইয়াকিন অর্জন করার জন্যই হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করেছে। رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ

'হে আল্লাহ! আমাকে দেখাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর'। আর তৃতীয় স্তরের ইয়াকিন যারা ফানা ফিল্লাহ এবং ফানা ফিররাসূল, তারাই অর্জন করে থাকে। যখন কোন ওলী এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তার এমন অবস্থা হয় যে, যখন তিনি তাকে খাওয়ান, তখন সে খায়, যখন তিনি পান করান তখন সে পান করে, তিনি যখন কথা বলান, তখন সে কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে। মিশকাত শরীফের, যিকির অধ্যায়ে একটি হাদীছে কুদসী ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– 'আমি আমার ওলীর হাত হয়ে যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি তার চোখ, তার মুখ হয়ে যাই, যদ্বারা সে বলে এবং দেখে'। বস্তুতঃ এই অবস্থায় উপনীত হয়েই অনেক ওলী سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي উচ্চারণ করেছেন, এবং অনেকে বলেছেন– أَنَا الْحَقُّ

এ-জন্যই বদরের ময়দানে হুযুর আকরম (দঃ) যখন কঙ্কর কাফিরদের উপর নিক্ষেপ করেছেন, তখন রব তাআলা ইরশাদ করেন– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

'আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরঞ্চ আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন'।

তাকওয়ার অর্থ ভয় করা অথবা বাঁচা। তাকওয়ারও তিনটি পর্যায় আছে। তাকওয়ায়ে আম, তাকওয়ায়ে খাস এবং তাকওয়ায়ে আখাস্সুল খাছ। নাজায়েয বিষয় হতে বেঁচে থাকা আম বা সাধারণ তাকওয়া। সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে বেঁচে থাকা খাস বা বিশেষ তাকওয়া, কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছু হতে বেঁচে থাকা আখাস্সুল খাছ বা একেবারে একান্তদের তাকওয়া। যে জিনিস রব তাআলার স্মরণ হতে দূরে রাখবে, তা হতে দূরে পলায়ন করা বা তা সরিয়ে দেয়াই সত্যিকার বান্দার কাজ।

ঘটনাঃ হযরত ইব্রাহীম বিন আদহম বুখারার সুলতানাত ছেড়ে মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছলেন এবং পিতা আদহমের সাথে মুলাকাত করলেন। পিতার পিতৃত্বের মুহাব্বত তরঙ্গায়িত হলে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আওয়াজ আসলো হে আদহম! যে অন্তরে আমার মুহাব্বত স্থান পেয়েছে, তাতে আবার অন্য আর কারও মুহাব্বতের অবকাশ আছে নাকি'। আরয করলেন, হে মাওলা! আমার পুত্রকে মৃত্যু দিয়া দাও। এখন তার এ কথা আর স্মরণ নেই যে, সে তো আমার কলিজার টুকরা এবং সে নির্দোষ।

www.YaNabi.in

বরঞ্চ এখন আদহমের নিকট এসত্যই বিবেচিত যে, আমার পুত্র আমার মাহবুবের মাঝখানে পর্দা, অতএব তা ফেটে সরিয়ে দাও। (ফাওয়ায়েদ, ৬০ পৃঃ)

ঘটনাঃ—সুলতানুল আওলিয়া মাহবুবে ইলাহী হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া বদায়ূনী দেহলবী (র'ঃ) ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি দরিয়ার তীরে থাকতো, সে তার স্ত্রীকে বললো, যমুনার অপর পাড়ে একজন দরবেশ বসা আছে, তাঁকে খাওয়া খাইয়ে আস। স্ত্রী আরয করলো আমার তো কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, মাঝখানে যমুনা নদী, কোন নৌকাও পাওয়া যাবে না, তা কি করে পাড়ি দেব? মেয়েলোকটির স্বামী তখন বললো, দরিয়াকে বলবে আমি এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এসেছি, যে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আপন বিবির নিকট যায়নি। মেয়েলোকটি তখন ভীষণ হতবাক হলো, কেননা তার স্বামী তো সন্তানের পিতা। এতদসত্ত্বেও একান্ত আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বাদানুবাদ না করে বেরিয়ে পড়লো, দরিয়ার পাড়ে এসে উক্ত কথা বলা মাত্রই দরিয়ার মধ্যে কুদরতি ইশারায় শুকনো রাস্তা হয়ে গেল। সে ওপাড়ে গিয়ে বুযুর্গ ব্যক্তিকে খাওয়া খাওয়ালো। ফিরার সময় বুযুর্গ ব্যক্তি বললো, দরিয়াকে বলবে, আমি এমন ব্যক্তির খেদমত হতে আসছি, যিনি কখনো কিছুই খাননি। এখন মেয়েলোকটি অত্যধিক হতবাক হয়ে পড়লো। কারণ এখনই মাত্র সে আমার সামনেই খেয়েছে, আবার এমন কথা বলছে। তৎসত্ত্বেও চুপই থাকলো এবং দরিয়াকে উক্ত কথাই বললো, আবার তাতে রাস্তা হয়ে গেল। একদিন মেয়েলোকটি তার স্বামীর নিকট আরয করলো, ঐদিন আপনার এবং বুযুর্গের কালামের মধ্যে কি ভেদ ছিল? ইরশাদ করলেন, আমরা আমাদের নাফসের জন্য কিছুই করি না। সবকিছু রব তাআলার জন্যই করি, অতএব আমাদের কাজ আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েও না হওয়ার মতই। এখানে তাকওয়ার এই অর্থই। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ যেমন ঈমান এবং তাকওয়া, তেমনি বেলায়েত।

এখানে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ بُشْرٰى শব্দে কয়েকটি অর্থের অবকাশ আছে। একটি তো এই যে, بُشْرٰى ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত। (অর্থাৎ) مُبَشَّرِيْه

যার মানে আনন্দের জিনিস সমূহ। অর্থাৎ উভয় জাহানে সত্যিকার আনন্দ আল্লাহর ওলীগণের জন্যই। তাঁদের অন্তরে জাগতিক চিন্তার আঁচড় পড়ে না। তাঁদের এখানকার চিন্তা দরিয়ার পানির মতই, আর তাঁদের অন্তর সাঁতরানো নৌকার মত। অর্থাৎ যদি দরিয়ার উপর নৌকা থাকে, তাহলে তা নিরাপদ, আর যদি নৌকার উপর দরিয়া ভেসে যায়, তখন কবির ভাষায়–

آب در کشتی ہلاک کشتی است　　آب اندر زیر کشتی پشتی است

অর্থাৎ-'পানি যখন নৌকার উপর উঠে যাবে, তখন তা নৌকার জন্য ভরাডুবি, আর যদি নৌকা পানির উপর এবং পানি নৌকার নীচে থাকে, তা নৌকার জন্য সাহায্য।

www.YaNabi.in

আল্লাহ এবং মাহবুব (দঃ) এর প্রেম তাদের অন্তরে জাগতিক চিন্তার কোন জায়গাই রাখেনি। যে ঘরের মধ্যে মালিক নেই, সেখানে বিভিন্ন বিপদ আপদ থাকে। কিন্তু যে ঘর তার মালিক দ্বারা আবাদ এবং আলোকিত থাকে, সেখানে অন্য কেউ আবার কি করে থাকবে। বস্তুতঃ ওলীগণের দৃষ্টির সমানে কুদরতীর এমন ঝলক রয়েছে, যা হতে তাঁদের দৃষ্টি অন্য আর কোন দিকে উঠেই না।

ঘটনাঃ— তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে আছে, এক ব্যক্তি হুযুর আকরম (দঃ) কে স্বপ্নে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি আপনার একখানা হাদীছ শুনেছি, মুমিনের জান এত সহজভাবে কবজ করা হয় যে, যেমন আটার খামিরা হতে একখানা চুল টেনে বের করা হয়। এই হাদীছখানা কি সহী? ইরশাদ হলো হাঁ, তখন উক্ত লোক আরয করলো কিন্তু কুরআনুল করীম তো প্রাণ নেয়াকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে বর্ণনা করেছে। যেমন– كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ وَقِيْلَ ..... يُوْسُفُ الصِّدِّيْقُ

অর্থাৎ-'যখন প্রাণ ওষ্টাগত হবে এবং বলা হবে কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটি বিদায়ক্ষণ এবং পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। সেদিন আল্লাহর নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে'।

অতএব এই হাদীছ এবং আয়াতের মধ্যে সমঝোতা কিভাবে। ইরশাদ হলো, তুমি সূরা ইউসুফ পড়, সেখানে এর উত্তর পেয়ে যাবে। লোকটি জাগ্রত হয়ে বার বার সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করলো, কিন্তু উত্তর তার বুঝে আসলো না। বাধ্য হয়ে একজন আলেমের কাছে আসলো এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। তিনি বললেন, সূরা ইউসুফের এই আয়াতখানার মধ্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর আছে।

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝

('অতঃপর তারা যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হল এবং নিজদিগের হাত কেটে ফেলল, এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! ইনি তো মানুষ নন, এক মহিমান্বিত ফেরেশতা'।)

ঘটনা এই যে, জুলায়খা মিসরের নারীদেরকে দাওয়াত করেছিল। খাওয়ার পর তাদের হাতে লেবু এবং ছুরি দেয়া হলো এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) এর চেহারা মুবারকের সম্মুখ হতে পর্দা উঠিয়ে, তাঁর খোদা প্রদত্ত সুদর্শন চেহারার ঝলক দেখিয়ে বলল, এখন তোমরা লেবু কাট, মিসরের নারীরা দিশেহারা অবস্থায় লেবুর স্থানে আপন হাত কেটে ফেললো , আর বলতে লাগলো, সুবহানাল্লাহ! ইনি সুদর্শন মানুষ নন, বরঞ্চ ফেরেশতা।

দেখুন এই সমস্ত নারীদের হাতে ছুরি চলেছে, হাত কেটে গিয়েছে, রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, ব্যথাও তারা পেয়েছে, কিন্তু এরা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর নূরানী চেহারায় এত বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা না হাহুতাশ করেছে, না ব্যথার অভিযোগ আছে ,না কষ্টের এতটুকু অনুভূতিও রয়েছে! বরঞ্চ অবস্থা তো এমন ছিল যে, একদিকে হাত কাটছে, আর অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর নূরানী চেহারার প্রশংসা করছে। একইভাবে যারা নেককার বান্দা, তারা তাদের ওফাতের কালে নূরনবী (দঃ) এর নূরানী চেহারা মুবারকের যিয়ারত হাসিল করে। তখন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবস্থা এমন হয় যে, একদিকে প্রাণ বেরিয়ে যায়,অন্যদিকে সম্মুখে প্রতিভাত হয় জামালে মুস্তাফা (দঃ)। মৃত্যুর পথের যাত্রী তখন প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র চেহারার পানে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে, তোমার সৌন্দর্যের উপর কুরবান, তোমার কামালিয়তের সদকা, তোমার পবিত্র চেহারার উপর কুরবান। তোমার স্রষ্টা রববে যুলজালালের উপর কুরবান। বস্তুতঃ মৃত্যুপথ যাত্রী তাঁর সমুজ্জল চেহারার উপর কুরবান হতে থাকলো, আর এদিকে তার প্রাণ বেরিয়ে গেলো, অথচ সে অনুভব পর্যন্ত করতে পারলো না। এখানে কুরআনুল করীম মৃত্যুর এই বাস্তব যন্ত্রনার কথা উল্লেখ করেছে, আর হাদীছ শরীফ সে অনুভব না হওয়ার কথাই ব্যক্ত করেছে, অতএব উভয়ের মধ্যে কোনই বিরোধীতা নেই।

এই তো ছিল জীবন এবং মৃত্যু কালের অবস্থা। থাকলো কবর, সেটিতো প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথে দীদারেরই স্থান। অতএব কবরের বাড়ীও ওলীদের জন্য প্রিয়। বাকি থাকলো কিয়ামত, এদিন আল্লাহর ওলীগণ প্রিয় নবী (দঃ) এর রহমতের ছায়াতলে নিরাপদে থাকবে। পূর্ব সংবাদ বলতে দুনিয়ার সুসংবাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে আখেরাতের সুসংবাদ। অথবা দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উত্তম স্বপ্ন, কাশ্‌ফ এবং ইলহাম বুঝানো হয়েছে। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে উত্তম স্বপ্ন নব্যুয়তের এক চল্লিশাংশ। কেননা ওহীর সময় ছিল মোট ২৩ বৎসর, কিন্তু এর পূর্বে মোট ৬ মাস হুযুর আকরাম (দঃ) এর উত্তম স্বপ্ন হতো, আখেরাতের সুসংবাদ দ্বারা ফেরেশতাদের সুসংবাদ পৌছানো এবং তাদের সালাম পেশ করাকে বুঝানো হয়েছে। অথবা সুসংবাদ দ্বারা দুনিয়ার সুনাম এবং আখেরাতের সুসংবাদ দ্বারা তথাকার খোশখবর সমূহ উদ্দেশ্য। দেখুন ওলীগণ ওফাতের পরেও দিলের উপর হুকুমত করে। হযরত কাতাদাহ ইরশাদ করেন–দুনিয়ার সুসংবাদ তো ওটি, যা ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুর সময় তাকে শুনায়, আর মৃত্যুর পর যা শুনানো হয়, সেগুলো হচ্ছে–আখেরাতের সুসংবাদ।

মাসয়ালাঃ এই আয়াত হতে বুঝা গেল, যাকে মু'মিনগণ ভাল জানবে, সে আল্লাহর নিকটও ওলী। কেননা এখানে দুনিয়ারী সুসংবাদকে বেলায়েতের আলামত বলা হয়েছে। আর মু'মিনগণ কাউকে ওলী বলা, তা তো দুনিয়ার সুসংবাদ।

সূক্ষ্ম তত্ত্বঃ একবার মক্কা মুকাররমায় হেরেম শরীফের ইমাম সাহেব আমাকে বললেন, যাকে তোমরা ওলী বল, তার খাতেমা বিল খায়ের (উত্তম মৃত্যু) যে হয়েছে, এমন কোন বিশ্বাস তো নেই, সুতরাং তোমরা কবরের তাজি'ম কি জন্য কর? হতে পারে যে, ঐ কবরবাসী মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর দায়েম ছিল না। অতএব তার ওলী হওয়ার কি নিশ্চয়তা আছে? আমি তাঁকে বললাম, মুসলমানগণ তাঁকে ওলী বলাটাই হচ্ছে তাঁর ওলী হওয়ার আলামত। হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন–'তোমরা জমিনে রব তাআলার সাক্ষী'। মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সৃষ্টির মুখ হচ্ছে স্রষ্টার কলম। ইমাম সাহেব বললেন–এ হদীছখানা সাহাবাগণের জন্যই খাস, তাঁরা যার পক্ষে সাক্ষী দিবেন সে বাস্তবিকই জান্নাতী। হাদীছে اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ দ্বারা তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আমি বললাম,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি এটিই হাদীসের অর্থ হয়, তাহলে আমাদের উপর নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত কিছুই ফরয হবে না। কেননা এই যাবতীয় বিধানে তো সম্বোধন সূচক শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরআন নাযিল হওয়ারকালে শুধু সাহাবীগণই ছিলেন, আমরা ছিলাম না। তখন বেচারা একেবারে চুপ মেরে গেলেন। বস্তুতঃ দুনিয়ায় মুসলমানগণ কাউকে ওলী বলা, এটি দুনিয়াবী সুসংবাদ আর আখেরাতে আমলনামা ডান হাতে হওয়া, চেহারা উজ্জল হওয়া ইত্যাদি আখেরাতের সুসংবাদ।

শাহাদাতের ফযীলতঃ

শহীদগণ ওলিগণেরই একটি অংশ। শহীদের ফযীলত মূলতঃ ওলীরই ফযীলত আর ওলীগণের প্রশংসা করা প্রিয় নবী (দঃ) এরই প্রশংসা করার শামিল। এজন্যই আমি শহীদ সম্পর্কীয় কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পেশ করছি।

শহীদের অর্থঃ

শহীদের আভিধানিক অর্থ সাক্ষী, হাজির অথবা উপস্থিত। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সাধারণতঃ তাকেই শহীদ বলা হয়, যে অন্যায়ভাবে কতল হবে। মাজলুমকে শহীদ বলার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম তো এই যে, কিয়ামতের ময়দানে উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) অন্যান্য সকল নবীগণের জন্য সাক্ষী দিবে। যখন তাঁদের উম্মতেরা আরয করবে যে, মাওলা! আমাদের নিকট তোমর আহকাম পৌছেনি। সুতরাং আমরা কি করে ঈমান আনবো? নবীগণ আরয করবেন, মাওলা! আমরা তো তোমার আহকামের তাবলীগ করে দিয়েছি, কিন্তু এ সমস্ত বদবখতরা তা মানেনি। এসময় নবীগণের একথার সাক্ষী উম্মতে মুহাম্মদীগণ প্রদান করবেন। সাক্ষী দু' প্রকারের। এক তো দাবীকারীর নির্ধারিত সাক্ষী। আর দ্বিতীয়তঃ সরকারী সাক্ষী। এখানে সকল মুসলমানগণ নবীগণের একান্ত সাক্ষী আর শহীদগণ হবেন সরকারী সাক্ষী। এজন্যই তাঁদেরকে শহীদ অর্থাৎ সাক্ষী বলা হয়। এছাড়াও তাওহীদের সাক্ষীতো সকল মুসলমানই প্রদান করে–কেউ কথায়, কেউ কর্মে। কলেমাপড়াও তাওহীদে কাউলী (কথায় সাক্ষী। আর নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ফেলী (কর্ম) সাক্ষী। কিন্তু শহীদগণ স্বীয় রক্ত দ্বারা তৌহিদের সাক্ষ্য প্রদান করে। অতএব তাঁদের সাক্ষী অন্য সব সাক্ষী হতে অনেক উত্তম। এটি পূর্ণ সাক্ষী,আর এজন্যই শহীদকে রক্তসহ দাফন করতে হয়, যাতে সাক্ষী প্রদানকারী সাক্ষ্য সহ যায়।

দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বে প্রতিফলের জন্য জান্নাত যেতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) এর সেখানে অবস্থান, অথবা মিরাজের রাত্রিতে হুযুর আকরম (দঃ) এর তথায় তাশরিফ নেয়া আমলের প্রতিদান হিসেবে ছিল না। নেককারদের কবরে জান্নাতের দিকে জানালা খুলে দেয়া হয়, তা দিয়ে জান্নাতের হাওয়া আসে, এবং কবরবাসী তা দেখে, কিন্তু তথায় প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র শহীদগণই, যাঁদের পবিত্র রুহ সকল সবুজ পক্ষীর আকার ধারণ করে জান্নাতে যায় এবং জান্নাতের রিযিক খায়। এজন্যই তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বেই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জান্নাতে যারা উপস্থিত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ শহীদগণকে রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন আকাংখা থাকে, তবে বল। তাঁরা তখন আরয করে, শাহাদতের জন্য আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দাও, যাতে করে উত্তপ্ত বালি এবং জখম ও কতলের মজা যেন আমরা পুনরায় পাই। তখন ইরশাদ হয়, আমার দরবারে পরীক্ষার পর আর পরীক্ষা নেয়া হয় না। এ জন্যই তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়, অর্থাৎ আল্লাহর মহান দরবারে উপস্থিত।

শাহাদাতের ভাগঃ

শাহাদাত দু'প্রকার, হাকিকী এবং হুকমী। শাহাদতে হাকিকীর বর্ণনা তো প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কতল হওয়া এবং হত্যাকারীর উপর কতলের বদলা ওয়াজির না হওয়া। আর হুকমী শাহাদত এই যে, সে অত্যাচারিত হয়ে কতল তো হয়নি, কিন্তু রব তাআলা কিয়ামতের দিনে তাকে শহীদগণের সাথে উঠাবেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, যে নারী সন্তান প্রসবকালে মারা যাবে, সে শহীদ। চাপা পড়ে, আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহীদ। মহামারী রোগে ধৈর্য ধারণকারী, তালেবে ইল্‌ম প্রমুখ শহীদ। কিন্তু এরা সকলই হুকমী শহীদের অন্তর্ভুক্ত। এর আবার অনেক প্রকারভেদ আছে। যদি সবকয়টি জানতে ইচ্ছে হয়, তাহলে আমার লিখিত তাফসিরে নায়ীমির ২য় পারা দেখুন।

শাহাদতে হাকিকী আবার দু'প্রকার-ফিক্‌হি শাহাদত এবং গায়রে ফিক্‌হি শাহাদত। ফিক্‌হি শাহাদত হচ্ছে, কোন মুসলমান বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হয়ে এমনভাবে কতল হবে যে, সে জখমপ্রাপ্ত হয়ে দুনিয়াবী আর কোন ফায়েদা হাসিল করার সুযোগ পায়নি, না চিকিৎসা করাতে পেরেছে, আর না কিছু খেতে বা পান করতে পেরেছে। না ছায়াও গ্রহণ করতে পেরেছে, আর না নামাযের ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত সে হুশ বুদ্ধির সাথে জীবিত ছিল। এধরণের শহীদেরই হুকুম এই যে, না তাকে গোসল করানো হবে, না কাফন। বরঞ্চ ঐ রক্তমাখা কাপড়েই তাকে দাফন করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের শাহাদাতও শাহাদত বটে। কিন্তু তার উপর এ সমস্ত ফিক্‌হী আহ্‌কাম বর্তাবে না। কারবালার ময়দানের প্রত্যেকেই শহীদ, কিন্তু হযরত আলী আসগর (রাঃ) হযরত আলী আকবর (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) এদের প্রত্যেকের শাহাদাতের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

শহীদের রয়েছে অসংখ্য ফযীলত। এখানে আমি সামান্য কিছু আরয করছি। (১) অন্যান্যরা তো দ্বীনি খেদমতে নিজেদের সময়, ধন সম্পত্তি বা অন্যান্য কিছু ব্যয় করে, কিন্তু শহীদগণ নিজের প্রাণ দিয়ে দ্বীনের খেদমত করে। এবং যেহেতু প্রাণ অধিক প্রিয়, এজন্য প্রাণের ত্যাগই সবচেয়ে মূল্যবান। আর এ দৃষ্টিকোণ হতে শহীদগণই দ্বীনের শ্রেষ্ঠ খাদেম। (২) এখনও সরকার সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে প্রদান করে। কেননা তারা দেশের জন্য তাদের প্রাণ সোপর্দ করেছে। তদ্রুপ রাব্বানী হুকুমতে শহীদগণের উত্তম মর্যাদা রয়েছে, কেননা তারা প্রাণ বাজি ধরে দ্বীনের খেদমত আন্‌জাম দিয়েছে। (৩) নবীর সাথে শহীদের এবং নবুয়্যতের সাথে শাহাদতের ঘনিষ্টতা রয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসয়ালাঃ নিদ্রার কারণে ওযু ভেঙ্গে যায় এবং মৃত্যু গোসল ফরয করে দেয়। নিদ্রার পর ওযু করা ব্যতিরেকে নামায পড়া জায়েয নেই। আর মৃত ব্যক্তিকেও গোসল ব্যতিরেকে দাফন করা যায় না। কিন্তু পয়গম্বরের নিদ্রা ওযু ভঙ্গ করে না। এবং শহীদের মৃত্যু গোসল লাজেম করে না। পয়গম্বর নিদ্রার পর ওযু ব্যতিরেকেই নামায আদায় করতে পারে। শহীদকেও গোসল এবং কাফন ব্যতিরেকে রক্তমাখাভাবেই দাফন করতে হয়।

(২) পয়গম্বরের প্রশ্রাব-পায়খানা ইত্যাদি উম্মতের জন্য পাক (শামী) এবং শহীদের রক্তমাখা কাপড় যদি কূপে পড়ে যায়, কূপ নাপাক হয় না। হায়াতুন্নবী (দঃ) এর হাদীছ সাক্ষ্য দিচ্ছে نَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অর্থাৎ 'নবীগণ জীবিত' তাঁরা রিযক পায়। আর শহীদগণের স্থায়ী হায়াতের সাক্ষ্য কুরআন পাকই প্রদান করছেন- بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ 'তারা জীবিত' কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না'।

একটি কবিতার অংশ নিম্নরূপ ع کافر ہیں جو حسین کے ماتم نہیں کرتے

অর্থাৎ- 'সে কাফির যে হুসাইনের জন্য মাতম করে না' এর উপর অন্য আরেকজন কবি লিখেন- کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

অর্থাৎ-'বরঞ্চ যে কাফির, যে শহীদগণের হায়াত অস্বীকার করে, আর আমরা তো স্থায়ী হায়াতের অধীকারীর জন্য মাতম করি না।

(৪) মৃত্যুর পর কোন জান্নাতী ব্যক্তিও পুনরায় এই দুনিয়ায় আসতে এবং এখানকার নানা বিপদ ঝক্কি ঝামেলা দেখবার আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু শহীদগণই একমাত্র আল্লাহর দরবারে আরয করে, মাওলা! যদি সেই জিহাদের ময়দান আবার পেতাম, আবার যদি সেই উত্তম বালু সেই জখম এবং কতলের মজা পেতাম! (মিশকাত, ফাযায়েলে জিহাদ অধ্যায়) (৫) হাদীছ শরীফে আছে, শাহাদত ফরয ছাড়া আর সব গুণাহ মিটিয়ে দেয়। (৬) হাদীছ শরীফে আরও আছে, তিন ব্যক্তি প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে-শহীদ, সন্তান সন্ততি নিয়ে দারিদ্রাবস্থায়ও ভিক্ষা না করা ব্যক্তি এবং অনুগত গোলাম, (তিরমিযি, মিশকাত, ফাজায়েলে জিহাদ) (৭) হুযুর আকরম (দঃ)ইরশাদ করেন, শহীদের ছয়টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়, তাকে তাঁর জান্নাতের নির্ধারিত স্থান পূর্বেই দেখানো হয়, তার কবরের আযাব হয় না, কিয়ামত দিবসে সে ভয়-ভীতি হতে মুক্ত থাকবে, তার মাথায় মর্যাদার তাজ রাখা হবে, যেটির একটি ইয়াকূত পাথর গোটা দুনিয়া হতে শ্রেষ্ঠ। ৭২টি হুর তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে। শহীদ তার ৭০ জন নিকটতম আত্মীয়ের জন্য শাফায়াত করবে। (তিরমিযি, ইবনে মাজা, মিশকাত, কিতাবুল জিহাদ)। (৮) হুযুর আকরম (দঃ) আরও ইরশাদ করেন দু'টি ফোঁটা এবং দু'টি কদমের চিহ্ন আল্লাহর নিকট বড়ই প্রিয়। একেতঃ চোখের পানির ফোঁটা, যা আল্লাহর ভয়ে বেয়ে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ঐ কদমের চিহ্ন, যেটি আল্লাহর নির্ধারিত ফরয আদায় করার জন্য যাত্রা করেছে। (৯) প্রিয় নবী (দঃ) ইরশাদ করেন, তলোয়ার শহীদের গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয় এবং কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে ইখতিয়ার দেয়া হবে, সে যেন যেই দরওয়াজা দিয়েই ইচ্ছে জান্নাতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রবেশ করে। (দারমী এবং মিশকাত) (১০) তিনি আরও ইরশাদ করেন, শহীদগণ মৃত্যুর এতটুকু কষ্ট পান, যতটুকু একটি পিঁপড়ার কামড়ের দ্বারা হয়।

শহীদের সরদার কে?

হুযুর আকরম (দঃ) এর বাগানের এক একটি ফুলের এক এক রং এবং সুগন্ধি। খুলাফায়ে রাশেদীন, ইমাম হুসাইন (রাঃ) আমীর হামযা (রাঃ), এঁরা প্রত্যেকেরই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সাইয়েদুশ শুহাদা বা শহীদগণের সরদার। সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এ দৃষ্টিতে সরদার যে, তাঁর ওফাত হুযুর আকরম (দঃ) এর ওফাতেরই নমুনা। কেননা হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাত খায়বরের বিষ, আর সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর ওফাত গর্তের বিষের কারণে হয়েছিল। সাপের বিষ পুনরায় দেখা দিয়েছিল, এবং এতেই তাঁর ওফাত হয়েছিল। হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাত সোমবার দিনে আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর ওফাত হয়েছিল সোমবার দিবাগত রাত্রে। হুযুর পাক (দঃ) এর ওফাতের সময় ঘরে বাতির তৈল ছিল না, আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর ঘরে ছিল না কাফনের কাপড়। বস্তুতঃ সার্বিকভাবেই তিনি দ্বিতীয় মর্যাদায় অভিসিক্ত। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এই হিসেবে শহীদগণের সরদার যে, তিনি মদীনা তায়্যেবার মসজিদে নবী শরীফে হুযুর আকরম (দঃ) এর জায়নামাযের উপর ফজরের নামাযে রত অবস্থাতেই শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর দাফনও হয়েছেন রওযা পাকে প্রিয় নবী (দঃ) এর পার্শ্বেই। এতগুলো সিফতের সমাহার আর কারও মাঝে ঘটেনি। হযরত উছমান (রাঃ) এজন্য শহীদগণের সরদার যে, মদীনার জমিনে কুরআনুল করীম তেলাওয়াতের সময় فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ الآية আয়াতখানার উপর তাঁর শাহাদতের রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এরপরও এমন ধৈর্যশীল যে, কাতেলের মুকাবিলা তো দূরের কথা, বাঁচার জন্য তার উপর হাত পর্যন্ত উত্তোলন করেননি, বরঞ্চ অন্যদেরকেও মুকাবিলা করতে নিষেধ করে বলেছেন, আমার কারণে যেন মদীনার পবিত্র মাটি রক্ত দ্বারা রঞ্জিত না হয়।

হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদগণের সরদার এ জন্য যে, হযরত আদম (আঃ) হতে এপর্যন্ত আর কাউকেই তাঁর মত এত অধিক বিপদ বরদাশত করতে হয়নি। কারবালার ময়দানে তিনি ছিলেন গাজী, ভিন্‌দেশী মুসাফির, তিন দিন ধারাবাহিক রোযাদার, শিশুসন্তান পরিবারবর্গকে রাহে খোদায় কুরবানকারী এবং কঠিন অবস্থাতেও নামায আদায়কারী। নামায আদায়কালেই তিনি শহীদ হয়েছেন। যেহেতু হুযুর আকরম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ) জান্নাতের জওয়ানদের সরদার, সেহেতু সরদারের জন্য বাঞ্ছনীয় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ সকলের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। এর পূর্বে হযরত হুসাইন (রাঃ) বাহ্যিকভাবে মুহাজির ছিলেন না, মুজাহিদও ছিলেন না, গাযীও ছিলেন না, এমতবস্থায় যদি তাঁর শিরে সরদারীর তাজ পরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কোন জান্নাতির হয়ত একথা চিন্তা করার অবকাশ থাকতো, আমাদের সরদারের মধ্যে অমুক বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছে এই ছিল যে, এক কারবালার মধ্যে দিয়েই সকল মর্যাদা তাঁকে অতিক্রম করাবেন। তাঁর প্রত্যেকটি গুণ অদ্বিতীয়। তাঁর মত নামাযী, রোযাদার, গাজী আর কেউই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নেই। এ ধরণের জুলুসও আর কারও জন্য বের হয়নি। অন্য সব লোক নামাযের জন্য অযু করে বা তৈয়ম্মুম করে। কিন্তু তাঁর শেষ নামায এমন ছিল যে, যার জন্য না ওযু ছিল আর না তৈয়ম্মুম ছিল। যখন পান করার জন্য পানিই নেই, তখন ওযুর পানির ব্যবস্থা আবার কোত্থেকে। বাকি থাকলো তৈয়ম্মুমের প্রশ্ন। তৈয়ম্মুম তো হাতের সাহায্যে মুখ এবং কনুই পর্যন্ত হাতের উপর শুকানো মাটি দ্বারা করা হয়। কিন্তু তখন জখমের কারণে তাঁর চেহারা এবং হাত কিছুই মাহফুজ ছিল না। বরঞ্চ যখনই বালির উপর হাত রেখেছেন, তখন তা রক্তের সাথে মিশে কাদা হয়ে গেল। অতএব তৈয়ম্মুমও বা কি করে সম্ভব? কবির ভাষায়–

مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں

অর্থাৎ–'মসজিদেও নয়, অথবা বায়তুল্লাহর দেয়ালের ছায়াতেও নয়, বরঞ্চ ইশ্‌কের নামায আদায় হয় তরবারীরই ছায়াতলে।'

বস্তুতঃ এই বিশেষ নামায ওযু এবং তয়াম্মুমের মুখাপেক্ষী ছিল না। তাঁর তৎসময়ের রোযাও ছিল বে-মেছাল। সবার রোযা একদিনের, আর তাঁর রোযা দেড় দিনের, সবার ইফতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়, আর তাঁর ইফতার ছিল দ্বিপ্রহরে। সবাই খাদ্য বা পানি দ্বারা রোযার ইফতার করে, কিন্তু তাঁর ইফতার ছিল রক্ত দ্বারা। অন্যান্যদের বিবি বিধবা হয়ে ইদ্দতের চার মাস দশ দিন একই জায়গায় বসেই অতিবাহিত করে, কিন্তু হযরত আলী আসগর (রাঃ) এর মাতা, হযরত আলী মর্তুজার পুত্রবধু, বরঞ্চ একথা বলাই উত্তম হুযুর পাক (দঃ) এর দৌলতখানার উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সমস্ত মুসলমানগণের সম্মানের প্রতীক, হযরত হুসাইন (রাঃ) এর বিবি যখন বিধবা হন, তখন জুলুসের ন্যায় কারবালা হতে কুফা এবং কুফা হতে দামেশক পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদতের পর যে জুলুস বের হয়েছিল, এরকম জুলুস আর কারও জন্য বের হয়নি। আসমান এবং জমিন এ দৃশ্য আর কখনো দেখেনি যে, বোনগণ কয়েদ হয়ে উটের পিঠে সওয়ার আর তাঁদের সামনে সামনে বর্শার মাথায় ভাইয়ের খন্ডিত মস্তক। কবির ভাষায়–

کہ سر بھائی کا ہو نیزہ پہ اور اونٹوں پہ ہوں بہنیں جہاں میں مبتلا ذیقدر کمتر ایسے ہوتے ہیں۔

অর্থাৎ– 'বর্শার অগ্রভাগে ভাইয়ের মস্তক, আর উটের উপর বোনেরা সওয়ার, পৃথিবীতে আর কোন সম্মানিত ব্যক্তির সাথে এধরনের দুর্ব্যবহার কমই করা হয়েছে।

মৃত্যুর সময় মৃত্যুপথ যাত্রী তার সন্তান সন্ততির জন্য ওসীয়ত করে থাকে, কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) এমনভাবে দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছেন যে, ৭২টি আঘাত খেয়ে তিনি যখন ঘোড়া হতে অবতরন করলেন, তখন পাপাত্মা সীমারের নিকট তিনি দু'রাকাআত নামায পড়ারই অবকাশ চেয়েছেন। কসম খোদার! আমাদের লক্ষ নামায ও তাঁর এই সিজদার উপর কুরবান। কবির ভাষায়–

اس دو گانہ پہ فد اہزاری نمازیں جس میں دھار حلقوم پہ سر خم ہو عبادت کے لئے

অর্থাৎ– অন্য সবার সমস্ত নামায ঐ দু'রাকাআত নামাযের উপর কুরবান, যে নামাযে কণ্ঠ দেশে তরবারী ধরে রাখা সত্ত্বেও নামাযীর ঐ দিকে লক্ষ্য নেই, সে স্বীয় ইবাদতেমত্ত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ রকম কেন হবে না! তিনি (হযরত হুসাইন (রাঃ)) তো মাহবুবে খোদা (দঃ) এর বাগানের মালী, উম্মতের ওয়ালী, দ্বীনের ধারক বাহক, সুখ এবং মসীবত সর্বাবস্থায়ই তিনি দ্বীনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। কবির ভাষায়—

پھنسی جو دام میں بلبل تو یوں لگی کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے

کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیو صیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے

অর্থাৎ— 'বুলবুল পাখী জালের মধ্যে আটক হয়ে বলতে লাগলো, যখন তুমি আমাকে আটকিয়েছ তখন নিশ্চয়ই কতল করবে। কিন্তু হে শিকারী! প্রদীপের শিখাতেই আমাকে কাবাব কর না কেন, শেষ নিঃশ্বাসের সময় মদীনার ফুলের চেহারা মুবারকই আমার নজরে থাকবে।'

হযরত ইসমাইল (আঃ) জবহের সময় স্বীয় পিতাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমার হাত পা বেঁধে দিন, যাতে করে আমি জবহের সময় লাফালাফি না করি। কেননা প্রাণ কবজের কম্পন সবারই হয়। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) এর ওফাত এ ধরণের আশ্চর্য যে, জবহের সময় তিনি না লাফালাফি করেছেন, না এতটুকু নড়াচড়াও করেছেন। কবির ভাষায়

تہ خنجر بھی نہ تڑپا پسر شیر خدا یہ تکلف تو فقط فاطمہ کے شیر میں ہے

অর্থাৎ— 'শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) এর পুত্র খঞ্জরের ছায়াতলেও ছিলেন নীরব-নিথর। এ মহান মর্যাদা তো একমাত্র ফাতেমার বাঘের জন্যই সুনির্দিষ্ট'।

শাহাদতের সময় যখন বর্ম তাঁর পবিত্র শিরে বিদ্ধ, তখন চক্ষু মুবারক ছিল খোলা, দৃষ্টি ছিল জমিনের দিকে। কোন আশেক এর আশ্চর্য তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন—

با آنکہ سر ہے نیزہ پہ سوئے زمین ہے رو + یعنی ہے ان کو سجدۂ ثانی کی آرزو

অর্থাৎ— 'তাঁর শির মুবারক বর্মে, চেহারা মুবারক জমিনের দিকে; এদৃশ্য একথারই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তিনি দ্বিতীয় সিজদার অভিলাষী।

তিনি প্রথম রাকায়াতের প্রথম সিজদা আদায় করেছেন, এমতাবস্থায় কাতেল তাঁকে শহীদ করেছে। এটি তো ঐ অবস্থা, যার ভিত্তিতে হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদগণের নেতা। বরঞ্চ মূল কথা তো এই যে, অন্য সব শহীদগণের শাহাদাত তাঁরই দরবার হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌছে। বস্তুতঃ হুযুর আকরম (দঃ) এর সমস্ত ঘরবাসী পাক এবং পবিত্র। আমি কি অথবা আমার হাকিকতও বা কি যে, তাঁর সিফাত বা গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারি! তাড়াহুড়া করেই এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখে দিলাম। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করতঃ আমার গুনাহ্‌র কাফ্‌ফরা এবং আমার জন্য সদকায়ে জারিয়া বানিয়ে দিক।

يَلُوْحُ الْخَطُّ فِي الْقِرْطَاسِ دَهْرًا مُصَنِّفُهُ رَمِيْمٌ فِي التُّرَابِ

অর্থাৎ-'যুগ যুগধরে লিখা কাগজে ঝলমল করবে, অথচ লিখকতো মাটির সাথে মিশে যাবে।' পাঠকবৃন্দের যে কেউই এ কিতাব হতে ফায়েদা অর্জন করবেন, তিনি যেন এই অধম ফকিরের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন। এই শ্রম দ্বারা আমার উদ্দেশ্য একমাত্র এটিই।

اے کہ بر ما می روی دامن کشاں از سر اخلاص الحمد بخواں

অর্থাৎ— 'ওহে পথিক! যে আমার পাশ দিয়ে হাত গুটিয়ে চলে যাচ্ছ, যাওয়ার সময় আমার পাশে সূরা ইখলাস পড়ে, তবে যাও।'

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in